শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত

(মহাকাব্য)

প্রথম খণ্ড ।

শ্রীহরিনারায়ণ মিশ্র প্রণীত ।

প্রথম সংস্করণ ।

প্রকাশক—

(তদীয় পুত্র)—শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র

পোষ্ট কান্দী, জেলা মুর্শিদাবাদ ।

সন ১৩১৮ সাল ।

মূল্য—১৲ এক টাকা মাত্র ।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,
৭৬নং বলরমা দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র।

পরম করুণাময় শ্রীভগবান

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচরণসরসিজে ভক্তিসহকারে

এই পুস্তক উৎসর্গীকৃত হইল।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-দাসানুদাস-কৃপাকাঙ্ক্ষিণঃ

দীনাতিদীন

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোপালো জয়তি।

ভূমিকা।

জীবনং কৃষ্ণভক্তস্য বরং পঞ্চ দিনানিচ।
নতু কল্পসহস্রঞ্চ ভক্তিহীনস্য কেশবে॥

পরম করুণাময় শ্রীভগবানের অপার কৃপায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত মহাকাব্য প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। আমার পিতা পণ্ডিত-প্রবর স্বর্গীয় ৺হরিনারায়ণ মিশ্র মহাশয় এই মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া মুদ্রাঙ্কন-কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি ৺পিতৃদেবের কৃত এই মহাকাব্য ভগবদ্‌ভক্ত-সমীপে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে বহুযত্নে মুদ্রিত করাইয়াছি। এক্ষণে ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তি-গণ উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুখানুভব করিলে, পরম কৃতার্থ হইব। উল্লিখিত মহাকাব্য প্রকৃতই ভব-রোগের মহৌষধ,—জ্ঞানপিপাসুর শান্তিস্থল। ভক্তের হৃদয়ধন, সংসারাবদ্ধের বন্ধন-মোচক, ত্রিতাপ-তাপিতের তাপ-নাশন। অধিক কি, ইহা কি সংসারী, কি বিরাগী, কি সন্ন্যাসী, সকলেরই হৃদয়-রঞ্জক।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা। তিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে বাস করিয়া, প্রাণিমাত্রকেই পরিচালিত করিতেছেন। তিনি আমার হৃদয়ে থাকিয়া, যেরূপভাবে গ্রন্থ প্রকাশিত করাইয়াছেন, সেইরূপই করিয়াছি; সুতরাং গুণ দোষের দায়ী নহি।

আমার শারীরিক অসুস্থতা ও পিতৃশোক-কাতরতা-নিবন্ধন লিপিকর-প্রমাদজন্য মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে যে সমস্ত ভ্রম হইয়াছে, সহৃদয় পাঠকগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। ইতি

আপাততঃ শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত মহাকাব্য প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পাঠক মহোদয়গণ হইতে উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে, দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রাঙ্কনে যত্নবান্ হইব।

জেমো কান্দী—মুর্শিদাবাদ
শকাব্দা ১৮৩৩,
১১ই মাঘ, ১৩১৮।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাসানুদাস-কৃপাকাঙ্ক্ষিণঃ
দীনাতিদীন
শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মণঃ।

পুস্তকপ্রাপ্তির ঠিকানা—শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র।

পোঃ কান্দী, জেলা--মুর্শিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী আফিস, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-মহাকাব্য।

প্রথমঃ সর্গঃ।

অথ মঙ্গলাচরণ ও শ্রীকৃষ্ণাবতারোপক্রম।

গুরুপাদদ্বয়ং বন্দে গুণাতীতং পরাৎপরম্।
ভুক্তি-মুক্তি-প্রদং দিব্যং সংসারাময়-ভেষজম্ ॥১
যশোদানন্দনং নৌমি গোপালং শ্যামসুন্দরম্।
রত্নালঙ্কার-শোভাঢ্যং নন্দ-প্রাঙ্গণচারিণম্ ॥২
গণানাং নায়কং দেবং সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনম্।
গিরিজা-সম্ভবং নৌমি বিঘ্নানাং নাশহেতবে ॥৩
শ্রীশঙ্করং পরাত্মানং ভস্মভূষং দিগম্বরম্।
কৈলাস-বাসিনং বন্দে নত-ক্ষেম-বিধায়িনম্ ॥৪
মহাদেব প্রিয়াং নিত্যাং সিদ্ধিরূপাং পরেশ্বরীম্।
ব্রহ্মাণ্ড-মাতরং বন্দে নিত্যানন্দ স্বরূপিণীম্ ॥৫
নমামি ভাস্করং দেবং মহাতেজোময়ং বিভুম্।
ত্রৈলোক্য-চক্ষুষং রক্তপদ্মস্থং লোকসাক্ষিণম্ ॥৬

জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
মোরে কৃপা কর দেব পরম ঈশ্বর ॥ ১
শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত গৌর-ভক্তগণ।
দয়া করি কর প্রেম-ভক্তি বিতরণ ॥ ২
আমার সাহস ক্ষম যত মহাজন।
বাসনা করিতে কৃষ্ণ-লীলার বর্ণন ॥ ৩
কেমনে হইবে মম বাসনা পূরণ।
আমি যে অজ্ঞান অতি মূর্খ অভাজন ॥ ৪
আমার ইচ্ছায় আমি চলিতে না পারি।
চালাইছে মোরে কৃষ্ণ বিভু সূত্রধারী ॥ ৫
যাঁহার কৃপাতে মূক হয় কবিবর।
লঙ্ঘন করিতে পারে পঙ্গু গিরিবর ॥ ৬
করি সেই কৃপাময়ে হৃদয়ে ধারণ।
দুঃসাহস কার্য্যে করি লেখনী ধারণ ॥ ৭ ॥
ক্ষতি নাই মোরে লোক বাতুল বলিবে।
যাহা ইচ্ছাময়-ইচ্ছা তাহাই হইবে ॥ ৮
দেবাসুর-রণ-হত বহু নিশাচর।
দিতিজ দনুজ আদি অসুর বিস্তর ॥ ৯
বিগত দ্বাপর যুগে শেষ সন্ধ্যা অংশে।
গ্রহণ করিল জন্ম ক্ষত্রিয়ের বংশে ॥ ১০

যখন পাইল তারা রাজ্য অধিকার।
করিতে লাগিল নানাবিধ অত্যাচার ॥ ১১
না মানে ব্রাহ্মণ গাভী কিংবা বেদ ধর্ম্ম।
হইল বিলুপ্তপ্রায় যজ্ঞ আদি কর্ম্ম ॥ ১২
স্বেচ্ছামত কর্ম্ম সব করে আচরণ।
হইল স্মৃতির পথ-ভ্রষ্ট প্রজাগণ ॥ ১৩
পরদ্রোহ পরহিংসা আদি অনাচার।
কাপট্য লাম্পট্য ক্রোধ লোভ অবিচার ॥ ১৪
হইল প্রবল অতি ভূতলে যখন।
ন্যায়ের মর্য্যাদা করে অনেকে লঙ্ঘন ॥ ১৫
পাপ-ভারাক্রান্তা তবে মেদিনী হইলা।
সহিতে না পারি ভার অন্তরে চিন্তিলা ॥ ১৬
বক্ষে ধরিয়াছি আমি অসংখ্য ভূধর।
নদ নদী সরোবর কানন সাগর ॥ ১৭
স্থাবর জঙ্গম আদি জীব চরাচর।
নিবাস করিছে সুখে আমার উপর ॥ ১৮
বহিতেছি চিরকাল ইহাদের ভার।
কিছুমাত্র ক্লেশ তাহে নাহিক আমার ॥ ১৯
দারুণ পাপের ভার সহ্য নাহি হয়।
অতি পীড়া হেতু মম ব্যথিত হৃদয় ॥ ২০
না দেখি উপায় এবে কি আমি করিব।
কে দিবে আশ্রয় কার নিকটে যাইব ॥ ২১
করিতেছি বিধাতার আদেশ পালন।
এতুথ-কাহিনী তাঁরে কর্ত্তব্য বর্ণন ॥ ২২
এ সিদ্ধান্ত স্থির করি অন্তরে তখন।
প্রথমে চলিলা দেবী সুরেন্দ্র-ভবন ॥ ২৩
বসিয়াছে সুরপতি রত্ন-সিংহাসনে।
বেষ্টন করিয়া আছে সুর মুনিগণে ॥ ২৪
হেন কালে বসুমতী সভামাঝে গেলা।
রোদন করিয়া তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ২৫
ত্রিদশ-ঈশ্বর প্রভু কৃপার সদন।
আমার অবস্থা এবে করহ শ্রবণ ॥ ২৬
ভূতলে জনমি যত ক্ষত্রকুলাঙ্গার।
করিতেছে নানাবিধ পাপের আচার ॥ ২৭
সহ্য নাহি হয় মম গুরু পাপভার।
কৃপা করি কর দেব আমারে উদ্ধার ॥ ২৮
আসিয়াছি আমি তব পাশে সে কারণ।
বিহিত উপায় প্রভু করহ এখন ॥ ২৯
মম গুরু ভার যদি নাকর হরণ।
হইবেক চরাচর পাতালে মগন ॥ ৩০ ॥
শুনি ধরণীর বাক্য বিলাপ কাতর।
কহিতে লাগিলা তাঁরে ভুবন-ঈশ্বর ॥ ৩১
শুন শুন ধরণি গো বচন আমার।
নারিব করিতে আমি তব উপকার ॥ ৩২
আসুরিক বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়-নন্দন।
আমার অসাধ্য হয় তাদের নিধন ॥ ৩৩
তোমার দুঃখেতে আমি অতীব দুঃখিত
ভূভার হরিতে আমি আছিগো চিন্তিত ॥ ৩৪
এত কহি গুরুদেবে করি আনয়ন।
তাঁহারে কহিলা ইন্দ্র সব বিবরণ ॥ ৩৫
বৃহস্পতি কহে শুন অমর-প্রধান।
মম মতে হয় এই কর্ত্তব্য বিধান ॥ ৩৬
পৃথিবীরে সঙ্গে লয়ে আর দেবগণ।
চল মোরা যাই এবে ব্রহ্মার সদন ॥ ৩৭
জগত-বিধাতা প্রভু কমল-আসন।
অবশ্য করিবে ভূমি-দুঃখ নিবারণ ॥ ৩৮
কালোচিত গুরু-বাক্য শুনি সুরপতি।
চলিলা সগণ তবে বিরিঞ্চি-বসতি ॥ ৩৯
আসীন পরমাসনে বিভু রাজমান।
অধিষ্ঠিত ব্রহ্মতেজ যেন মূর্ত্তিমান্ ॥ ৪০
ভৃগু-আদি ব্রহ্মবাদী প্রভুর নন্দন।
আছে সভামাঝে করি আসন গ্রহণ ॥ ৪১
তাঁদের মূরতি হেরি হেন লয় মন।
করিয়াছে যেন তপ শরীর ধারণ ॥ ৪২
রাজিছে আপন তেজে দেব পঞ্চানন।
আত্মারাম পূর্ণ কাম পার্ব্বতীরমণ ॥ ৪৩
নিজ নিজ মূর্ত্তি ধরি যত শ্রুতিগণ।
করিতেছে বিভুগুণ-লীলার কীর্ত্তন ॥ ৪৪
করিতেছে হরিগুণ গান মনোহর।
নারদ ব্রহ্মার সুত ভকত-প্রবর ॥ ৪৫
শুনিতেছে একমনে সব সভাজন।
হরি-নাভি-পদ্মোদ্ভব বিভু পঞ্চানন ॥ ৪৬

পুণ্যময় ব্রহ্ম ধাম সুখ নিকেতন।
যেন শান্তি রস সুধা হতেছে ক্ষরণ ॥ ৪৭
তথা প্রবেশিয়া ইন্দ্র-আদি দেবগণ।
দণ্ডবৎ প্রণমিলা ব্রহ্মার চরণ ॥ ৪৮
করপুটে স্তুতি করে সুরের প্রধান।
জয় জয় জগন্নাথ কৃপার নিধান ॥ ৪৯
জয় অন্তর্যামী বিভু পরম ঈশ্বর।
সাবিত্রী গায়ত্রী-পতি জয় সুরবর ॥ ৫০
জয় লোক-পিতামহ সৃজন-কারণ।
কমল-উদ্ভব জয় কমল আসন ॥ ৫১
জয় আদিদেব জয় জগত-বিধাতা।
জয় বেদ-নেত্র জয় সুরকুলত্রাতা ॥ ৫২
জয় সত্যলোকবাসী বরাভয় দাতা।
বিপদ-ভঞ্জন জয় বিপন্নের পাতা ॥ ৫৩
কৃতার্থ হইনু নাথ করি দরশন।
সুরাসুর-নাগ-নর-সেবিত-চরণ ॥ ৫৪
স্তবে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা কহিলা বচন।
কি হেতু সুরেন্দ্র তব হেথা আগমন ॥ ৫৫
পিতামহ-বাক্য শুনি কহে মঘবান্
মোদের প্রার্থনা প্রতি কর অবধান ॥ ৫৬
জনমিয়া ভূমিতলে বহু নিশাচর।
অধিষ্ঠিত আছে রাজ-সিংহাসন'পর ॥ ৫৭
করিতেছে নানাবিধ পাপ আচরণ।
পবিত্র ধর্ম্মের পথ করিয়া লঙ্ঘন ॥ ৫৮
সনাতন বেদমার্গ করিছে দূষিত।
অতএব প্রজাগণ পাপ-কলুষিত ॥ ৫৯
হইয়াছে ভূমিতল অধর্ম্ম-বহুল।
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাৎসর্য্য-সঙ্কুল ॥ ৬০
হয়েছে ধরণী অতি পীড়িতা সে ভারে।
অসহ্য পাপের ভার সহিতে না পারে ॥ ৬১
আমার নিকটে আসি কৈল নিবেদন।
সাধ্য নাহি করি তার দুঃখ বিমোচন ॥ ৬২
হের ধরণীরে দেব করিছে রোদন।
সমাগত সুরবৃন্দ মলিন বদন ॥ ৬৩
বসিত যে সিংহাসনে ভূমির গৌরব।
নানা গুণ-বিভূষিত ক্ষত্রিয়-পুঙ্গব ॥ ৬৪
ধর্ম্ম অনুসারে করি প্রজার পালন।
করিত দেবতাকুল-আনন্দবর্দ্ধন ॥ ৬৫
যাঁহাদের সুশাসনে পাপ আচরণ।
না পারিত করিবারে ভূমে কোন জন ॥ ৬৬
করেছিলা যাঁরা ভূমিতল পুণ্যময়।
রাখি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম করি পাপে ক্ষয় ॥ ৬৭
হইলে বার্দ্ধক্য দশা যাইয়া কানন।
তপস্যা করিয়া যাঁরা ত্যজিত জীবন ॥ ৬৮
তনু ত্যজি আসি যাঁরা অমর-নগরে।
অদ্যাপিও ভূরি পুণ্যফল ভোগ করে ॥ ৬৯
পুণ্যশ্লোক বলি যাঁরা ভুবনে প্রথিত।
লোক-অনুকরণীয় আদর্শ চরিত ॥ ৭০
সে আসনে বসি আজি দুষ্ট পাপাচার।
অতি বৃদ্ধি করিতেছে মহাপাপভার ॥ ৭১
সৃজন করিয়া দেব জীব চরাচর।
দিয়াছ করিতে বাস ভূমির উপর ॥ ৭২
করিবারে বক্ষ'পরে তাদেরে ধারণ।
ভূমিরে দিয়াছ আজ্ঞা মরাল-বাহন ॥ ৭৩
করিতে আছিল দেবী সে আজ্ঞা পালন।
অকাতরে শিরে ধরি প্রভু অনুক্ষণ ॥ ৭৪
অসহ্য হয়েছে এবে গুরু পাপভার।
উপায় করহ দেব কৃপা-পারাবার ॥ ৭৫
এত কহি বিরমিল দেবেন্দ্র তখন।
ধরিত্রী ধরিলা গিয়া ব্রহ্মার চরণ ॥ ৭৬
জুড়িয়া যুগলকর করে নিবেদন।
মোরে রক্ষাকর দেব কৃপা-নিকেতন ॥ ৭৭
ভূমির কাতর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কহিতে লাগিলা ব্রহ্মা মধুর বচন ॥ ৭৮
শুনগো ধরণি দেবি আর দেবগণ।
জানি আমি ভূতলের সব বিবরণ ॥ ৭৯
বসুমতী-গুরুভার কেমনে যাইবে।
দুষ্টরাজকুলনাশ কেমনে পাইবে ॥ ৮০
কেমনে হইবে পুন ধর্ম্ম সংস্থাপন।
কেমনে হইবে গুরু পাপ নিরসন ॥ ৮১
হইয়াছি সে চিন্তায় চিন্তিত অন্তর।
পৃথিবীর দুঃখে আমি দুঃখী নিরন্তর ॥ ৮২

দেখিয়াছি মনোমাঝে করিয়া বিচার।
এ দুঃখ নাশিতে সাধ্য নাহিক আমার॥ ৮৩
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি দেব নারায়ণ।
সর্ব্বচরাচর প্রভু কৃপা-আয়তন॥ ৮৪
প্রণত-বৎসল হরি আর্ত্তি-ভঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের পরম কারণ॥ ৮৫
যুগে যুগে ধরি যেঁহ নানা অবতার।
নাশিয়াছে বহুবার অবনীর ভার॥ ৮৬
কর্ত্তব্য মোদের তাঁর আশ্রয় গ্রহণ।
কে করিবে হরি বিনা ভূভার হরণ॥ ৮৭
শুন গো ধরিত্রি দেবি তুমি যাঁর দাসী।
নাশিবে তোমার ক্লেশ সেই অবিনাশী॥ ৮৮
শোক ত্যজ ধৈর্য্য ধর না কর রোদন।
করুণা-সাগরে মাতঃ করহ স্মরণ॥ ৮৯
কোথা গেলে পাব মোরা হরির দর্শন।
শুনিয়া কহিলা তবে বৃষভ-বাহন॥ ৯০
তাঁর সত্তা নাহি যথা কোথা হেন স্থান।
সর্ব্বত্র সকল ভূতে তাঁর অধিষ্ঠান॥ ৯১
ক্ষীরপয়োনিধি-তীরে তথাপি গমন।
করিতে বাসনা মম সহ দেবগণ॥ ৯২
শিব-বাক্য শুনি বিধি আনন্দ পাইলা।
সগণ শঙ্কর সঙ্গে তথায় চলিলা॥ ৯৩
পরশি বিমল জল করি আচমন।
অঙ্গন্যাস করন্যাস করি সমাপন॥ ৯৪
চরণপঙ্কজ করি হৃদয়ে ধারণ।
কর যুগ জুড়ি করে প্রভুর স্তবন॥ ৯৫

ত্রিপদী

জয় দেব পরাৎপর, সর্ব্বদেব মহেশ্বর,
জয় জয় চিদানন্দ ঘন।
বিভু সর্ব্বব্যাপী জয়, অন্তর্য্যামী কৃপাময়,
জয় পদ্মপলাশ-লোচন॥ ৯৬
গদাপদ্মশঙ্খধর, দনুজারি চক্রকর,
জয় চতুর্ভুজ শ্রী-রমণ।
জয় ব্রহ্ম সনাতন, নানা রত্নবিভূষণ।
জয় জয় শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥ ৯৭
আজানুলম্বিত কর, বনমালী পীতাম্বর,
কমলাসেবিত শ্রীচরণ।
জয় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম, নেত্রমন-অভিরাম,
সর্ব্বভূত-কৃত নিকেতন॥ ৯৮
নিন্দি নব জলধর, শ্যামল সুন্দর বর,
ধৃতরূপ ভুবন মোহন।
হাস্যবিকসিতাধর, রবিসুত-ত্রাসহর,
জয় দেব গরুড়বাহন॥ ৯৯
মন বুদ্ধি অগোচর, অপ্রাকৃত গুণাকর,
নির্গুণ সগুণ অতএব।
জয় প্রভু কৃপালয়, অহেতু করুণাময়,
জয় স্বেচ্ছাময় মহাদেব। ১০০
সৃজিবারে চরাচরে, জনম দিয়াছ মোরে,
আজ্ঞামাত্র করি হে পালন।
নহি আমি স্বেচ্ছাধীন, নিরন্তর তবাধীন,
তুমি সৃষ্টি-কারণ কারণ॥ ১০১
যবে দুষ্ট নিশাচর, জনমি ভূমির পর,
করি নানা পাপ আচরণ।
করে ধরমের হানি, তথা বেদপথ-গ্লানি,
তবে করি তোমারে জ্ঞাপন॥ ১০২
তুমি ভূমে অবতরি, নানা লীলামূর্ত্তি ধরি,
কর বেদ ধর্ম্ম সংস্থাপন।
প্রবল অধর্ম্ম নাশি, বেদ-ধর্ম্ম সুপ্রকাশি,
কর নিজ সৃষ্টির রক্ষণ॥ ১০৩
এবে ক্ষত্র-কুলাঙ্গার, বহু দুষ্ট দুরাচার,
জনম লভিয়া ভূমণ্ডলে।
মহাপাপ আচরণ, করিতেছে অনুক্ষণ,
লুপ্তপ্রায় ধর্ম্ম ভূমিতলে॥ ১০৪
তাহাদের অত্যাচার- কৃত মহাপাপ ভার,
ধরিতে না পারি বসুমতী।
যাঁর পর সসাগর, সকানন সভূধর,
চরাচর করিছে বসতি॥ ১০৫
মম পাশে আগমন, করি সহ দেবগণ,
জানাইল করিয়া রোদন।
নাহি সাধ্য কৃপাগার করি তার প্রতিকার,
তব পদে দৈন্য নিবেদন॥ ১০৬

প্রণত-আর্ত্তি হর, সাধুজন-মনোহর,
জয় জয় বিপদভঞ্জন।
ভূভার হরিতে যত্ন, দেবতামুকুট-রত্ন,
কর, লৈনু চরণে শরণ ॥ ১০৭
হরিনাভিপদ্মোদ্ভব, করিয়া বিভুর স্তব,
তুষ্ণীম্ভাব করিলা ধারণে।
প্রভু দেব নারায়ণ, নভোবাণী উচ্চারণ,
করে তবে জলদ-নিস্বনে ॥ ১০৮
শুন শুন পদ্মাসন, জানি সব বিবরণ,
ভূমিভার করিব হরণ।
আমার আদেশ যাহা, দেবগণে কহ তাহা,
করিতে সত্বর সম্পাদন ॥ ১০৯
গগনবচন শুনি, আসি স্রষ্টা মহামুনি,
সুরকুলে কহিলা তখন।
শুন শুন দেবগণ, হয়ে সমাহিতমন,
যা কহিলা দেব নারায়ণ ॥ ১১০
অন্তর্য্যামী আত্মারাম বিভু ভগবান।
অগ্রে করিয়াছে ধরা-জ্বরে অবধান ॥ ১১১
তোমরা আপন অংশে ভূতলে গমন।
করি কর যদুবংশে জনম গ্রহণ ॥ ১১২
ঈশ্বর ঈশ্বর সর্ব্ব-কারণ কারণ।
অবতরি যতদিন ভূভার হরণ ॥ ১১৩
স্বীয় কাল শক্তি দ্বারা করিতে থাকিবে।
ততদিন তোমরাও তথায় রহিবে ॥ ১১৪
বৃষ্ণিবংশ-অবতংশ সর্ব্ব গুণধাম।
পুণ্যবান্ শুদ্ধমতি বসুদেব নাম ॥ ১১৫
পরম পুরুষ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
প্রকটিবে তাঁর গেহে ইথে নাহি আন ॥ ১১৬
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ-কৃষ্ণ-প্রীতির কারণ।
অমর রমণী কর জনম গ্রহণ ॥ ১১৭
অনন্ত তাঁহার কলা দেব সঙ্কর্ষণ।
স্বস্বরূপে রাজমান সহস্রবদন ॥ ১১৮
নিজ প্রভু হরি-প্রিয়-চিকীর্ষাকারণে।
অগ্রে জনমিবে বসুদেব-নিকেতনে ॥ ১১৯
বিশ্বের ব্যাপিকা কৃষ্ণমায়াখ্যা শকতি।
সর্ব্বশক্তিযুতা মহাদেবী ভগবতী ॥ ১২০
অংশভূতা বহিরঙ্গা মায়ারে লইয়া।
ভূতলে জন্মিবে প্রভু আদেশ জানিয়া ॥ ১২১
অমরগণের প্রতি এই আজ্ঞা দিয়া।
মহীরে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ॥ ১২২
প্রজাপতি পতি বিভু কমল-আসন।
সনাতন ব্রহ্মলোকে করিলা গমন ॥ ১২৩
ধরণী সহিত সহগামী সুরসনে।
আইলা দেবেন্দ্র তবে আপন ভবনে ॥ ১২৪
নিজ নিজ অংশে আসি ভূমির উপর।
লইলা জনম সবে সানন্দ অন্তর ॥ ১২৫

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে মহাকাব্যে
প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

অথ কুরুবংশোৎপত্তি।

একদা সাগর সনে গঙ্গার মিলন।
গিয়াছিলা করিবারে বিরিঞ্চি দর্শন ॥ ১
আনন্দে করিছে ক্রীড়া জাহ্নবী সাগর।
হেরিয়া মুদিত মন ব্রহ্ম সুরবর ॥ ২
বহিল প্রবলবেগে খর সমীরণ।
করিল সমুদ্র তবে মর্য্যাদা লঙ্ঘন ॥ ৩
হেরিয়া ভুবনপতি কুপিত হইলা।
শান্ত হও শান্ত হও সমুদ্রে কহিলা ॥ ৪
করিলা জলধি অবিহিত আচরণ।
সেহেতু হইলা তুমি নিগ্রহ-ভাজন ॥ ৫
দিলাম হে অভিশাপ তোমারে সাগর।
জনমি ভূতলে তুমি হবে নরবর ॥ ৬
মূর্ত্তি ধরি জলনিধি উঠিয়া তখন।
পড়িলা কাতরে ধরি বিভুর চরণ ॥ ৭
করপুটে নতশিরে করিয়া মিনতি।
কহে কোন অপরাধ নাহি জগৎপতি ॥ ৮
অকারণে তুমি মোরে দিলে অভিশাপ।
করিয়াছে সমীরণ যাহা কিছু পাপ ॥ ৯
করিল সমীর মোরে তরঙ্গসঙ্কুল।
অতএব হইলাম আমি সমাকুল ॥ ১০
পরবশ হেতু কৈনু বেলার লঙ্ঘন।
ইথে কি আমার দোষ দেব সনাতন ॥ ১১
না করি গঙ্গার কোন দোষ দরশন।
সর্ব্বজ্ঞ তাহারে শাপ দিলে অকারণ ॥ ১২
বিচারিয়া এই শাপ কর বিমোচন।
তব করতলগত সমগ্র ভুবন ॥ ১৩
ঈষৎ হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলা তখন।
শুন জলনিধি এবে আমার বচন ॥ ১৪
জানি আমি তোমাদের নাহি কোন দোষ।
না দিলাম অভিশাপ করি কোন রোষ ॥ ১৫
করিতে হইবে দেবকার্য্যের সাধন।
তোমাদের জন্ম ইথে ভূমে প্রয়োজন ॥ ১৬
পবিত্র ভারতবংশ প্রথিত ভুবনে।
তথা গিয়া জন্ম তুমি করহ গ্রহণে ॥ ১৭
হইলে তুমি হে শান্ত বচনে আমার।
সেহেতু শান্তনু নাম হইবে তোমার ॥ ১৮
শাপহেতু বসুগণ ত্রিদিব ছাড়িয়া।
করিতেছে বাস এবে রসাতলে গিয়া ॥ ১৯
তাদের ক্ষত্রিয় কুলে জনম হইবে।
নরতনু ত্যজি তারা মুকতি পাইবে ॥ ২০
ভূমিতল মাঝে কোন ক্ষত্রিয়রমণী।
না পারিবে হইবারে তাদের জননী ॥ ২১
শলভা বিনষ্টা যথা ধরি হুতাশনে।
হইবে ক্ষত্রিয়া তথা তাদের ধারণে ॥ ২২
বসুগণে গর্ভে স্থান দিবার লাগিয়া।
জাহ্নবী মানুষী মূর্ত্তি ধরিবে যাইয়া ॥ ২৩
হইবে হে পরিণয় তাঁর তব সনে।
তবে বসুগণ জন্ম করিবে গ্রহণে ॥ ২৪
গঙ্গাগর্ভে সাতজন ক্রমশঃ জন্মিয়া।
আসিবেক সুরপুরে শরীর ত্যজিয়া ॥ ২৫
ভূমিতলে বহুদিন রবে একজন।
করিবে অসাধ্য বহু কার্য্যের সাধন ॥ ২৬
শুন জলেশ্বর ভীষ্ম হবে তার নাম।
ব্রহ্মণ্য সুশীল শান্ত দান্ত গুণধাম ॥ ২৭
অমিত-বিক্রম সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
সর্ব্বভূতে সমদর্শী স্বধর্ম্মনিষ্ঠিত ॥ ২৮

করিবে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের পালন।
ত্রিলোক-বিস্ময়কর তপ আচরণ ॥ ২৯
উর্দ্ধরেতা হবে তব তুষ্টির কারণ।
ত্যজিবে ইন্দ্রিয় সুখ তৃণের মতন ॥ ৩০
সহজ বিমল পূত যথা গঙ্গাজল।
হইবে জাহ্নবীসুত তথা নিরমল ॥ ৩১
যথা শশী করে উঠি ভুবন উজ্জ্বল।
করিবেক ভীষ্ম তথা সমগ্র ভূতল ॥ ৩২
হেন পুত্ররত্ন তুমি লভিবে জলধি।
তোমার ভাগ্যের আমি না দেখি অবধি ॥ ৩৩
করিয়া বিপুল ভোগ সাম্রাজ্য শাসন।
স্বস্থানে আসিবে করি তনু বিসর্জ্জন ॥ ৩৪
গঙ্গারে কহিলা তবে শুন সুরেশ্বরি।
দেবকার্য্য সাধ তুমি নারীতনু ধরি ॥ ৩৫
এত কহি পিতামহ কৈলা অন্তর্দ্ধান।
কুরুবংশে জন্ম আসি লৈলা উদম্বান্ ॥ ৩৬
পরম সুন্দর শিশু করি বিলোকন।
হরষিত পিতা মাতা পুরবাসিগণ ॥ ৩৭
যথাবিধি জাতকর্ম্ম সমাপ্ত হইল।
শান্তনু বলিয়া নাম জনক রাখিল ॥ ৩৮
পঞ্চম বরষে পিতা হাতে খড়ি দিল।
গুরুর নিকটে শিশু পড়িতে লাগিল ॥ ৩৯
সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ কৈল অধ্যয়ন।
করিল সকল শাস্ত্রে জ্ঞান উপার্জ্জন ॥ ৪০
যথাকালে করি সুতে রাজ্য সমর্পণ।
করিলা নৃপতি বৃদ্ধ স্বর্গে আরোহণ ॥ ৪১
শান্তনু পাইয়া তবে পিতৃসিংহাসন।
জনক সদৃশ করে প্রজারে পালন ॥ ৪২
একদা মৃগয়া তরে যাইয়া কানন।
গঙ্গাতীরে এককন্যা করিলা দর্শন ॥ ৪৩
করিতেছে একাকিনী কুমারী ভ্রমণ।
করেছে সৌন্দর্য্যে তার আলোকিত বন ॥ ৪৪
দেবসুতোপম রূপ হেরি মনোহর।
মনসিজ-বশীভূত নৃপতি-অন্তর ॥ ৪৫
কন্যার নিকটে গিয়া ভূপতি তখন।
জিজ্ঞাসিলা মিষ্ট বাক্য করি উচ্চারণ ॥ ৪৬

কেবা তুমি একাকিনী করিছ ভ্রমণ।
ভয়ানক পশুকুল-সঙ্কুল কানন ॥ ৪৭
না দেখি হেথায় আমি মনুষ্য আবাস।
নাহি কি তোমার মনে কিছুমাত্র ত্রাস ॥ ৪৮
জনমিল কৌতূহল তোমারে দেখিয়া।
শীঘ্র দেহ পরিচয় প্রসন্ন হইয়া ॥ ৪৯
ঈষৎ হাসিয়া কন্যা কহিলা বচন।
আমি সুরসুতা ভূপ করহ শ্রবণ ॥ ৫০
ঈশ্বর-নিয়োগে করি বনে বিচরণ।
উদ্দেশ্য কেবলমাত্র পতি অন্বেষণ ॥ ৫১
ভ্রমিতেছি বহুদিন না মিলিল বর।
সেহেতু চিন্তিতা আমি শুন নরবর ॥ ৫২
কিবা নাম কোথা ধাম কহ মহাশয়।
কোন বংশে জন্ম তব কহ পরিচয় ॥ ৫৩
আকৃতি প্রকৃতি দেখি হেন মনে হয়।
মহাবংশে জন্ম তব নাহিক সংশয় ॥ ৫৪
রাজর্ষি শ্রীযযাতির কনিষ্ঠ নন্দন।
পুরু বলি যাঁর নাম জানে ত্রিভুবন ॥ ৫৫
প্রতিষ্ঠা করিলা বংশ ভারত ভূমিতে।
তাহাতে লভিনু জন্ম শুন শুচিস্মিতে ॥ ৫৬
সমৃদ্ধ হস্তিনাপুরে আমার বসতি।
বিশাল কৌরব রাজ্য আমার সম্প্রতি ॥ ৫৭
শান্তনু আমার নাম জনক রাখিলা।
রাজ্যভার দিয়া মোরে সুরপুরে গেলা ॥ ৫৮
মৃগয়া করিতে বনে করি আগমন।
গজেন্দ্রগামিনি তব পাইনু দর্শন ॥ ৫৯
হেরিনু তোমার রূপ ভুবনমোহন।
ফুলশর-বিদ্ধ মোরে করিল মদন ॥ ৬
স্বভাবত সুবিমল পৌরবের মন।
মনুর বিহিত পথ না ছাড়ে কখন ॥ ৬১
সুধাকর সম তব মুখ নিরখিয়া।
হইল মোহিত কেন ধৈর্য্য হারাইয়া ॥ ৬২
ইহাতে হৃদয়ে আমি করিনু বিচার।
পরিণয়যোগ্যা সুর-বালিকে আমার ॥ ৬৩
আমারে পতিত্বে দেবি করহ বরণ।
নতুবা বিরহে মম যাইবে জীবন ॥ ৬৪

হাসিয়া কহিলা তবে ত্রিপথগামিনী
দেবকার্য্যহেতু নারীমূরতিধারিণী ॥ ৬৫
শুন শুন মহারাজ কৌরব-কুমার।
বিচিত্রা বিধির গতি বুঝে সাধ্য কার ॥ ৬৬
প্রফুল্ল কমল সম তোমার বদন।
গর্ব্বিত প্রমদাকুল-গর্ব্ব-বিমোচন ॥ ৬৭
করিয়া যতন বিনা তাহার দর্শন।
বুঝিলাম বিধাতার ভাবী সংঘটন ॥ ৬৮
তোমারে পতিত্বে আমি করিব বরণ।
রাখিবারে পার যদি তুমি মোর পণ ॥ ৬৯
করি অষ্ট সুত আমি উদরে ধারণ।
ক্রমে ক্রমে গঙ্গাজলে করিব ক্ষেপণ ॥ ৭০
ইহাতে যদ্যপি তুমি কর নিবারণ।
তব সহবাস ত্যজি করিব গমন ॥ ৭১
কামদেব-বশীভূত ছিল নরপতি।
অতএব দেবীবাক্যে কহিলা সম্মতি ॥ ৭২
গন্ধর্ব্ববিধানে তবে হ'ল পরিণয়।
আইলা কামিনী লয়ে নৃপ নিজালয় ॥ ৭৩
অযতনে করি লাভ রমণী-রতন।
হইলা নৃপতি ভোগ-সুখ-নিমগন ॥ ৭৪
ক্রমান্বয়ে সপ্তসুত প্রসব করিয়া।
আপন সলিলে দিলা জাহ্নবী ফেলিয়া ॥ ৭৫
হেন মতে দেবকার্য্য করিয়া সাধন।
উদ্ধারিলা বসুগণ মধ্যে সাতজন ॥ ৭৬
সাতপুত্র বধহেতু নৃপতি কাতর।
ফুকারি না কহে কিছু প্রিয়া-ত্যাগডর ॥ ৭৭
করিলা অষ্টম গর্ভ মাহবী ধারণ।
হস্তিনা ঈশ্বর তবে চিন্তে মনে মন ॥ ৭৮
যে পুত্র এগর্ভে জন্ম করিবে গ্রহণ।
না দিব তাহারে আমি করিতে নিধন ৭৯
সময় প্রতীক্ষা করি নৃপতি রহিলা।
শুভক্ষণে কুরুবধূ সুতে প্রসবিলা ॥ ৮০
প্রসব করিয়া তবে দেবী সুরেশ্বরা।
প্রকাশিলা পূর্ব্বভাব সুতে কোলে ধরি ॥ ৮১
কোপ-শোক-অভিভূত ভূপতি তখন।
কহিলা পত্নীর প্রতি নিষ্ঠুর বচন ॥ ৮২
ক্রমান্বয়ে বধি সাত সুতের জীবন।
নৃশংসে নহিল কি হে তৃপ্ত তব মন ॥ ৮৩
কেশরী শার্দ্দুল রাখে আপন সন্তান।
তাদের অপেক্ষা তব নিষ্ঠুর পরাণ ॥ ৮৪
আপন আত্মজে তুমি বধিলে কেমনে।
অশক্তা রমণী নহে কোন আচরণে ॥ ৮৫
এ সুতে না দিব আমি করিতে নিধন।
রাখিব কৌরব বংশ রক্ষার কারণ ॥ ৮৬
হাসিয়া কহিলা দেবী শুন মহারাজ।
করিয়াছ যে প্রতিজ্ঞা স্মর তুমি আজ ॥ ৮৭
চলিলাম তোমারে হে করিয়া বর্জ্জনে।
না রব মুহূর্ত্ত আর তব নিকেতনে ॥ ৮৮
এত কহি হরিপাদপদ্ম-বিহারিণী।
ত্রিলোক-তারিণী কলি-কলুষ-হারিণী ॥ ৮৯
সুতে লয়ে অন্তর্দ্ধান করিলা তখন।
হেরিয়া বিস্মিত যত অন্তঃপুর জন ॥ ৯০
জায়া-পুত্র-শোকে নৃপ সংজ্ঞা হারাইলা।
বাতাহত তরু ইব ভূতলে পড়িলা ॥ ৯১
কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ত্যজিয়া উঠিলা।
মণিহীন ফণী প্রায় ব্যাকুল হইলা ॥ ৯২
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
বিচারিয়া নৃপ ধৈর্য্য করিলা ধারণ ॥ ৯৩
করিতে লাগিলা পুনঃ রাজ্যের শাসন।
ধর্ম্ম অনুসারে করি প্রজার পালন ॥ ৯৪
হেন মতে বহুদিন অতীত হইল।
বিরহ-কাতর নৃপ শান্তি না পাইল ॥ ৯৫
একদিন গেলা তেঁহ ভ্রমিতে কানন।
করিবারে আপনার চিত্ত বিনোদন ॥ ৯৬
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গঙ্গা-উপকূলে গেলা।
অদ্ভুত ব্যাপার হেরি বিস্মিত হইলা ॥ ৯৭
রহিয়াছে গঙ্গাবক্ষ বাণে আচ্ছাদিত।
হইয়াছে অন্তরীক্ষ তিমিরে আবৃত ॥ ৯৮
না হেরি এ কার্য্য-কর্ত্তা খুঁজিয়া ভূতল।
দিব্য তার শিক্ষা যার এ সব কৌশল ॥ ৯৯
এত ভাবি চারিদিক করে নিরীক্ষণ।
ধনুঃশর-কর নাহি দেখে কোন জন ॥ ১০০

জনমিল কৌতূহল সে বীরে দেখিতে।
জাহ্নবীরে স্তব ভূপ লাগিল করিতে ॥ ১০১
জয় জয় সুরেশ্বরি ত্রিপথ-গামিনি।
শিবজটাবিহারিণি দুরিত-তারিণি ॥ ১০২
জয় জয় হরিপদ-কমল-চারিণি।
জয় ভাগীরথি সত্যলোক-নিবাসিনি ॥ ১০৩
ত্রিলোক-তারিণি জয় ত্রিতাপ-বারিণি।
নগেন্দ্র-নন্দিনি জয় কলুষ-নাশিনি ॥ ১০৪
জয় সুরাসুর-নর-সেবিত-চরণে।
জয় পূত-জলালয়ে মকর-বাহনে ॥ ১০৫
আত্মীয়-স্বজন-ত্যক্ত পাপের নিধান।
কৃপা করি তারে দেবি পদে দাও স্থান ॥ ১০৬
পাপীরে না কর ঘৃণা তুমি ভগবতি।
যে লয় আশ্রয় তারে দাও দিব্যগতি ॥ ১০৭
যে করেছে তব বক্ষ শরে আচ্ছাদন।
তারে দেখাইয়া কর বাসনা পূরণ ॥ ১০৮
নরপতি স্তুতিবাক্য করিয়া শ্রবণ।
সুতসনে আসি দেবী দিলা দরশন ॥ ১০৯
শুন কুরুবর আমি হিমানী দুহিতা।
জানহ আমারে গঙ্গা ভুবনবিদিতা ॥ ১১০
বিরিঞ্চি আদেশে সুর-হিতের কারণ।
করিয়াছিলাম নারী শরীর ধারণ ॥ ১১১
পতিত্বে তোমারে আমি করি অঙ্গীকার।
শাপগ্রস্ত বসুগণে করিনু উদ্ধার ॥ ১১২
আমার কর্ত্তব্য আমি করি সম্পাদন।
এসেছি স্বস্থানে করি তোমারে বর্জ্জন ॥ ১১৩
করেছিনু অন্তর্দ্ধান যে সুতে লইয়া।
এই সেই সুত হের নয়ন ভরিয়া ॥ ১১৪
যে করেছে মম বক্ষ শরে আচ্ছাদন।
আমার নন্দন সেই নহে অন্যজন ॥ ১১৫
ইহার বীর্য্যের কিবা করিব বর্ণন্।
জিনিতে সামর্থ্য ধরে এ তিন ভুবন ॥ ১১৬
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ অসুর দানব।
গণনার মধ্যে নাহি ধরি হে মানব ॥ ১১৭
হেন পরাক্রম কার নাহি চরাচরে।
সশস্ত্র আমার সুতে জিনিতে সমরে ॥ ১১৮
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বেদ আদি শাস্ত্রগণ।
করিয়াছে সুরগুরু সনে অধ্যয়ন ॥ ১১৯
করিবে যে কার্য্য মম সুত সম্পাদন।
তাহাতে বিস্মিত ভীত হবে জনগণ ॥ ১২০
রাখিয়াছি ভীষ্মদেব নাম সে কারণ।
পুত্রে লয়ে নিজপুরে করহ গমন ॥ ১২১
সুখী হও মহারাজ ত্যজ মনক্লেশ।
এ পুত্র হইতে সুখ পাইবে অশেষ ॥ ১২২
এত কহি গঙ্গা দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান।
পুত্রে লয়ে নরপতি আইলা স্বস্থান ॥ ১২৩
সর্ব্বগুণ-বিভূষিত পরম সুন্দর।
পুত্ররত্ন লভি নৃপ সানন্দ অন্তর ॥ ১২৪
পুরজন প্রজাগণ আনন্দিত মন।
নিরখিয়া রাজপুত্র কুলের নন্দন ॥ ১২৫
ভীষ্মদেবে হেরি রাজনীতির নিধান।
যৌবরাজ্য নৃপ তারে করিলা প্রদান ॥ ১২৬
করিতে লাগিলা ভীষ্ম রাজ্য সুশাসন।
দুষ্টে দণ্ড দিয়া করি শিষ্টেরে পালন ॥ ১২৭
একদিন নরবর মৃগয়ার তরে।
গমন করিলা রম্য কানন ভিতরে ॥ ১২৮
হেরিলা কুমারী একা করে বিচরণ।
অলৌকিক রূপ তার নয়ন-রঞ্জন ॥ ১২৯
সেরূপ হেরিয়া নৃপ বিমোহিত-মন।
কহিলা নিকটে গিয়া মধুর বচন ॥ ১৩০
কিবা নাম ধর তুমি কাহার নন্দিনী।
প্রকাশ করিয়া কহ গজেন্দ্র-গামিনী ॥ ১৩১
কন্যা কহে মোর নাম হয় সত্যবতী।
দাসরাজ-সুতা আমি শুন মহামতি ॥ ১৩২
নৃপ কহে তব রূপ ভুবন-মোহন।
হইয়াছি মুগ্ধ আমি করি দরশন ॥ ১৩৩
কুরুবংশে জন্ম মম হস্তিনার পতি।
শান্তনু আমার নাম শুন গুণবতি ॥ ১৩৪
আমি অপত্নীক, ইচ্ছি তোমারে বরিতে।
মম অভিলাষ পূর্ণ কর আনন্দিতে ॥ ১৩৫
নৃপবাক্য শুনি কন্যা কহিলা তখন।
করিতাম তব আজ্ঞা অবশ্য পালন ॥ ১৩৬

কিন্তু আমি নহি দেব কর্ত্রী আপনার।
জনক রক্ষক মম অধীনা তাঁহার ॥ ১৩৭
পিতৃদত্তা কন্যা এই শাস্ত্রের লিখন।
একমাত্র জনকের হয় কন্যা ধন ॥ ১৩৮
তেঁহ বর্ত্তমানে নাহি অন্য অধিকার।
অতএব পিতৃদেব প্রদাতা আমার ॥ ১৩৯
মহারাজ গিয়া মম পিতৃ-সন্নিধানে।
আপনার অভিলাষ কহ তাঁর স্থানে ॥ ১৪০
যদ্যপি আমারে পিতা করে সম্প্রদান।
তোমায় বরিব আমি ইথে নাহি আন ॥ ১৪১
সে কথা শুনিয়া তবে শান্তনু রাজন।
দাসরাজ নিকেতনে করিলা গমন ॥ ১৪২
নিরখিয়া দাসরাজ হস্তিনা ঈশ্বরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈলা বহু সমাদরে ॥ ১৪৩
বসিবারে দিয়া তাঁরে দিব্য সিংহাসন।
উচ্চারিলা সবিনয়ে মধুর বচন ॥ ১৪৪
হইল পবিত্র দেব দাসের ভবন।
যখন করিলে তুমি ইথে পদার্পণ ॥ ১৪৫
হইনু সকুল ধন্য আমি অভাজন।
কৌরব-পতিরে আজি করি দরশন ॥ ১৪৬
মহারাজ কহ এবে তব প্রয়োজন।
পালিবে আদেশ দাস করি প্রাণপণ ॥ ১৪৭
নৃপ কহে দাসরাজ করহ শ্রবণ।
যে কারণে আইলাম তোমার ভবন ॥ ১৪৮
নিরখিয়া দুহিতারে তোমার কাননে।
করিব বিবাহ তারে করিয়াছি মনে ॥ ১৪৯
যদ্যপি ইহাতে হয় তোমার সম্মতি।
হস্তিনা-ঈশ্বরী হবে কন্যা রূপবতী ॥ ১৫০
দাসরাজ কহে তবে বিনয় বচন।
কৃপা করি শুন দেব মম নিবেদন ॥ ১৫১
মম সুতা-গর্ভে যেই পুত্র জনমিবে।
তোমার লোকান্তে কুরুরাজ্য সে পাইবে ॥ ১৫২
এ প্রতিজ্ঞা কর যদি কৌরব-প্রধান।
তব করে কন্যারত্ন করিব প্রদান ॥ ১৫৩
সে কথা শুনিয়া চিন্তে কৌরব ভূপতি।
না পারিব দিতে আমি ইহাতে সম্মতি ॥ ১৫৪
সামান্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তি তৃপ্তির কারণ।
ভীষ্ম হেন সুতে আমি করিব হেলন ॥ ১৫৫
প্রকাশি কহিলা তবে করিয়া বিচার।
তোমার বাসনা পূর্ণ অসাধ্য আমার ॥ ১৫৬
এত কহি নরপতি আইলা ভবন।
করিয়া হৃদয়পটে কন্যারে অঙ্কন ॥ ১৫৭
সতত রহিল তেঁহ চিন্তা-পরায়ণ।
অনুক্ষণ পীড়ে তাঁরে দুরন্ত মদন ॥ ১৫৮
জনকের ভাবান্তর করি বিলোকন।
বিচারিলা মনে তবে গঙ্গার নন্দন ॥ ১৫৯
পিতার স্বভাব কেন বিষম হইল।
অকস্মাৎ কিবা দুখ আসি উপজিল ॥ ১৬০
পুত্রের কর্ত্তব্য পিতৃ-দুখ নিবারণ।
যদি নাহি করি তাহা বৃথা এ জীবন ॥ ১৬১
এত বিচারিয়া ভীষ্ম পিতার সদন।
যাইয়া করিলা তাঁর চরণ বন্দন ॥ ১৬২
করপুটে সবিনয়ে কহিলা বচন।
দিবা নিশি চিন্তা তাত কিসের কারণ ॥ ১৬৩
ব্যথিত হইল কেন তোমার অন্তর।
প্রকাশ করিয়া কহ মোরে জনেশ্বর ॥ ১৬৪
করিব গো সাধ্যমত আমি সুযতন।
করিতে তোমার চিত্তে স্থৈর্য্য সম্পাদন ॥ ১৬৫
ভক্তিমাখা পুত্র কথা করিয়া শ্রবণ।
উত্তর করিলা তবে কৌরব রাজন ॥ ১৬৬
দুঃখ কি হইতে পারে বাছা সে পিতার।
তুমি হেন পুত্র যার কুল-অলঙ্কার ॥ ১৬৭
নিরখিনু যেই দিন তোমার বদন।
সে দিন হইতে আছি সুখে নিমগন ॥ ১৬৮
হেন মতে করি সুতে স্নেহ সম্ভাষণ।
রহিলা সুস্থির মৌন করিয়া ধারণ ॥ ১৬৯
মন্ত্র-গৃহে গিয়া করি সচিবে আহ্বান।
পিতৃ-চিন্তা হেতু করে ভীষ্ম অনুমান ॥ ১৭০
বিচার করিয়া তবে সমস্ত লক্ষণ।
করিলা নিশ্চয় পিতৃ-চিন্তার কারণ ॥ ১৭১
সঙ্গে লয়ে পুরোহিত জ্ঞাতি বৃদ্ধগণ।
দাসরাজ গৃহে ভীষ্ম করিলা গমন ॥ ১৭২

কৌরব ভূপতি-পুত্রে হেরি দাসরাজ।
করিলা সম্মান তাঁর সহিত সমাজ ॥ ১৭৩
সমাদরে আগমন হেতু জিজ্ঞাসিলা।
শুনি ভীষ্মদেব তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ১৭৪
আসিয়াছি তব গৃহে আমি যে কারণ।
সমাহিত হয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ ১৭৫
সত্যবতী নামে তব কন্যা গুণবতী।
তারে কর দান মম জনকে সম্প্রতি ॥ ১৭৬
যদ্যপি আপত্তি ইথে থাকে হে তোমার।
প্রকাশ করিয়া কহ সমীপে সবার ॥ ১৭৭
দাসরাজ কহে শুন জাহ্নবী-নন্দন।
এ সম্বন্ধে হবে মম সৌভাগ্য-বর্দ্ধন ॥ ১৭৮
তথাপি বাসনা যাহা আছে মম মনে।
যদি পার করিবারে তাহার পূরণে ॥ ১৭৯
তবে পারি কন্যা-রত্ন করিতে প্রদান।
তব পিতৃ-করে ইথে না হইবে আন ॥ ১৮০
করিলে তোমার পিতা স্বর্গে আরোহণ।
পাইবে দৌহিত্র মম রাজ-সিংহাসন ॥ ১৮১
ইহাতে সম্মত যদি হও জনেশ্বর।
লয়ে যাও মম সুতা কৌরব-নগর ॥ ১৮২
হইল বিরক্ত শুনি যত সভাজন
দেবব্রত কহে বাক্য জলদ-নিঃস্বন ॥ ১৮৩
হইনু সঙ্কল্পে তব আমি অন্তরায়।
অধুনা করিব আমি তাহার উপায় ॥ ১৮৪
রবি শশি দিক্‌বাত জল হুতাশন।
বরুণ কুবের ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥ ১৮৫
স্থাবর জঙ্গম সহ সমগ্র ভুবন।
আমার প্রতিজ্ঞা এবে শুন সর্ব্বজন ॥ ১৮৬
দার পরিগ্রহ আমি কভু না করিব।
আজীবন ব্রহ্মচারী হইয়া রহিব ॥ ১৮৭
দিলেও লইব নাহি পিতৃ-সিংহাসন।
তৃণতুল্য রাজ্যভোগ কৈনু বিসর্জ্জন ॥ ১৮৮
তব সুতাসুতে রাজ্য করিব প্রদান।
নিয়ত করিব আমি তাদের কল্যাণ ॥ ১৮৯
যদ্যপি সহজগুণ ভূমি ত্যাগ করে।
যদ্যপি সলিল শৈত্যগুণ পরিহরে ॥ ১৯০
যদ্যপি অনল ছাড়ে দাহিকা শকতি।
যদি ত্যজে স্পর্শ গুণ বায়ুর সংহতি ॥ ১৯১
যদ্যপি সহজ গুণ বরজে গগন।
যদ্যপি চন্দ্রমা করে অগ্নি বিকিরণ ॥ ১৯২
অংশুমালী করে যদি অংশুরে বর্জ্জন।
জলনিধি করে যদি মর্য্যাদা লঙ্ঘন ॥ ১৯৩
বেদ পথ ছাড়ে যদি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
ধার্ম্মিক ছাড়য়ে যদি ধর্ম্ম সনাতন ॥ ১৯৪
আমার প্রতিজ্ঞা কভু না হবে অন্যথা।
করিয়া জীবন পণ পালিব সর্ব্বথা ॥ ১৯৫
দাসরাজ আছে তব আপত্তি কি আর।
প্রদানিতে তব সুতা পিতারে আমার ॥ ১৯৬
ভীষ্মের দারুণ পণ করিয়া শ্রবণ।
হরষ বিস্ময়াপ্লুত যত সভাজন ॥ ১৯৭
ধন্য ধন্য ধন্য বাণী করে উচ্চারণ।
শান্তনু-নন্দন কুরুকুলের ভূষণ ॥ ১৯৮
জনমিল বহু নৃপ ধরা অলঙ্কার।
কেহ না করিল হেন পণ অঙ্গীকার ॥ ১৯৯
দেবীগর্ভ-সমুদ্ভূত তুমি মহাজন।
অসম্ভব নহে তব এ পণ রাজন ॥ ২০০
দাসরাজ কহে তবে মিনতি করিয়া।
ঘুচিল সংশয় তব প্রতিজ্ঞা শুনিয়া ॥ ২০১
প্রদান করিনু আমি তব পিতৃকরে।
মম দুহিতারে দেব প্রসন্ন অন্তরে ॥ ২০২
তাহারে লইয়া তুমি করহ গমন।
কর গিয়া যথাবিধি ক্রিয়া সম্পাদন ॥ ২০৩
এত কহি দুহিতারে সভাতে আনিয়া।
সবার সমক্ষে দিলা ভীষ্মেরে সঁপিয়া ॥ ২০৪
দাসরাজে কহে তবে গঙ্গার নন্দন।
তব ব্যবহারে মম পরিতুষ্ট মন ॥ ২০৫
মঙ্গল করুণ তব দেব জগৎপতি।
কন্যা লয়ে যাই তবে দেহ অনুমতি ॥ ২০৬
কন্যারে কহিলা পরে করি সম্বোধন।
মাতঃ সত্যবতি শুন আমার বচন ॥ ২০৭
অদ্যাবধি তুমি দেবি হস্তিনা ঈশ্বরী।
হইলা আমার পূজ্যা যথা সুরেশ্বরী ॥ ২০৮

আনিয়াছি রথ মাত কর আরোহণ।
আমার সহিত চল হস্তিনা-ভবন ॥ ২০৯
তবে দেবব্রত সত্যবতীরে লইয়া।
অনুগ সহিত রথ'পরে আরোহিয়া ॥ ২১০
অবিলম্বে উত্তরিলা হস্তিনা নগর।
করিলা সংবাদ সব পিতার গোচর ॥ ২১১
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নৃপ শুনিলা যখন।
দারুণ বিষাদ-ভরে হইলা মগন ॥ ২১২
কহিলা কেন গো বাছা এপণ করিলা।
আমার হৃদয়ে কেন শেল বসাইলা ॥ ২১৩
কন্যা লভি কিবা সুখ হইল উদয়।
তোমার প্রতিজ্ঞা তরে ব্যথিত হৃদয় ॥ ২১৪
ভীষ্ম কহে যাহে হয় তুষ্ট পিতৃ-মন।
পুত্রের কর্ত্তব্য তাহা করি প্রাণ পণ ॥ ২১৫
পাইনু প্রসাদে যাঁর পরম সুন্দর।
সর্ব্বার্থ সাধক এই নর-কলেবর ॥ ২১৬
করিতে তাঁহার মনঃ-ক্ষোভ নিবারণ।
আনিলাম করি পণ এ কন্যা রতন ॥ ২১৭
মম অনুরোধ তাত করহ রক্ষণ।
ইহারে গ্রহণ কর দেখি শুভক্ষণ ॥ ২১৮
নৃপ কহে তুমি কুরু-কুলের ভূষণ।
তোমার বিমল যশে পূর্ণ ত্রিভুবন ॥ ২১৯
এ ত্যাগ স্বীকার কেবা করিবারে পারে।
হিমগিরি-সুতা-সুত বিনা এ সংসারে ॥ ২২০
মম প্রাণ সম প্রিয় তুমি সুসন্তান।
তোমারে করিব বর আনন্দে প্রদান ॥ ২২১
নারিবে তোমারে পীড়া দিতে গো শমন।
স্বচ্ছন্দ মরণ বর করহ গ্রহণ ॥ ২২২
অনায়াসে ব্রহ্মচর্য্য রাখিতে পারিবে।
তব তপোবিঘ্ন কেহ করিতে নারিবে ॥ ২২৩
ভীষ্মদেব ডাকি তবে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
শুভদিন শুভক্ষণ কৈলা নিরূপণ ॥ ২২৪
পিতার বিবাহ দিলা সত্যবতী সনে।
যথাশাস্ত্র-কুলাচার প্রমুদিত মনে ॥ ২২৫
অসীম সৌন্দর্য্যরাশি রমণী লভিয়া।
রহিলা ভূপতি ভোগসুখেতে ভাসিয়া ॥ ২২৬
জনকের আজ্ঞা ভীষ্ম করিয়া গ্রহণ।
তপস্যার হেতু বনে করিলা গমন ॥ ২২৭
সুবিমল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সাধন।
করিতে লাগিলা ঘোর তপ আচরণ ॥ ২২৮
দারুণ তপস্যা তাঁর করি দরশন।
হইলা বিস্মিত অতি সুর-তপোধন ॥ ২২৯
সিদ্ধিলাভ করি তবে গঙ্গার নন্দন।
পদব্রজে সর্ব্বতীর্থ করিলা ভ্রমণ ॥ ২৩০
সত্যবতী গর্ভে দুই সুত জনমিল।
অগ্রজ বিচিত্রবীর্য্য এনাম হইল ॥ ২৩১
হইল কনিষ্ঠ পুত্র নাম চিত্রাঙ্গদ।
পরম সুন্দর সুত শুভের আস্পদ ॥ ২৩২
লভিয়া যুগল সুত নৃপ হরষিত।
বুধে লাভ করি যথা শশী প্রমুদিত ॥ ২৩৩
দিনে দিনে যথা শশি-কলা বৃদ্ধি হয়।
বাড়িতে লাগিল তথা কৌরব তনয় ॥ ২৩৪
দেবব্রত করি তবে তীর্থ পর্য্যটন।
দেখিতে আইলা পুরে পিতার চরণ ॥ ২৩৫
আসিতেছে ভীষ্ম যবে নৃপতি শুনিলা।
পুরের বাহিরে আসি তাঁহারে মিলিলা ॥ ২৩৬
তেজঃপুঞ্জ তপোরাশি করি দরশন।
করিলা ভূপতি তাঁরে সাদরে গ্রহণ ॥ ২৩৭
ভীষ্মদেব পিতৃপদ করিয়া বন্দন।
মস্তকে চরণ-রেণু করিলা ধারণ ॥ ২৩৮
সস্নেহে কৌরব পতি করি সম্ভাষণ।
ঝরিতেছে প্রেম-জল নয়নে বর্ষণ ॥ ২৩৯
ভূপ কহে তুমি তাত মম পুণ্য সীমা।
এক মুখে কি কহিব তোমার গরিমা ॥ ২৪০
পিতৃ-সুখ হেতু নিজ সুখ বিসর্জ্জিলে।
ভূতলে অতুল কীর্ত্তি তুমি গো রাখিলে ॥ ২৪১
দিয়াছিলা পুরু নিজ পিতারে যৌবন।
করিয়া তাঁহার জরা আপনি গ্রহণ ॥ ২৪২
তাহাতেও ছিল তাত কাল নিয়মিত।
তব পণ নহে কিন্তু অবধি বিহিত ॥ ২৪৩
পুরুদান নহে তব দানের সমান।
এ ভারত কুলে তুমি সবার প্রধান ॥ ২৪৪

এ মহান বংশে যত নৃপ জনমিল।
তব যশ সম যশ কেহ না পাইল ॥ ২৪৫
ভারত গগনে তুমি পূর্ণ শশধর।
আর সব নরবর নক্ষত্র-নিকর ॥ ২৪৬
তোমার কিরণে স্নিগ্ধ রবে ভূমণ্ডল।
পরিপুষ্ট হবে সাধু ওষধি সকল ॥ ২৪৭
যত দিন রবি শশী হইবে উদয়।
তব নিরমল যশ না পাইবে ক্ষয় ॥ ২৪৮
আছিলাম মৃতপ্রায় তব অদর্শনে।
হইনু সজীব আমি হেরিয়া নয়নে ॥ ২৪৯
এত কহি কুরুপতি সুসন্তান সনে।
প্রবেশ করিলা আসি রাজ-নিকেতনে ॥ ২৫০
দেবব্রত অন্তঃপুরে করিয়া গমন।
ভক্তিভরে প্রণামলা বিমাতৃ-চরণ ॥ ২৫১
সত্যবতী হেরি অতি আদর করিলা।
কুশল পুঁছিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ দিলা ॥ ২৫২
যথাযোগ্য সবা সনে করি সম্ভাষণ।
ভীষ্ম ভ্রাতৃদ্বয়ে কৈলা হৃদয়ে ধারণ ॥ ২৫৩
হেরিলা তাদেরে যেন নিজ সহোদর।
অতি স্নেহ উপজিল তাদের উপর ॥ ২৫৪
অন্তঃপুর ছাড়ি তবে বাহিরে আইলা।
নির্দিষ্ট ভবনে বাস করিতে লাগিলা ॥ ২৫৫
জিতেন্দ্রিয় তপোরত গঙ্গার নন্দন।
অনুদিন সেবা করে পিতার চরণ ॥ ২৫৬
সাগর-মেখল রাজ্য ভীষ্ম হেন সুত।
রাখিল নৃপতি মন অতিহর্ষ-যুত ॥ ২৫৭
সে সুখ করাল কাল নারিল হেরিতে।
ভূতল হইতে তাঁরে ইচ্ছিল লইতে ॥ ২৫৮
নশ্বর এ ধরাধামে সুখ চিরন্তন।
নারিল ভুঞ্জিতে কভু কোন মহাজন ॥ ২৫৯
কর্ম্ম অনুসারে নানা যোনিতে ভ্রমণ।
করিতেছে মায়াপাশ-বদ্ধ জীবগণ ॥ ২৬০
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে করে গতাগতি।
ধরিয়া অনন্ত কাল নাহিক বিরতি ॥ ২৬১
ভুঞ্জিতে যে কর্ম্মফল এদেহ ধারণ।
হইলে সে ভোগ শেষ দেহের পতন ॥ ২৬২
অবশ্য হইবে তাহা নহিবে খণ্ডন
হরির ইচ্ছায় এই বিধি সনাতন ॥ ২৬৩
সসাগরা বসুমতী রাজ্য জন ধন।
নারিল রাখিতে ভূপে করিয়া বন্ধন ॥ ২৬৪
যথাকালে যম আসি দিল দরশন।
ত্যজিল শান্তনু তনু সাপ্রিয়-জীবন ॥ ২৬৫
সব সুখ সব দুখ আশা ফুরাইল।
কীর্ত্তি মাত্র অবশেষ ভূতলে রহিল ॥ ২৬৬
প্রিয়তমা নারী শিশু যুগল সন্তান।
ছাড়ি নৃপ সুরপুরে করিলা প্রয়াণ ॥ ২৬৭
সবে আর্ত্তনাদ করে শিরে করাঘাত।
হইল হস্তিনাপুরে যেন বজ্রপাত ॥ ২৬৮
শোকে অভিভূত ভীষ্ম পিতার মরণে।
হাহাকার করে যত অন্তঃপুর জনে ॥ ২৬৯
কে কারে সান্ত্বনা করে সবে অচেতন।
হেরিয়া চিন্তেন তবে জাহ্নবী-নন্দন ॥ ২৭০
হরি-ইচ্ছা বলবতী অন্যথা না হয়।
ঘটিবার যাহা তাহা ঘটে সুনিশ্চয় ॥ ২৭১
দেহের সহিত জন্ম মৃত্যু জনমিল।
কেহ কোন কালে মৃত্যু খণ্ডিতে নারিল ॥ ২৭২
এ হেতু দারুণ শোক করিয়া বর্জ্জন।
পিতার সৎকার মম কর্ত্তব্য এখন ॥ ২৭৩
এতভাবি প্রবোধিয়া যত পুর জন।
করাইলা বিধিমত ক্রিয়া সম্পাদন ॥ ২৭৪
অশৌচান্তে যথাবিধি শ্রাদ্ধ সমাপিয়া।
তোষিলা যাচকে দ্বিজে বহু দান দিয়া ॥ ২৭৫
সত্যবতী সুতে দিয়া রাজ্য অধিকার।
রাখিলা প্রতিজ্ঞা ভীষ্মদেব আপনার ॥ ২৭৬
সত্যবতী দেবী তবে মনে বিচারিয়া।
আনাইলা অন্তঃপুরে ভীষ্মেরে ডাকিয়া ॥ ২৭৭
কহিলা শুনহ তাত মম নিবেদন।
অতিশিশু হয় মম যুগল নন্দন ॥ ২৭৮
নারিবে তাহারা রাজ্য করিতে শাসন।
এ বিশাল সাম্রাজ্যের কি গতি এখন ॥ ২৭৯
আমি অল্পমতি বাছা নহি গো প্রবীণা।
বসি অন্তঃপুরে রাজনীতি-জ্ঞানহীনা ॥ ২৮০

সুযোগ্য সমর্থ তুমি কুলের ভূষণ।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণ॥ ২৮১
মম অনুরোধে রাজ্য করহ গ্রহণ।
অন্যথা নাকর তাত আমার বচন॥ ২৮২
অলঙ্কৃত কর এবে পিতৃ-সিংহাসন।
সবে সুখী করি কর প্রজার রঞ্জন॥ ২৮৩
না লও যদ্যপি তুমি সাম্রাজ্যের ভার।
পিতৃ-পিতামহ-রাজ্য হবে ছারখার॥ ২৮৪
প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের দোষ না হবে তোমার।
লভিবে জনক তব আনন্দ অপার॥ ২৮৫
তরণী নাবিক বিনা লভে যেই গতি।
চতুর-অঙ্গিনী সেনা বিনা সেনাপতি॥ ২৮৬
অনাথিনী নারী যথা হারাইয়া পতি।
হস্তিনা নগরী তথা বিনা নরপতি॥ ২৮৭
একমাত্র হও তুমি রাজ্যের রক্ষক।
পরিজন পুরজন সবার পালক॥ ২৮৮
সারগর্ভ মাতৃবাক্য করিয়া শ্রবণ।
কহিতে লাগিল ভীষ্ম মধুর বচন॥ ২৮৯
তব পরিণয়-কালে করিনু যে পণ।
অন্যথা করিব নাহি থাকিতে জীবন॥ ২৯০
যে রাজ্যের স্পৃহা আমি করেছি বর্জ্জন।
প্রাণান্তেও না করিব তাহারে গ্রহণ॥ ২৯১
অতএব মাতঃ মম ক্ষমা কর দোষ।
মোরে কৃপা কর তুমি পরিহরি রোষ॥ ২৯২
সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা আমার পিতার।
ছিল এবে হইয়াছে পুত্রের তোমার॥ ২৯৩
অসমর্থ বটে সেই শিশুত্ব কারণ।
করিতে সর্ব্বতোভাবে সাম্রাজ্য রক্ষণ॥ ২৯৪
শিশু নরপতি পক্ষে তুমি রাজ্য ভার।
গ্রহণ করিয়া হও পালিকা সবার॥ ২৯৫
নীতি-সুনিপুণ হয় তব মন্ত্রিগণ।
তাদের সাচিব্যে কর রাজ্যের শাসন॥ ২৯৬
আমারেও যে আদেশ জননি গো দিবে।
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া তাহা এ পুত্র পালিবে॥ ২৯৭
হইবে রাজ্যের রক্ষা চিন্তা পরিহর।
বিপদ ভঞ্জন হরি তাঁরে মাতঃ স্মর॥ ২৯৮

তবে সত্যবতী কহে করিয়া রোদন।
সুতযুগে ভীষ্ম করে করিয়া অর্পণ॥ ২৯৯
সঁপিলাম তব করে যুগল সন্তান।
যাহা মনে লয় তাহা করহ বিধান॥ ৩০০
নরনাথ সুরপুরে করিলা গমন।
ইহাদের মুখ চাহি করহ পালন॥ ৩০১
প্রাচীন কৌরব রাজ্য যাহে রহে স্থির।
সে উপায় কর তাত তুমি মতিধীর॥ ৩০২
সহজ-করুণাপূর্ণ ভীষ্মের অন্তর।
দ্রবিল শ্রবণ করি মাতার উত্তর॥ ৩০৩
ভীষ্মদেব কহে তবে শুন গো জননি।
ত্যজ মনঃক্লেশ ধৈর্য্য ধরহ আপনি॥ ৩০৪
যত দিন তব সুত অযোগ্য রহিবে।
রাজ্য-শাসনের ভার লইতে নারিবে॥ ৩০৫
তত দিন আমি তব আজ্ঞা অনুসারে।
পালিব এ রাজ্য মাতঃ করিনু স্বীকারে॥ ৩০৬
পালিব তোমার সুতে করিয়া যতন।
পলক করয়ে যথা আঁখিরে রক্ষণ॥ ৩০৭
একত্রিত হ'য়ে যদি সুরাসুর নরে।
পিশাচ রাক্ষস নাগ গন্ধর্ব্ব কিন্নরে॥ ৩০৮
বাঞ্ছা করে করি বল রাজ্য লইবারে।
তথাপি রাখিব আমি জিনিয়া সবারে॥ ৩০৯
শান্তনু-মহিষী শুনি ভীষ্মের বচন।
করিলা ভাবনা ত্যাগ সুস্থ হল মন॥ ৩১০
করিতে লাগিলা ভীষ্ম রাজ্য সুশাসন।
পুত্রবৎ প্রজাগণে করিয়া পালন॥ ৩১১
ভ্রাতৃদ্বয়ে করাইলা বিদ্যা অধ্যয়ন।
সুপণ্ডিত অধ্যাপক করি নিয়োজন॥ ৩১২
দর্শন পুরাণ বেদ নীতি ইতিহাস।
নৃপতি-কুমার-যুগ করিলা অভ্যাস॥ ৩১৩
ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্রপাঠ করি সযতনে।
সমর-বিদ্যার জ্ঞান করিলা অর্জ্জনে॥ ৩১৪
শস্ত্রে শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইলা অনুজ।
হেরি আনন্দিত অতি শান্তনু-তনুজ॥ ৩১৫
একদিন চিত্রাঙ্গদ মৃগয়ার তরে।
গমন করিলা ঘোর কানন ভিতরে॥ ৩১৬

দৈবের ইচ্ছায় তথা পুণ্যজন সনে।
প্রবৃত্ত হইলা তেঁহ তুমুল রণে ॥ ৩১৭
কেবা পারে নিয়তিরে করিতে খণ্ডন।
হারাইলা চিত্রাঙ্গদ সমরে জীবন ॥ ৩১৮
ভীষ্মদেব অনুজের শুনিয়া মরণ।
হইলা দারুণ শোকে অভিভূত মন ॥ ৩১৯
দেবী সত্যবতী সহ অন্তঃপুর-জন।
সংজ্ঞা হারাইলা শুনি পুত্রের নিধন ॥ ৩২০
হস্তিনা-নগর-বাসী যত নারী নর।
হইল দারুণ শোকে অতীব কাতর ॥ ৩২১
সে অবস্থা দেবব্রত করি দরশন।
প্রজ্ঞা বলে নিজ শোক করি সংবরণ ॥ ৩২২
কালোচিত বাক্যে জননীরে প্রবোধিলা।
কাল-কর্ম্ম-স্বভাবের গতি বুঝাইলা ॥ ৩২৩
সমরে ক্ষত্রিয়-মৃত্যু শাস্ত্র প্রশংসয়।
অতএব চিত্রাঙ্গদ শোক-যোগ্য নয় ॥ ৩২৪
যুক্তি-পূর্ণ ভীষ্ম-বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শান্তনু-মহিষী ধৈর্য্য করিলা ধারণ ॥ ৩২৫
মনে বিচারিলা তবে গঙ্গার নন্দন।
হ'য়েছে বিচিত্রবীর্য্য সম্প্রাপ্ত-যৌবন ॥ ৩২৬
ইহার বিবাহ এবে সম্পন্ন করিব।
একুলের যোগ্য বধূ খুঁজিয়া আনিব ॥ ৩২৭
বিমাতারে অভিপ্রায় করিলা জ্ঞাপন।
তেঁহ কহে কর পুত্র যাহা লয় মন ॥ ৩২৮
কন্যার সন্ধানে দূত করিলা প্রেরণ।
করিল ফিরিয়া আসি তারা নিবেদন ॥ ৩২৯
কাশীপুর-নৃপতির আছে তিন সুতা।
পরম সুন্দরী তারা শীলগুণযুতা ॥ ৩৩০
হইয়াছে স্বয়ংবরা তাহারা সম্প্রতি।
তব ভ্রাতৃবধূ-যোগ্যা কন্যা গুণবতী ॥ ৩৩১
যদি ইচ্ছা হয় নাথ করিয়া গমন।
রাজগণে জিনি কন্যা কর আনয়ন ॥ ৩৩২
সংবাদ শুনিয়া ভীষ্ম আনন্দ পাইলা।
একেশ্বর কাশীপুর সত্বরে চলিলা ॥ ৩৩৩
সমাগত রাজগণে সংগ্রামে জিনিয়া।
রাক্ষস-বিধানে কন্যা আনিলা হরিয়া ॥ ৩৩৪

অম্বা অম্বালিকা আর অম্বিকা নামিকা।
কাশীপুর-নরপতি সুন্দরী বালিকা ॥ ৩৩৫
কন্যাত্রয়ে ভীষ্মদেব হস্তিনা আইলা।
রূপ হেরি পুরজন সন্তুষ্ট হইলা ॥ ৩৩৬
অম্বা কহে শুন কুরু-কুলের প্রধান।
করেছি হৃদয় আমি শাল্বরাজে দান ॥ ৩৩৭
তুমি মহামতি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
বিচার করিয়া কহ যে হয় বিহিত ॥ ৩৩৮
মনে বিচারিয়া ভীষ্ম কহিলা তখন।
না করিব অন্যপূর্ব্বা কন্যারে গ্রহণ ॥ ৩৩৯
ভ্রাতার বিবাহ নাহি দিব তব সনে।
শাল্বরাজ-পাশে তুমি করহ গমনে ॥ ৩৪০
অম্বিকা ও অম্বালিকা সহ পরিণয়।
অনুজের সম্পাদিলা ভীষ্ম মহাশয় ॥ ৩৪১
আনন্দে হস্তিনাপুর মাতিয়া উঠিল।
সমারোহ মহোৎসব হইতে লাগিল ॥ ৩৪২
হইল বিবিধ পুণ্য কার্য্য অনুষ্ঠান।
পাইল যাচক দ্বিজ নানাবিধ দান ॥ ৩৪৩
পরম সুন্দর পুত্রবধূ গুণবতী।
পাইলা অন্তরে সুখ লভি সত্যবতী ॥ ৩৪৪
রূপ-গুণ-বিভূষিতা প্রথম-যৌবনা।
পাইয়া বিচিত্রবীর্য্য সদাসক্ত-মনা ॥ ৩৪৫
রাজকার্য্যে মনোযোগ কিছু না করিলা।
রমণীর সঙ্গসুখে নিমগ্ন রহিলা ॥ ৩৪৬
চঞ্চল ইন্দ্রিয়-সুখ জলবিম্ব প্রায়।
এই আছে এই নাই কোথা চলি যায় ॥ ৩৪৭
এহেন ইন্দ্রিয়-সুখে মজে যেই জন।
সে করে আপন করে স্বশির ছেদন ॥ ৩৪৮
যক্ষ্মারোগ নৃপ-সুতে করি আক্রমণ।
যৌবন-আরম্ভে তার নাশিল জীবন ॥ ৩৪৯
হইল হস্তিনাপুর তবে অন্ধকার।
পৌর-জানপদবর্গ করে হাহাকার ॥ ৩৫০
সত্যবতী-শোক-সিন্ধু উথলি উঠিল।
সে তরঙ্গমাঝে দেবী নিমগ্না হইল ॥ ৩৫১
নিদারুণ বিধি আজি কিবা দুখ দিল।
দুরন্ত নিরাশা আসি আশা ভুলাইল ॥ ৩৫২

কৌরব-বংশের জল-পিণ্ডের আধার।
নাশিল করাল কাল জীবন তাহার ॥ ৩৫৩
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ভীষ্মের অন্তর।
হইল ভ্রাতার শোকে নিতান্ত কাতর ॥ ৩৫৪
হইল প্রবল চিন্তা তাঁহার তখন।
কি উপায়ে প্রবোধিব মাতারে এখন ॥ ৩৫৫
চিত্রাঙ্গদ-শোকে তপ্ত জননীর মন।
সুস্থ ছিল হেরি জ্যেষ্ঠ সুতের বদন ॥ ৩৫৬
হরিল সে সুতে আজি নিঠুর শমন।
কার মুখ করাইব মাতারে দর্শন ॥ ৩৫৭
অপুত্রক ভ্রাতা মম সুরপুরে গেল।
কুরুরাজ মহাকুল নির্ম্মূল হইল ॥ ৩৫৮
সত্যবতী পাশে তবে ভীষ্মদেব গিয়া।
বিবিধ সান্ত্বনা বাক্য কহে বুঝাইয়া ॥ ৩৫৯
কোন মতে করি তার স্থৈর্য্য সম্পাদন।
করাইলা কালোচিত কার্য্য সমাপন ॥ ৩৬০
দ্বাদশ দিনান্তে হ'লে অশৌচ বিগত।
করাইলা শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া বেদ শাস্ত্র মত ॥ ৩৬১
বৈষ্ণবী মায়ার বল কে কহিতে পারে।
যাহে বদ্ধ জীব নিত্য ভ্রমিছে সংসারে ॥ ৩৬২
প্রিয়ের বিয়োগে শোক জন্মে অতিশয়।
বৈরাগ্য বিষয় ভোগে তবে বোধ হয় ॥ ৩৬৩
কিন্তু তাহা বহু দিন স্থির নাহি রয়।
মায়ার কুহকে পুন লোভ উপজয় ॥ ৩৬৪
দিবানিশ সত্যবতী করিছে রোদন।
ক্ষীণ তনু অন্নজল না করে গ্রহণ ॥ ৩৬৫
বিধবা যুবতী পুত্রবধূর বিলাপ।
শুনিয়া দ্বিগুণ বাড়ে হৃদয়ের তাপ ॥ ৩৬৬
যখন নেহারে দেবী তাদের বদন।
ভাবে কেন না হইল আমার মরণ ॥ ৩৬৭
আসি অন্তঃপুরে নিত্য মাতৃ-সন্নিধান।
কহে নানা ইতিহাস পুরাণ আখ্যান ॥ ৩৬৮
শুনিতে শুনিতে দেবী বিমল বিজ্ঞান।
ক্রমশঃ শান্তিরে দিলা মনে শোক স্থান ॥ ৩৬৯
কিছু শান্তি লভি তবে পুত্র-বধূ সনে।
কুরুলক্ষ্মী তবে বিচারিলা মনে মনে ॥ ৩৭০
কুরুকুলে বাতি দিতে কেহ না রহিল।
প্রাচীন ভারত-বংশ নির্ব্বংশ হইল ॥ ৩৭১
কেমনে রাখিব বংশ না দেখি উপায়।
একমাত্র ভীষ্মদেব আমার সহায় ॥ ৩৭২
এত চিন্তি দেবী তবে ভীষ্মেরে ডাকিলা।
তেঁহ আসি সমাদরে পদে প্রণমিলা ॥ ৩৭৩
ভীষ্ম কহে জননীগো কিবা প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর অবিলম্বে হবে সম্পাদন ॥ ৩৭৪
আশীর্ব্বাদ দিয়া দেবী কহিলা তখন।
আমার মনের কথা করহ শ্রবণ। ৩৭৫
সকল অবস্থা তুমি করিছ দর্শন।
নাহিক বাসনা তাত রাখিতে জীবন ॥ ৩৭৬
শাস্ত্রে বিধি নাহি নিজ প্রাণ নাশিবারে।
সেহেতু জীবিতা তুমি দেখিছ আমারে ॥ ৩৭৭
শুনিয়াছি আত্মঘাতে হয় মহাপাপ।
অতএব সহিতেছি গুরু-শোক-তাপ ॥ ৩৭৮
তোমার অনুজদ্বয়ে শমন ভবন।
অকালে নিঠুর বিধি করিল প্রেরণ ॥ ৩৭৯
মম ভাগ্য-দোষে তাত এ কৌরবকুল।
হইল কালের বশে সমূলে নির্ম্মূল ॥ ৩৮০
ঘোষিবে অযশ মম এ তিন ভুবন।
কুল-বিনাশিনী আখ্যা পাইনু এখন ॥ ৩৮১
সগিরি-কাননা সপ্তদ্বীপা সসাগরা।
কৌরব শাসিতা বসু পূর্ণা বসুন্ধরা ॥ ৩৮২
কে ইহার হবে তাত কহ এবে পতি।
ভরত-বংশের একমাত্র তুমি গতি ॥ ৩৮৩
তব পিতৃ পিতামহ রাজ-সিংহাসনে।
বসিয়া করহ সুখী তুমি সর্ব্বজনে ॥ ৩৮৪
শাস্ত্র অনুসারে এই রাজ্য অধিকারী।
তোমা বিনা নাহি কেহ দেখহ বিচারী ॥ ৩৮৫
বঞ্চনা করিলা মম জনক তোমারে।
তার ফল দিল ভাল বিধাতা আমারে ॥ ৩৮৬
শিব সাক্ষী করি কহি নাহি কোন ছল।
মনের মরম কথা কহিনু সকল ॥ ৩৮৭
সম্বন্ধ ধরিলে আমি তব পূজনীয়া।
কর রক্ষা অনুরোধ অনাথা জানিয়া ॥ ৩৮৮

তুমিহ পণ্ডিত তাত জান আপদ্ধর্ম্ম।
লইলে এ রাজ্য নাহি হবে অপকর্ম্ম ॥ ৩৮৯
দারপরিগ্রহ কর ল'য়ে রাজ্য-ভার।
মগ্ন-প্রায় কুরুকুল করহ উদ্ধার ॥ ৩৯০
পুরজন প্রজাগণ আর মন্ত্রিগণ।
ধৌম্য পুরোহিত ব্যাস আদি তপোধন ॥ ৩৯১
হইবেক সবাকার আনন্দ-বর্দ্ধন।
তুমি তাত যদি রাজ্য করহ গ্রহণ ॥ ৩৯২
আপত্তি না কর আর আমার বচনে।
সুখী কর সিংহাসনে বসি সর্ব্বজনে ॥ ৩৯৩
এত কহি সত্যবতী করিলা রোদন।
গাঙ্গেয় মধুর বাণী কহিলা তখন ॥ ৩৯৪
যে আজ্ঞা করিলে মাতঃ নারিব রাখিতে।
ভাঙ্গিব প্রতিজ্ঞা নাহি জীবন থাকিতে ॥ ৩৯৫
ত্যজিয়াছি যে সাম্রাজ্য তৃণের সমান।
না লইব পুনঃ তাহা করিলে প্রদান ॥ ৩৯৬
রহিব গো ঊর্দ্ধরেতা যাবত জীবন।
অবিচল ব্রহ্মচর্য্য করিব পালন ॥ ৩৯৭
আপদ কালের যেই ধর্ম্ম আচরণ।
কর্ত্তব্য, করেছি গুরুসনে অধ্যয়ন ॥ ৩৯৮
বিচিত্র বীর্য্যের এই সাম্রাজ্য আছিল।
তব পুত্র-বধূ-দ্বয় এখন পাইল ॥ ৩৯৯
অসমর্থা বটে তারা ইহারে পালিতে।
তুমি গো সমর্থ্য মাতঃ শাসনে রাখিতে ॥ ৪০০
এ বিশাল রাজ্য তুমি কর সুশাসন।
সতত তোমার আজ্ঞা করিব পালন ॥ ৪০১
চিন্তা নাহি কর মাতঃ বংশের কারণ।
রাখিতে ভারত-বংশ করিব যতন ॥ ৪০২
ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
কুরুকুল-হিতকারী প্রভু তপোধন ॥ ৪০৩
করিব তাঁহারে আন কর্ত্তব্য বিচার।
তাঁর উপদেশ মান্য হইবে সবার ॥ ৪০৪
সত্যবতী কহে তুমি ধর্ম্ম-ধুরন্ধর।
সকল ধরম-তত্ত্ব তোমার গোচর ॥ ৪০৫
যাহাতে সকল দিক থাকে গো বজায়।
বিবেচনা করি কহ তাহার উপায় ॥ ৪০৬
পুত্র-শোকাতুরা আমি তাত ভাগ্যহীনা।
শরণ-আগতা তব সর্ব্বথা অধীনা ॥ ৪০৭
করিয়া মাতার তুষ্টি মিষ্ট আলপনে।
বাহিরে আইলা ভীষ্ম বন্দিয়া চরণে ॥ ৪০৮
মহর্ষি শ্রীবেদব্যাসে করিলা স্মরণ।
স্মৃতিমাত্রে তথা প্রভু কৈলা আগমন ॥ ৪০৯
সসম্ভ্রমে উঠি ভীষ্ম বন্দিলা চরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিলা বসিতে আসন ॥ ৪১০
কুরুবৃদ্ধ জ্ঞাতি বিপ্র কুল-পুরোহিত।
হইলা সভার মাঝে সবে উপস্থিত ॥ ৪১১
প্রাচীন অমাত্যবর্গ বৃদ্ধ পৌরগণ।
বসিলা সকলে করি ঋষিরে বেষ্টন ॥ ৪১২
উডুগণ মাঝে শোভে যথা উডুপতি।
কুরু-সভামাঝে তথা ব্যাস মহামতি ॥ ৪১৩
দেবী সত্যবতী শুনি ঋষি আগমন।
আসিয়া নিভৃত কক্ষে লইলা আসন ॥ ৪১৪
কহিলা ভীষ্মেরে তবে শ্রীবাদরায়ন।
কি হেতু করিলা তুমি আমারে স্মরণ ॥ ৪১৫
ভীষ্ম কহে অন্তর্য্যামী তুমি ভগবান্।
তব করতলে বিশ্ব বদর সমান ॥ ৪১৬
তথাপি তোমার আজ্ঞা পালন-কারণ।
আমার বক্তব্য যাহা করি নিবেদন ॥ ৪১৭
মম পিতা সুরপুরে করিলে গমন।
পেয়েছিল রাজ্য মম বিমাতৃনন্দন ॥ ৪১৮
পাইল যখন তারা প্রথম যৌবন।
ঘটাইল বাম বিধি তাদের মরণ ॥ ৪১৯
রব আমি ব্রহ্মচারী যাবৎ জীবন।
পিতার বিবাহকালে করিয়াছি পণ ॥ ৪২০
না পারি করিতে আমি প্রতিজ্ঞা-ভঞ্জন।
বরঞ্চ করিতে পারি এ প্রাণ বর্জ্জন ॥ ৪২১
প্রাচীন ভারত বংশ রক্ষা যাহে হয়।
তাহার উপায় এবে কর কৃপাময় ॥ ৪২২
আমার বিমাতা প্রভু তোমার জননী।
করিতেছে হাহাকার দিবস-রজনী ॥ ৪২৩
তাঁর শোক শান্ত কর দিয়া দিব্য জ্ঞান।
রক্ষা কর কুরুকুল প্রজ্ঞার নিধান ॥ ৪২৪

সত্যবতী কহে তবে করিয়া রোদন।
তুমি তাত মম সুত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ॥ ৪২৫
তোমা হেন ঋষিবর তনয় যাহার।
সহা কি উচিত তাঁর এই শোক-ভার ? ॥ ৪২৬
হইয়াছি আমি ধন্যা এ তিন ভুবনে।
প্রসবিয়া তোমা হেন সুপুত্র রতনে ॥ ৪২৭
করিবে না দেবব্রত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন।
রাখিবারে বংশ কিবা উপায় এখন ॥ ৪২৮
শুনেছি আপদধর্ম্মে আছে গো প্রমাণ।
'দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ' শাস্ত্রের বিধান ॥ ৪২৯
মম পুত্রবধূদ্বয়ে ঋষির প্রধান।
করহ যুগল সুতে তুমি জন্মদান ॥ ৪৩০
শান্তনু-মহিষী-বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সাধু সাধু বাক্য কহে যত সভাজন ॥ ৪৩১
ভীষ্মদেব কহে ব্যাসে করি সম্বোধন।
কহিলা জননী যাহা কর্ত্তব্য এখন ॥ ৪৩২
সর্ব্বশাস্ত্র-তত্ত্ব দেব তোমার গোচর।
নারায়ণ-অংশ তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ ৪৩৩
রাখিতে শ্রুতির ধর্ম্ম তব অবতার।
কি করিব তব আগে শাস্ত্রের বিচার ॥ ৪৩৪
বিচারিয়া তুমি যাহা করিবে বিধান।
মানিবেক ত্রিভুবন বেদের সমান ॥ ৪৩৫
ভীষ্মবাক্য-অবসানে ব্যাস তপোধন।
জলদ-গম্ভীর-বাক্য করে উচ্চারণ ॥ ৪৩৬
চতুর্ব্বিধ বর্ণাশ্রম শাস্ত্র-পরতন্ত্র।
আপদকালের ধর্ম্ম হয় যে স্বতন্ত্র ॥ ৪৩৭
শুনহ সকলে শাস্ত্র-বিধি সনাতন।
করিয়াছে যাহাদের অনাদি নিধন ॥ ৪৩৮
শাস্ত্র অনুসারে করি কন্যা নির্ব্বাচন।
গৃহীর কর্ত্তব্য তার পাণির গ্রহণ ॥ ৪৩৯
দেবঋণ ঋষিঋণ আর পিতৃঋণ।
যে না শোধে সেই ঋণী রহে চিরদিন ॥ ৪৪০
ঋণত্রয় সহ নর জনমে সংসারে।
যতন উচিত তার ঋণ শোধিবারে ॥ ৪৪১
সদৃশী ভার্য্যাতে করি পুত্র উৎপাদন।
পিতৃঋণে মুক্তিলাভ করে নরগণ ॥ ৪৪২
পুত্র প্রয়োজন প্রতি শুন হেতু আর।
পিণ্ড দিয়া পুত্র করে কুলের উদ্ধার ॥ ৪৪৩
যে জন হইতে হয় পিতৃ-পিণ্ডলোপ।
করয়ে তাহার প্রতি পিতৃলোক কোপ ॥ ৪৪৪
সে দারুণ কোপ ফলে নরকে গমন।
অবশ্য হইবে ইহা শাস্ত্রের লিখন ॥ ৪৪৫
কহিলাম আমি এই বিধি সাধারণ।
গৃহীর কর্ত্তব্য ইহা সতত পালন ॥ ৪৪৬
দ্বাদশ প্রকার সুত শ্রুতির ব্যবস্থা।
সংগ্রহ উচিত হয় বিচারি অবস্থা ॥ ৪৪৭
হয় হে ঔরস পুত্র পুত্রের প্রধান।
ক্ষেত্রজ তাহার পরে পাইয়াছে স্থান ॥ ৪৪৮
যার ক্ষেত্রে জন্মে পুত্র সে হয় তাহার।
জন্ম প্রদাতার তাহে নাহি অধিকার ॥ ৪৪৯
মাতৃ-অনুরোধে কুল-হিতের কারণ।
বিচারিয়া শাস্ত্র তত্ত্ব করি নির্দ্ধারণ ॥ ৪৫০
অপুত্র বিচিত্রবীর্য্য-ক্ষেত্রে বীর্য্যাধান।
করিয়া করিব দুই পুত্রে জন্মদান ॥ ৪৫১
তব পুত্রবধূ যবে হবে ঋতুস্নাতা।
আমারে স্মরণ তুমি করিবে গো মাতা ॥ ৫২
তোমার কামনা আমি করিব পূরণ।
লুপ্তপ্রায় কুরুবংশ করিব রক্ষণ ॥ ৪৫৩
অন্যথা না হবে মাতঃ আমার বচন।
দুঃসহ শোকের ভার করহ ৪৫৪
না হয় ললাট-লিপি কখন খণ্ডন।
ঘটিয়াছে যাহা ছিল বিধির লিখন
সত্যনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় গঙ্গার নন্দন।
সমর্থ একাকী জিনিবারে ত্রিভুবন। ৪৫৬
শিরে ধরি তব আজ্ঞা করিছে পালন।
নাহি কোন চিন্তা মাতঃ রাজ্যের কারণ ॥ ৪৫৭
হরিমায়া-বিমোহিত জীব চরাচর
ভ্রমণ করিছে নানা যোনি নিরন্তর ॥ ৪৫৮
জগৎ-প্রপঞ্চ মিথ্যা সত্য না মানিবে।
একমাত্র হরি সত্য নিশ্চয় জানিবে ॥ ৪৫৯
বিপদভঞ্জন হরি শ্রীমধুসূদন।
তাঁহারে সতত মাতঃ করহ স্মরণ ॥ ৪৬০

এত কহি ভীষ্মদেবে করি সম্ভাষণ।
আপন আশ্রমে গেলা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ॥ ৪৬১
শান্তনু-মহিষী শুনি ব্যাস-উপদেশ।
করিলা শান্তিরে লাভ ত্যজি মনঃক্লেশ ॥ ৪৬২
ভীষ্ম-সুশাসন-গুণে রাজ্যের সমৃদ্ধি।
হইতে লাগিল তবে দিন দিন বৃদ্ধি ॥ ৪৬৩
হইলা অম্বিকা দেবী যবে ঋতুস্নাতা।
স্মরণ করিলা ব্যাসে সত্যবতী মাতা ॥ ৪৬৪
স্মৃতিমাত্রে ব্যাসদেব হস্তিনা আইলা।
জননী তাহারে সব বৃত্তান্ত কহিলা ॥ ৪৬৫
কৌরব-মহিষী-গর্ভে নিজবীর্য্যাধান।
করিলা সমর্থ ঋষি ব্যাস ভগবান ॥ ৪৬৬
জননীরে করি তবে নিকটে আহ্বান।
কহিলা হইবে পৌত্র মহাবলবান্ ॥ ৪৬৭
তব পুত্রবধূ মোরে করি দরশন।
চকিতা হইয়া ভয়ে মুদিলা নয়ন ॥ ৪৬৮
সেহেতু হইবে সুত অন্ধ দ্বিলোচন।
কহিনু তোমারে মাতঃ যথার্থ বচন ॥ ৪৬৯
সত্যবতী কহে বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কেমনে লভিবে জন্ম-অন্ধ রাজাসন ॥ ৪৭০
দ্বিতীয় বধূর গর্ভে অন্য এক সুত।
উৎপাদন কর তাত হবে মনঃপূত ॥ ৪৭১
অম্বালিকা-গর্ভে তবে ব্যাস কৃপাবান্।
করিলা মাতার বাক্যে রেতঃ-সমাধান ॥ ৪৭২
তেজঃপুঞ্জ তাঁর দেহ করি দরশন।
ভয়ে কুরুবধূ হইল পাণ্ডুর বরণ ॥ ৪৭৩
কহিলা মাতারে ঋষি মহা তেজস্বান্।
হইবে এ পৌত্র গুণ-বিক্রম-নিধান ॥ ৪৭৪
তেজোময় বপু মম করি বিলোকন।
করেছিল বধূ পাণ্ডু বরণ ধারণ ॥ ৪৭৫
অতএব পাণ্ডুবর্ণ পুত্র প্রসবিবে।
আমার এ কথা মাতঃ অন্যথা নহিবে ॥ ৪৭৬
কহিলা জননী তবে করিয়া মিনতি।
আর এক পুত্রদান কর মহামতি ॥ ৪৭৭
শুনিয়া মাতার বাণী কহে ভগবান্।
করিব গো আমি তব আদেশ প্রমাণ ॥ ৪৭৮

যথাকালে তুমি মোরে করিবে স্মরণ।
আসিব করিতে তব আদেশ পালন ॥ ৪৭৯
এতকহি আজ্ঞা মাগি ব্যাস তপোধন।
অবিলম্বে যথাস্থানে করিলা গমন ॥ ৪৮০
হইল গর্ভের কাল অতীত যখন।
প্রসবিলা বধূদ্বয় যুগল নন্দন ॥ ৪৮১
পুনরপি নৃপবধূ হ'লে ঋতুমতী।
স্মরিলা ঋষিরে তবে দেবী সত্যবতী ॥ ৪৮২
স্মরণ মাত্রেতে তেঁহ করি আগমন।
জননীর অন্তঃপুরে দিলা দরশন ॥ ৪৮৩
ব্যাসের অসহ্য তেজ ভাবি বধূদ্বয়।
যাইতে তাঁহার পাশে পায় অতি ভয় ॥ ৪৮৪
পরামর্শ করি তবে দুই সহোদরা।
সুন্দরী দাসীরে কহে হইয়া কাতরা ॥ ৪৮৫
রাখগো সুন্দরি তুমি আমাদের মান।
গমন করহ তুমি ঋষি-সন্নিধান ॥ ৪৮৬
নৃপবধূ-বাক্য শুনি সে দাসী যুবতী।
ঋষি পাশে গিয়া করে চরণে প্রণতি ॥ ৪৮৭
করিয়া তাহার গর্ভে ব্যাস বীর্য্যাধান।
মাতার নিকটে আসি কহিলা আখ্যান ॥ ৪৮৮
কোন বধূ মম পাশে আজি নাহি গেল।
মন্ত্রণা করিয়া এক দাসী পাঠাইল ॥ ৪৮৯
পরম ধার্ম্মিক এক জন্মিবে কুমার।
যার যশে ত্রিভুবন হবে উজিয়ার ॥ ৪৯০
শান্তনু-মহিষী কহে করিয়া শ্রবণ।
বুঝিলাম বিধি-লিপি না হয় খণ্ডন ॥ ৪৯১
সকল বৃত্তান্ত করি ভীষ্মের গোচর।
আপন আশ্রমে গেলা প্রভু পারাশর ॥ ৪৯২
অম্বিকার গর্ভে পুত্র অগ্রে জনমিল।
ঘটনা-চক্রেতে তেঁহ জন্মান্ধ হইল ॥ ৪৯৩
বিচারি লক্ষণ তার দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
ধৃতরাষ্ট্র বলি নাম করিল রক্ষণ ॥ ৪৯৪
অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণ সুত প্রসবিল।
তারে পুরোহিত পাণ্ডু আখ্যা প্রদানিল ॥ ৪৯৫
যথাকালে দাসী-গর্ভে জন্মিল বিদুর।
তার রূপ হেরি হরষিত অন্তঃপুর ॥ ৪৯৬

সবধূ বাসবী অতি প্রমুদিত মনে।
হেরি তিন শিশু কুরু বংশ-বিবর্দ্ধনে॥ ৪৯৭
হইতে আছিল কুরুকুল লুপ্তপ্রায়।
রক্ষিত হইল তাহা ব্যাসের কৃপায়॥ ৪৯৮
যেন তিন শিশু রবি কৌরব-গগনে।
উদি বিকাশিল পুরজন-পদ্মবনে॥ ৪৯৯
হইল হস্তিনাপুরে নানা মহোৎসব।
পৌর-জানপদ-বর্গ আনন্দিত সব॥ ৫০০
করিলা গাঙ্গেয় নানা পুণ্য অনুষ্ঠান।
অসংখ্য যাচকে দিলা বহুবিধ দান॥ ৫০১
দিনে দিনে শিশুত্রয় বাড়িতে লাগিল।
নিরখি সবার মনে সুখ উপজিল॥ ৫০২
ক্রমে ক্রমে ভীষ্মদেব সকল সংস্কার।
করাইলা শিশুদের যথা কুলাচার॥ ৫০৩
গান্ধারী গান্ধার-রাজ-তনয়া সুশীলা।
ধৃতরাষ্ট্র পরিণয় তাঁর সনে দিলা॥ ৫০৪
মদ্রের নন্দিনী মাদ্রী, কুন্তি-ভোজসুতা।
পরম সুন্দরী দুই কন্যা গুণ যুতা॥ ৫০৫
মহারথ পাণ্ডু সনে তাদের বিবাহ।
সমারোহে করাইলা গাঙ্গেয় নির্ব্বাহ॥ ৫০৬
রূপকুলবতী কন্যা করি আনয়ন।
বিদুর-উদ্বাহ-ক্রিয়া কৈলা সমাপন॥ ৫০৭
যদ্যপি আছিল জ্যেষ্ঠ অম্বিকা-নন্দন।
না পাইল রাজ্য জন্ম-অন্ধত্ব কারণ॥ ৫০৮
শাস্ত্র অনুসারে রাজ্য পাণ্ডুর হইল।
যথাবিধি অভিষেক ভীষ্ম করাইল॥ ৫০৯
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহাধনুর্দ্ধর।
হইলা হস্তিনাপুরে পাণ্ডু নৃপবর॥ ৫১০
তাঁর করে রাজ্যভার করি সমর্পণ।
শান্তনব অবসর করিলা গ্রহণ॥ ৫১১
নবীন কৌরব-পতি লভি সিংহাসন।
করিতে লাগিলা পিতৃরাজ্য সুশাসন॥ ৫১২
তাঁর সুশীলতাগুণ পাণ্ডিত্য বিনয়।
করিল সবারে বশ সদ্‌গুণ নিচয়॥ ৫১৩
ধর্ম্ম অনুসারে তাঁর সাম্রাজ্য-পালন।
পৌর-জানপদ-মন করিল হরণ॥ ৫১৪

হেরি সত্যবতী পৌত্র কুলের নিধান।
সানন্দ অন্তরে করে আশীষ প্রদান॥ ৫১৫
দারুণ বিপত্তি দিন অতীত হইল।
সকল সমৃদ্ধিসুখ হস্তিনা ছাইল॥ ৫১৬
সহজ সুন্দর বন-শোভার দর্শন।
করিবারে মৃগ বধি চিত্ত বিনোদন॥ ৫১৭
উপজিল অভিলাষ নরপতি-মনে।
হইল গমন-ইচ্ছা গহন কাননে॥ ৫১৮
জ্যেষ্ঠতাত পাশে পাণ্ডু করিয়া গমন।
চরণ বন্দিয়া করে বাসনা জ্ঞাপন॥ ৫১৯
করিয়াছি পিতা আমি মনে অভিলাষ।
করিবারে কিছু দিন কাননে নিবাস॥ ৫২০
তব পুত্রবধূদ্বয় আমার সহিত।
যাইবে যদ্যপি হয় তব মন হিত॥ ৫২১
নিরখিব বনশোভা মৃগয়া করিব।
তৃপ্তি করি কৌতূহল, ভবনে আসিব॥ ৫২২
যতদিন আমি নাহি আসিব নগরে।
রহিবে এ রাজ্য ন্যস্ত অগ্রজের করে॥ ৫২৩
প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করহ প্রদান।
সত্বরে করিব আমি কাননে প্রয়াণ॥ ৫২৪
পাণ্ডুর বিনয় শুনি ভীষ্ম মহামতি।
বনে যাইবার তরে দিলা অনুমতি॥ ৫২৫
জ্যেষ্ঠতাত-পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম।
সস্ত্রীক চলিলা বনে পাণ্ডু গুণধাম॥ ৫২৬
প্রকৃতির মনোলোভা শোভা নিরীক্ষণ।
করিয়া পাইল সুখ কৌরব-নন্দন॥ ৫২৭
কাহারে নাহিক ভয় অদ্বিতীয় বীর।
একাকী ভ্রময়ে বনে করে ধনুতীর॥ ৫২৮
বেগবতী স্রোতস্বতী সুন্দর ভূধর।
প্রফুল্ল কমলপূত দিব্য সরোবর॥ ৫২৯
মনোহর পাখীকুল বিচিত্র গঠন।
নানা পশু রৌদ্র মৃদু বিবিধ বরণ॥ ৫৩০
নেহারি কৌরব-রাজ পত্নীদ্বয় সনে।
বিহার করিছে বনে আনন্দিত মনে॥ ৫৩১
মৃগীসনে মৃগরূপ এক বনাবাস।
করিতে আছিল মুনি সম্ভোগ বিলাস॥ ৫৩২

হেন কালে করি নৃপ বাণ সুসন্ধান।
মৃগজ্ঞানে বিনাশিলা তাঁহার পরাণ ॥ ৫৩৩
মরণের কালে তেঁই কহিল রাজারে।
অভিশাপ মহারাজ দিব হে তোমারে ॥ ৫৩৪
আছিনু মৈথুনরত আমি হে যখন।
করিলে তখন তুমি বাণ নিক্ষেপণ ॥ ৫৩৫
মৈথুনার্থে তুমি যবে নারী পরশিবে।
তোমারে করাল কাল তখন গ্রাসিবে ॥ ৫৩৬
এই শাপ দিয়া মৃগ ত্যজিল জীবন।
হইলা ভূপতি তবে বিষাদে মগন ॥ ৫৩৭
রমণী-সম্ভোগ-সুখ নৃপতি ত্যজিলা।
অহর্নিশ মনস্তাপ সহিতে লাগিলা ॥ ৫৩৮
হইল দারুণ চিন্তা বংশরক্ষা তরে।
জিজ্ঞাসিলা পত্নীদ্বয়ে ব্যথিত অন্তরে ॥ ৫৩৯
কহ প্রিয়ে বংশ রক্ষা কেমনে হইবে।
এ ঘোর বিপদে মোরে কেবা উদ্ধারিবে ॥ ৫৪০
কুন্তী কহে শুন নাথ আমার বচন।
করেছি দুর্ব্বাসা স্থানে সুমন্ত্র লভন ॥ ৫৪১
করিব যে দেবোদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ।
তখন করিবে সেই দেব আগমন ॥ ৫৪২
এ উপায় যদি সাধু হয় কুরুপাত।
যে দেবে আনিতে ইচ্ছা দেহ অনুমতি ॥ ৫৪৩
মনে মনে পাণ্ডু তবে করিলা বিচার।
এ উপায় বিনা পথ নাহি দেখি আর ॥ ৫৪৪
প্রকাশি কহিলা প্রিয়ে ধরম পবন।
সহস্র-লোচন সুর-বৈদ্য দুই জন ॥ ৫৪৫
যথাক্রমে করি তুমি তাঁদেরে স্মরণ।
করিবে মন্ত্রের বলে হেথা আকর্ষণ ॥ ৫৪৬
ধরম পবন আর সুরেন্দ্র হইতে।
যত্ন কর তিন সুত ক্রমশ লভিতে ॥ ৫৪৭
অশ্বিনীকুমার হ'তে যুগল নন্দন।
লভিবে সপত্নী তব, শুনহ বচন ॥ ৫৪৮
ঋতুস্নাতা কুন্তী দেবী ধরমে স্মরিলা।
মন্ত্রের প্রভাবে দেব দরশন দিলা ॥ ৫৪৯
ধর্ম্মের ঔরসে করি গর্ভের ধারণ।
শুভক্ষণে প্রসবিলা সুন্দর নন্দন ॥ ৫৫০

যুধিষ্ঠির তাঁর নাম হইল রক্ষিত।
ধর্ম্ম-ধুরন্ধর ধীর সাধু-বিপ্র-হিত ॥ ৫৫১
পবন হইতে কুন্তী দেবী অতঃপর।
লভে ভীম নামে সুত মহাবলধর ॥ ৫৫২
পরে ইন্দ্র করি পৃথা-গর্ভে বীর্য্যাধান।
করিলা অর্জ্জুন বীরে জনম প্রদান ॥ ৫৫৩
অশ্বিনী কুমারদ্বয় করি আগমন।
মাদ্রী-গর্ভে করে দুই পুত্র উৎপাদন ॥ ৫৫৪
এমতে পাণ্ডব পঞ্চ জনম লভিল।
হেরি মাতা পিতা অতি আনন্দ পাইল ॥ ৫৫৫
একদিন নরপতি মৈথুন কারণ।
মহিষী মাদ্রীর কর করিলা ধারণ ॥ ৫৫৬
যদিও মহিষী তাঁরে করিলা বারণ।
নিয়তি-অধীন নৃপ না করে শ্রবণ ॥ ৫৫৭
নিদারুণ বিপ্র-শাপ ফলিল তখন।
কাননে কৌরব-পতি ত্যজিলা জীবন ॥ ৫৫৮
সহমৃতা মাদ্রী দেবী হৈলা পতি সনে।
পালিতে সন্তানে কুন্তী রাখিলা জীবনে ॥ ৫৫৯
অনাথা পৃথারে তবে করি দরশন।
সান্ত্বনা করিল আসি তাপসের গণ ॥ ৫৬০
বিবেচনা করি তাঁরা করিলা নিশ্চয়।
মহিষীর বনে বাস কর্ত্তব্য না হয় ॥ ৫৬১
সসুতা ইহারে মোরা করিব প্রেরণ।
হস্তিনা নগর যথা শান্তনু-নন্দন ॥ ৫৬২
পৃথারে লইয়া তবে মুনি কতিপয়।
আইলা কৌরবপুরে নৃপতি-আলয় ॥ ৫৬৩
পাণ্ডুর নিধন বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
হইলা নগরবাসী শোকান্বিত মন ॥ ৫৬৪
সত্যবতী শুনি তবে পৌত্রের মরণ।
হাহাকার করি করে বিলাপ রোদন ॥ ৫৬৫
ভীষ্মদেব জননীরে সান্ত্বনা করিলা।
বধূসনে পৌত্রগণে সাদরে লইলা ॥ ৫৬৬
নিরখিয়া পঞ্চশিশু সর্ব্ব সুলক্ষণ।
লাগিলা করিতে অতি যতনে পালন ॥ ৫৬৭
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক কুমার।
জন্মিল গান্ধারী গর্ভে কুরু-কুলাঙ্গার ॥ ৫৬৮

অগ্রজ সুতের নাম হয় দুর্য্যোধন।
দ্বিতীয় পুত্রের নাম হয় দুঃশাসন ॥ ৫৬৯
আসক্ত হইল তারা মহাপাপাচারে।
না মানে শ্রুতির পথ শাস্ত্র ব্যবহারে ॥ ৫৭০
যখন জানিল তারা জনক জন্মান্ধ।
এ বিশাল রাজ্যে তাঁর নাহিক সম্বন্ধ ॥ ৫৭১
পেয়েছিলা পাণ্ডু কুরুরাজ-সিংহাসন।
সে হেতু ধর্ম্মত রাজা তাঁহার নন্দন ॥ ৫৭২
মন্ত্রণা করিতে তারা থাকিল তখন।
কি উপায়ে পাণ্ডু-সুতে করিবে নিধন ॥ ৫৭৩
শৈশব হইতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সুশীল বিনয়ী শুচি ধর্ম্ম-পরায়ণ ॥ ৫৭৪
দুর্য্যোধন-শাঠ্য কিছু বুঝিতে নারিল।
মিলিয়া তাহার সনে আনন্দে রহিল ॥ ৫৭৫
ভরদ্বাজ-সুত দ্রোণ আচার্য্য-প্রবর।
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহাধনুর্দ্ধর ॥ ৫৭৬
আনাইয়া তাঁরে ভীষ্মদেব সমাদরে।
নিয়োজিলা পৌত্রগণ-সুশিক্ষার তরে ॥ ৫৭৭
করিয়া নিমিত্ত মাত্র কৌরব পাণ্ডব।
ভূভার নাশিলা কৃষ্ণ যদুকুলোদ্ভব ॥ ৫৭৮
সেহেতু তাঁদের জন্ম বিচিত্র কথন।
করিলাম প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপ বর্ণন ॥ ৫৭৯

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে মহাকাব্যে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

জি'ন নব জলধর, কিবা রূপ মনোহর,
কোটিচন্দ্র জিনিয়া বদন ॥
শিশু গোপ-বেশধর, যশোদার অঙ্কচর,
নরাকার ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
মহাদেব শ্রীশঙ্কর, চিন্তা করে নিরন্তর,
শুভ-মূল যাঁর শ্রীচরণ ॥
লইয়া যাঁহার নাম, ভক্ত হয় পূর্ণকাম,
নমি নাম কল্যাণ-কেতন ॥

চন্দ্রবংশে জনমিলা যযাতি নৃবর।
পুণ্যশ্লোক চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মধুরন্ধর ॥১
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু সর্ব্বগুণাকর।
যাঁর পূতবংশে জন্ম লভিলা ঈশ্বর ॥ ২
গত দ্বাপরের শেষে যদুর আলয়।
ভূষিত করিলা উগ্রসেন মহাশয় ॥ ৩
প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে দানব-পুঙ্গব।
কালনেমি জনমিল হইয়া মানব ॥ ৪
উগ্রসেন-পত্নীগর্ভে জনম লভিল।
কংস নামে ত্রিভুবনে প্রথিত হইল ॥ ৫
কশ্যপ অদিতি তপ করিল বিপুল।
লভিবারে পুত্র নারায়ণ-সমতুল ॥ ৬
তাঁহাদের তপে তুষ্ট বিভু সনাতন।
কৃতার্থ করিলা আসি দিয়া দরশন ॥ ৭
কশ্যপ অদিতি হেরি রূপ মনোহর।
দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়ে ভূমির উপর ॥ ৮
সুপ্রসন্ন জগন্নাথ কহিলা তখন।
যেই বর ইচ্ছা হয় করহ গ্রহণ ॥ ৯
কশ্যপ অদিতি তবে কহিলা বচন।
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শুন নিবেদন ॥ ১০
অসম্ভব অভিলাষ মোদের অন্তরে।
কহিবারে লজ্জা হয় তোমার গোচরে ॥ ১১
তুমি অন্তর্যামী দেব জানিছ সকল।
কেবা পারে করিবারে তব অগ্রে ছল ॥ ১২
রূপে গুণে তব সম একটী নন্দন।
পাই যেন এই বর দেহ নারায়ণ ॥ ১৩
কশ্যপ অদিতি বাক্য করিয়া শ্রবণ।
উত্তর করিলা তবে বিভু সনাতন ॥ ১৪
খুঁজিয়া দেখিনু আমি সমগ্র ভুবন।
রূপে গুণে সম-মম নাহি কোন জন ॥ ১৫
তোমাদের অভিলাষ করিব পূরণ।
আপনি করিব আসি জনম গ্রহণ ॥ ১৬
প্রজাকুল-পতি এবে করহ শ্রবণ।
অন্যথা না হবে কভু আমার বচন ॥ ১৭
বৈবস্বতরাজ্যে অষ্টাবিংশতি দ্বাপরে।
বৃষ্ণিবংশে জনমিবে মথুরা নগরে ॥ ১৮
তুমিহ দেবতা-মাতঃ তথা জনমিবে।
পুত্ররূপে লভি মোরে হিয়া জুড়াইবে ॥ ১৯
পতি সনে সুরপুরে করহ গমন।
বিবিধ স্বর্গের সুখ কর আস্বাদন ॥ ২০

এত কহি অন্তর্হিত দেব পরাৎ পর।
কশ্যপ অদিতি গেলা অমর নগর ॥ ২১
বৃষ্ণিবংশে জনমিল দেবমীঢ় নাম।
পরম ধার্ম্মিক শৌর্য্য-বীর্য্য-গুণধাম ॥ ২২
মারিষা তাঁহার পত্নী সতী পতিব্রতা।
রূপে গুণে নিরূপমা হরিভক্তি-রতা ॥ ২৩
প্রভুর নির্দ্দিষ্ট কাল যখন আসিল।
মারিষার গর্ভে আসি কশ্যপ জন্মিল ॥ ২৪
দেবমীঢ়-নারী যবে পুত্র প্রসবিল।
অনেক-দুন্দুভি সুরগণ বাজাইল ॥ ২৫
আনক-দুন্দুভি নাম হয় সে কারণ।
বসুদেব নাম পিতা করিল রক্ষণ ॥ ২৬
যাদব দেবক উগ্রসেন সহোদর।
দেবকী তাহার সুতা জানি চরাচর ॥ ২৭
ত্রিভুবন-পূজ্যা সর্ব্বদেব-প্রসবিনী।
হইলা ভূতলে আসি দেবক-নন্দিনী ॥ ২৮
যতনে পালিলা পিতা সে কন্যা রতন।
নারী-সর্ব্বগুণ তার হইল ভূষণ ॥ ২৯
অতিশয় স্নেহ কংস ভগিনীরে করে।
ক্ষণ অদর্শনে শান্তি না হয় অন্তরে ॥ ৩০
দেবকী সুন্দরী যবে বয়স্থা হইল।
অনুরূপ বর পিতা খুঁজিতে লাগিল ॥ ৩১
যদুকুল-পুরোহিত গর্গ তপোধন।
সকল সংশয়চ্ছেত্তা কৃষ্ণ-পরায়ণ ॥ ৩২
আছিল জ্যোতিষ শাস্ত্র অতীব দুর্ব্বোধ।
গ্রন্থ রচি গর্গ তাহা করিলা সুবোধ ॥ ৩৩
দেবক আনিতে তাঁরে দূত পাঠাইলা
সংবাদ পাইয়া ঋষি সভাতে আইলা ॥ ৩৪
উগ্রসেন আসি করি চরণ বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিলা বসিতে আসন ॥ ৩৫
সুখাসনে বসি মুনি নৃপে জিজ্ঞাসিলা।
কি হেতু আমারে ভূপ স্মরণ করিলা ॥ ৩৬
কহিলা নৃপতি দেব কর অবধান।
সকল শাস্ত্রের বেত্তা দিব্য জ্ঞানবান্ ॥ ৩৭
দেবক-দুহিতা দেব মম প্রাণ-সমা।
সর্ব্বগুণ-বিভূষিতা রূপে নিরুপমা ॥ ৩৮
বাল্যকাল গত তার আগত যৌবন।
পাত্রস্থা করিব এবে করিয়াছি মন ॥ ৩৯
কন্যার নক্ষত্র রাশি তোমার গোচর।
অন্বেষণ কর নাথ তার যোগ্য বর ॥ ৪০
হাসি কহে গর্গাচার্য্য শুনহ রাজন।
নহিবে করিতে তার বর অন্বেষণ ॥ ৪১
দেবকীর যোগ্য পাত্র করিয়াছি স্থির।
কুলীন সুন্দর জ্ঞানী সুশীল সুধীর ॥ ৪২
সুশিক্ষিত ধনুর্ব্বেদে বিপুল বিক্রম।
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বৃহস্পতি সম ॥ ৪৩
সম্প্রাপ্ত-যৌবন এবে রূপে মনোহর।
যেন হিমালয়-সুতা-সুত ভূমিচর ॥ ৪৪
বৃষ্ণিবংশ-অবতংশ মারীষা-নন্দন।
বসুদেব নাম যাঁর সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥ ৪৫
যোগ্যার সহিত হবে যোগ্যের মিলন।
অবিলম্বে কর শুভ কার্য্য সম্পাদন ॥ ৪৬
এ সম্বন্ধে জগতের অশেষ কল্যাণ।
হইবে দেখিবে তুমি নৃপ ভাগ্যবান ॥ ৪৭
ঋষি বাক্য অবসানে কহে যদুপতি।
এক মাত্র তুমি নাথ এ কুলের গতি ॥ ৪৮
যে আজ্ঞা করিলা তাহা না হবে অন্যথা।
শিরোধার্য্য করি তাহা পালিব সর্ব্বথা ॥ ৪৯
এবে শুভাদন লগ্ন কর নিরূপণ।
শীঘ্র যেন এ সম্বন্ধ হয় সংঘটন ॥ ৫০
তবে ঋষি গিয়া বসু-জনক-সদন।
দেবমীঢ়ে সব কথা করিলা জ্ঞাপন ॥ ৫১
তাঁহার সম্মতি লয়ে সম্বন্ধ নিশ্চয়।
করিয়া করিলা শুভ দিনের নির্ণয় ॥ ৫২
দেবকী বিবাহ তবে বসুদেব সনে।
সম্পন্ন হইল শুভদিনে শুভক্ষণে ॥ ৫৩
গগনে অমরবৃন্দ কুসুম বর্ষিল।
মথুরা প্রমোদ-স্রোতে ভাসিতে থাকিল ॥ ৫৪
হয় গজ দাসী দাস রথ অগণন।
দেবক যৌতুক দিলা বিবিধ রতন ॥ ৫৫
মহাসমারোহে ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।
বসন ভূষণ ধন যাচক পাইল ॥ ৫৬

ক্রিয়া অবসানে বর যাইতে ভবন।
বধূ সনে রথ'পরে করে আরোহণ॥ ৫৭
ভগিনীর প্রতি অতি প্রীতির কারণ।
রথ-অশ্ব-রশ্মি-কংস করিলা ধারণ॥ ৫৮
মন্থর গতিতে রথ চালাইয়া দিল।
পথি মাঝে দৈববাণী শুনিতে পাইল॥ ৫৯
রে কংস যাহার রথে সারথি হইয়া।
আনন্দে দিতেছ আজি অশ্ব চালাইয়া॥ ৬০
তাহার অষ্টম গর্ভে যে পুত্র হইবে।
তোমার নিধন সেই নিশ্চয় সাধিবে॥ ৬১
দৈববাণী শুনি তবে কংস দুষ্টমতি।
হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইল ঝটিতি॥ ৬২
এক করে করি তীক্ষ্ণ কৃপাণ ধারণ।
অন্য করে দেবকীর সুকেশ গ্রহণ॥ ৬৩
হইল উদ্যত যবে বধিতে জীবন।
মনস্বী শ্রীবসুদেব চিন্তিল তখন॥ ৬৪
এ যে জুগুপ্সিতকর্ম্মা নৃশংস আচার।
নির্লজ্জ পামর খল যদু-কুলাঙ্গার॥ ৬৫
কার সাধ্য বিধি লিপি করিতে খণ্ডন।
তথাপি বক্তব্য মম সান্ত্বনা বচন॥ ৬৬
মনে মনে বসুদেব এত বিচারিয়া।
কহিলা মধুর বাক্য কংসে সম্বোধিয়া॥ ৬৭
মহারাজ কভু তুমি নহ কাপুরুষ।
করিবে ভগিনী বধ নাশি স্বপৌরুষ॥ ৬৮
তোমার বীর্য্যের শ্লাঘা করে শূরগণ।
তুমি ভোজরাজকুল যশোবিবর্দ্ধন॥ ৬৯
তোমার কর্ত্তব্য কিহে ভগিনী হনন।
কাপুরুষ মত করি কীর্ত্তি বিসর্জ্জন॥ ৭০
হিংসারত ক্ষুদ্র জন্তু বধে পাপ হয়।
অল্পমাত্র প্রায়শ্চিত্তে তাহা পায় ক্ষয়॥ ৭১
অহিংসক ক্ষুদ্র প্রাণী বধে যেই জন।
শতগুণ পাপ তার শাস্ত্রের লিখন॥ ৭২
কামতঃ বিশিষ্ট জন্তু বধ যেবা করে।
পূর্ব্বোক্ত পাপের শতগুণ সেই ধরে॥ ৭৩
তার শতগুণ পাপ ম্লেচ্ছেরে বধিলে।
শত ম্লেচ্ছ বধ পাপ সৎ শূদ্রে মারিলে॥ ৭৪
শত সৎশূদ্র বধে যে পাপ-সঞ্চয়।
করিলে গোবধ এক সে পাপ নিশ্চয়॥ ৭৫
যেই পাপ হয় লাভ দশ গোহননে।
তাহা হয় যদি বধে ব্রাহ্মণ জীবনে॥ ৭৬
ব্রহ্মবধ নারীবধ একই জানিবে।
মনুবাক্য মহারাজ দ্বিধা না করিবে॥ ৭৭
শরণ আগতা তব দেবক-নন্দিনী।
বিশেষতঃ কৃপাপাত্রী সুপোষ্যা ভগিনী॥ ৭৮
যদ্যপি ইহার তুমি বধহে জীবন।
শত নারী-বধ-পাপ লভিবে রাজন্॥ ৭৯
তপ জপ দান হোম তীর্থ দরশন।
দেবতা অতিথি পূজা ব্রাহ্মণ ভোজন॥ ৮০
এ সকল পুণ্য কার্য্য করে নরগণ।
করি বহু শ্রম ব্যয় স্বর্গের কারণ॥ ৮১
সে স্বর্গও নহে ভ্রাতঃ চিরদিন তরে।
অসংশয় হবে নাশ কিছুদিন পরে॥ ৮২
সামান্য ভূতল-রাজ্য জল-বিম্বসম।
অতএব ইথে তুমি হও হে নির্ম্মম॥ ৮৩
জানিয়া আব্রহ্ম-স্তম্ব জীব চরাচর।
কালের কবল-গত নিতান্ত নশ্বর॥ ৮৪
করে বুদ্ধিমান সত্য-ধর্ম্ম আচরণ।
জনম মরণ ভয় যাহাতে খণ্ডন॥ ৮৫
জনমে দেহের সনে জীবের মরণ।
অদ্য কিংবা শত অন্তে ধ্রুব সংঘটন॥ ৮৬
প্রাক্তন কর্ম্মের ফল করিতে ভুঞ্জন।
হয়েছে অপূর্ব্ব বলে এদেহ সৃজন॥ ৮৭
নহিবে যাবত সেই ভোগ অবসান।
না করিবে দেহী ইহা হইতে প্রয়াণ॥ ৮৮
হইবে এদেহ ভোগ সমাপ্ত যখন।
হইবে তখন এই দেহের পতন॥ ৮৯
মহী জল তেজ বায়ু নভ বুদ্ধি মন।
অমুক্ত জীবের সঙ্গ না ছাড়ে কখন॥ ৯০
স্থূল-ভূত-বিনির্ম্মিত দেহ দৃশ্যমান।
সূক্ষ্ম ভূত জীব সনে চির রাজমান॥ ৯১
যেদিন কর্ম্মের বীজ বিনাশ পাইবে।
সেদিন স্বভাবে জীব বিরাজ করিবে॥ ৯২

করে পাশবদ্ধ জীব নিয়ত ভ্রমণ।
কভু উর্দ্ধে কভু নীচে যখন যেমন ॥ ৯১
ঘটিতেছে ক্রমান্বয়ে জনম মরণ।
জীবের বিশ্রাম নাহি জানিবে রাজন্ ॥ ৯২
অজর অমর জীব নিত্য সনাতন।
এক হ'তে অন্য দেহে কেবল গমন ॥ ৯৫
বর্ত্তমান দেহ যবে পঞ্চত্ব পাইবে।
সম্মুখে অপর দেহ প্রস্তুত রহিবে ॥ ৯৬
কর্ম্মানুগ দেহী তাহে অবশ হইয়া।
আপন কৃতিত্ব ভুলি প্রবেশিবে গিয়া ॥ ৯৭
এক পদ ধরি অগ্রে গতিশীল জন।
যথা করে পর পদ পরে উত্তোলন ॥ ৯৮
যেমন জলৌকা তৃণ হ'তে তৃণান্তরে।
গমনের কালে অগ্রস্থিত তৃণ ধরে ॥ ৯৯
করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহারে আশ্রয়।
পূর্ব্বতৃণ পরিত্যাগ তবে সে করয় ॥ ১০০
জীবদেহ ত্যাগাবস্থা জানিবে তেমন।
নূতনে প্রবেশি পরে ছাড়ে পুরাতন ॥ ১০১
নৃপতি-ঐশ্বর্য্য যথা নয়নে হেরিয়া।
সুরপুর সুখ যথা শ্রবণে শুনিয়া ॥ ১০২
জনমে নরের মনে সুদৃঢ় সংস্কার।
যাহে বাঞ্ছে মনোরাজ্য-সুখ দেবতার ॥ ১০৩
অতএব স্বপ্নে মন কভু রাজা হয়।
কভু স্বপ্নে গিয়া সুর-সুখ সে ভুঞ্জয় ॥ ১০৪
তখন তাহার মন হয় তদাকার।
জাগ্রত কালের স্মৃতি নাহি থাকে তার ॥ ১০৫
তেমতি করয়ে জীব প্রাক্তন বর্জ্জন।
অভিনব দেহ মধ্যে করিয়া গমন ॥ ১০৬
ফল অভিমুখ কর্ম্ম কর্তৃক প্রেরিত।
ভৌতিক বিবিধ দেহ মায়া বিরচিত ॥ ১০৭
দেব পশু নর আদি বহুধা সংজ্ঞিত।
তাহে প্রবেশয় মন জীবের সহিত ॥ ১০৮
অকর্ত্তা জীবের ইথে নাহিক কর্তৃত্ব।
সর্ব্বভাবে মন কর্ত্তা তাহার কৃতিত্ব ॥ ১০৯
আমি মন এই মাত্র জীব অভিমান।
সেই পাশে বদ্ধ জীব না পায় কল্যাণ ॥ ১১০
পার্থিব পদার্থ ঘৃত তৈলাদি সলিলে।
রবি শশী আদি জ্যোতি বিম্বিত হইলে ॥ ১১১
নিশ্চয় প্রতীতি হয় তাহাতে কম্পন।
এক মাত্র বায়ুবেগ তাহার কারণ ॥ ১১২
অবিদ্যা-রচিত তথা শরীর হেরিয়া।
অনুরাগ বশে জীব প্রবেশ করিয়া ॥ ১১৩
অভিনিবেশের বশে মোহ প্রাপ্ত হয়।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই জানিবে নিশ্চয় ॥ ১১৪
নাহিক আত্মার কভু জনম মরণ।
কথিত কেবল দেহ অধ্যাস কারণ ॥ ১১৫
আপন কল্যাণ বাঞ্ছা করে যেই জন।
তার অকর্ত্তব্য পর-দ্রোহ আচরণ ॥ ১১৬
পরদ্রোহ হ'তে হয় বৈরতা-উৎপত্তি।
বৈরতার ফল ভয় বিবিধ বিপত্তি ॥ ১১৭
পরাপকারীরে দণ্ড প্রদানে শমন।
কাল্পনিক কথা নহে বেদের বচন ॥ ১১৮
তবানুজা সুতসমা দেবকী রাজন্।
অনুচিত হয় তব ইহার নিধন ॥ ১১৯
দীনে দয়াময় তুমি করুণা-সাগর।
ক্ষমাকর যদুকুল-কমল-ভাস্কর ॥ ১২০
বসু সাম দান ভেদ নীতির বচন।
না হইল শান্ত শুনি অসুর দুর্জ্জন ॥ ১২১
কংসের নির্ব্বন্ধ বসু নিশ্চয় জানিয়া।
কহিলা তাহারে তবে উপায় চিন্তিয়া ॥ ১২২
মহারাজ শুন এবে মম নিবেদন।
যাহাতে হইবে তব ভয় নিবারণ ॥ ১২৩
হইবে দেবকী-গর্ভে যে সব সন্তান।
তাদেরে করিব আমি তোমারে প্রদান ॥ ১২৪
করহ আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন।
নহিবে অন্যথা মম এ সব বচন ॥ ১২৫
আশৈশব জানে কংস শূরের আচার।
তার সত্য-ধর্ম্ম-নিষ্ঠা লোক ব্যবহার ॥ ১২৬
শুনিয়া প্রতিজ্ঞা তাঁর বিশ্বাস করিল।
দেবকীর বধ কার্য্যে নিবৃত্ত হইল ॥ ১২৭
ভগিনী ভগিনীপতি সনে নরপতি।
বিদায় গ্রহণ করি চলিলা বসতি ॥ ১২৮

মহাভাগ বসুদেব নববধূ সনে।
প্রবেশ করিলা আসি আপন ভবনে॥ ১২৯
সর্ব্বদেবময়ী দেবী দেবকী সুন্দরী।
হইলা ধরিয়া গর্ভ হর্ষ-শোককরী॥ ১৩০
হইল গর্ভের কাল পূরণ যখন।
প্রসবিলা পুত্র এক শোক-বিবর্দ্ধন॥ ১৩১
বসুদেব অঙ্গীকার রক্ষার কারণ।
চলিলা শিশুরে লয়ে কংসের ভবন॥ ১৩২
দেবকী দ্বিরুক্তি তাহে কিছু না করিলা।
ধর্ম্ম-রক্ষা তরে সুত-স্নেহ পাশরিলা॥ ১৩৩
বসুদেব বাল্যাবধি ধর্ম্মগত-প্রাণ।
কংস-করে দিয়া সুত রাখে ধর্ম্ম-মান॥ ১৩৪
কেহ না করিবে ইথে বিস্ময় অন্তরে।
ধার্ম্মিক সর্ব্বস্ব দিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করে॥ ১৩৫
সাধুর অসহ্য কিবা দুঃসহ এমন।
কি বস্তু অপেক্ষা করে বিদ্বান্ সুজন॥ ১৩৬
কদর্য্য অকার্য্য কিবা আছে ত্রিভুবনে।
না পারে ধূর্ত্তাত্মা কিবা করিতে বর্জ্জনে॥ ১৩৭
শৌরির সমত্ব আর সত্যে ব্যবস্থিতি।
হেরিয়া হইল কংস অতি তুষ্টমতি॥ ১৩৮
হাসি কহে এ কুমারে নাহি প্রয়োজন।
ইহারে লইয়া তুমি করহ গমন॥ ১৩৯
মম মৃত্যু দেবকীর অষ্টম নন্দন।
তাহারে করিও তুমি আমারে অর্পণ॥ ১৪০
তাহাই করিব বলি বসু মহাশয়।
সদ্যোজাত শিশু লয়ে আইলা আলয়॥ ১৪১
কিন্তু তাঁর মনো মাঝে রহিল সংশয়।
বিশ্বাসের যোগ্য কভু খল-বাক্য নয়॥ ১৪২
দেবর্ষি নারদ হেনকালে পদার্পণ।
করে কংস-সভা মাঝে স্বচ্ছন্দ গমন॥ ১৪৩
সসম্ভ্রমে উঠি কংস করি দরশন।
পূজি পাদ্য অর্ঘ্যে করে চরণ বন্দন॥ ১৪৪
বসিবারে দিয়া তাঁরে দিব্য সিংহাসন।
জিজ্ঞাসিল ঋষিবর কিবা প্রয়োজন॥ ১৪৫
কহিলা নারদ শুন যাদব রাজন্।
আসিয়াছি কহিবারে গুপ্ত বিবরণ॥ ১৪৬

সাবধানে শুন যাহা কহি নরবর।
রাখিতে আপন প্রাণ হও হে তৎপর॥ ১৪৭
নন্দ গোপ আদি যত ব্রজবাসী জন।
আর উহাদের যত রমণীর গণ॥ ১৪৮
বসুদেব আদি যত বৃষ্ণিকুলোদ্ভব।
দেবকী প্রভৃতি নারী শুনহ যাদব॥ ১৪৯
উহাদের জ্ঞাতি বন্ধু আছে যে যেখানে।
কিংবা আনুগত্য তব করিছে এখানে॥ ১৫০
সকলে দেবতা অংশে জনম গ্রহণ।
করিয়াছে সুরকার্য্য করিতে সাধন॥ ১৫১
হয়েছে দানব-ভারাক্রান্ত বসুন্ধরা।
বিরিঞ্চি-শরণাগতা নিতান্ত কাতরা॥ ১৫২
দৈত্যবধ করিবারে অমর-নিকর।
বিবিধ উদ্যম করে হইয়া সত্বর॥ ১৫৩
নাহি রাখ তুমি কিছু এসব সন্ধান।
এত কহি গেলা চলি ঋষি ভগবান্॥ ১৫৪
হইল মুনির বাক্যে কংসের প্রত্যয়।
নন্দাদি দেবতা বলি জানিল নিশ্চয়॥ ১৫৫
যেই সুতে করেছিল কংস প্রত্যর্পণ।
মুহূর্ত্তে আনিয়া তারে করিল নিধন॥ ১৫৬
বসু-দেবকীরে আনি আপন ভবনে।
করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিল বন্ধনে॥ ১৫৭
ক্রমান্বয়ে দেবকীর ছয়টী নন্দন।
বিষ্ণু শঙ্কা করি দুষ্ট করিল হনন॥ ১৫৮
পিতা উগ্রসেনে কংস রাখি কারাগারে।
আনিল যাদব-রাজ্য নিজ অধিকারে॥ ১৫৯
বিষয়-ভুজগ করে যাহারে দংশন।
সুবুদ্ধি বিবেক তার করে পলায়ন॥ ১৬০
অনেক দুরাত্মা ভূমিতলে জনমিল।
রাজ্য লাগি যারা কি না অকর্ম্ম করিল॥ ১৬১
জনক জননী জ্ঞাতি বন্ধু সহোদরে।
করিল তাহারা বধ স্বার্থ-সুখ তরে॥ ১৬২
প্রলম্ব চানূর বক অরিষ্ট মুষ্টিক
পূতনা দ্বিবিদ কেশী ধেনুক আদিক॥ ১৬৩
অসুর ভূপাল ভৌম বলি পুত্রবান্।
জরাসন্ধ আদি যত মহাবলবান্॥ ১৬৪

হইল সেকালে সবে কংসের সহায়।
পীড়া দিতে যদুগণে সৃজিল উপায়॥ ১৬৫
বৃষ্ণি মধু ভোজ যদুকুল সাধুজন।
অত্যাচার-প্রপীড়িত হইল তখন॥ ১৬৬
কেহ বন কেহ গিরি-কন্দরে পশিল।
কেহ কেহ দেশ ছাড়ি অন্য দেশে গেল॥ ১৬৭
কংসের বশ্যতা কেহ করি অঙ্গীকার।
রহিল মথুরা পুরে সেবায় তাহার॥ ১৬৮
দেবকী সপ্তম গর্ভ করিলা ধারণ।
আশ্রয় করিলা যাহা দেব সঙ্কর্ষণ॥ ১৬৯
হইল গর্ভিণী-দেহ মহা তেজোময়।
সশোক বসুর মনে হইল বিস্ময়॥ ১৭০
অখিল ভুবন আত্মা বিভু ভগবান্।
আদেশ করিলা যোগমায়ারে প্রদান॥ ১৭১
এবে মহাদেবি ব্রজে করহ গমন।
যে আজ্ঞা দিতেছি তাহা করহ পালন॥ ১৭২
রোহিণী বসুর নারী দুষ্ট কংস ভয়ে।
করিতেছে বাস এবে নন্দের আলয়ে॥ ১৭৩
মম অংশ শ্রীঅনন্ত দেবকী-জঠরে।
করেছে আশ্রয় ভূমি-ভার-নাশ তরে॥ ১৭৪
যোগবলে করি সেই গর্ভ সঙ্কর্ষণ।
রোহিণী-উদরে তুমি করহ স্থাপন॥ ১৭৫
পরে আমি পূর্ণরূপে অংশ-ভাগসহ।
দেবকী-পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব শুনহ॥ ১৭৬
পরম ঈশ্বরী তুমি অচিন্ত্য-রূপিণী।
হইবে শ্রীনন্দ-পত্নী-যশোদা-নন্দিনী॥ ১৭৭
লভিবে বাঞ্ছিত বর পূজিয়া তোমারে।
মানব সকল নানা বলি উপহারে॥ ১৭৮
ভূমিতলে গ্রামে গ্রামে হবে অবস্থান।
করিবেক নর তব পূজা সমাধান॥ ১৭৯
দুর্গা ভদ্রকালী কৃষ্ণা বিজয়া বৈষ্ণবী।
কুমুদা চণ্ডিকা মায়া কন্যকা মাধবী॥ ১৮০
দেবী নারায়ণীশানা অম্বিকা শারদা।
ভূমণ্ডলে অভিহিতা হইবে বরদা॥ ১৮১
রাখিবে রোহিণী-গর্ভে করি আকর্ষণ।
যাঁহাতে তাঁহার নাম হবে সঙ্কর্ষণ॥ ১৮২
পাইবে অখিল লোক তাঁহাতে বিশ্রাম।
সেহেতু তাঁহার নাম হইবেক রাম॥ ১৮৩
সমগ্র ভুবনমাঝে তাঁহার সমান।
কেহ না হইবে বাহুবলে বলীয়ান্॥ ১৮৪
বলভদ্র নাম তাঁর হবে সে কারণ।
হইবে তাঁহার যশে ব্রহ্মাণ্ড পূরণ॥ ১৮৫
সমাদরে বিভু আজ্ঞা শিরোপরে ধরি।
গো-গোপ-শোভিত ব্রজে গেলা যোগেশ্বরী॥ ১৮৬
যে আদেশ প্রদানিলা দেব নারায়ণ।
অচিন্ত্য শক্তির বলে করিলা সাধন॥ ১৮৭
হইল সপ্তম মাস অতীত যখন।
দেবকী সপ্তম গর্ভ বিভ্রংশ তখন॥ ১৮৮
হইল নিশীথকালে এই দুর্ঘটন।
প্রভাতে মথুরাপুরে হইল রটন॥ ১৮৯
পুর-নরনারী করে গোপনে বিলাপ।
কেহ কেহ কংস'পরে আরোপিল পাপ॥ ১৯০
কেহ বা দেবের কার্য্য সিদ্ধান্ত করিল।
জল্পনা কল্পনা বহু চলিতে লাগিল॥ ১৯১
বসুদেব হ'তে গর্ভ করিয়া ধারণ।
করেছিলা নন্দগৃহে রোহিণী গমন। ১৯২
যোগমায়া তাঁর গর্ভে করি স্থানান্তর।
রাখিলা দেবকীগর্ভ জঠর ভিতর॥ ১৯৩
ভক্তকুল-বরাভয়দাতা ভগবান্।
হইলা বিমল বসু মনে ভাসমান॥ ১৯৪
হৃদে ধরি বসুদেব বিভু শ্রীমুরতি।
রবি ইব রাজমান হইলা ঝটিতি॥ ১৯৫
সে তেজ সহিতে কোন প্রাণী নাহি পারে।
নয়ন ইন্দ্রিয় আদি ধরিবারে নারে॥ ১৯৬
শুদ্ধ সত্ত্বময়ী দেবী দেবকনন্দিনী।
জিতেন্দ্রিয়া ভক্তহৃদি-আনন্দদায়িনী॥ ১৯৭
ভুবন মঙ্গলরূপ ভুবন-মোহন।
বসুদেব হ'তে মনে করিলা ধারণ॥ ১৯৮
ইহা নহে কষ্ট-সিদ্ধ যোগীর মতন।
প্রাচী দিশি পূর্ণচন্দ্র উদয় যেমন॥ ১৯৯
সুজ্ঞানবঞ্চকে যথা রুদ্ধা সরস্বতী।
ঘটাদি-আচ্ছন্না অগ্নিশিখা প্রজ্বলতী॥ ২০০

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডভূতাবাস-নিবাসিনী।
কংস-কারা-রুদ্ধা তথা শৌরির ভামিনী ২০১
দেবকীরে কংস যদি রুদ্ধা না রাখিত।
আজি জগতের লোক কি সুখ পাইত। ২০২
অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য হেরি দেবকী-শরীরে।
ভুবন ভাসিত সুখ-সমুদ্রের নীরে ॥ ২০৩
এহেতু কেবল যদুদ্রোহী কংস নহে।
তার অনাচারে সপ্তবিশ্ব দুঃখ সহে ॥ ২০৪
একদা স্বসারে থল করিতে দর্শন।
প্রবেশ করিল গিয়া কারা-নিকেতন ॥ ২০৫
অপরূপ জ্যোতি তাঁর হয়েছে বিকাশ।
যেন কোটি রবিশশী হয়েছে প্রকাশ ॥ ২০৬
অজিত-অন্তরা দেবী মৃদুহাস্তমুখী।
কারাক্লেশ তবু যেন নিত্য সুখ-সুখী ॥ ২০৭
অপূর্ব্ব জ্যোতিতে কারাগৃহ আলোকিত।
যেন শত শত দীপ রয়েছে জ্বালিত ॥ ২০৮
ভোজেন্দ্র দেবকীরূপ করি বিলোকন।
পাইয়া দারুণ ভয় চিন্তিলা তখন ॥ ২০৯
না ছিল ইহার দ্যুতি পূর্ব্বে ত এমন ॥
হইল অপূর্ব্ব জ্যোতি এবে কি কারণ ॥ ২১০
এবার ভগিনী-গর্ভে অসুর-সূদন।
পশিয়াছে করিবারে আমারে নিধন ॥ ২১১
সতত উদ্যমশীল বিষ্ণু সুর-হিত।
আমারে বধিতে যত্ন করিবে উচিত ॥ ২১২
আশু কি উপায় হয় কর্ত্তব্য আমার।
ভয় যায় দেবকীরে করিলে সংহার ॥ ১১৩
কিন্তু নারী তাহে ভগ্নী তাহে গর্ভবতী।
ইহারে বধিলে হবে নরকে দুর্গতি ॥ ২১৪
যে মানব হয় অতি দারুণ-আচার।
তাহারে করয়ে ঘৃণা সমগ্র সংসার ॥ ২১৫
অকীর্ত্তি ঘোষণা যার করে ত্রিভুবন।
মৃততুল্য হয় সেই থাকিতে জীবন ॥ ২১৬
দেহত্যাগ করি গিয়া শমন-সদন।
সুঘোর নরকক্লেশ করয়ে ভুঞ্জন ॥ ২১৭
করি যদি দেবকীরে বিনাশ এখন।
শ্রীকীর্ত্তি আয়ু মোরে করিবে বর্জ্জন ॥ ২১৮

এত ভাবি স্বস্থবধে বিরত হইল।
হরি আবির্ভাব-কাল চাহিয়া রহিল। ২১৯
আসনে শয়নে পানে ভোজনে ভ্রমণে।
এক মাত্র হরি-অরি-চিন্তা কংস মনে ॥ ২২০
এ তীব্র চিন্তার ফলে ভোজেন্দ্র-নন্দন।
হরিময় ত্রিসংসার করিল দর্শন ॥ ২২১
গর্ভকাল পরিপূর্ণ হইল যখন।
নারদাদি মুনিসহ কমল-আসন ॥ ২২২
ব্রহ্মপুত্র চতুঃসনে দেব পঞ্চানন।
আইলা সকলে মিলি কারা-নিকেতন ॥ ২২৩
করিতে লাগিলা স্তব অতি ভক্তিভরে।
প্রেমে পুলকিত গাত্র গদগদ স্বরে ॥ ২২৪

জয় জয় নারায়ণ, বিভু দেব সনাতন
জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন।
তুমি হে ব্রহ্মাণ্ডযোনি, নাহি প্রভো তব যোনি,
জয় জয় অনাদি নিধন ॥ ২২৫
বাক্য-মন-অগোচর, পরমেশ পরাৎপর,
অপ্রাকৃত অনঘ নির্গুণ।
সৃজন পালন নাশ, করিবারে যমত্রাস ;
অঙ্গীকার কর নানা গুণ ॥ ২২৬
সত্যব্রত সত্যপর, সত্যযোনি সত্যধর,
তব সত্তা সত্যের উপরে।
তুমি হে সত্যের সত্য, নয়ন তোমার সত্য,
দেহি শান্তি অমর নিকরে ॥ ২২৭
হই মোরা লোকেশ্বর, কিন্তু তুমি সর্ব্বেশ্বর,
লইনু শরণ এ কারণ।
ব্যতিরিক্ত বস্তু তব, নাহি হে কমলা-ধব,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে জনার্দ্দন ॥ ২২৮
অব্যয় তুমি অনাদি, সংসার-পাদপ আদি,
আছে করি প্রকৃতি আশ্রয়।
সুখ-দুখ ফলদ্বয়, দৃঢ়-মূল গুণত্রয়,
রসধর্ম্ম আদি চতুষ্টয় ॥ ২২৯
নাসিকা রসনা শ্রোত্র, স্পর্শ গুণ ত্বক নেত্র
এই পঞ্চ জ্ঞানের প্রকার।
ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা শোক, মৃত্যু মোহ উৎপীড়ক,
এই ছয় স্বভাব ইহার ॥ ২৩০

ত্বক মাংস অস্থি মজ্জা, রক্ত মেদ শুক্র মজ্জা,
এ পাদপ ত্বক সাত হয়।
মন বুদ্ধি অহঙ্কার, পঞ্চ মহাভূত আর,
মহাতরু বিটপ-নিচয় ॥ ২৩১
নবেন্দ্রিয় ছিদ্রদ্বার, আছে দশটী পত্র তার,
কার্য্যভেদে এক সমারণ।
দুটী পাখী তরুপরে, সাক্ষিরূপে বাস করে,
জীব পরমাত্মা দুইজন ॥ ২৩২
আদি তরু সংগঠন, কহিলাম জনার্দ্দন,
জন্ম প্রাপ্তি তুমি হে কারণ।
তুমি হে পালন-কর্ত্তা, তুমি হে সংসার-হর্ত্তা,
অন্য কেহ নহে, নারায়ণ ॥ ২৩৩
ব্রহ্মা বিষ্ণু শ্রীশঙ্কর, সৃষ্টি স্থিতি লয়কর
কহে ইহা এ তিন ভুবন।
পরম কারণ তুমি ব্রহ্মাণ্ড লীলার ভূমি,
স্বেচ্ছাময় কমললোচন ॥ ২৩৪
তব মায়াছন্নজন, নানা মূর্ত্তি বিলোকন,
করি করে হেতু আরোপণ।
কিন্তু যারা বিপশ্চিত, বেদবিত্তা সুনিষ্ঠিত,
হেরে তারা তোমারে কারণ ॥ ২৩৫
তুমি আত্মা শুদ্ধ সত্ত্ব, জ্ঞানময় পরতত্ত্ব,
নানারূপ করিয়া ধারণ।
কর সাধুকুলহিত, খলদণ্ড সমুচিত,
চরাচর হিত প্রয়োজন ॥ ২৩৬
চরণ-তরণী তব, অপার সমুদ্র ভব
আশ্রয় করিয়া সাধুজন।
হ'ল অনায়াসে পার, তুচ্ছ করি এ সংসার ;
প্রভু পদ্মপলাশলোচন ॥ ২৩৭
সাধি সাধু-প্রয়োজন পরহিত-পরায়ণ,
ঘাটে তরী রাখিয়া গিয়াছে।
সে তরী সমীপে যেই, করেছে গমন সেই,
ভুক্তি-মুক্তি-ভাগী হইয়াছে ॥ ২৩৮
যে নিজেরে মানে মুক্ত তপস্যায় অনুরক্ত,
নাহি রাখে ভক্তি শ্রীচরণে।
তার বেদ-অধ্যয়ন, তপ জপ আচরণ
নারে বিঘ্ন করিতে বারণ ॥ ২৩৯

ভকতি চরণে তব, রাখে যে মহানুভব,
তব পদে অনন্য-শরণ।
তুমি তারে রক্ষা কর, সর্ব্বাশুভ বিঘ্ন হর,
নির্ভয়ে সে করে বিচরণ ॥ ২৪০
স্থিতিকালে যে আকার, ধর তুমি কৃপাধার,
শুদ্ধ সত্ত্বময় নিরমল।
পূজন করিয়া তারে নানা দিব্য উপহারে,
লভে নর বাঞ্ছিত সকল ॥ ২৪১
যদি তব সত্ত্বমূর্ত্তি, না হ'ত জগতে স্ফূর্ত্তি
না চলিত পূজা প্রকরণ।
পূজাভাবে কর্ম্মফল, হ'ত নষ্ট হে সকল,
হ'ত কর্ম্মযোগ উন্মূলন ॥ ২৪২
তব রূপ গুণ নাম, তব লীলা যশোধাম,
কার সাধ্য করে নিরূপণ।
নহে বুদ্ধি অনুমেয়, তব কর্ম্ম অপ্রমেয় ;
ইন্দ্রিয় অতীত সনাতন ॥ ২৪৩
অশেষ কল্যাণকর, সর্ব্বাশুভবিঘ্নহর,
অপ্রাকৃত রূপ গুণ নাম।
যে মানব ভক্তিভরে, শ্রবণ কীর্ত্তন করে,
স্মরে কিংবা চিদানন্দধাম ॥ ২৪৪
অবিলম্বে তার মন, করি মল বিবর্জ্জন
হয় যথা বিমল দর্পণ।
কর তথা অধিষ্ঠান, কৃপাময় ভগবান
সে কৃতার্থ করি দরশন ॥ ২৪৫
হবে তব অবতার, দারুণ ভূমির ভার,
করিবে হে ঝটিতি হরণ।
ধ্বজ-বজ্র বিলাঞ্ছন, পাদপদ্ম সুশোভন,
করিবে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ ॥ ২৪৬
বড় ভাগ্যবতী ধরা, ত্রিভুবন মনোহরা,
হবে বক্ষে ধরি শ্রীচরণ।
মোদের অন্তরে আশ, শুন দেব শ্রীনিবাস
ধন্য হব করি বিলোকন ॥ ২৪৭
তুমি ঈশ অসংসার, ভূমে তব অবতার,
ক্রীড়া মাত্র করি অনুমান।
তুমি প্রভু নিত্য মুক্ত, নহ হে
সেই বুঝে আছে যার জ্ঞান ॥ ২৪৮

জীবাত্মার জন্মস্থিতি, লয় আদি অহমিতি,
কিছু মাত্র নাহিক বিকার।
আত্মা নিত্য অবিকৃত, জন্মাদি অবিস্থাকৃত,
মায়াবল দুরন্ত তোমার॥ ২৪৯
পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে হরি মীন আদি রূপ ধরি,
ভূমি-ভার নাশিলে যেমন।
অধুনাও নরাকারে, হর অবনীর ভারে,
নমি পদে যাদব-নন্দন॥ ২৫০
সম্ভূত বিরিঞ্চি ভব্র প্রভুর স্তবন।
করি কহে, দেবকীরে আশ্বাসবচন॥ ২৫১
অংশ ভাগ সহ মাতঃ পরমপুমান্।
হইবে গো অবতীর্ণ পূর্ণ ভগবান্॥ ২৫২
মুমূর্ষু কংসের তরে নাহি কর ভয়।
রাখিবে যাদব-কুলে তোমার তনয়॥ ২৫৩
প্রপঞ্চ অতীত যাঁর স্বরূপ চিন্ময়।
সর্ব্বত্র যাঁহার সত্তা উপলব্ধি হয়॥ ২৫৪
এবম্ভূত ভাবে করি তাঁহার স্তবন।
ব্রহ্ম ভব পুরগামী গেলা দেবগণ॥ ২৫৫

অথ শ্রীকৃষ্ণাবতার।

যেকালে হইল ভূমে কৃষ্ণ অবতার।
তাহার বিভূতি বর্ণে হেন সাধ্য কার॥ ১
তথাপিও কবি-কুল করয়ে যতন।
করিবারে যথাসাধ্য তাহার বর্ণন॥ ২
কবি-কুল-চূড়ামণি-বন্দিত-চরণ।
কহিলা মহর্ষি যথা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন॥ ৩
তাঁহার বাক্যের আমি সামান্য আভাস।
করি নিজ জ্ঞান মত দিবারে প্রয়াস॥ ৪
আমার চাপল্য ক্ষম যত সাধুজন।
যদ্যপিও দুর্ব্বিনীত মম আচরণ॥ ৫
ভাদ্রপদাষ্টমী তিথি গতার্দ্ধ-যামিনী।
শ্রীজয়ন্তী যোগ যবে নক্ষত্র রোহিণী॥ ৬
তুঙ্গী পঞ্চ শুভগ্রহ অর্দ্ধচন্দ্রোদয়।
শুভলগ্ন শুভবার করণ সময়॥ ৭
না করিল লগ্ন প্রতি দুষ্ট গ্রহ দৃষ্টি।
না রহিল যবে কোন আকস্মিক রিষ্টি॥ ৮
অশুভ নক্ষত্র গ্রহ তারকা-নিচয়।
ত্যজিয়া দারুণ ভাব শান্ত যবে হয়॥ ৯
সুপ্রসন্ন দশ-দিক গগন-মণ্ডল।
শোভিত নক্ষত্র-রাজি উজ্জ্বল বিমল॥ ১০
অবনীর গ্রাম গোষ্ঠ নগর আকর।
সাগর কানন যত ভূধর কন্দর॥ ১১
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা অপূর্ব্ব আকার।
হইল সমৃদ্ধি-সুখ-সৌন্দর্য্য-আধার॥ ১২
সকল নদীর জল হইল বিমল।
ফুটিল সরসী-হ্রদে প্রফুল্ল কমল॥ ১৩
ফল-ফুলে বন-রাজি হইল শোভিত।
কোকিল-ভ্রমর-রবে হইল পূরিত॥ ১৪
সুখ-স্পর্শ শীত মন্দ বহিল পবন।
বিবিধ কুসুম গন্ধ করিয়া বহন॥ ১৫
দ্বিজ-কুল যজ্ঞশালে পূত হুতাশন।
জ্বলিল সুশান্ত ভাব করিয়া ধারণ॥ ১৬
হইল প্রসন্ন সাধু সুজনের মন।
কংসাদি অসুর মন বিষণ্ণ তখন॥ ১৭
করে সুর-পুরে সুর দুন্দুভি বাদন।
কারা-নিকেতনে করে কুসুম-বর্ষণ॥ ১৮
গন্ধর্ব্ব-নিকর করে হরি-লীলা গান।
সুমধুর স্বরে ধরি শুদ্ধ লয়-তান॥ ১৯
সুস্বরে করিছে সিদ্ধ-চারণ স্তবন।
বিদ্যাধর সহ করে অপ্সরা নর্ত্তন॥ ২০
মন্দ মন্দ গরজন করে জলধর।
পৃথিবীর চারিদিকে ব্যাপিয়া সাগর॥ ২১
বৃন্দারক-বৃন্দ-হর্ষ না ধরে অন্তরে।
প্রেমমত্ত ঋষিকুল স্তুতি পাঠ করে॥ ২২
নিশীথে অভূতপূর্ব্ব প্রকৃতির ভাব।
হয় যবে সেই কালে বিভু-আবির্ভাব॥ ২৩
জন্মাদি রহিত হরি ভুবন-প্রকাশ।
অতি অসম্ভব গর্ভে তাঁহার নিবাস॥ ২৪
ধরিলা দেবকী যবে গর্ভের লক্ষণ।
রহিল সমীর করি জঠর পূরণ॥ ২৫

আসন্ন-প্রসবা দেবী হইলা যখন।
অকস্মাৎ ভূমে তাঁর হইল পতন॥ ২৬
ভূতলে পড়িয়া সতী হইল মূর্চ্ছিতা।
বাহ্য-জ্ঞান শূন্যা যেন চৈতন্য-রহিতা॥ ২৭
আছিল সঞ্চিত গর্ভে যেই সমীরণ।
ঘটিল পতন মাত্রে তার নিঃসরণ॥ ২৮
হৃদয়-কমলে তাঁর কমললোচন।
আছিলা বিরাজমান সহ অংশগণ॥ ২৯
প্রাচী দিশি হয় যথা পূর্ণ চন্দ্রোদয়।
দেবকী হইতে তথা সর্ব্ব-গুহাশয়॥ ৩০
হেন মতে শ্রীদেবকী দেবতা-রূপিণী।
হইলা প্রসবি কৃষ্ণে কৃষ্ণ-প্রসবিনী॥ ৩১
হইলা পরেশ-রূপে বিভু আবির্ভূত।
হেরিলা শ্রীবসুদেব বালক অদ্ভুত॥ ৩২
আয়ত লোচন যেন ফুল্ল ইন্দীবর।
ধৃত-গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্ম চতুষ্কর॥ ৩৩
শ্রীবৎসলাঞ্ছন বক্ষঃস্থলে রাজমান।
গলদেশে শ্রীকৌস্তুভ-মণি শোভমান॥ ৩৪
পরিধান কটি-তটে সুপীত অম্বর।
নিবিড়-জলদ-বর্ণ শ্যামল সুন্দর॥ ৩৫
বৈদূর্য্য মুকুট শোভিতেছে শিরঃ'পরে।
মকর-কুণ্ডল কর্ণে কিবা শোভা ধরে॥ ৩৬
তাহার দ্যুতিতে দীপ্ত সুনীল কুন্তল।
ভুবন-মোহন রূপ ভুবন বিকল॥ ৩৭
রতন মেখলা আর অঙ্গদবলয়।
কঙ্কণাদি অলঙ্কারে দীপ্তি অতিশয়॥ ৩৮
চিদানন্দময় রূপ করি বিলোকন।
বিমল আনন্দে বসু হইলা মগন॥ ৩৯
কৃষ্ণ অবতার তেঁহ নিশ্চয় জানিলা।
দ্বিপঞ্চ-সহস্র গাভি-দানেচ্ছা করিলা॥ ৪০
বন্ধন অবস্থা হেতু না হয় পূরণ।
হবে সিদ্ধ যদি দিন দেন নারায়ণ॥ ৪১
স্বভাবত বসুদেব বিমল-অন্তর।
হইলা হরিরে হেরি শুদ্ধ সত্ত্বপর॥ ৪২
বন্দি প্রেম ভরে দিব্য শিশুর চরণ।
যুগল কর করিলা স্তবন॥ ৪৩

পুরুষ প্রকৃতি-পর, মম নেত্র-সুগোচর,
কি আশ্চর্য্য করি দরশন।
চৈতন্য আনন্দ-মূর্ত্তি, অনুভব মাত্র স্ফূর্ত্তি,
যোগিজন-হৃদয় রতন॥ ৪৪
তব গুণময়ী মায়া, রচে এই বিশ্বকায়া,
কর তুমি তাহারে ঈক্ষণ।
তুমি বিশ্বে অপ্রবিষ্ট, ভাবে তারা সুপ্রবিষ্ট
যারা মায়া-বিমোহিত জন॥ ৪৫
দেবকীর গর্ভে তব, জন্ম ইহা অসম্ভব,
তুমি সত্য নিত্য সনাতন।
ধর যবে অবতার, হরিতে ভূমির ভার,
জন্ম বলি কহে ত্রিভুবন॥ ৪৬
তুমি দেব অপ্রাকৃত, সীমাশূন্য অনাবৃত,
কিসে হবে তব আচ্ছাদন।
বিকৃত বস্তুতে কভু, পারে কি করিতে প্রভু,
অপরিসীমেরে আবরণ॥ ৪৭
বাহির অন্তর দেব, কিছুমাত্র নাহি ভেদ,
পরমার্থ বস্তু ভগবান্।
আকাশ পাতাল ভূমি, ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র তুমি,
আত্মারূপে আছ বিদ্যমান॥ ৪৮
যে নিষ্ক্রিয় নাহি ক্রিয়া কখন তাহার।
নির্গুণ পদার্থে কভু নাহিক বিকার॥ ৪৯
সৃষ্টিস্থিতি-লয় প্রতি তোমারে কারণ।
নির্দ্দেশ করিলা তত্ত্বদর্শী মুনিগণ॥ ৫০
তুমি হে পরম ব্রহ্ম স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
অবিরুদ্ধ কর্ত্তৃত্বাদি হয় তব' পর॥ ৫১
করে গুণময়ী মায়া সৃষ্টিস্থিতি লয়।
তব ইচ্ছা মত ইহা বিরুদ্ধ না হয়॥ ৫২
প্রভুতে ভৃত্যের কার্য্য যথা আরোপণ।
তথা সৃষ্টি-আদি-হেতু তোমাতে কথন॥ ৫৩
সত্য বটে নাহি তব ক্রিয়া বা বিকার।
তবু কল্পে কল্পে ঘটে ইহা বারংবার॥ ৫৪
দুর্বিভাব্যা স্বীয় মায়া করি অঙ্গীকার।
সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ হেতু ধর অবতার॥ ৫৫
শুক্ল রক্তবর্ণে কর সৃজন পালন।
কৃষ্ণ বর্ণ ধরি নাশ করহ সাধন॥ ৫৬

অখিল-ঈশ্বর বিভো তুমি মম ঘরে।
অবতীর্ণ হইলা হে লোক-রক্ষা তরে॥ ৫৭
নৃপকুলে কোটি কোটি দানব জন্মিল।
তব বেদ-মার্গ যারা দূষিত করিল॥ ৫৮
তাদেরে অচিরে তুমি করিয়া সংহার।
রাখিবে বেদের পথ হরিবে ভূভার॥ ৫৯
তব অবতার হবে মম নিকেতনে।
শুনিল যে দৈববাণী ভোজেন্দ্র শ্রবণে॥ ৬০
তোমার অগ্রজগণে করেছে নিধন।
করিছে তোমার জন্ম-কাল প্রতীক্ষণ॥ ৬১
তব অবতার-কথা করিয়া শ্রবণ।
আসিবে দুরাত্মা অসি করি উত্তোলন॥ ৬২
যদিও তোমার ভয় নাহি ভগবান্।
তথাপি বক্তব্য মম হও সাবধান॥ ৬৩
অনন্তর শ্রীদেবকী লভিয়া চেতন।
হেরিলা নন্দনে মহাপুরুষ-লক্ষণ॥ ৬৪
ব্রহ্মা-ভব-নারদাদি-সেবিত চরণ।
প্রেমভরে নমি করে সভক্তি স্তবন॥ ৬৫
বচন-অতীত যাঁরে কহে শ্রুতিগণ।
সন্নিধান-মাত্রে সৃষ্টি-স্থিত্যাদিকারণ॥ ৬৬
সত্তামাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্ম নির্বিকার।
গুণহীন আত্মহেতু জ্যোতীরূপ আর॥ ৬৭
তুমি সেই বস্তু বুদ্ধি আদি প্রকাশক।
প্রত্যক্ষ শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বভয়-নিবারক॥ ৬৮
দ্বিপরার্দ্ধ অবসানে প্রলয় মহান্।
মহাভূত পায় যবে সূক্ষ্ম ভূতে স্থান॥ ৬৯
সূক্ষ্ম ভূত হয় তবে অব্যক্তে বিলীন।
অব্যক্ত তোমাতে দেব হয় হে প্রলীন॥ ৭০
একমাত্র অবশিষ্ট তুমি হে তখন।
এই জন্য শেষ সংজ্ঞা করহ ধারণ॥ ৭১
নিমেষাদি দ্বিপরার্দ্ধ কাল বৎসরান্ত।
ব্রহ্মাণ্ডের বিপর্য্যয় ঘটায় শ্রীকান্ত॥ ৭২
সেকাল তোমার লীলা কহে সুধীগণ।
এতাদৃশ তব পদে লইনু শরণ॥ ৭৩
মৃত্যু-বিষধর-ভয়ে ভীত যত লোক।
ত্রিলোকে কোথাও নাহি হইল বিশোক॥ ৭৪
বচন-অতীত ভাগ্য আজি হে উদয়।
পাইল তোমার পদ-কমল আশ্রয়॥ ৭৫
ভয় ত্যজি শান্তি লভি করুক শয়ন।
করুক দুরন্ত মৃত্যু এবে পলায়ন॥ ৭৬
ভৃত্য ভয়-হারী তুমি দেব জনার্দ্দন।
খল কংস-ভয়ে অতি ভীত মম মন॥ ৭৭
কৃপা করি সেই ভয় কর নিবারণ।
নিদারুণ কারা-ক্লেশ করহ হরণ॥ ৭৮
যেরূপে আমারে আজি দিলা দরশন।
ইহা যে ঐশ্বর মূর্ত্তি চিন্তে যোগী জন॥ ৭৯
এ মূর্ত্তি তোমার নাথ কর সংবরণ।
নারে চর্ম্ম-চক্ষু উহা করিতে ধারণ॥ ৮০
মম নিকেতনে দেব তব অবতার।
জানিতে না পারে যেন কংস দুরাচার॥ ৮১
তোমার নিমিত্তে মম ভয় অতিশয়।
হতেছে অস্থির চিত্ত কি জানি কি হয়॥ ৮২
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাব্জ শোভিত।
অপরূপ রূপ তব কর তিরোহিত॥ ৮৩
পরম পুরুষ তুমি শ্রীমধুসূদন।
না জানে মহিমা তব কেহ ভগবান্॥ ৮৪
প্রলয়ের অবসান হয় হে যখন।
বিশ্ব চরাচর কর শরীরে ধারণ॥ ৮৫
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি হে আধার।
অসঙ্কোচে রহে সব দেহেতে তোমার॥ ৮৬
হেন বৃহত্তম তুমি আমার উদরে।
জনমিলে এ বিশ্বাস না করিবে নরে॥ ৮৭
তোমা হেন লভি সুত ভুবন-মোহন।
কার নাহি হয় শ্লাঘা মনে বিশ্বাত্মন্॥ ৮৮
কিন্তু আমি অভাগিনী ভোজেন্দ্র-বন্দিনী।
শ্লাঘা পরিবর্ত্তে হই হাস্যের ভাগিনী॥ ৮৯
অতএব জুড়ি কর করি নিবেদন।
অমানুষ তব রূপ কর আচ্ছাদন॥ ৯০
দেবকী-বিনয় শুনি কহে ভগবান্।
আমার বচনে দেবি কর অবধান॥ ৯১
যে হেতু হইনু চতুর্ভুজ অবতার।
কহিতেছি বিবরিয়া গোচর তোমার॥ ৯২

ছিল তব নাম পৃশ্নি স্বায়ম্ভুবান্তরে।
সুতপা তোমার পতি আখ্যা তবে ধরে॥ ৯৩
তোমাদের প্রতি তবে মরাল-বাহন।
আদেশিলা প্রজাকুল করিতে সৃজন॥ ৯৪
করিলা উভয়ে উগ্রতপ আচরণ।
পাইলে তাহার ফলে মম দরশন॥ ৯৫
কহিলাম আমি বর করহ গ্রহণ।
তোমরা চাহিলে মম সমান নন্দন॥ ৯৬
তোমাদের মনোরথ পূরণ করিতে।
হইল আমারে তব গৃহে জনমিতে॥ ৯৭
পৃশ্নিগর্ভ মম নাম হইল তখন।
হয় কি জননি তাহা তোমার স্মরণ॥ ৯৮
মারীচ কশ্যপ যবে ছিল প্রজাপতি।
তুমি গো তাঁহার ভার্য্যা আছিলা অদিতি
সুরাসুর-জয়ী বীর বলি বৈরোচন।
ইন্দ্রে জিনি কাড়ি নিল তাঁর সিংহাসন ১০০
অমর-নগর ত্যজি ইন্দ্র পলাইলে।
সুর হিত লাগি তুমি মোরে আরাধিলে॥ ১০১
হইলাম তব সুত আমি পুনর্ব্বার।
উদ্ধার করিতে সুরপতি-অধিকার॥ ১০২
ধরিনু উপেন্দ্র নাম জানে ত্রিভুবন।
হইনু বামন মূর্ত্তি বুঝি প্রয়োজন॥ ১০৩
করাইতে পূর্ব্বকথা তোমারে স্মরণ।
চতুর্ভুজরূপে আমি দিনু দরশন॥ ১০৪
কেহ নাহি জানে মম তত্ত্ব ত্রিভুবনে।
সে জানে যাহারে কৃপা করি বিতরণে॥ ১০৫
চিন্তা ত্যজ তুমি মাতঃ নাহি কোন ভয়।
দুরাত্মা কংসেরে বধ করিব নিশ্চয়॥ ১০৬
আমারে গো পুত্র ভাবে কিংবা ব্রহ্ম ভাবে।
চিন্তা করি অতঃপর পরাগতি পাবে॥ ১০৭
বসুদেব প্রতি তবে কহে ভগবান্।
এবে রাখ মম বাক্য হয়ে সাবধান॥ ১০৮
মহাযোগেশ্বরী মম মায়া বিলাসিনী।
হইলা গো নন্দজায়া-যশোদানন্দিনী॥ ১০৯
আমারে গোকুলে লয়ে করহ রক্ষণ।
তাঁহারে লইয়া হেথা কর আগমন॥ ১১০

এত কহি মৌন হরি করিলা ধারণ।
প্রাকৃত বালক ইব শিশুত্ব নাটন॥ ১১১
অঘটন-পটীয়সী অসাধ্যসাধিনী।
হরি-যোগমায়া সুরহিত-বিধায়িনী॥ ১১২
যাঁহার অচিন্ত্য মায়া বলে এসংসার।
রয়েছে মোহিত যত্নে না পায় নিস্তার॥ ১১৩
বসুদেব দেবকীর কারা-নিকেতন।
করিতে আছিল রক্ষা রক্ষকের গণ॥ ১১৪
হরি-মায়া-বলে তারা হইল মোহিত।
ঘোর নিদ্রা বশে ভূমে হইল পতিত॥ ১১৫
অভেদ্য শৃঙ্খল দৃঢ় লৌহ-নিরমিত।
দ্বারের কপাটে ছিল দৃঢ় সংযোজিত॥ ১১৬
অকস্মাৎ গৃহদ্বার হইল মোচিত।
অচেতন পুরজন মোহ-বিনিদ্রিত॥ ১১৭
শ্রীকৃষ্ণে করিয়া কোলে বসু মহাশয়।
নিঃশঙ্ক চলিলা একা নন্দের আলয়॥ ১১৮
শ্রীঅঙ্গ পরশি শৌরি প্রমুদিত মন।
রোমাঞ্চিত কলেবর সজল-লোচন॥ ১১৯
আকুল হইলা ভাবি পর-নিবেশনে।
প্রাণ-ধরি হেন শিশু রাখিব কেমনে॥ ১২০
ইচ্ছাময় হরি তাঁর ইচ্ছার অধীন।
আছে সব জীব কেহ নহে যে স্বাধীন॥ ১২১
না পারে চলিতে জীব আপন ইচ্ছায়।
হরি-ইচ্ছা বলবতী সতত নাচায়॥ ১২২
কর্ত্তব্য আমার বিভু-আদেশ পালন।
থাকুক জীবন কিংবা ঘটুক মরণ॥ ১২৩
এত চিন্তি বসুদেব চলিতে লাগিলা।
দ্রুত পদে যমুনার তীরে উত্তরিলা॥ ১২৪
গগনে জলদ করি মধুর গর্জ্জন;
করিতে আছিল মন্দ মন্দ বরিষণ॥ ১২৫
জানিয়া সহস্রশির কৃষ্ণ অবতার।
নিবারিলা বারি করি ফণার বিস্তার॥ ১২৬
করিলা শৌরির তেঁহ পশ্চাৎ গমন।
না হইল কৃষ্ণ-অঙ্গে বারির পতন॥ ১২৭
যদ্যপি পঙ্কিল পথ আছিল দুর্গম।
জলদ-আবৃত শশী নিশীথের তম॥ ১২৮

তাহে বসুদেব গতি ক্ষতি না করিল।
কৃষ্ণ অঙ্গ কান্তি দশ দিক্ বিভাসিল ॥ ১২৯
যমানুজা-তীরে বসু গমন করিয়া।
হেরিলা দুকূল নদী যাইছে বহিয়া ॥ ১৩০
ফেনিল পঙ্কিল জল-স্রোত খরধার।
প্রচণ্ড তরঙ্গ তাহে নাহি পারাপার ॥ ১৩১
তদবস্থা দেখি বসু চিন্তা-পরায়ণ।
কেমনে হইবে পার ভাবে মনে মন ॥ ১৩২
সাগর রাঘবে যথা পথ প্রদানিলা।
কলিন্দ-নান্দনী তথা বসুদেবে দিলা ॥ ১৩৩
শিবানী ধরিয়া শিবা মূরতি তখন।
নদীর অপর পারে করিলা গমন ॥ ১৩৪
এ ইঙ্গিতে মহাদেবী পন্থা দেখাইলা।
সুত লয়ে বসু তবে পারে উত্তরিলা ॥ ১৩৫
হেরিলা নন্দের গৃহ-দ্বার উদ্ঘাটিত।
সবে মায়া-বলে মোহ-নিদ্রা-বিনিদ্রিত ॥ ১৩৬
অনায়াসে পুরমাঝে করিলা প্রবেশ।
যশোদা-শয়ন-গৃহ করিয়া উদ্দেশ ॥ ১৩৭
হেরিলা শ্রীযশোমতী নিদ্রা-অচেতনা।
সদ্যোজাত এক কন্যা শয্যায় শয়ানা ॥ ১৩৮
অনিন্দ্যসুন্দরী তপ্তকাঞ্চনবরণা।
অধরে মধুর হাসি প্রসন্নবদনা ॥ ১৩৯
করিয়াছে রূপে সূতি-গৃহ আলোকিত।
তাহারে নিরখি শৌরি হইলা বিস্মিত ॥ ১৪০
রাখিয়া আপন সুতে যশোদা-শয়নে।
লইয়া নন্দের সুতা আইলা ভবনে ॥ ১৪১
দেবকী-শয্যায় তাঁরে করিয়া স্থাপন।
পূর্ব্বমত বন্দিবেশ করিলা ধারণ ॥ ১৪২
যোগমায়া-বলে যথা ছিল গৃহ দ্বার।
কীলক-শৃঙ্খলা-বদ্ধ হইল আবার ॥ ১৪৩
প্রহরী সকল পুন জাগিয়া উঠিল।
কারাগৃহমাঝে শিশু রোদন করিল ॥ ১৪৪
সে রোদনধ্বনি শুনি রক্ষকের গণ।
সংবাদ কংসের পাশে করিল প্রেরণ ॥ ১৪৫
দেবকী-অষ্টম-গর্ভ হয়েছে ভূমিষ্ঠ।
ধাইয়া আইল শুনি ভোজেন্দ্র পাপিষ্ঠ ॥ ১৪৬

করিতে আছিল রাজা প্রতীক্ষা যাহার।
করেছিল যার চিন্তা হৃদয়াধিকার ॥ ১৪৭
করিয়া তাহার জন্ম-সংবাদ শ্রবণ।
অবিলম্বে শয্যাত্যাগ করিল দুর্জ্জন ॥ ১৪৮
এইত আমার মৃত্যু আজি জনমিল।
ইতি বিবেচনা করি বিহ্বল হইল ॥ ১৪৯
হইল স্খলিতপদে দ্রুত ধাবমান।
যেন মত্ত মুক্তকেশ করেতে কৃপাণ ॥ ১৫০
সূতিকা-গৃহের প্রতি করিয়া গমন।
সহসা করিল তার দ্বার উন্মোচন ॥ ১৫১
প্রবেশিল ভয়ঙ্কর বেশে কারাগারে।
হেরিলা দেবকী দেবী ভৈরব ভ্রাতারে ॥ ১৫২
সে রূপ নিরখি ভয় পাইলা অন্তরে।
কান্দিয়া কহিলা তবে জুড়ি যুগকরে ॥ ১৫৩
আমি ভ্রাতঃ তবানুজা অতীব দুখিনী।
তব বন্দিশালে অবরুদ্ধা অভাগিনী ॥ ১৫৪
ক্রমান্বয়ে ছয় পুত্র করেছ নিধন।
তাহাদের শোকে হিয়া দগ্ধ অনুক্ষণ ॥ ১৫৫
অকালে সপ্তম গর্ভ ভ্রষ্ট যে হইল।
অষ্টম গর্ভেতে এই সুতা জনমিল ॥ ১৫৬
এ গর্ভে আমার যদি পুত্র জনমিত।
তব মৃত্যু-ভয় তাত তবেত থাকিত ॥ ১৫৭
না কহিল দৈব কন্যা হইতে মরণ।
অতএব রাখ তাত ইহার জীবন ॥ ১৫৮
মাগিতেছি ভিক্ষা আমি ইহার পরাণ।
এ চরম প্রজা মোরে দাও ভিক্ষাদান ॥ ১৫৯
তুমিত ক্ষত্রিয় ভোজবংশ-বিবর্দ্ধন।
না কর বালিকা-বধ লইনু শরণ ॥ ১৬০
এত কহি সুতা রাখি বক্ষের উপরে।
আচ্ছাদিলা সকাতরা দেবী দুই করে ॥ ১৬১
দুরাত্মার কিবা আছে অকার্য্য সংসারে।
দয়া মায়া নারে তারে বাধ্য করিবারে ॥ ১৬২
দেবকী-কাতর-বাণী শ্রবণে শুনিয়া।
পারিত হইতে দ্রব পাষাণের হিয়া ॥ ১৬৩
নিঠুর কুলিশাধিক কংসের হৃদয়।
রহিল অটল দুষ্ট সঙ্কল্প নিশ্চয় ॥ ১৬৪

দেবকীরে করি খল তর্জ্জন গর্জ্জন।
শিশুরে প্রকাশি বল করিল ধারণ ॥ ১৬৫
ভগিনীর অঙ্ক হতে করিয়া গ্রহণ।
আছাড়িল শিলাপৃষ্ঠে ধরিয়া চরণ ॥ ১৬৬
শিলাতলে পড়ি বালা না ত্যজে জীবন।
নিজরূপ ধরি করে অম্বরে গমন ॥ ১৬৭
বিষ্ণুর অনুজা নন্দা যশোদা-নন্দিনী।
অষ্ট মহাভুজা ব্রহ্ম-অণ্ডপ্রসবিনী ॥ ১৬৮
শোভিতেছে শঙ্খ চক্র কার্ম্মুক কৃপাণ।
দনুজ-নাশিনী গদা শূল চর্ম্ম বাণ ॥ ১৬৯
করিয়াছে দিব্য পীতাম্বর পরিধান।
অম্লান পঙ্কজ মাল্য গলে লম্বমান ॥ ১৭০
কুঙ্কুম চন্দন-দিগ্ধ দিব্য কলেবর।
ভক্তকুল-ইষ্টপ্রদ অরি-ভয়ঙ্কর ॥ ১৭১
মহাযোগেশ্বরী মহামায়া-স্বরূপিণী।
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী ॥ ১৭২
ভুবন-মোহিনী আদ্যা শক্তি সনাতনী।
অনাদি-নিধনা দেবী ত্রিলোক-জননী ॥ ১৭৩
দিবিজ-পালিনী দুষ্ট দনুজনাশিনী।
ব্রহ্মাণী কৌমারী ঐন্দ্রী শঙ্কর-ঘরণী ॥ ১৭৪
নবীন-যৌবনা দিব্য-রত্ন-বিভূষণা ॥
মুক্তালম্বি-নীল-কচা পদ্মদলেক্ষণা ॥ ১৭৫
করি নিশীথের তম স্বরূপে হরণ।
রাজিতেছে বিকাশিয়া ভূতল গগন ॥ ১৭৬
সে রূপ নয়নে কংস করি দরশন।
হইল চকিত ভীত সবিস্ময় মন ॥ ১৭৭
অম্বর-আশ্রিতা দেবী কংসে সম্বোধিয়া।
জলদ-গম্ভীর বাক্য কহিলা হাসিয়া ॥ ১৭৮
কি হবে আমারে মূঢ় করিলে নিধন।
করেছে তোমার হন্তা জনম গ্রহণ ॥ ১৭৯
তব পূর্ব্বজন্ম-অরি আছিল যে জন।
সাধিবে তোমার বধ বুঝি প্রয়োজন ॥ ১৮০
নিরপরাধীরে তুমি না কর সংহার।
নাহি কর অনর্থক বৃদ্ধি পাপভার ॥ ১৮১
এত কহি ভগবতী করে অন্তর্ধান।
হইলা স্তম্ভিত শুনি যাদব-প্রধান ॥ ১৮২

বসু-দেবকীরে মুক্তি অবিলম্বে দিয়া।
কহিতে লাগিল বাক্য বিনয় করিয়া ॥ ১৮৩
অহ স্বসঃ স্বসৃপতি শুনহ বচন।
দৈব মিথ্যা কহে ইহা না শুনি কখন ॥ ১৮৪
জানিতাম মিথ্যা কথা কহে দুষ্ট নর।
এবে বুঝিলাম মিথ্যা কহয়ে অমর ॥ ১৮৫
দৈবেরে বিশ্বাস করি যথা নরাশন।
বধিলাম তোমাদের অনেক নন্দন ॥ ১৮৬
করিয়াছি আমি দয়াবৃত্ত বিবর্জ্জন।
ত্যজিয়াছি বন্ধু জ্ঞাতি আত্মীয় স্বজন ॥ ১৮৭
স্নেহ দয়া কোমলতা যাহার অন্তরে।
না বসে তাহারে নিন্দা করে চরাচরে ॥ ১৮৮
হইনু নৃশংস বলি নিন্দার ভাজন।
ঘুষিবে অযশ মম সমগ্র ভুবন ॥ ১৮৯
না জানি মরণ পরে হইবে কি গতি।
হিংসারত দুরাচার আমি পাপমতি ॥ ১৯০
নরক হইতে মম নাহক নিস্তার।
ব্রহ্মঘাতী সমগতি হইবে আমার ॥ ১৯১
অহো কি দুষ্কৃতী আমি দুষ্ট দুরাশয়।
অনুতাপানলে দগ্ধ হতেছে হৃদয় ॥ ১৯২
ত্যজ শোক মহাভাগ সন্তানের তরে।
স্বকৃত কর্ম্মের ফল সবে ভোগ করে ॥ ১৯৩
প্রাণী সব দৈবাধীন শুন জ্ঞানবান্।
সংযোগ বিয়োগ ভবে বিধির বিধান ॥ ১৯৪
ভূমি-যোগে নিরমিত পদার্থ নিচয়।
কিছু দিনান্তরে যথা নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯৫
ভৌতিক মিলনে তথা দেহ জনমিয়া।
ধ্বংস প্রাপ্ত হয় কিয়দ্দিবস থাকিয়া ॥ ১৯৬
পার্থিব ঘটাদি যথা পাইলে বিকার।
কভু ভাবান্তর নাহি ঘটে মৃত্তিকার ॥ ১৯৭
তেমতি হইলে এই দেহ অবসান।
নিত্য অবিনাশী আত্মা রহে বিদ্যমান ॥ ১৯৮
দেখহ ভগিনী তুমি বিচারিয়া মনে।
বিয়োগজনিত শোক সম্ভবে কেমনে ॥ ১৯৯
যাহার নাহিক ভবে এই তত্ত্বজ্ঞান।
সে মূঢ় মানব হয় শোকে মুহ্যমান ॥ ২০০

অতত্ত্ব-জ্ঞানীর ঘটে আত্ম-বিপর্য্যয়।
বিপর্য্যয় হতে ভেদ-বুদ্ধি উপজয় ॥ ২০১
পরিচ্ছিন্ন আত্মা করি অহঙ্কারাশ্রয়।
অহং মম নিজ পর বুদ্ধি যুক্ত হয় ॥ ২০২
জীবের এ বুদ্ধি হেতু ঘটয়ে সংসৃতি।
বিনা তত্ত্বজ্ঞানে তার নাহিক নিষ্কৃতি ॥ ২০৩
অতএব শুন ভদ্রে তব সুতগণে।
নাহি করিলাম আমি বস্তুত নিধনে ॥ ২০৪
তত্ত্বত তাহারা নহে তোমার নন্দন।
আমি তাহাদের নহি মরণ-কারণ ॥ ২০৫
যদি ভাব মোরে হন্তা অজ্ঞান বশতঃ।
তথাপি কর্ত্তব্য শোক নহে যুক্ত মত ॥ ২০৬
স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভুঞ্জিবার তরে।
বিবিধ যোনিতে জীব যাতায়াত করে ॥ ২০৭
হন্তা হত নহে সত্য কেবল অজ্ঞান।
তবে কেন আছে শাস্ত্রে দণ্ডের বিধান ॥ ২০৮
শুনহ দেবকি তুমি ইহার উত্তর।
সংক্ষেপতঃ কহিতেছি তোমার গোচর ॥ ২০৯
যতদিন নাহি হয় জীবে দিব্যজ্ঞান।
বসে তত দিন তাহে অহং অভিমান ॥ ২১০
অভিমানী জীবে পাশ-আবদ্ধ জানিবে।
শুভাশুভ কর্ম্ম ফল সে ভোগ করিবে ॥ ২১১
অবিমুক্ত জীবতরে দণ্ডের বিধান।
বিমুক্ত সম্বন্ধে নহে বিধি বলবান্ ॥ ২১২
কহিলাম তত্ত্ব কথা আমি বিবরিয়া।
ক্ষমহ দৌরাত্ম্য মম করুণা করিয়া ॥ ২১৩
কৃপাময় বসুদেব বান্ধব-বৎসল।
মমকৃত অপরাধ ক্ষমহ সকল ॥ ২১৪
এত কহি অনুতপ্ত ভোজেন্দ্র-নন্দন।
স্বস্থ-স্বসৃপতি-পদ করিল ধারণ ॥ ২১৫
সসম্ভ্রমে বসুদেব কংসে উঠাইয়া।
সময়-উচিত বাক্য কহিল হাসিয়া ॥ ২১৬
যে কহিলে মহারাজ সব সত্য হয়।
অভিমান হেতু ভেদ-জ্ঞানের উদয় ॥ ২১৭
বৈষ্ণবী মায়ার পাশে বদ্ধ জীবগণ।
অহং মম করি করে নিয়ত ভ্রমণ ॥ ২১৮
মোদের ভাগ্যের দোষে হল বিঘটন।
নাহি তব অপরাধ করহ গমন ॥ ২১৯
বসুদেব-দেবকীর মিষ্ট সম্ভাষণে।
তুষ্ট কংস আগমন করিলা ভবনে ॥ ২২০
ক্ষমাযোগ্য নহে কভু কংস দুরাচার।
আততায়ী সুতঘাতী যদু-কুলাঙ্গার ॥ ২২১
তারেও করিলা ক্ষমা বসু মহামতি।
অরিমিত্রে সমদর্শী হরিপদ-রতি ॥ ২২২
সাধুর স্বভাব-সিদ্ধ জানিবে লক্ষণ।
হিংসা-দ্বেষ-বিরহিত পূত সাধুমন ॥ ২২৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে মহাকাব্যে তৃতীয়ঃসর্গঃ

চতুর্থঃ সর্গঃ।

বসুদেব কন্যা লয়ে করিলা গমন।
নিদ্রাভঙ্গে যশোমতী পাইলা চেতন ॥ ১
উঠিয়া প্রসূতি সুত করিলা দর্শন।
নবীন-নীরদ-শ্যাম ভুবন মোহন ॥ ২
অনতিবিলম্বে জাগি অন্তঃপুর জন।
ব্রজরাজে সুসংবাদ করিল জ্ঞাপন ॥ ৩
দ্রুতগতি ব্রজপতি করি আগমন।
অকলঙ্ক কৃষ্ণচন্দ্র করে নিরীক্ষণ ॥ ৪
অনিমিষ-নেত্রে করি রূপ সুধা পান।
হইল আনন্দ-সিন্ধুনীরে ভাসমান ॥ ৫
বিমল যমুনা জলে করি প্রাতঃস্নান।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে করিলা আহ্বান ॥ ৬
সবিনয়ে তাঁহাদেরে করিয়া বন্দন।
সমাদরে বসিবারে দিলা সুখাসন ॥ ৭
সুগন্ধ চন্দন মাল্যে করি বিভূষিত।
বস্ত্র অলঙ্কার দানে করিয়া তোষিত ॥ ৮
করাইয়া তাঁহাদের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন।
যথাবিধি জাতকর্ম্ম কৈলা সম্পাদন ॥ ৯
ষোড়শ মাতৃকা গৌরী আদি দেবীগণে।
পূজিলা সগণাধিপ বিঘ্ন-বিনাশনে ॥ ১০
শাস্ত্রমতে বসুধারা করি সম্পাতন।
কৈলা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পুত্রজন্ম নিবন্ধন ॥ ১১
বিশ লক্ষ অলঙ্কৃতা গাভী পয়স্বিনী।
দিলা বিপ্রে ব্রজরাজ দাতা শিরোমণি ॥ ১২
দিলা সপ্ততিলাচল আবৃত রতনে।
কনক-খচিত বস্ত্রে করি আচ্ছাদনে ॥ ১৩
কোন কোন বস্তু যথা গো হিরণ্য আদি।
দান দ্বারা হয় শুদ্ধ কহে বেদ-বাদী ॥ ১৪
করে যদি জাতকর্ম্ম দানাদি সহিত।
গর্ভশুদ্ধি হয় ইহা শাস্ত্রের বিহিত ॥ ১৫
এহেতু ব্রাহ্মণগণে দিলা নানা দান।
শাস্ত্রতত্ত্বদর্শী নন্দ গোপের প্রধান ॥ ১৬
ভূম্যাদি পদার্থ কালবশে শুদ্ধ হয়।
বেদ-বিধি মত স্নানে দেহাদি নিশ্চয় ॥ ১৭
ধাতব পদার্থে হলে অমেধ্য লেপন।
ভস্ম আদি বিলেপনে তার সংশোধন ॥ ১৮
করিলে তপস্যা পূত কদিন্দ্রিয়গণ।
যজ্ঞাদি করিলে হয় পবিত্র ব্রাহ্মণ ॥ ১৯
সন্তোষে মনের শুদ্ধি দ্রব্যশুদ্ধি দানে।
আত্মশুদ্ধি আত্মবিদ্যা লাভের কল্যাণে ॥ ২০
আরম্ভিল দ্বিজ নন্দসুত-স্বস্ত্যয়ন।
সুমঙ্গল বেদধ্বনি করি উচ্চারণ ॥ ২১
করিতে লাগিল স্তুতি পাঠ সমস্বরে।
স্তাবক মাগধ সূত বন্দীর নিকরে ॥ ২২
বাজিতে লাগিল তবে বিবিধ বাদন।
করি কোলাহলপূর্ণ ভূতল গগন ॥ ২৩
ব্রজের অজির-দ্বার পথ গৃহতল।
হইল সুগন্ধি জলে সুসিক্ত সকল ॥ ২৪
বিচিত্র পতাকা ধ্বজে বিচিত্র বসন।
ব্রজপুরে অতি শোভা করিল ধারণ ॥ ২৫
পতাকা পবন যোগে হেলিছে দুলিছে।
যেন কৃষ্ণ অবতার লোকে জানাইছে ॥ ২৬
হইল কৃত্রিম বহু তোরণ নির্ম্মিত।
নানা বর্ণ ফল ফুল পল্লবে শোভিত ॥ ২৭
ব্রজজন নিজ নিজ বাসের ভবন।
সাজাইল ফল ফুলে বিবিধ বরণ ॥ ২৮
করিল হরিদ্রা-তৈল-সিক্ত গাভীকুলে।
সাজাইলা গাঁথি মালা নানা বনফুলে ॥ ২৯
উষ্ণীষ চন্দন মাল্য বসন ভূষণ।
ইচ্ছামত ব্রজবাসী করিল ধারণ ॥ ৩০

কনক ভূষণ রত্ন হীরক-জড়িত।
বিবিধ রঞ্জিত বস্ত্র সুবর্ণ-খচিত ॥ ৩১
পরিধান করি যত ব্রজের ললনা।
রূপে বিদ্যাধরী সমা মরাল-গমনা ॥ ৩২
নানা উপহার-পূর্ণ স্বর্ণ থাল করে।
গাইতে গাইতে গেল কলকণ্ঠস্বরে ॥ ৩৩
ব্রজরাজ-নিকেতনে করে আগমন।
যশোদার সুতোৎপত্তি করিয়া শ্রবণ ॥ ৩৪
আসিতেছে ব্রজনারী দ্রুতবেগ ভরে।
পড়িতেছে কেশদাম খসি পথ'পরে ॥ ৩৫
হইতেছে পীন পয়োধরের কম্পন।
দুলিতেছে মণিময় কর্ণের ভূষণ ॥ ৩৬
কমল কিঞ্জল্ক আর কুঙ্কুম-রঞ্জিত।
শোভিতেছে মুখ-শশী কলঙ্ক-বর্জ্জিত ॥ ৩৭
হেনমতে পথশোভা করিয়া বর্দ্ধন।
উত্তরিলা ব্রজরাজ নন্দের ভবন ॥ ৩৮
প্রবেশ করিয়া তবে সূতিকা-আগার।
নিরখিলা যশোদার অপূর্ব্ব কুমার ॥ ৩৯
আহা কি সুন্দর রূপ বিশ্ব-বিমোহন।
জিনি কোটি কাম ছবি প্রফুল্ল বদন ॥ ৪০
ফুল্ল-ইন্দীবর জিনি আয়ত লোচন।
ভৃঙ্গ-নিন্দি-নীলকেশ শিরো-বিভূষণ ॥ ৪১
জিনি পক্কবিম্ব ফল রক্তিম অধর।
বিরাজিত তাহে হাস্য মৃদু মনোহর ॥ ৪২
যশোদার করি অঙ্ক রূপে উদ্ভাসিত।
ব্রজপুর-রাজসুত হয়েছে শায়িত ॥ ৪৩
করিয়া সে রূপরাশি গোপিকা দর্শন।
সবিস্ময়ে যশোদারে কহিলা বচন ॥ ৪৪
ভাগ্যবতী যশোমতি তুমি ধরাতলে।
প্রসবিলে হেন সুত বহু পুণ্য ফলে ॥ ৪৫
পুণ্য-পুঞ্জ ব্রজরাজ করিল সঞ্চয়।
নতুবা পাইবে কেন এহেন তনয় ॥ ৪৬
বিশ্বের সৌন্দর্য্য-সার করিয়া গ্রহণ।
করিলা বিধাতা বুঝি এরূপ গঠন ॥ ৪৭
দেখাত দূরের কথা না শুনি শ্রবণে।
থাকিতে কি পারে হেন রূপ ত্রিভুবনে ॥ ৪৮

আমরাও বহুপুণ্য করিনু অর্জ্জন।
যার ফলে তব সুত করিনু দর্শন ॥ ৪৯
হইল জনম ধন্য সফল জীবন।
হেরি আজি তোমাদের সুন্দর নন্দন ॥ ৫০
অন্তর সহিত মোরা দিতেছি আশীষ।
হোক চিরজীবী এই সৌন্দর্য্য-অধীশ ॥ ৫১
নানা উপায়ন সহ ব্রজগোপগণ।
সত্বরে আইলা ব্রজরাজ-নিকেতন ॥ ৫২
উপহার দিলা সব রাজার ভাণ্ডারে।
বিনয় আদরে নন্দ তুষিলা সবারে ॥ ৫৩
পরিপূর্ণ ভগবান্ চিদানন্দময়।
অবতীর্ণ সুখধাম সহ অংশচয় ॥ ৫৪
আনন্দের কণামাত্র ব্যাপিয়া যাঁহার।
রহিয়াছে স্বর্গ মর্ত্ত্য সমগ্র সংসার ॥ ৫৫
যে আনন্দে সমভাবে রহে আনন্দিত।
কর্ম্মপাশ-বদ্ধ জীব মায়া-সুযন্ত্রিত ॥ ৫৬
ঘনীভূত পূর্ণানন্দ আজি নন্দাগারে।
রাজিতেছে দিব্য গোপ বালক আকারে ॥ ৫৭
অদ্ভুত চরিত বাক্য মন অগোচর।
পূর্ণ পূর্ণতম কৃষ্ণ শ্যামল সুন্দর ॥ ৫৮
ব্রহ্মানন্দ-সুধাপান-মত্ত গোপগণ।
করিতে লাগিলা নানা ক্রীড়া আচরণ ॥ ৫৯
করিয়া হরিদ্রা তৈল সলিলে মিলন।
করে সুখে পরস্পরে অঙ্গেতে সেচন ॥ ৬০
নবনীত-পিণ্ড করে করিয়া গ্রহণ।
করিতেছে পরস্পরে অঙ্গে বিলেপন ॥ ৬১
কেহ দধি কেহ ঘৃত কেহ দুগ্ধজল।
ক্ষেপণ করিছে সুখে প্রমত্ত সকল ॥ ৬২
বাজিতেছে নানা বাদ্য সুমধুর স্বরে।
অজন কৃষ্ণের গুণ সবে গান করে ॥ ৬৩
তাহাদের নন্দরাজ করিলা সম্মান।
বসন ভূষণ বহু করিয়া প্রদান ॥ ৬৪
স্তাবক মাগধ সূত বন্দীর নিকরে।
বসন গোধন ধন দিলা অকাতরে ॥ ৬৫
যে যাচক অভিলাষ করিল যে ধন।
করে ব্রজরাজ তার বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৬৬

বসুদেব-প্রণয়িনী দেবী শ্রীরোহিণী।
নন্দগোপ-বিবর্দ্ধিতা গোকুল-বাসিনী ॥ ৬৭
ভূষিতা হইয়া দিব্য মাল্য বিলেপনে।
পরিধান করি রত্ন ভূষণ বসনে ॥ ৬৮
পুত্র-অভ্যুদয় বিষ্ণু-প্রীতির কারণে।
করিলা বিবিধ দান যাচক ব্রাহ্মণে ॥ ৬৯
যে উৎসব ব্রজে কৃষ্ণ জন্ম নিবন্ধন।
কার সাধ্য পারে তার করিতে বর্ণন ॥ ৭০
কৃষ্ণের অপার লীলা অনন্ত মহিমা।
পারে বদ্ধজীব তার কহিতে কি সীমা ॥ ৭১
মহোৎসব অন্তে সমাগত গোপগণ।
নিজ নিজ গৃহে সবে করিল গমন ॥ ৭২
বিপ্র আদি দান মানে পূজিত হইয়া।
প্রফুল্ল অন্তরে গেল স্বস্থানে চলিয়া ॥ ৭৩
ঘুচিল সে দিন হতে ব্রজের অভাব।
হইল যে দিন তথা বিভু আবির্ভাব ॥ ৭৪
পারে কি করিতে তথা অলক্ষ্মী বসতি।
করিতেছে যথা বাস আপনি শ্রীপতি ॥ ৭৫
ভাবিল অণিমা আদি মহাসিদ্ধিচয়।
হইল মোদের আজি সৌভাগ্য উদয় ॥ ৭৬
মোদের বিভূতি কৃপা-কটাক্ষে যাঁহার।
সেবিব আনন্দ-মনে চরণ তাঁহার ॥ ৭৭

এত ভাবি সিদ্ধিগণ, সবে করি আগমন,
ব্রজপুরে করিল বসতি।
বিভূতি বিস্তার করি, সব দুখ শোক হরি,
বৃদ্ধি করে সুখের সংহতি ॥ ৭৮
কেহ ব্রজে তনুক্ষীণ, না রহিল দীন হীন,
কিংবা আধি ব্যাধিতে কাতর।
সবে সুস্থ বলীয়ান্, নানা ধনে ধনবান্,
সদা সুখী বিমল অন্তর ॥ ৭৯
সবে ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্, সবে কৃষ্ণ গত প্রাণ,
রবিসুত-ভয় নাহি মনে।
কৃষ্ণলীলা করে গান, কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান,
হেরি সুখী শ্রীনন্দ-নন্দনে ॥ ৮০

অথ কংস মন্ত্রণা।

বসু-দেবকীর মুক্ত করিয়া বন্ধন।
ভোজেন্দ্র আসিয়া গৃহে করিল শয়ন ॥ ১
প্রভাতে উঠিয়া করি সভাতে গমন।
নিশির ঘটনা সব করিল বর্ণন ॥ ২
বিবরণ শুনি কহে দুষ্ট মন্ত্রিগণ।
মোদের মন্ত্রণা নাথ করহ শ্রবণ ॥ ৩
তব পূর্ব্ব অরি যদি থাকে জনমিয়া।
কর্ত্তব্য তাহার বধ উপায় চিন্তিয়া ॥ ৪
পুরগ্রাম ব্রজে যত শিশু জনমিল।
করিতে তাদের বধ উচিত হইল ॥ ৫
করিতে নারিবে ইথে বিঘ্ন সুরকুল।
যদিও তাহারা বটে তব প্রতিকূল ॥ ৬
অমর হইতে তব কিবা আছে ভয়।
ধনুক টঙ্কারে তব যারা ভীত রয় ॥ ৭
না হবে সমর্থ তারা করিবারে রণ।
যত্তপি করয়ে বহু উত্তম যতন ॥ ৮
মহারাজ তুমি দেবে বধিতে যখন।
প্রবৃত্ত হইলে যুদ্ধে সহ সৈন্যগণ ॥ ৯
তব শরজাল-বিদ্ধ ক্ষত-কলেবর।
পলাইল সুরকুল ছাড়িয়া সমর ॥ ১০
কেহ কেহ অস্ত্র শস্ত্র করি বিসর্জ্জন।
কৃতাঞ্জলি পুটে তব লইল শরণ ॥ ১১
অমর নির্ভয় দেশে বীর আখ্যা ধরে।
হেরিলে সমর-শূরে পলায়ন করে ॥ ১২
নাহিক যাদের শক্তি আত্মরক্ষা তরে।
কেমনে রাখিবে তারা অসমর্থ পরে ॥ ১৩
দেবের প্রধান বিষ্ণু বিরিঞ্চি শঙ্কর।
তাঁদের হইতে তব নাহি কিছু ডর ॥ ১৪
অলক্ষিতে বসে বিষ্ণু অন্তরে সবার।
বাহিরে দর্শন কেহ না পায় তাঁহার ॥ ১৫
পঞ্চানন করে বাস ইলাবৃত বনে।
রমণী-বেষ্টিত সদা পার্ব্বতীর সনে ॥ ১৬
কোনও পুরুষ তথা কদাপি প্রবেশ।
করিতে না পারে ইহা শিবের আদেশ ॥ ১৭

সতত তপস্যা-রত কমল-আসন।
কলহ বিবাদে তাঁর নাহি প্রয়োজন॥ ১৮
ইন্দ্র সুরবর সুর তাঁহার রক্ষিত।
কি ভয় তাহারে তব বিক্রম-শঙ্কিত॥ ১৯
যদি আসে বল-দর্পে হইয়া দর্পিত।
যাইবে পূর্ব্বের মত হয়ে পরাজিত॥ ২০
তথাপি নিশ্চিন্ত থাকা মোদের উচিত।
নহেক কর্ত্তব্য তার বিধান বিহিত॥ ২১
আমাদের চির অরি হয় দেবগণ।
ছিদ্রের সন্ধান করি করিছে ভ্রমণ॥ ২২
তথাপি উপেক্ষণীয় তারা নাহি হয়।
করিব উপায় মোরা থাকিতে সময়॥ ২৩
শারীর রোগের যথা আশু প্রতিকার।
না করিলে করে পরে জীবন সংহার॥ ২৪
কালে না করিলে যথা ইন্দ্রিয় বিজয়।
পরে বশীভূত করা অসম্ভব হয়॥ ২৫
করিতে সমূল অরি তথা উৎপাটন।
নীতি অনুসারে কালে কর্ত্তব্য যতন॥ ২৬
তদ্রূপ যগুপি রিপু বদ্ধবল হয়।
তারে বিচলিত করা দুঃসাধ্য নিশ্চয়॥ ২৭
দেবতাদিগের মূল বিষ্ণু সনাতন।
তব অগোচর নহে খ্যাত ত্রিভুবন॥ ২৮
ধরম অনাদি-সিদ্ধ যথা বর্ত্তমান।
তথা সে বিষ্ণুর সদা হয় অধিষ্ঠান॥ ২৯
সে ধর্ম্মের মূল চতুর্ব্বেদ গো ব্রাহ্মণ।
সদক্ষিণ যজ্ঞ তপ শাস্ত্রের বচন॥ ৩০
তিতিক্ষা তপস্যা সত্য শ্রদ্ধা দয়া শম।
চতুর্ব্বেদ গাভী বিপ্র যজ্ঞ আর দম॥ ৩১
ইহাদেরে জানিবে হে ভোজকুল-পতি।
দেবতা প্রধান সেই বিষ্ণুর মূরতি॥ ৩২
অন্তর্যামী সর্ব্ব দেবাধ্যক্ষ নারায়ণ।
যুগে যুগে সুরেতরে করয়ে নিধন॥ ৩৩॥
বিরিঞ্চি প্রভৃতি যত দেবতার গণ।
শিরে ধরি তাঁর আজ্ঞা করিছে বহন॥ ৩৪
মহারাজ সেই বিষ্ণু সর্ব্বদেব-মূল।
দনুদিতি-সুত প্রতি সদা প্রতিকূল॥ ৩৫

করিতে বিষ্ণুর বধ কেহ না পারিবে।
বধিলে গো বিপ্র, বিষ্ণু বিনষ্ট হইবে॥ ৩৬
মোদের কর্ত্তব্য এবে শুনহ রাজন।
বেদবাদী বিপ্র হোম-ধেনুর হনন॥ ৩৭
আজ্ঞা দেহ মহারাজ মোরা অনুগত।
যতনে প্রভুর কার্য্য সাধিব সতত॥ ৩৮
যে গতি তরুর হয় মূল শুকাইলে।
সে গতি পাইবে দেব একার্য্য করিলে॥ ৩৯
অসুর-মন্ত্রীর মন্ত্র করিয়া শ্রবণ।
হিতকর ভাবি কংস করিল গ্রহণ॥ ৪০
মন্ত্র অনুসারে কার্য্য করিতে সাধন।
করিল নিষ্ঠুর খল দৈত্য নিয়োজন॥ ৪১
হইল আসন্নকাল কংস দুরাচার।
ব্রহ্মহিংসা রুচিকরী হইল তাহার॥ ৪২
প্রভুআজ্ঞা লভি যত দৈত্য দুরাশয়।
করিতে লাগিল সাধু-দ্রোহ অতিশয়॥ ৪৩
করিলে সাধুর প্রতি দ্বেষ আচরণ।
কেবল না হয় তাহা মরণ কারণ॥ ৪৪
সুরপুর আদি লোক স্বকর্ম্ম-অর্জ্জিত।
ভূতি যশ আয়ু ধর্ম্ম শুভ-সমন্বিত॥ ৪৫
মহতের অতিক্রম সে সব বিনাশে।
লয়ে যায় দেহ অন্তে নরক নিবাসে॥ ৪৬

অথ শ্রীগোপরাজের মথুরাগমন

স্বাধীন ভূপতি কংস মথুরা-ঈশ্বর।
তাঁহার অধীন নন্দ ব্রজভূপবর॥ ১
কৃষ্ণ-জনমের কতিপয় দিনান্তর।
হইল নির্দ্দিষ্ট কাল দিতে রাজকর॥ ২
নিয়োগ করিয়া বহু গোপ বলবান্।
গোকুল-রক্ষার তরে গোপের প্রধান॥ ৩
গোরস-সম্ভার করি শকটে পূরণ।
দিবারে বার্ষিক কর করিলা গমন॥ ৪
ব্রজরাজ পঁহুছিয়া মথুরা নগর।
প্রদান করিলা রাজকোষে দেয় কর॥ ৫

বসুদেব-বাল্যসখা নন্দ মহাশয়।
অকৃত্রিম ভাব দোঁহে পবিত্র প্রণয় ॥ ৬
এসেছে হৃদয়-বন্ধু ব্রজ-নরপতি।
শুনি বসু তাঁর পাশে গেল দ্রুতগতি ॥ ৭
বসুদেবে হেরি নন্দ সহসা উঠিল।
যেন মৃত দেহে প্রাণ-সঞ্চার হইল ॥ ৮
উঠিয়া সত্বরপদে গমন করিয়া।
ধরে মিত্র কণ্ঠ দুই বাহু পসারিয়া ॥ ৯
দোঁহে দোঁহাকারে বাহু-পাশবদ্ধ করি।
আলিঙ্গন দিল নেত্রে প্রেমজল ভরি ॥ ১০
পরস্পর মুখে নাহি সরিছে বচন।
নীরবে করিল প্রেম অশ্রু বিসর্জ্জন ॥ ১১
অকস্মাৎ প্রেম-নদী উথলি উঠিয়া।
ধৈর্য্য-লজ্জা-তীর-তরু দিল ভাসাইয়া ॥ ১২
সে তরঙ্গ শান্ত ভাব ধরিল যখন।
একত্রে করিল দোঁহে আসন গ্রহণ ॥ ১৩
প্রণয়ী যুগল পায় যে সুখ মিলনে।
তাহার তুলনা নাহি এতিন ভুবনে ॥ ১৪
বিমল প্রণয় যার হৃদয়াধিকার।
করিল,—সে জন বুঝে কি সুখ ইহার ॥ ১৫
যে প্রণয়ে রহে কিছু স্বার্থের সম্বন্ধ।
থাকিতে না পারে তাহে পূত-সুখ-গন্ধ ॥ ১৬
বিমল চরিত যথা বসু মহামতি।
পবিত্র অন্তর তথা গোপ কুলপতি ॥ ১৭
বহুদিন পরে এই শুভ সম্মিলনে।
করিতে লাগিলা দোঁহে মিষ্ট আলাপনে ॥ ১৮
নন্দেরে আদর করি বসু জিজ্ঞাসিলা।
এতদিন তুমি ভ্রাত অপুত্রক ছিলা ॥ ১৯
তোমার সন্তান আশা না ছিল কাহার।
পাইলে ভাগ্যের বলে অদ্ভুত কুমার ॥ ২০
যদ্যপি সংসার-চক্রে ছিলে বর্ত্তমান।
তথাপি সমক্ষে মম পুন জায়মান ॥ ২১
সংসারে দুর্ল্লভ অতি প্রিয় দরশন।
মম ভাগ্য বলে আজি তার সঙ্ঘটন ॥ ২২
তৃণ কাষ্ঠ আদি স্রোত-বেগে প্রবাহিত।
না রহিতে পারে যথা সদা একত্রিত ॥ ২৩
বন্ধুজন মধ্যে তথা সতত মিলন।
না ঘটে ঘটনা-চক্রে আনন্দ-বর্দ্ধন ॥ ২৪
বন্ধুর বিচ্ছেদ ক্লেশ অসহ্য নিশ্চয়।
কিন্তু ভ্রাত হরি ইচ্ছা খণ্ডন না হয় ॥ ২৫
বল হে হৃদয়-সখা আত্ম বিবরণ।
আছে ত কুশলে তব আত্মীয় স্বজন ॥ ২৬
অধুনা করিছ বাস তুমি যেই বনে।
পরিবার অনুচর প্রজা গোপ সনে ॥ ২৭
নাহি ত তথায় কোন রোগ প্রাদুর্ভাব।
তৃণ জল লতাদির নাহিত অভাব ॥ ২৮
করিছে ত পশুকুল সুখে বিচরণ।
পায় ত প্রচুর খাদ্য করিতে ভোজন ॥ ২৯
আছে ত কুশলে ভ্রাত দেবী যশোমতী।
যার সম নাহি কেহ ভূমে ভাগ্যবতী ॥ ৩০
বিগত-যৌবনে যাঁর জন্মিল নন্দন।
শুনেছি অপূর্ব্ব শিশু জলদ-বরণ ॥ ৩১
কহ এবে ভাত তব সুত অনাময়।
যারে লভি ধন্য তুমি হলে অতিশয় ॥ ৩২
গর্ভিণী রোহিণী মম জায়া তবাশ্রয়ে।
করিতে আছিল বাস মিত্র কংস-ভয়ে ॥ ৩৩
প্রসবিল এক সুত করিনু শ্রবণ।
সাধ্য নাহি গিয়া করি তাহারে দর্শন ॥ ৩৪
আমারে নির্দ্দিষ্ট সীমা করিতে লঙ্ঘন।
নাহি দিল অধিকার যাদব রাজন ॥ ৩৫
মনে হয় হেরি গিয়া পুত্রের বদন।
বন্দী আমি নাহি পারি করিতে গমন ॥ ৩৬
করে কংস মোর প্রতি নানা অত্যাচার।
তার ভয়ে বিশঙ্কিত হৃদয় আমার ॥ ৩৭
হইবে কি কভু মম দুঃখ অবসান।
হইবে কি দয়াময় হরি কৃপাবান ॥ ৩৮
জানিনা কালের গর্ভে কি আছে নিহিত।
করিতে হইবে ভোগ আপন দুরিত ॥ ৩৯
এ দুখ সময়ে লভি মিত্র দরশন।
আনন্দ-সাগরে আজি হইনু মগন ॥ ৪০
করিয়া মিত্রের বাক্য শ্রীনন্দ শ্রবণ।
কহিতে লাগিলা প্রিয় মধুর বচন ॥ ৪১

বহু দিন পরে ভ্রাত তোমারে হেরিয়া।
মধুমাখা কথা তব শ্রবণে শুনিয়া॥ ৪২
করিনু যে সুখ লাভ আমি হে অন্তরে।
কেমনে কহিব মুখে কে জানিবে পরে॥ ৪৩
গ্রামে গোষ্ঠে বনে মম সমস্ত কুশল।
অধুনা নাহিক ব্রজে কোন অমঙ্গল॥ ৪৪
সর্ব্বত্র সুভিক্ষ নিরাময় প্রজাগণ।
পাইতেছে পশুকুল প্রচুর ভোজন॥ ৪৫
প্রসবিলা যেই সুতে তোমার গৃহিণী।
মম ব্রজ-নিকেতনে দেবী শ্রীরোহিণী॥ ৪৬
সে সুত তুলনা ভ্রাত নাহি ত্রিভুবনে।
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি হেন লয় মনে॥ ৪৭
মনোহর কিবা রূপ শ্বেত কলেবর।
সর্ব্বসুলক্ষণ সুত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর॥ ৪৮
প্রফুল্ল কমল দল জিনিয়া লোচন।
আকর্ণ-বিশ্রান্ত রক্ত-প্রান্ত সুশোভন॥ ৪৯
সুনীল কুঞ্চিত কেশ শোভে শির'পর।
বান্ধুলি কুসুম জিনি রক্তিম অধর॥ ৫০
প্রশস্ত ললাট গণ্ডস্থল সমুজ্জ্বল।
আপন দ্যুতিতে করে সদা ঝলমল॥ ৫১
জিনিয়া সুজাত রক্ত প্রফুল্ল কমল।
গাঢ় রক্ত-বর্ণ চারু কর-পদতল॥ ৫২
হেন অপরূপ-রূপ সুন্দর কুমার।
জনমিল ব্রজে মম ভ্রাত হে তোমার॥ ৫৩
করিলা তোমারে কৃপা দেব নারায়ণ।
নতুবা পাইবে কেন এহেন নন্দন॥ ৫৪
অচিরে তোমার দুঃখ হবে অবসান।
চিন্তা নাহি কর ভ্রাত বিধি বলবান॥ ৫৫
হইলা আমার প্রতি শ্রীহরি সদয়।
জন্মিল যশোদা গর্ভে সুন্দর তনয়॥ ৫৬
অদ্ভুত তাহার রূপ না হয় বর্ণন।
নবীন জলদ শ্যাম বিশ্ব-বিমোহন॥ ৫৭
রোহিণী-যশোদা-অঙ্ক-শোভা-বিবর্দ্ধন।
করিয়াছে শ্বেত কৃষ্ণ যুগল নন্দন॥ ৫৮
হয়েছে আমার ব্রজ সুখ-নিকেতন।
করেছে সকল দুখ দূরে পলায়ন॥ ৫৯
শ্রীহরি-চরণে কোটি কোটি নমস্কার।
এ সুখ সম্পদ মম কৃপাতে তাঁহার॥ ৬০
অনন্ত-মহিম হরি কৃপা-পারাবার।
শরণাগতের দুখ অসহ্য তাঁহার॥ ৬১
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি হরিজন।
করিবে তোমার দুখ হরি বিমোচন॥ ৬২
হইবে ধর্ম্মের জয় নাহিক সংশয়।
ত্যজ শোক মিত্র মম কহিনু নিশ্চয়॥ ৬৩
অচিরে দুরাত্মা কংস বিনাশ পাইবে।
তব সুখ অভ্যুদয় অবশ্য হইবে॥ ৬৪
পরম পদার্থ এক অদৃষ্ট নিশ্চয়।
লোক-শুভাশুভপ্রদ অদৃষ্টই হয়॥ ৬৫
অদৃষ্ট পরম তত্ত্ব জানে যেই জন।
মোহ অভিভূত মন নহে সে কখন॥ ৬৬
অতএব শুভাদৃষ্ট উদয় যখন।
হইবে তোমার দুখ ঘুচিবে তখন॥ ৬৭
সুখে আছে শ্রীরোহিণী নাহি কোন ক্লেশ।
তব মম গৃহে ভ্রাত কি আছে বিশেষ॥ ৬৮
শুনিয়া মধুর গূঢ় নন্দের বচন।
শোক ভার বসুদেব করিলা বর্জ্জন॥ ৬৯
কহিলা নন্দেরে মিত্র করহ শ্রবণ।
অবিলম্বে ব্রজধামে করহ গমন॥ ৭০
দিয়াছ বার্ষিক কর ভূপতি-ভাণ্ডারে।
করিলে দর্শন দিয়া কৃতার্থ আমারে॥ ৭১
আছে হে গোকুল সথে বিপত্তি কারণ।
হেথায় বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন॥ ৭২
শুনিয়া বন্ধুর বাক্য ব্রজ নরেশ্বর।
যাইবারে নিজ ধামে হইলা সত্বর॥ ৭৩
মিত্রের নিকটে করি বিদায় গ্রহণ।
স্মরি গৌরী গণপতি বিঘ্ন-বিনাশন॥ ৭৪
বৃষভ শকটপরে করি আরোহণ।
সানুচর গোপবর করিলা গমন॥ ৭৫

অথ পূতনা-বধ।

শিশু বিনাশিনী ঘোরা দুষ্ট নিশাচরী।
আছিল পূতনা নামে কংস অনুচরী ॥ ১
আদেশিল তারে ভোজ কুলের অঙ্গার।
গিয়া ব্রজে শিশুকুলে করিতে সংহার ॥ ২
লভিয়া প্রভুর আজ্ঞা শোণিত-অশনা।
চলিল আনন্দ-মনে বিকট-দশনা ॥ ৩
কমনীয় এক সুত জনম গ্রহণ।
করেছে যশোদা-গর্ভে করিয়া শ্রবণ ॥ ৪
অচিরে তাহার বধ করিতে সাধন।
প্রবেশিতে নন্দালয়ে করিল মনন ॥ ৫
প্রবল রাক্ষসী মায়া করিয়া সৃজন।
কমনীয় নারীবেশ করিল ধারণ ॥ ৬
সে রূপ লাবণ্য কিবা করিব বর্ণন।
হেরি বিমোহিত হয় তাপসের মন ॥ ৭
মল্লিকা কুসুমদাম কেশ-বিলম্বিত।
কনক-কুণ্ডলে শ্রুতি-যুগ সুশোভিত ॥ ৮
শোভিছে মুকুতা-হার পীন পয়োধরে।
সুবর্ণ-মেখলা স্থূল নিতম্ব উপরে ॥ ৯
করিয়াছে পরিধান সুদিব্য বসন।
ধরিয়াছে সব অঙ্গে রত্ন-বিভূষণ ॥ ১০
ক্ষীণ-কোটী কৃশোদরী মরাল-গমনা।
মনোহর হাস্য-যুতা রুচির-ললনা ॥ ১১
পশিল রজনী যোগে নন্দের ভবন।
ব্রজপুরবাসি-মন করিয়া হরণ ॥ ১২
নিশিযোগে পরগৃহে কুলের কামিনী।
যদি পশে হয় তবে কলঙ্ক-ভাগিনী ॥ ১৩
পরহিংসা-রতা ঘোরা স্বকামচারিণী।
কুললজ্জা-শঙ্কাহীনা পূতনা পাপিনী ॥ ১৪
পশিল নিঃশঙ্কে ব্রজরাজ-নিকেতনে।
অন্তরে দারুণ ভাব সহাস্য বদনে ॥ ১৫
নারিল বারিতে তারে ব্রজবাসী জন।
সুন্দর মধুর মূর্ত্তি করি বিলোকন ॥ ১৬
ভাবিল কমলালয়া ধরি এ মূরতি।
আইলা হেরিতে বুঝি আপনার পতি ॥ ১৭
নাহি সরে বাণী মুখে মোহিতা গোপিকা।
অনায়াসে প্রবেশিল বালক-মারিকা ॥ ১৮
শয্যায় শয়ান শিশু করিল দর্শন।
মনোহর কিবা রূপ নীরদ-বরণ ॥ ১৯
বটে সত্য ভগবান্ অসুর-নাশন।
অসুর সমক্ষে প্রভু সাক্ষাৎ শমন ॥ ২০
কৃষ্ণের অচিন্ত্যলীলা কে বুঝিতে পারে।
ব্রহ্মাদি দেবতা ধ্যানে নাহি পায় যাঁরে ॥ ২১
যাঁর ভাসা কণামাত্র লভিয়া মার্ত্তণ্ড।
করিতেছে উদ্ভাসিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ॥ ২২
তেজোরাশি শিশু সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
করিয়াছে মায়া বলে তেজ আচ্ছাদন ॥ ২৩
থাকিলে আচ্ছন্ন ভস্ম মাঝে হুতাশন।
না পারে বুঝিতে যথা অজ্ঞ মূঢ়জন ॥ ২৪
না বুঝিয়া তথা অপ্রাকৃত তেজোময়।
পাপিনী রাক্ষসী মনে না পাইল ভয় ॥ ২৫

তাহারে হেরিয়া হরি, জানিলা এ নিশাচরী,
শিশুকুল বিনাশ-কারিণী।
বিস্তারিয়া নিজমায়া, ধরেছে মানবী-কায়া,
পিশিত-অশনা মায়াবিনী ॥ ২৬
পালিবারে নৃপাদেশ, আইল এ ব্রজদেশ,
গোপশিশু করিতে সংহার।
যত সব ব্রজ জন, হইল মোহিতমন,
হেরি রূপ মাধুর্য্য ইহার ॥ ২৭
প্রবেশিল অনায়াসে, সুরক্ষিত মমাবাসে,
না করিল কেহ নিবারণ।
বধিব ইহার প্রাণ, এত ভাবি ভগবান,
নিমীলন করিলা নয়ন ॥ ২৮
নন্দ-জায়া যশোমতী, রোহিণী যাদবী সতী,
আর যত ব্রজের অঙ্গনা।
গূঢ়তত্ত্ব নাহি জানে, দানবীরে দেবীজ্ঞানে,
ভাবে স্নেহময়ী এ ললনা ॥ ২৯
শিশুপাশে যাইবারে, বারণ করিতে তারে,
মুখে নাহি সরিছে বচন।
দ্বিধাহীনা সব হিয়া, হেরিতেছে দাঁড়াইয়া,
পূতনার নিঃশঙ্ক গমন ॥ ৩০

রাক্ষসী নিকটে গিয়া, দুই বাহু পশারিয়া,
অঙ্কে শিশু করিল ধারণ।
দিল করিবারে পান, নাশিতে কোমল প্রাণ,
বিষ-বিলেপন দুষ্টস্তন ॥ ৩১
তাহা দেখি জগন্নাথ, দারুণ কোপের সাথ,
করি স্তন গাঢ় নিপীড়ন।
বিষের সহিত পান, করিতে পূতনা-প্রাণ,
আরম্ভিলা খল-বিনাশন ॥ ৩২
ব্রহ্মাণ্ডের আকর্ষক, সাধুচিত্ত-বিনোদক,
তার সর্ব্ব মর্ম্ম-আকর্ষণ।
করিলে ব্যথিতা অতি, নিশাচরী পাপরতি,
ভয়ঙ্কর করিল নিস্বন ॥ ৩৩
ছাড় ছাড় মম স্তন, পানে নাহি প্রয়োজন,
কহিতে লাগিল বারংবার।
কিন্তু খল-অন্তকারী, সুর-হিত অসুরারি,
না শুনিলা তাহার চীৎকার ॥ ৩৪
সুবিবৃত দুনয়ন, কর-পদ-বিক্ষেপণ,
করি করে বিলাপ রোদন।
শুনিয়া দারুণ রব, সনক্ষত্র গ্রহ সব,
রসাতল ভূতল গগন ॥ ৩৫
অশনি-সম্পাত-ভয়ে, চরাচর জীব-চয়ে,
হইল ভূতলে নিপতিত।
না রহিল স্থির কেহ, শুনিল সে শব্দ যেহ,
আসন্ন বিপদ-বিশঙ্কিত ॥ ৩৬
তখন সে মায়াবিনী, ঘোরা-শিশু-বিনাশিনী,
মনে মনে করিল চিন্তন।
আমার আসন্ন কাল, এবে মায়া নহে ভাল,
নিজ রূপ কর্ত্তব্য ধারণ ॥ ৩৭
এত বিবেচনা করি, রাক্ষসী মূরতি ধরি,
ভূমিতলে পড়ি ত্যজে প্রাণ।
বক্ষ-পদ প্রসারিত, কেশ পাশ সুলায়িত,
করি ঘোর বদন ব্যাদান ॥ ৩৮
ছয় ক্রোশ গোষ্ঠ মাঝে যত তরু ছিল।
পতমান দেহ সব বিচূর্ণ করিল ॥ ৩৯
বদন ভিতরে দন্ত ঈষার সমান।
নাসিকা-গহ্বর গিরি-কন্দর-প্রমাণ ॥ ৪০
ছিল গণ্ড শৈল সম তার দুই স্তন।
কেশের কলাপ শিরে অরুণ-বরণ ॥ ৪১
অন্ধকূপ সম দুই গভীর নয়ন।
নদীর পুলিন তুল্য দুইটী জঘন ॥ ৪২
ভুজদ্বয় উরুদ্বয় আর পদদ্বয়।
বদ্ধ সেতু সম ছিল দেখি লাগে ভয় ॥ ৪৩
জলহীন হ্রদ সম প্রকাণ্ড উদর।
দেহ সর্ব্ব অবয়ব অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৪৪
হেরিয়া সে রাক্ষসীর অদ্ভুত আকার
ব্রজবাসি-মনে মহা ভীতির সঞ্চার ॥ ৪৫
কহে গোপ গোপিগণ এ নহে মানবী।
এসে ছিল নাশিবারে শিশুরে দানবী ॥ ৪৬
বধিল পাপিনী বুঝি বালক-জীবন।
এত বলি করে সবে শিশু অন্বেষণ ॥ ৪৭
হেরি মৃত-নিশাচরী-বক্ষের উপরে।
নির্ভয় যশোদা-সুত সুখে খেলা করে ॥ ৪৮
দ্রুতগতি কোন গোপী করিয়া গ্রহণ।
জননীর কোলে দিল হৃদয়-রতন ॥ ৪৯
হইল পরমানন্দ-মগ্ন গোপীগণ।
যেন মৃত দেহে পুন পাইল জীবন ॥ ৫০
করিল নিশ্চয় ধৈর্য্য ধরি ক্ষণ পরে।
করিয়াছে দৃষ্টি দুষ্ট গ্রহ শিশু'পরে ॥ ৫১
কর্ত্তব্য ইহার হয় আশু প্রতীকার।
যেন রহে বিঘ্নহীন এ রাজ-কুমার ॥ ৫২
যশোদা রোহিণী সনে মিলিত হইয়া।
করিল বিধান স্থির রক্ষার লাগিয়া ॥ ৫৩
তথা করি দুগ্ধবতী গাভী আনয়ন।
করিল বালক' পরে গোপুচ্ছ ভ্রামণ ॥ ৫৪
আগে করাইল তারে গোমূত্রে মজ্জন।
করিল সর্ব্বাঙ্গে পুন গোরজ-লেপন ॥ ৫৫
গোময়ে দ্বাদশ অঙ্গে কেশবাদি ন্যাস।
যাহে সর্ব্ববিধ বিঘ্ন মনুজের নাশ ॥ ৫৬
পুনরায় করি শুচি জলে আচমন।
অঙ্গন্যাস করন্যাস করি সমাপন ॥ ৫৭
বালকের প্রতি অঙ্গে করি পরশন।
করে ন্যাস মন্ত্ররাজ করি উচ্চারণ ॥ ৫৮

রক্ষা করু পদ তব অজ ভগবান।
জানু দ্বয় রক্ষা তব করু অনিমান ॥ ৫৯
যুগ্ম উরু রক্ষা করু শ্রীযজ্ঞ ঈশ্বর।
রাখুন অচ্যুত কটিতট নিরন্তর ॥ ৬০
রক্ষা করু হয়গ্রীব তোমার জঠর।
কেশব রাখুন তব সতত অন্তর ॥ ৬১
ঈশ রক্ষা করু সদা তোমার উদর।
রক্ষা করু কণ্ঠ তব ইন দিবেশ্বর ॥ ৬২
ভুজদ্বয় বিষ্ণু তব ভুবন আধার।
উরুক্রম মুখ শির ঈশ্বর তোমার ॥ ৬৩
অগ্রে তব চক্রপাণি করুন রক্ষণ।
পৃষ্ঠ দেশ হরি গদা করিয়া ধারণ ॥ ৬৪
মধুহা অজন দেব তব পার্শ্বদ্বয়।
শঙ্খ-কর উরুগায় কোণ সমুদায় ॥ ৬৫
শ্রীগরুড় অধোদেশ উপেন্দ্র উপর।
রক্ষা করু সর্ব্বদিক প্রভু হলধর ॥ ৬৬
রক্ষা করু হৃষীকেশ ইন্দ্রিয়ের গণ।
রাখুন সকল প্রাণ দেব নারায়ণ ॥ ৬৭
রক্ষা করু চিত্ত তব শ্বেত দ্বীপপতি।
রহু যোগেশ্বর দৃষ্টি তব মনঃ প্রতি ॥ ৬৮
পৃশ্নিগর্ভ দেব বুদ্ধি রাখুন তোমার।
স্বয়ং বিভু ভগবান তব অহঙ্কার ॥ ৬৯
রক্ষা করু শ্রীগোবিন্দ খেলার সময়।
মাধব শয়ন কালে সদা দয়াময় ॥ ৭০
রাখুন বৈকুণ্ঠ যবে করিবে গমন।
রাখুন শ্রীপতি তুমি বসিবে যখন ॥ ৭১
যজ্ঞভুজ সর্ব্বগ্রহ ভয়-বিনাশন ॥
রাখুন তোমারে যবে করিবে ভোজন ॥ ৭২
বালগ্রহ বৃদ্ধগ্রহ রাক্ষসী ডাকিনী।
কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনা প্রেতিনী ॥ ৭৩
পিশাচ কুষ্মাণ্ড যক্ষ রক্ষ বিনায়ক।
আর দুষ্ট ভূত যত প্রাণ-বিনাশক ॥ ৭৪
করিতেছি তাহাদের বিনাশ কারণ।
ভুবন-মঙ্গল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৭৫
স্নেহ-পরায়ণা যত ব্রজ-দেবীগণ।
করিলা যশোদা-সুতে এমতে রক্ষণ ॥ ৭৬
জননী আনন্দে পান করাইয়া স্তন।
করাইলা সুকোমল শয্যায় শয়ন ॥ ৭৭
আহা কি অপূর্ব্ব ভাব গোপিকা অন্তরে।
যাহার তুলনা নাহি ভুবন ভিতরে ॥ ৭৮
প্রত্যক্ষ পূতনা-বধ করি দরশন।
কর্ত্তা বলি কৃষ্ণে নাহি করিল ধারণ ॥ ৭৯
শমন যাঁহার নামে করে পলায়ন।
করিল গোপিকা তাঁর সুরক্ষা বন্ধন ॥ ৮০
নিশি অবসানে নন্দ গোপ নরবর।
উত্তরিলা ব্রজপুরে সহ পরিকর ॥ ৮১
রাক্ষসী শরীর হেরি পথি নিপতিত।
হইল সবার মন বিস্ময় অন্বিত ॥ ৮২
ব্রজরাজ কহে তবে হইয়া ব্যাকুল।
হইল বিনষ্ট বুঝি আমার গোকুল ॥ ৮৩
না জানি কি মম সুত আছে স্বস্তিমান্ ॥
রক্ষা কি করিলা তারে প্রভু ভগবান্ ॥ ৮৪
এযে দেখি রাক্ষসীর প্রকাণ্ড শরীর।
করিল ইহারে বধ হেন কেবা বীর ॥ ৮৫
মম মিত্র বসুদেব তাপস হইলা।
তপস্যা-প্রভাবে তেঁহ সকল জানিলা ॥ ৮৬
সে হেতু আমারে শীঘ্র ব্রজে পাঠাইলা।
বিলম্ব করিতে রাজপুরে নাহি দিলা ॥ ৮৭
পাইবে এ দেহ দেখি ভয় ব্রজ জন।
অতএব অবিলম্বে কর্ত্তব্য দহন ॥ ৮৮
তবে গোপগণ আনি অনেক কুঠার ॥
খণ্ডশ ছেদন করে দেহ পূতনার ॥ ৮৯
আনিয়া প্রভুত কাষ্ঠ জ্বালি হুতাশন।
করিল প্রত্যেক অঙ্গ স্বতন্ত্র দহন ॥ ৯০
নিশাচরী অঙ্গ যবে জ্বলিতে লাগিল।
অগুরু চন্দন গন্ধ ধূমে উথলিল ॥ ৯১
এহেন সুরভি কটু-ধূমে নাহি হয়।
কি আশ্চর্য্য বলি গোপ পাইল বিস্ময় ॥ ৯২
গাভি সুর বিপ্র হিংসা ছিল যার ব্রত।
যে করিত সাধুকুলে পীড়িত সতত। ৯৩
যে করিত নরমাংস রুধির ভোজন।
নিরন্তর বধিত যে বালক-জীবন ॥ ৯৪

তার-কট ধূমে হয় সুরভি উত্থিত।
না হইবে কেন ইথে ভুবন বিস্মিত ॥ ৯৫
মনোযোগ দিয়া সবে করহ শ্রবণ।
মনোহর গন্ধ চিতা-ধূমে যে কারণ ॥ ৯৬
যদ্যপি আইল ব্রজে পূতনা পাপিনী।
বিনাশিতে নন্দ-সুতে শিশু বিনাশিনী ॥ ৯৭
যদিও তাহার স্তনে ছিল হলাহল।
মহাপাপ-পরিপূর্ণ হৃদয় সকল ॥ ৯৮
তথাপি সে মাতৃবেশ করিয়া ধারণ।
দিয়াছিল কৃষ্ণ-মুখে আপনার স্তন ॥ ৯৯
সেই ফলে তার সব পাপ দূরে গেল।
জননী-সমান গতি পাপিনী পাইল ॥ ১০০
ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন হয় যে চরণ।
ভক্তের হৃদয়ে যাহা রহে অনুক্ষণ ॥ ১০১
ত্রিলোক-বন্দিত পদ বিরিঞ্চি শঙ্কর।
রহে যে চরণে শির নমি নিরন্তর ॥ ১০২
সে পদে পূতনা অঙ্গ করি আক্রমণ।
তার স্তন করি পান শ্রীনন্দ-নন্দন ॥ ১০৩
দিল জননীর গতি পূর্ণ ভগবান।
কে আছে কৃষ্ণের সম করুণানিধান ॥ ১০৪
নিজ প্রিয়তম বস্তু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ।
প্রেম ভকতির সহ করে যেই জন ॥ ১০৫
তারে সদ্গতি দিবে কৃষ্ণ দয়াময়।
থাকিতে কি পারে বল ইহাতে সংশয় ॥ ১০৬
কৈবল্যাদি অর্থপ্রদ কৃষ্ণ ভগবান।
করিলা যে গাভী গোপী স্তন দুগ্ধ পান ॥ ১০৭
তাহারা পাইল সবে জননীর গতি।
অহেতু করুণাময় বৈকুণ্ঠের পতি ॥ ১০৮
পূতনার দাহ কার্য্য করি সমাপন।
করিতে করিতে ধূম সুগন্ধ বর্ণন ॥ ১০৯
অনুচর সহ গোপ কুলের ভূষণ।
উত্তরিলা আসি ব্রজ সুখ নিকেতন ॥ ১১০
যেরূপে রাক্ষসী ব্রজে কৈল আগমন।
যেরূপে হইল তার মরণ ঘটন ॥ ১১১
যে রূপে পাইল রক্ষা শিশুর জীবন।
কহিল রক্ষক-বৃন্দ সব বিবরণ ॥ ১১২
ব্রজরাজ তাহা সব করিয়া শ্রবণ।
হইলা বিস্ময় রসে সমাপ্লুত মন ॥ ১১৩
অনন্তর গোপেশ্বর আনি সুসন্তান।
লইলা হৃদয়ে ধরি মস্তক আঘ্রাণ ॥ ১১৪
অকলঙ্ক সুধাকর শিশুর বদন।
যাহে হয় সুধা ধারা নিয়ত ক্ষরণ ॥ ১১৫
তৃষিত চকোর ইব করি সুধাপান।
হইলা পরম সুখী গোপের প্রধান ॥ ১১৬
পুনঃ পুনঃ পুত্র-মুখ করিয়া চুম্বন।
কহিলা তোমারে রক্ষা কৈলা নারায়ণ ॥ ১১৭
অদ্ভুত অর্ভক কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
করিলা এমতে সুর-অরি নিপাতন ॥ ১১৮
শুনে শ্রদ্ধা সহ ইহা যেই মহামতি।
গোবিন্দ পদারবিন্দে লভে সেই রতি ॥ ১১৯
বরণিতে কৃষ্ণলীলা সদা লুব্ধ মন।
কহিল পূতনা বধ হরিনারায়ণ ॥ ১২০

অথ শকট-ভঞ্জন।

অহরহ কৃষ্ণ-মুখ করি দরশন।
আনন্দ সাগরে মগ্ন ব্রজবাসী জন ॥ ১
হইতে লাগিল নিত্য উৎসব নূতন।
করিল ত্রিতাপ ব্রজ ছাড়ি পলায়ন ॥ ২
করিলে চতুর্থ মাসে শিশু পদার্পণ।
কর্ত্তব্য হইল তাঁর পর্ব্ব নিষ্ক্রামণ ॥ ৩
জনম-নক্ষত্র-যুত শুভ দিন স্থির।
করিলা শ্রীনন্দরাজ মনস্বী সুধীর ॥ ৪
করিলা প্রচুর নানা দ্রব্য আয়োজন।
করিলা কুটুম্ব জ্ঞাতি বিপ্র নিমন্ত্রণ ॥ ৫
ব্রজের পুরস্ত্রী যত আসি নন্দালয়ে।
মিলিলা যশোদা সনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ॥ ৬
নিমন্ত্রিত ছিলা যত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
করিলা শোভিত আজি নন্দ-নিকেতন ॥ ৭
পতিপুত্রবতী ব্রজবাসিনী অঙ্গনা।
করিতেছে কল গান হরিণ-লোচনা ॥ ৮

তাহাদের মধ্যে দেবী যশোদা তখন।
সুতে কোলে লয়ে কৈলা আসন গ্রহণ॥ ৯
হেনকালে ব্রজরাজ আনি বিপ্রগণ।
করাইলা নিষ্ক্রামণ-ক্রিয়া সমাপন॥ ১০
সমাপিলা নারী যাঁরা সকল আচার।
চির-প্রচলিত কুল-প্রথা অনুসার॥ ১১
কৃত-অভিষেক তথা কৃত-স্বস্ত্যয়ন।
সুসমাপ্ত কুলাচার সুকৃত মজ্জন॥ ১২
করিতেছে শিশু ক্রমে নেত্র নিমীলন।
স্নেহময়ী যশোমতী করিলা দর্শন॥ ১৩
অন্তরে বুঝিয়া দেবী নিদ্রা আকর্ষণ।
সুত লয়ে গৃহ মাঝে করিলা গমন॥ ১৪
আছিল শকট এক গৃহের ভিতর।
শোয়াইলা তার তলে শয্যার উপর॥ ১৫
সুখ-নিদ্রাবিষ্ট যবে হইল নন্দন।
অচিরে করিলা দেবী বহিরাগমন॥ ১৬
সমাগত বিপ্রগণে দিলা বহু ধন।
বসন ভূষণ ধেনু বিবিধ রতন॥ ১৭
সুগন্ধ চন্দন মাল্যে করিয়া পূজন।
করাইলা চতুর্ব্বিধ অন্নে সুশোভন॥ ১৮
এসেছিল যত লোক ব্রজেন্দ্র-ভবনে।
সবারে করিলা তুষ্ট মান আপ্যায়নে॥ ১৯
হতেছিল নানাবিধ বাদ্যের বাদন।
আছিল উৎসব-মত্ত সবাকার মন॥ ২০
করিতে আদর নিমন্ত্রিত জন প্রতি।
সুলিপ্তা আছিলা গৃহলক্ষ্মী যশোমতী॥ ২১
নিদ্রা অবসানে পান করিবারে স্তন।
ক্ষুধাতুর মত শিশু করিলা রোদন॥ ২২
লোক-কোলাহলে বাদ্য তুমুল নিস্বনে।
না পশিল বালধ্বনি জননী-শ্রবণে॥ ২৩
প্রাকৃতশিশুর লীলা করিতে নাটন।
অপ্রাকৃত শিশু করে পদ উৎক্ষেপণ॥ ২৪
আঘাত করিল গিয়া শকটে তখন।
প্রবাল-সদৃশ খর্ব্ব মৃদুল চরণ॥ ২৫
শকটের বিপর্য্যয় তাহাতে ঘটিল।
চক্র-অক্ষ উলটিয়া ভূতলে পড়িল॥ ২৬
বিভিন্ন হইয়া পড়ে ভূমির উপর।
কঠিন বন্ধন-যুত দৃঢ় যুগ বর॥ ২৭
অনেক ভাজন কাংস্য আদি নির্ম্মিত।
ছিল গৃহমাঝে নানা গোরস-পূরিত॥ ২৮
প্রচণ্ড শকটাঘাতে সে সব ভাঙ্গিল।
ঘৃত দধি আদি সব ভূমিতে পড়িল॥ ২৯
গৃহমাঝে অকস্মাৎ শকট পতন।
ধাতুপাত্র পরস্পর আঘাতে ভঞ্জন॥ ৩০
হইল ইহাতে ঘোর রব সমুত্থিত।
যেন বজ্রপাত করি দিক নিনাদিত॥ ৩১
মহোৎসব-কোলাহল আচ্ছন্ন করিয়া। ৩২
সে শব্দ সবার কর্ণ ভেদিল যাইয়া॥
ব্রজ গোপ গোপী রব করিয়া শ্রবণ।
স্তম্ভিত হইল মুখে না সরে বচন॥ ৩৩
দ্রুতগতি গৃহমাঝে প্রবেশ করিল।
অদ্ভুত ব্যাপার সবে প্রত্যক্ষ করিল॥ ৩৪
সবে পরস্পর কথা কহিতে লাগিল।
শকটের বিপর্য্যয় কেমনে ঘটিল॥ ৩৫
অনেক কৌতুক-প্রিয় শিশু তথা ছিল।
সকল ঘটনা যারা প্রত্যক্ষ করিল॥ ৩৬
গোপগোপীগণে অতি ব্যাকুল হেরিয়া।
কহিল সকল কথা বিবৃত করিয়া॥ ৩৭
রোদন করিয়া যবে রাজার নন্দন।
করিল চরণ ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষেপণ॥ ৩৮
শকট চরণাঘাতে ভাঙ্গিল নিশ্চয়।
প্রত্যক্ষ করিনু মোরা না কর সংশয়॥ ৩৯
শুনি শিশুদের বাক্য গোপগোপীগণ।
না করিল তার প্রতি প্রত্যয় স্থাপন॥ ৪০
কহিল ইহারা শিশু সচঞ্চল-মতি।
কহে যাহা, হয় তাহা অসম্ভব অতি॥ ৪১
সবে মাত্র চারিমাস যার বয়ঃক্রম।
হয় কি তাহার সাধ্য এহেন করম॥ ৪২
অতি সুকোমল লঘু ইহার চরণ।
হয় কি আঘাতে তার শকট ভঞ্জন॥ ৪৩
অবশ্য করেছে দুষ্ট গ্রহ দৃষ্টিপাত।
নতুবা হইবে কেন এহেন উৎপাত॥ ৪৪

আহা কি বাৎসল্য ভাব ছিল ব্রজজনে।
শিশুর ঐশ্বর্য্য নাহি করিল ধারণে॥ ৪৫
এযে বিশ্বম্ভর শিশু পূর্ণ ভগবান।
দেখিয়াও ব্রজবাসী নাহি করে জ্ঞান॥ ৪৬
যার বল কণা মাত্র বিশ্বে বিক্ষেপিত।
হইয়া করেছে তাঁরে মহা বলান্বিত॥ ৪৭
দেবতা অসুর যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
রাক্ষস পিশাচ ভূত রক্ষ নাগ নর॥ ৪৮
ন্যূনাধিক বলবান জগতের জন।
যে বলের লবলেশ করিয়া লভন॥ ৪৯
সেই বিশ্ববল সর্ব্ব বলের আধার।
মায়া-নরাকার শিশু ব্রজেন্দ্র-কুমার॥ ৫০
রসিক্তা বাৎসল্য রসে গোপিকা সকল।
ভাবিল তাহারে গোপ বালক দুর্ব্বল॥ ৫১
যশোদা হেরিলা সুত করিছে রোদন।
সত্বর লইয়া কোলে দিলা মুখে স্তন॥ ৫২
দুষ্টগ্রহ আবির্ভাব শঙ্কা করি মনে।
ডাকাইলা ত্বরা করি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে॥ ৫৩
গ্রহ-বিনাশন সূক্ত করিয়া পঠন।
তাহারা করিলা যথা বিধি স্বস্ত্যয়ন॥ ৫৪
শাস্ত্র বিধি অনুসারে জ্বালি হুতাশন।
গ্রহ শান্তি হেতু হোম কৈলা সম্পাদন॥ ৫৫
কুশ জল দধি ধূপ আতপ তণ্ডুল।
প্রদানি অর্চ্চিলা যত গ্রহ প্রতিকূল॥ ৫৬
অনৃত অসূয়া দম্ভ হিংসা বিবর্জ্জিত।
সত্যশীল দ্বিজবর ব্রহ্মণ্য নিষ্ঠিত॥ ৫৭
করয়ে প্রয়োগ যেই আশীষ বচন।
সর্ব্বথা অমোঘ তাহা হয় সর্ব্বক্ষণ॥ ৫৮
সে সব ব্রাহ্মণ বিপ্রকুল-বিভূষণ।
ঋক সাম যজু মন্ত্র করি উচ্চারণ॥ ৫৯
ভক্তি সহকারে পূজি হরির চরণ।
পুনরপি করে নন্দসুত স্বস্ত্যয়ন॥ ৬০
পবিত্র ওষধি জলে করাইয়া স্নান।
করিলা যশোদা বিপ্রে দক্ষিণা প্রদান॥ ৬১
আশীর্ব্বাদ দিয়া বিপ্র করিলা গমন।
শকট ভঞ্জন লীলা হল সমাপন॥ ৬২
শ্রদ্ধা সহ শুনে যেবা এই বিবরণ।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লভে ভক্তিধন॥ ৬৩

অথ তৃণাবর্ত্ত-বধ।

একদা জননী কোলে করিয়া ধারণ।
করিতে আছিলা সুতে যতনে লালন॥ ১
সহসা শিশুর ভার অসহ্য হইল।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেন উপরে পড়িল॥ ২
অতীব বিস্মিতা গোপী না জানি কারণ।
ভূমে প্রাণাধিক সুতে করিলা ক্ষেপণ॥ ৩
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যাঁর জঠর ভিতরে।
বিরাজে তনয় রূপে তেঁহ নন্দঘরে॥ ৪
না জানি যশোদা নিজ সুত পরিচয়।
প্রাকৃত সন্তান বলি তারে মানি লয়॥ ৫
করিতে লাগিলা মহাপুরুষের ধ্যান।
উদ্দেশ্য কেবল নিজ পুত্রের কল্যাণ॥ ৬
তৃণাবর্ত্ত নামে ছিল কংস অনুচর।
নানা মায়াশাস্ত্র-পটু দানব-প্রবর॥ ৭
ব্রজভূমে কংস তারে করিলা প্রেরণ।
গোপকুল শিশুকুল নির্ম্মূল কারণ॥ ৮
চক্রবাত রূপে দৈত্য গোকুলে আইল।
খরতর সমীরণ বহিতে লাগিল॥ ৯
ধূলি রাশি পরিপূর্ণ সবার নয়ন।
নাহি পারে কেহ কারে করিতে দর্শন॥ ১০
মুহূর্ত্তের তরে গোষ্ঠ ঘোর অন্ধকার।
দিবা ভাগে যেন মায়া-নিশি অধিকার॥ ১১
ঝর ঝর ভয়ঙ্কর তুমুল নিস্বন।
হইল বধির যাহে সবার শ্রবণ॥ ১২
প্রচণ্ড বাত্যায় সর্ব্ব ব্রজ আন্দোলিত।
সবে হতবুদ্ধি সবে মায়া বিমোহিত॥ ১৩
করিতে আছিল দৈত্য শর্করা ক্ষেপণ।
অতি উপদ্রুত তাহে ব্রজবাসী জন॥ ১৪
ভাবিল অকালে বুঝি হইল প্রলয়।
ধন প্রাণ শিশু পশু রক্ষা নাহি পায়॥ ১৫

হেনকালে স্নেহময়ী দেবী যশোমতী।
হইলা পুত্রের তরে চিন্তান্বিত অতি ॥ ১৬
আপন প্রাণের মায়া করি বিসর্জ্জন।
পুত্রের পদবী মাতা করে অন্বেষণ ॥ ১৭
যেখানে করিয়াছিলা শিশুরে স্থাপন।
খুঁজিলা সেখানে করি কর প্রসারণ ॥ ১৮
ইতস্তত করি অন্ধকারে বিচরণ।
না পাইলা পুত্রতত্ত্ব কুত্রাপি তখন ॥ ১৯
মৃতবৎসা গাভী ইব ভূতলে পড়িলা।
অতীব করুণ স্বরে কান্দিতে লাগিলা ॥ ২০
বক্ষে শিরে করাঘাত করে হাহাকার।
ধৈরজ না মানে হিয়া মহা শোকভার ॥ ২১
কোথা গেল সুত মম হৃদয়-রতন।
প্রাণের পুতলী মোর নয়ন-রঞ্জন ॥ ২২
ফুল্ল ইন্দীবর জিনি শ্যামল বরণ।
রক্তপ্রান্ত সমায়ত যুগল নয়ন ॥ ২৩
রাখিতাম কৃপণের কনক মতন।
সর্ব্বদা হৃদয় মাঝে করিয়া যতন ॥ ২৪
বিগত বয়সে মম সুত জনমিল।
ভাবিলাম বিধি বুঝি সদয় হইল ॥ ২৫
এবে বুঝিলাম বিধি নিতান্ত নির্দ্দয়।
প্রদান করিয়া নিল সে হেন তনয় ॥ ২৬
বিধি বিড়ম্বনা কিছু বুঝিতে না পারি।
কোমল শিশুর ভার সহিতে না পারি। ২৭
কেন আমি করিলাম ভূতলে স্থাপন ॥
কেবা হেন অরি মম করিল হরণ ॥ ২৮
না করি বৈরিতা আমি কভু কার সনে।
সরলা গোপিকা আমি জানে সর্ব্বজনে ॥ ২৯
যে দিন করিনু আমি সন্তান প্রসব।
সে দিন হইতে মম বাড়িল গৌরব ॥ ৩০
বড় ভাগ্যবতী আমি ছিনু আদরিণী।
ত্রিভুবন-বিমোহন সুত-প্রসবিনী ॥ ৩১
হইলাম আজি আমি অতি অভাগিনী।
সবার নিন্দার পাত্রী সন্তান-নাশিনী ॥ ৩২
আমার গৌরব-রবি আজি অস্ত গেল।
দারুণ দুখের নিশা আজি দেখা দিল ॥ ৩৩
সে হেন সুন্দর সুতে আজি হারাইয়া।
না রহিবে ব্রজনাথ কখন বাঁচিয়া ॥ ৩৪
আছিল আমার সুত ব্রজের জীবন।
তাহার বিহনে নাহি জীবে ব্রজজন ॥ ৩৫
হইবে শ্মশান সম ব্রজ সুখময়।
আমার করম দোষে নাহিক সংশয় ॥ ৩৬
আমার কর্ত্তব্য এবে প্রাণ বিসর্জ্জন।
সে সুত বিহীন প্রাণে কিবা প্রয়োজন ॥ ৩৭
এমতে করিছে শোক গোকুল ঈশ্বরী।
ছিন্নমূলা লতা ইব ভূমিতলে পড়ি ॥ ৩৮
ক্রমে ক্রমে চক্রবাত প্রশান্ত হইল।
যশোদা-বিলাপ-ধ্বনি সকলে শুনিল ॥ ৩৯
দৌড়িয়া আসিল তথা ব্রজবাসী জন।
হইয়া বিব্রত ব্যস্ত জানিতে কারণ ॥ ৪০
যশোমতী মুখে শুনি সব বিবরণ।
সবে করে হাহাকার বিলাপ রোদন ॥ ৪১
সদানন্দ ময় ব্রজ নিরানন্দ ময়।
কৃষ্ণ-শোক-বিমূর্চ্ছিত সবার হৃদয় ॥ ৪২
ব্রজের সে ভাব হেরি মনে লাগে ভয়।
করিল বিধাতা কেন হেন দুখোদয় ॥ ৪৩
বিপুল-বিক্রম তৃণাবর্ত্ত মহাসুর।
শিশুরে সুবিধা বুঝি হরিল চতুর ॥ ৪৪
কৃষ্ণে লয়ে বায়ু বেগে গগনে উঠিল।
বালক দানব কণ্ঠ লপটি ধরিল ॥ ৪৫
শিশুর গুরুত্ব দৈত্য সহিতে নারিল।
অকস্মাৎ গতি তার স্থগিত হইল ॥ ৪৬
যতন করিল বহু ভূমে নিক্ষেপিতে।
কিন্তু না পারিল শিশু কর ছাড়াইতে ॥ ৪৭
বালক বিক্রমে দৈত্য পাইল বিস্ময়।
জীবনের তরে তার উপজিল ভয় ॥ ৪৮
বালকে করিয়া ত্যাগ দৈত্য বলবান।
হল অসমর্থ যবে বাঁচাইতে প্রাণ ॥ ৪৯
করিয়া অব্যক্ত রব নির্গত-লোচন।
পড়িল গোকুল মাঝে বিগত-জীবন ॥ ৫০
সুকঠিন শিলাপরে, দৈত্য তৃণাবর্ত্ত পড়ে,
দুরাচার কংস অনুচর।

শিশু ধৃত গলদেশ, দারুণ বিকট বেশ,
আঘাত বিশীর্ণ কলেবর ॥ ৫১

হইল অসুর পাত, নাহি আর ঝঞ্ঝাবাত,
সুপ্রসন্ন ভূতল আকাশ।

অন্তরীক্ষে রাজে রবি, প্রখর বিমল ছবি,
করি মায়া-তিমির বিনাশ ॥ ৫২

কৃষ্ণ-শোক-পরায়ণ, চমকিত ব্রজজন,
দ্রুতগতি করিল গমন।

দানবের কণ্ঠ ধরি, শ্রীনন্দ-নন্দন হরি,
লম্বমান করিল দর্শন ॥ ৫৩

কোন গোপী দ্রুতগতি, সুচতুরা বুদ্ধিমতী,
গিয়া শিশু করিল গ্রহণ।

অবিলম্বে দিল আনি, কোলে ধরে নন্দরাণী,
ব্রজবাসি-জন-প্রাণধন ॥ ৫৪

দূরে গেল সব শোক, আনন্দিত ব্রজলোক,
লভি পুন ব্রজেন্দ্র-কুমার।

যমালয় হতে যেন, ফিরিয়া আইল হেন,
কহে সবে অদ্ভুত ব্যাপার ॥ ৫৫

শ্রীনন্দ গোকুল পতি, অতীব উদার মতি,
করে কোলে আপন নন্দন।

অকলঙ্ক সুধাকর, পুত্রমুখ-সুখাকর,
পুনঃ পুনঃ করিলা চুম্বন ॥ ৫৬

নেত্রে প্রেম জল ঝরে, গণ্ডযুগ বহি পড়ে,
কহে মুখে গদ্গদ বচন।

গোকুল হইতে আজি, আনন্দ কুশল রাজি,
করিতে আছিল পলায়ন ॥ ৫৭

ব্রজে সব অন্ধকার, চারিদিক হাহাকার,
না রহিত যশোদা জীবন।

মম সহ ব্রজজন, হারাইয়া প্রাণ ধন,
করিত শরীর বিসর্জ্জন ॥ ৫৮

হ'লে মম সুতহীন, হ'ত ব্রজ অতি দীন,
পরিণত হইত শ্মশানে।

পশু পক্ষী সপতঙ্গ, হারাইয়া কৃষ্ণ সঙ্গ,
ধরিতে নারিত কেহ প্রাণে ॥ ৫৯

করুণা করিয়া বিধি, বিনষ্ট হৃদয় নিধি,
পুনরপি করিলা অর্পণ।

দুখতম বিদূরিত, সুখ রবি সমুদিত,
করি পূর্ব্ব অবস্থা স্থাপন ॥ ৬০

কহে হরিনারায়ণ, শুন সাধু শ্রোতৃগণ,
কৃষ্ণ যশ মহিমা অপার।

এহেন নন্দন যার, সর্ব্বসুখ সারাৎসার,
কি অলভ্য তাহার সংসারে ॥ ৬১

মৃত্যুর কবল-মুক্ত যশোদা-নন্দনে।
পাইয়া আনন্দ-মগ্ন গোপগোপীগণে ॥ ৬২
সবাকার মুখ-পদ্ম সুখ-বিকসিত।
বিষাদ-কালিমা গত হাস্য বিরাজিত ॥ ৬৩
সবে কহে কি আশ্চর্য্য আছে অতঃপর।
মৃত্যুমুখ হতে শিশু এল নিজ ঘর ॥ ৬৪
শ্রীনন্দ-নন্দন হয় ব্রজের জীবন।
জীবন বিহীন দেহ বাঁচে কতক্ষণ ॥ ৬৫
ব্রজেন্দ্র কুমার যদি ফিরি না আসিত।
যমুনার জলে আজি এদেহ ভাসিত ॥ ৬৬
ভূরি ভূরি পুণ্য পুঞ্জ করিনু সঞ্চয়।
পূরব জনমে মোরা নাহিক সংশয় ॥ ৬৭
করিনু দুশ্চর তপ মোরা আচরণ।
করিনু বিমল মনে শ্রীবিষ্ণু পূজন ॥ ৬৮
করেছিনু বাপী কূপ তড়াগ নির্ম্মাণ।
প্রদান করিনু যোগ্য পাত্রে বহুদান ॥ ৬৯
অগ্নিহোত্র আদি যাগ যজ্ঞ সদক্ষিণ।
করেছিনু নানাবিধ কপটতা হীন ॥ ৭০
নতুবা রাক্ষসমুখ-প্রবিষ্ট কুমার।
আসিত কি ব্রজে ফিরি আজি পুনর্ব্বার ॥ ৭১
করিতে স্বজন বন্ধু আনন্দ বর্দ্ধন।
দেখাইয়া মুখ মন নয়ন রঞ্জন ॥ ৭২
হিংসাবৃত্তি পাপরত দুষ্ট নরাশন।
লভিল আপন পাপে আপনি মরণ ॥ ৭৩
পরিপূর্ণ হলে পাপ নষ্ট পাপীয়ান।
যদিও বিক্রমবলে জনে বলীয়ান ॥ ৭৪
আপদে ধার্ম্মিকে রক্ষা করে ধর্ম্মবল।
যদিও সবল হীন অথবা দুর্ব্বল ॥ ৭৫
অপূর্ব্ব বাৎসল্য কিবা গোপ গোপী জনে।
না মানে ঐশ্বর্য্য করি প্রত্যক্ষ দর্শনে ॥ ৭৬

অকলঙ্ক সুধাকর শ্রীকৃষ্ণ-বদন।
মহানন্দে করি পুনঃ পুনঃ বিলোকন ॥ ৭৭
করিয়া হৃদয়-পটে সে চিত্র অঙ্কন।
ব্রজবাসী নিজবাসে করিল গমন ॥ ৭৮
যে কহিলা বসুদেব মথুরা নগরে।
ব্রজপতি সেই বাণী স্মরিলা অন্তরে ॥ ৭৯
যে করে জননী স্নেহ প্রাকৃত সন্তানে।
প্রসবিনী বিনা তাহা অন্যে নাহি জানে ॥ ৮০
জগতের পরমাত্মা কৃষ্ণ হেন সুত।
তাহাতে যশোদা স্নেহ অসীম অদ্ভুত ॥ ৮১
একদিন স্নেহপ্লুতা দেবী যশোমতী।
সুতে কোলে লয়ে স্তন দিলা ভাগ্যবতী ॥ ৮২
পীতপ্রায়-স্তন শিশু লইলা যখন।
করিতে আছিলা সুতে যতনে লালন ॥ ৮৩
যশোদা তন্ময় চিত্তে সুতের বদন।
করিতে আছিলা এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ ॥ ৮৪
না ছিল তখন তায় অন্য বস্তু জ্ঞান।
ব্রহ্মরসলীন যোগী যথা করে ধ্যান ॥ ৮৫
অকস্মাৎ জৃম্ভা শিশু পরিত্যাগ করে।
পড়িল জননী-দৃষ্টি মুখের গহ্বরে ॥ ৮৬
অতল বিতল তলাতল রসাতল।
পাতাল ভূতল স্বর্গ রবি শশী জল ॥ ৮৭
সমুদয় জ্যোতিশ্চক্র সমীর গগন।
পর্ব্বত কানন নদী দ্বীপ হুতাশন ॥ ৮৮
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর।
অসুর দানব দৈত্য সিদ্ধ নাগ নর ॥ ৮৯
ইন্দ্রিয় তন্মাত্র-ভোগ্য পদার্থ-নিচয়।
স্থাবর জঙ্গম যত জীব সমুদয় ॥ ৯০
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড করি মুখে নিরীক্ষণ।
হইল দেবীর ভয়ে হৃদয়-কম্পন ॥ ৯১
সে দৃশ্য দেখিতে নারি মুদিলা নয়ন।
বিস্ময়-আবিষ্ট তদা না চলে চরণ ॥ ৯২
অতীত হইল এই ভাবে কতক্ষণ।
করিলা যশোদা পরে নেত্র উন্মীলন ॥ ৯৩
দেখিলা শিশুর মুখ সুন্দর সস্মিত।
নাহি তন্মধ্যে দৃশ্য আর বিজৃম্ভিত ॥ ৯৪
কার সাধ্য কৃষ্ণ-মায়া পারে হে বুঝিতে।
শ্রীকৃষ্ণ জানান যাঁরে সে পারে জানিতে ॥ ৯৫
যে দৃশ্য করিলা দেবী নয়ন গোচর।
না রহিল মায়াবলে কোন ভাবান্তর ॥ ৯৬
ভাবিত বাৎসল্য ভাবে যাদের হৃদয়।
দেখিয়া ঐশ্বর্য্য তবু না করে প্রত্যয় ॥ ৯৭
বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসে রসিকা ভামিনী।
যশোদা-সমানা কেহ না হ'ল জননী ॥ ৯৮
কুত্রাপি ভুবনে নাহি যশোদা তুলনা।
কি করিবে কবিকুল করিয়া কল্পনা ॥ ৯৯
ধন্যা—যশোমতী মাতা তুমি গো ভুবনে।
রাখিলে আপন করি চিদানন্দ ঘনে ॥ ১০০

অথ শ্রীকৃষ্ণ-অন্নাশন।

ছয় মাস বয়ঃক্রম কৃষ্ণের যখন।
মনে মনে বসুদেব চিন্তিলা তখন ॥ ১
পুত্র অন্নাশন কাল হ'ল উপস্থিত।
যদুকুলাচার্য্যে ব্রজে প্রেরণ উচিত ॥ ২
ডাকাইয়া সুনিভৃতে গর্গ তপোধনে।
কহিলা মধুর বাণী বন্দিয়া চরণে ॥ ৩
তপোবলে গুরুদেব ভুবন ভিতর।
নাহি আছে কিছু মাত্র তব অগোচর ॥ ৪
তথাপি কর্ত্তব্য বোধে করি নিবেদন।
অপরাধ ক্ষমা করি করহ শ্রবণ ॥ ৫
আছে নন্দব্রজে মম যুগল নন্দন।
হ'ল অন্নাশন কাল তাদের এখন ॥ ৬
কৃপা করি রক্ষা কর আমার বিনয়।
গোপনে গমন কর নন্দের আলয় ॥ ৭
নির্ব্বাহ করহ পুত্র-যুগের সংস্কার।
যদুকুল-রীতিমত সমগ্র আচার ॥ ৮
শুনিয়া বসুর মৃদু মধুর বচন।
আশীর্ব্বাদ দিয়া কহে গর্গ তপোধন ॥ ৯
জানি বসুদেব আমি সব বিবরণ।
অচিরে করিব তব বাঞ্ছা সম্পূরণ ॥ ১০

আমার গমন ব্রজে গোপন রহিবে।
রোহিণী যশোদা নন্দ কেবল জানিবে ॥ ১১
এত কহি গর্গ ঋষি নন্দ-নিকেতন।
সবাকার অলক্ষিত করিলা গমন ॥ ১২
গোপ কুলপতি তাঁরে করি দরশন।
দাঁড়াইলা কৃতাঞ্জলি বন্দিয়া চরণা ॥ ১৩
নারায়ণ জ্ঞানে তাঁরে করিলা অর্চ্চন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিলা বসিতে আসন ॥ ১৪
সুখাসনে বসে যবে তপস্বী ব্রাহ্মণ।
আতিথ্য নন্দের দত্ত করিয়া গ্রহণ ॥ ১৫
জিজ্ঞাসিলা তাঁরে গোপকুল-বিভূষণ।
জানি দেব নাহি তব কিছু প্রয়োজন ॥ ১৬
সদা আত্মলাভ-তুষ্ট তুমি পূর্ণকাম।
আত্মাতে রমণ কর দেব আত্মারাম ॥ ১৭
আছয়ে অভাব যার সে করে ভ্রমণ।
ইতস্ততঃ করিবারে অভাব পূরণ ॥ ১৮
তুমি পূর্ণ, নাহি দেব কুত্রাপি অভাব।
তপস্যা প্রভাবে তব সর্ব্বত্র সদ্ভাব ॥ ১৯
ইহা আমি সাধু মুখে করেছি শ্রবণ।
গৃহীর নিস্তার তরে মহৎ বিচলন ॥ ২০
গৃহস্থ বিষয়-লিপ্ত অতীব কৃপণ।
না পারে করিতে ব্রহ্মরস আস্বাদন ॥ ২১
করিছে সংসারে গতাগতি বারম্বার।
কভু উচ্চ কভু নীচে কর্ম্ম অনুসার ॥ ২২
কৃপা করি তাহাদের নিস্তার কারণ।
সাধুগণ গৃহি-গৃহে করে আগমন ॥ ২৩
কি কহিব আমি সাধু সঙ্গের মহিমা।
বিরিঞ্চি শঙ্কর যার নারে দিতে সীমা ॥ ২৪
ক্ষণমাত্র সাধু-সঙ্গ করে যেই জন।
অবিলম্বে ভব-ক্লেশ হয় নিবারণ ॥ ২৫
বিবিধ বিষয় কার্য্যে বিষয়ী নিরত।
রহি দিবানিশি কাল কাটায় সতত ॥ ২৬
গৃহের বাহিরে সেই কদাচ না যায়।
শিয়রে করাল কাল দেখিতে না পায় ॥ ২৭
উদ্ধার করিতে তারে দিব্য জ্ঞান দিয়া।
উপস্থিত হন সাধু আপনি আসিয়া ॥ ২৮
ভাসিতেছি আমি ঘোর সংসার-সাগরে।
তব আগমন মোর নিস্তারের তরে ॥ ২৯
জ্যোতিঃশাস্ত্র অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সাধন।
ইহ পূর্ব্ব জন্ম ফল করে বিজ্ঞাপন ॥ ৩০
হেন শাস্ত্র হয় দেব তোমার রচিত।
যাহা পাঠ করি লোক জ্ঞানী সুপণ্ডিত ॥ ৩১
ইহা ভিন্ন তুমি ব্রহ্মবেত্তার প্রধান।
এ হেতু তোমাতে দেব মন্ত্র বিদ্যমান ॥ ৩২
হয়েছে দর্শনে তব মনে অভিলাষ।
না পারি কহিতে মুখে হইতেছে ত্রাস ॥ ৩৩
তুমি অন্তর্য্যামী প্রভু জানিছ সকলে।
এ বিশ্ব সংসার তব আছে করতলে ॥ ৩৪
তথাপি চরণে তব করি নিবেদন।
নারিব মনের ভাব রাখিতে গোপন ॥ ৩৫
আছে শ্বেত কৃষ্ণ মম যুগল কুমার।
কর্ত্তব্য তাদের অন্নপ্রাশন সংস্কার ॥ ৩৬
কৃপা করি যদি ক্রিয়া কর সম্পাদন।
হইবে আমার তবে বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৩৭
দয়া কর রক্ষা কর আমার বিনয়।
নবনীত-সম বিপ্র কোমল-হৃদয় ॥ ৩৮
কহে গর্গ শুন নন্দ আমার বচন।
যদু কুলাচার্য্য আমি জানে ত্রিভুবন ॥ ৩৯
আমি যদি করি তব সুতের সংস্কার।
ইহারে কহিবে সবে দেবকী-কুমার ॥ ৪০
বসুদেব-সখা তুমি জানে সর্ব্বজন।
ভিন্ন ভাব তোমাদের নহিল কখন ॥ ৪১
দেবকী-বিবাহে দৈববাণী যে হইল।
ত্রিভুবন মাঝে তাহা সকলে শুনিল ॥ ৪২
দেবকী অষ্টম গর্ভে যে সুত জন্মিবে।
কংসের নিহন্তা সেই নিশ্চয় হইবে ॥ ৪৩
দেবকী সুতারে যবে কংস বিনাশিল।
অন্তরীক্ষে গিয়া কন্যা তাহারে কহিল ॥ ৪৪
করেছে তোমার হন্তা জনম গ্রহণ।
অহেতু নির্দ্দোষী জনে না কর নিধন ॥ ৪৫
তব সনে বসু-সখ্য দারিকা বচন।
আমার কর্ত্তৃক তব সুত অন্নাশন ॥ ৪৬

মিলন ভোজেন্দ্র যদি করে এ ত্রিতয়।
হবে তব সুতে বসুসুতত্ব সংশয় ॥ ৪৭
সে সন্দেহ বশে পাপী ভোজ কুলাঙ্গার।
পারে করিবারে নানাবিধ অত্যাচার ॥ ৪৮
হ'তে পারে কত তাহে অনিষ্ট ঘটন।
বিচারিয়া দেখ গোপ-কুলের ভূষণ ॥ ৪৯
অতএব এ সঙ্কল্প করহ বর্জ্জন।
করহ অপর দ্বারা কার্য্য সম্পাদন ॥ ৫০
ঋষি বাক্য শুনি কহে গোপকুল পতি।
আমি তব দাস দেব রাখহ মিনতি ॥ ৫১
কর ক্রিয়া গৃহ মাঝে অতি সঙ্গোপনে।
জানিতে নারিবে ইহা অন্য কোন জনে ॥ ৫২
যশোদা রোহিণী সহ আমি তপোধন।
করিব যাইয়া তব আদেশ পালন ॥ ৫৩
কোনক্রমে না হইবে ঘটনা প্রকাশ।
কর বাঞ্ছা পূর্ণ প্রভো আমি তব দাস ॥ ৫৪
তবে গর্গ মহামুনি নন্দের বচন।
শুনিয়া কহিলা শীঘ্র কর আয়োজন ॥ ৫৫
নন্দ শুনি ঋষি-বাণী আনন্দ পাইলা।
অতীব নিভৃত স্থানে সম্ভার করিলা ॥ ৫৬
যাইয়া আচার্য্য তথা আসনে বসিলা।
মাতৃদ্বয় সুত-যুগে তখন আনিলা ॥ ৫৭
স্বস্তি বাচন করি সব ক্রিয়া সমাপিলা ॥
পরে নন্দে সম্বোধিয়া আচার্য্য কহিলা ॥ ৫৮
আপনার গুণে এই রোহিণী-নন্দন।
করিবে সুহৃদগণ-আনন্দ-বর্দ্ধন ॥ ৫৯
এ হেতু ইহার নাম রাখিলাম রাম।
যাহার কৃপায় লোক হবে পূর্ণকাম ॥ ৬০
যদুকুল মধ্যে ভেদ হইবে যখন।
এ শিশু করিবে তবে শান্তির স্থাপন ॥ ৬১
এ হেতু রাখিনু নাম আমি সঙ্কর্ষণ।
করি ভাবি কাল তত্ত্ব এবে আলোচন ॥ ৬২
না হবে ইহার সম কেহ বলবান।
অতএব বল আখ্যা করিনু প্রদান ॥ ৬৩
প্রতিযুগে তব সুত ধরি কলেবরে।
সনাতন দেব পথ রাখিবার তরে ॥ ৬৪
শুক্ল রক্ত পীত কৃষ্ণ বর্ণ চতুষ্টয়।
প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে লয় ॥ ৬৫
পীত শুক্ল রক্ত বর্ণ যে কালে ধারণ।
করিলা সে কাল গত হয়েছে এখন ॥ ৬৬
এবে ধরি কৃষ্ণ বর্ণ পরম সুন্দর।
হইলা তোমার সুত বিশ্ব মনোহর ॥ ৬৭
শ্রীকৃষ্ণ ইহার নাম করিনু রক্ষণ।
স্মরিয়া কৃতার্থ হবে ত্রিভুবন জন ॥ ৬৮
তব সুত বসুদেব হইতে কখন।
করেছিল পুরা কালে জনম গ্রহণ ॥ ৬৯
বাসুদেব অন্য আখ্যা করিনু প্রদান।
এ হেতু জানিবে গোপরাজ মতিমান ॥ ৭০
তোমার নন্দন রূপ গুণ অনুসার।
ধরিবে বিবিধ নাম সংখ্যা নাহি তার ॥ ৭১
গুণ কর্ম্ম অনুরূপ রূপ অগণন ॥
আছে তব সুতে নন্দ করহ শ্রবণ ॥ ৭২
আমি নাহি জানি তাহা কিম্বা অন্যজনে।
ইয়ত্তা করিতে নারে এ তিন ভুবনে ॥ ৭৩
সমাহিত চিত্তে তুমি শুনহ রাজন ॥
এ সুত জাতক ফল করিব বর্ণন ॥ ৭৪
হইবে শ্রীমন্ত গোপ গোকুল নন্দন।
তোমাদের বহু শ্রেয় করিবে বর্দ্ধন ॥ ৭৫
বিবিধ বিপদ হতে পাইবে নিস্তার।
অতুল বিক্রমশালী তনয় তোমার ॥ ৭৬
যবে ভূমি অরাজকা হ'ল একবার।
করিল সাধুর প্রতি দস্যু অত্যাচার ॥ ৭৭
লয়ে ছিল সাধুকুল ইঁহার শরণ।
করিলা আত্মজ তব তাঁদের রক্ষণ ॥ ৭৮
অতি মহাভাগ নন্দ তোমার তনয়।
শরণাগতের প্রতি দয়া অতিশয় ॥ ৭৯
যথা বিষ্ণু-পাদপদ্ম লইলে আশ্রয়।
দুরন্ত দানব হতে নাহি থাকে ভয় ॥ ৮০
তথা যে করিবে প্রীতি তব সুত'পরে।
না পাইবে পরাভব কভু অরিকরে ॥ ৮১
অহে ব্রজপতে তব এই সুসন্তান।
সর্ব্বথা করিবে তার রক্ষার বিধান ॥ ৮২

ঐশ্বর্য্য কীরতি গুণ প্রভাব ইহার।
কহি নারায়ণ সম গোচরে তোমার ॥ ৮৩
অতএব সমাহিত চিত্তে সযতনে।
পালন করহ নন্দ এ হেন নন্দনে ॥ ৮৪
মনে মনে করি মুনি শ্রীকৃষ্ণে প্রণাম।
বিদায় লইয়া গেলা আপনার ধাম ॥ ৮৫
শুনি ব্রজপতি গর্গ-কথিত বচন।
মানিলা নিজেরে পূর্ণ কল্যাণ-ভাজন ॥ ৮৬
কিঞ্চিৎ আরোপ রাখি গর্গ তপোধন॥
যদিও কহিলা নন্দে সব বিবরণ ॥ ৮৭
তথাপি তাঁহার মনে কৃষ্ণে সুত জ্ঞান।
রহে পূর্ব্বমত নাহি করে তিরোধান ॥ ৮৮
ব্রজের অপূর্ব্ব ভাব বেদ অগোচর।
ব্রজবাসী বিনা নাহি জানে অন্য নর ॥ ৮৯
এ মতে হইল কৃষ্ণ শুভ অন্নাশন।
যথাশাস্ত্র বিধিমত শ্রীনামকরণ ॥ ৯০

অথ বাল্য-বিহার।

কিয়দ্দিন পরে ব্রজে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
করিতে লাগিলা নর শিশুত্ব নাটন ॥ ১
প্রথমতঃ হামাগুড়ি লীলার বিহার।
দেখি ব্রজবাসী মনে লাগে চমৎকার ॥ ২
অরুণ কোমল পদদ্বয় বিকর্ষণ।
ইতস্ততঃ নন্দালয়ে করে বিচরণ ॥ ৩
কটক কিঙ্কিণী আর চরণ ভূষণ।
থাকি থাকি করে মৃদু মধুর নিস্বন ॥ ৪
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ব্রজ প্রাঙ্গণে কখন।
হইত কর্দ্দম লিপ্ত শ্রীকর-চরণ ॥ ৫
কভু কৃষ্ণ বলদেব বাহিরে আসিয়া।
পথিকের পাছু পাছু যাইত ধাইয়া ॥ ৬
দুই তিন চারি পদ যাইয়া কখন।
করিত চকিত ভীত ইব আবর্ত্তন ॥ ৭
গিয়া দ্রুতগতি স্ব স্ব জননীর পাশে।
ধরিত অঞ্চল যেন পাইয়াছে ত্রাসে ॥ ৮
যশোদা রোহিণী করি সে দশা দর্শন।
অবিলম্বে তুলি কোলে করিত ধারণ ॥ ৯
করি ঘন ঘন মুখ-শশীর চুম্বন।
করাইত পান স্নেহ-পরিপ্লুত স্তন ॥ ১০
পঙ্ক অনুরাগ-লিপ্ত সুচারু-বদন।
আনন্দে করিত এক দৃষ্টে বিলোকন ॥ ১১
শ্রীবাল গোপালরূপ অপূর্ব্ব সুন্দর।
যাহার তুলনা নাহি ভুবন ভিতর ॥ ১২
সুনীল কুঞ্চিত কেশ শোভে শিরোপর।
তাহে শিখিপুচ্ছ চূড়া মুনি মনোহর ॥ ১৩
মকর কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল।
জিনি মরকত মণি গণ্ড সমুজ্জ্বল ॥ ১৪
প্রশস্ত ললাট রেখা পঙ্ক বিশোভিত।
জিনি ফুলশর-ধনু ভুরু সুকুঞ্চিত ॥ ১৫
অমল কমল দল জিনিয়া লোচন।
আকর্ণ-বিশ্রান্ত প্রান্ত অরুণ বরণ ॥ ১৬
নাসার সৌষ্ঠব কিবা করিব বর্ণন।
যাহে তিল ফুল গর্ব্ব করেছে হরণ ॥ ১৭
রতন নির্ম্মিত শুভ্র উজ্জ্বল নোলক।
উভয় গহ্বর মাঝে করে ঝকঝক ॥ ১৮
জিনি পক্ক বিম্বফল রক্ত ওষ্ঠাধর।
যাহে চির হাস্য শশী রাজে মনোহর ॥ ১৯
শ্রীকৃষ্ণ সুকণ্ঠ কম্বুকণ্ঠ দর্পহর।
রেখাত্রয় বিভূষিত নেত্র তৃপ্তিকর ॥ ২০
সমায়ত বক্ষস্থল শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত।
সুঠাম উদর কিবা ত্রিবলী-ভূষিত ॥ ২১
মাণিক্য মণির হার কনক জড়িত।
প্রশস্ত হৃদয়'পরে শোভে বিলম্বিত ॥ ২২
কটিতে কিঙ্কিণী করে মধুর নিস্বন।
কনক নূপুরে কিবা শোভিত চরণ ॥ ২৩
সুজাত কমল জিনি রক্ত পদতল।
যাহাতে আশ্রয় লয় ভকত সকল ॥ ২৪
বাহুদ্বয়ে করযুগে রত্ন বিভূষণ।
করিয়াছে অপরূপ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন ॥ ২৫
শোভিতেছে প্রতি অঙ্গে রত্ন অলঙ্কার।
পরায়েছে মা যশোদা রুচি অনুসার ॥ ২৬

সহজে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ কৃষ্ণ কলেবরে।
মিলিয়া ভূষণ সনে জন-মন হরে ॥ ২৭
করিতেছে নিরন্তর জননী দর্শন।
তথাপি তাহার তৃপ্ত না হয় নয়ন ॥ ২৮
ধন্য পশু পক্ষী আদি যত ব্রজবাসী।
কৃতার্থ যাহারা হেরি কৃষ্ণ রূপরাশি ॥ ২৯
জানু পাণি-যুগে ভর করিয়া অর্পণ।
ইতস্ততঃ গোষ্ঠমাঝে করিত ভ্রমণ ॥ ৩০
সে কৌতুক হেরি তবে ব্রজাঙ্গনাগণ।
ত্যজি গৃহকৃত্য হয় আনন্দে মগন ॥ ৩১
অতীব চপল আর ক্রীড়া-পরায়ণ।
হইলা রোহিণী-সুত ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ৩২
শৃঙ্গী দংষ্ট্রী সর্প পক্ষী জল হুতাশন।
করিতে কণ্টক আদি হইতে রক্ষণ ॥ ৩৩
না পাইলা অবসর যবে মাতৃদ্বয়।
হইল চিন্তায় মগ্ন তাদের হৃদয় ॥ ৩৪
দিয়া গৃহকার্য্য ভার গৃহ-দাসী'পরে।
রহিলা তৎপরা সুত রক্ষণের তরে ॥ ৩৫
ক্রমে ক্রমে দাঁড়াইতে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
শিখিলা জননীকর করিয়া ধারণ ॥ ৩৬
তখন না করি জানু করাবলম্বন।
করিতে লাগিলা গোষ্ঠ মাঝে বিচরণ ॥ ৩৭
তখন চাপল্য অতি বর্দ্ধিত হইল।
হেরি জননীর মনে শঙ্কা উপজিল ॥ ৩৮
কৃষ্ণের কৌমার লীলা হল আরম্ভন।
হেরি ব্রজবাসী জন বিমোহিত মন ॥ ৩৯
কৌমার চাপল্য অতি মনোমুগ্ধকর।
গৃহকার্য্য ত্যজি গোপী হেরে নিরন্তর ॥ ৪০
সে লীলা মাধুর্য্য কেবা করিবে বর্ণন।
যে দেখিল সে হইল সফল নয়ন ॥ ৪১
সমান বয়স ব্রজ-বালকের সনে।
কৃষ্ণ বলদেব তবে করিয়া মিলনে ॥ ৪২
বিবিধ কৌমার ক্রীড়া করিতে লাগিলা।
হেরি ব্রজাঙ্গনা সব আনন্দে মজিলা ॥ ৪৩
প্রতিবাসী গৃহে কভু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সহসা বয়স্ত সনে করিয়া গমন ॥ ৪৪
গোবৎস নিকটে কভু করিয়া গমন।
করিত তাহার পুচ্ছ ধরি আকর্ষণ ॥ ৪৫
ভীত হয়ে বৎস তবে যাইত দৌড়িয়া।
করধৃত পুচ্ছ কৃষ্ণ রামেরে লইয়া ॥ ৪৬
গাভীশালা মাঝে লভি দ্রুত প্রবেশন।
অসময়ে বৎস-কুলে করিত মোচন ॥ ৪৭
তাহারা করিত সুখে মাতৃক্ষীর পান।
করিত একান্তে রহি হাস্য ভগবান ॥ ৪৮
অলক্ষিতে কভু কোন গোপের ভবন।
প্রবেশিয়া নবনীত করিত হরণ ॥ ৪৯
ইচ্ছামত নবনীত করিয়া ভোজন।
অবশিষ্ট কপিগণে করিত অর্পণ ॥ ৫০
শিকার উপরে ভাণ্ড যদ্যপি থাকিত।
ভূতল হইতে তাহা ধরিতে নারিত ॥ ৫১
করিত উপায় তাহা করিতে লভন।
পীঠে কিম্বা উলুখলে করি আরোহণ ॥ ৫২
অনায়াসে দ্রব্য ভাণ্ড ভূতলে পড়িয়া।
নষ্ট করে ক্ষীর সর ভোজন করিয়া ॥ ৫৩
নারিত নিতান্ত যদি করিতে ধারণে।
যে কোনও উপায়ে ছিদ্র করিত ভাজনে ॥ ৫৪
তখন বিভিন্ন ভাণ্ড হতে ক্ষীর সর।
পড়িত ক্ষরিত হয়ে ভূমির উপর ॥ ৫৫
ভোজন করিয়া তাহা কৃষ্ণ ভগবান।
অবশিষ্ট কপিগণে করিত প্রদান ॥ ৫৬
এ চাপল্য গোপীগণ করি দরশন।
যশোদা সমীপে আসি কহিলা বচন ॥ ৫৭
ওগো ব্রজেশ্বরি দেবি গোপাল জননি।
শুন শুন তব সুত গুণের কাহিনী ॥ ৫৮
গৃহ কার্য্যে লিপ্ত মোরা রহিগো যখন।
প্রবেশে তোমার পুত্র মোদের ভবন ॥ ৫৯
প্রবেশিয়া অলক্ষিতে অতি সংগোপনে।
চুরি করি নবনীত করয়ে ভক্ষণে ॥ ৬০
যদি কোন দ্রব্য ভাণ্ড থাকে লুক্কাইত।
গৃহের নিভৃত স্থলে মুখ আচ্ছাদিত ॥ ৬১
জানিনা কি বিদ্যাবলে তোমার নন্দন।
পাইয়া সন্ধান তার করয়ে ভক্ষণ ॥ ৬২

যদি করে সব দ্রব্য আপনি ভোজন।
নাহি আমাদের তাহে দুঃখের কারণ ॥ ৬৩
ক্ষীর সর নবনীত দেয় কপিগণে।*
তাহারা ভোজন করে আনন্দিত মনে ॥ ৬৪
না হয় চৌর্য্যের বিঘ্ন অন্ধকার ঘরে।
অঙ্গের ভূষণ মণি দীপ কার্য্য করে ॥ ৬৫
যদি কোন গৃহ মধ্যে দ্রব্য নাহি পায়।
তথা মলমূত্র ত্যাগ করি চলি যায় ॥ ৬৬
রহে গৃহ মাঝে শিশু পর্য্যঙ্কে শয়ান।
তারে কাঁদাইয়া বেগে করয়ে প্রয়াণ ॥ ৬৭
করি দ্রব্য অপচয় কপিগণে দিয়া।
অবশেষে ভাণ্ড ভাঙ্গি যায় পলাইয়া ॥ ৬৮
যদ্যপি গৃহের স্বামী জানিতে পারিয়া
চোর বলি তব সুতে ধরয়ে আসিয়া ॥ ৬৯
তখন তাহাকে কহে তোমার কুমার।
নহি চোর তুমি সর এ গৃহ আমার ॥ ৭০
অতীব ধৃষ্টতা করে রাজার তনয়।
না পারি কহিতে কিছু মনে লাগে ভয় ॥ ৭১
তোমারেও জানাইতে ইচ্ছা নাহি ছিল।
হয়েছে অসহ্য বলি কহিতে হইল ॥ ৭২
ইহার উপায় মাতঃ কর ব্রজেশ্বরি।
অদ্যাবধি কৃষ্ণ যেন নাহি করে চুরি ॥ ৭৩
অতীব পটুত্ব লাভ তোমার নন্দন।
করিয়াছে পরদ্রব্য করিতে হরণ ॥ ৭৪
সুশীল সুবোধ শান্ত বালক মতন।
রহে তব সুত তব পাশে যতক্ষণ ॥ ৭৫
হেরিতে হেরিতে কৃষ্ণ সভয়-নয়ন।
ফুল্ল-অরবিন্দসম সস্মিত-বদন ॥ ৭৬
যশোদা সমীপে কৃষ্ণ-দোষের বর্ণন।
হাসিতে হাসিতে করে গোপাঙ্গনাগণ ॥ ৭৭
শুনি যশোমতী পুত্র-দোষের কথন।
অতি স্নেহ হেতু নাহি করিল ভৎর্সন ॥ ৭৮
একদা জননী কৃষ্ণে করে তিরস্কার।
গোপ-শিশু মুখে শুনি অপরাধ তাঁর ॥ ৭৯
মনোযোগ দিয়া সবে করহ শ্রবণ।
যে কারণে তিরস্কৃত কমল-লোচন ৮০

একদিন রাম আদি বালকের সনে।
খেলিতে আছিলা কৃষ্ণ প্রমুদিত মনে ॥ ৮১
অকস্মাৎ করে কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ।
করিল বয়স্যগণ তাহা দরশন ॥ ৮২
তাহা দেখি দ্রুতগতি বয়স্যের গণ।
যশোমতী স্থানে আসি কহে বিবরণ ॥ ৮৩
শুন গো জননি মোরা করি নিবেদন।
করেছে তোমার কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভোজন ॥ ৮৪
শুনি যশোমতী শীঘ্র করি আগমন।
দেখিলা রয়েছে পুত্র ক্রীড়া-পরায়ণ ॥ ৮৫
কুপিতা হইয়া দেবী কহিলা বচন।
কেনরে করিলি তুই মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ ৮৬
যদ্যপি হইল ক্ষুধা রে দুষ্ট তোমার।
কেননা যাইলা তুমি নিকটে আমার ॥ ৮৭
নানা দ্রব্য রাখি আমি অতি সযতনে।
ক্ষীর সর নবনীত তোমার কারণে ॥ ৮৮
কি অভাবে আজ ব্রজরাজের জীবন।
অখাদ্য মৃত্তিকা তুই করিলি ভোজন ॥ ৮৯
এত কহি পুত্র কর করিয়া ধারণ।
হিতৈষিণী মাতা করে কৃষ্ণেরে ভৎর্সন ॥ ৯০
জননীর ভয়ে ভীত ব্যাকুল-লোচন।
কহিলা গদগদ বাণী তাঁহারে তখন ॥ ৯১
আমি না করিনু মাত মৃত্তিকা ভক্ষণ।
কহিল বালকগণ অলীক বচন ॥ ৯২
করিল তাহারা মিথ্যা দোষের আরোপ।
করিবারে তিরস্কৃত বুদ্ধি করি কোপ ॥ ৯৩
জননি তাদের বাক্যে না কর প্রত্যয়।
না খাইনু মাটি আমি কহিনু নিশ্চয় ॥ ৯৪
যদি নাহি হয় তব সন্দেহ ভঞ্জন।
স্বচক্ষে বদন মম কর নিরীক্ষণ ॥ ৯৫
কহিলা যশোদা শুনি পুত্রের বচন।
মুখের বিবর তব করিব দর্শন ॥ ৯৬
তাহা শুনি লীলা-নর শিশু ভগবান।
জননী সম্মুখে করে বদন ব্যাদান ॥ ৯৭
দৃষ্টিপাত করি রাণী মুখের ভিতরে ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তথা বিলোকন করে ॥ ৯৮

দশ দিক অন্তরীক্ষ জঙ্গম স্থাবর।
পর্ব্বত কানন নদী সদ্বীপ সাগর ॥ ৯৯
রবি শশী তারাকুল নক্ষত্রমণ্ডল।
গগন সমীর বহ্নি সলিল ভূতল ॥ ১০০
গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দাদি বিষয়।
অধিষ্ঠাতৃ-দেব সহ ইন্দ্রিয়-নিচয় ॥ ১০১
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ মন আর।
গুণক্ষোভী জীব কর্ম্ম তাহার সংস্কার ॥ ১০২
এক প্রান্তে হেরে দেবী গোকুলমণ্ডল।
আপন সহিত গোপ গো গোপী সকল ॥ ১০৩
স্বল্প আয়তন পুত্র মুখের ভিতর ॥
হেরিলা যশোদা যবে বিশ্ব চরাচর ॥ ১০৪
অতীব বিস্ময় রসে সমাপ্লুত মন।
হইল তাঁহার নারি বুঝিতে কারণ ॥ ১০৫
আপনা আপনি দেবী কহিলা তখন।
একি দেখিলাম সত্য অথবা স্বপন ॥ ১০৬
পরে চতুর্দ্দিক প্রতি করি নিরীক্ষণ।
পুনরপি বিচারিয়া কহিলা তখন ॥ ১০৭
যেমন ছিলাম আমি এবেও তেমন।
না ঘটিল মতিভ্রম আমার এখন ॥ ১০৮
কৃষ্ণের জননী আমি গোপপতি-জায়া।
বুঝি ভগবান হরি প্রকাশিলা মায়া ॥ ১০৯
পুন নন্দরাণী কহে করিয়া বিচার।
নহে ইহা দেবমায়া বুদ্ধির বিকার ॥ ১১০
যদ্যপি হইত দেব-মায়ার রচন।
করিতে পারিত ইহা সকলে দর্শন ॥ ১১১
মুখ বিলোকন যথা ঘটয়ে দর্পণে।
হেরিতেছি তথা বিশ্ব কৃষ্ণের বদনে ॥ ১১২
পুন চিন্তা করি মনে আপনারে কহে।
এবে দেখিতেছি ইহা প্রতিবিম্ব নহে ॥ ১১৩
বিম্ব প্রতিবিম্ব দোঁহে আছে বৈপরীত্য।
প্রতিবিম্ব হলে তাহা হইত প্রতীত ॥ ১১৪
পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত যত তর্কে না রহিল।
তবে হেন মত দেবী নিশ্চয় করিল ॥ ১১৫
স্বাভাবিক এ ঐশ্বর্য্য আমার নন্দনে।
সর্ব্বথা বিরাজমান বুঝিনু এক্ষণে ॥ ১১৬
বস্তুতঃ অচিন্ত্য অহো প্রকৃতির পর।
কর্ম্ম বাক্য মন চিত্ত আদি অগোচর ॥ ১১৭
যুকতি অতীত নহে বিতর্ক বিষয়।
নিখিল বিশ্বের ইহা একান্ত আশ্রয় ॥ ১১৮
যাঁর অধিষ্ঠানে হয় বুদ্ধির বিকাশ।
যাঁর সত্তা হেতু বিশ্ব রহে সুপ্রকাশ ॥ ১১৯
যে শক্তিমানের আমি লইনু শরণ।
পুনঃ পুনঃ শিরে ধরি বন্দিয়া চরণ ॥ ১২০
গোপরাজ-জায়া আমি সতী যশোমতী।
ব্রজের ঈশ্বর নন্দ গোপ মম পতি ॥ ১২১
অখিল বিত্তের তাঁর আমি অধীশ্বরী।
আছে মম দাস দাসী সেবিকা কিঙ্করী ॥ ১২২
আমার আত্মজ কৃষ্ণ কমল-লোচন।
আমি ভাগ্যবতী মম আছে বহু ধন ॥ ১২৩
যাঁর মায়াবশে মম এই অভিমান।
করুন আমারে কৃপা সেই ভগবান ॥ ১২৪
এ পরম তত্ত্ব যবে যশোদা জানিলা।
পুত্রস্নেহময়ী মায়া বিভু বিস্তারিলা ॥ ১২৫
বৈষ্ণবী মায়ার বলে সেই তত্ত্ব জ্ঞান।
করিল নিমেষ মাঝে সব অন্তর্ধান ॥ ১২৬
যে অদ্ভুত দৃশ্য কৃষ্ণ-বদনে দেখিলা।
ঝটিতি যশোদা তাহা সমস্ত ভুলিলা ॥ ১২৭
হইল বাৎসল্যরসে আপ্লুত হৃদয়।
অতি স্নেহভরে কোলে ধরিলা তনয় ॥ ১২৮
কোথায় ঐশ্বর ভাব দূরে পলাইল।
পূর্ব্বমত পুত্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিল ॥ ১২৯
মরি মরি এভাবের যাই বলিহারি।
ভুবনে তুলনা যার দিতে নাহি পারি ॥ ১৩০
ইন্দ্রাদি বলিয়া যাঁরে কহে শ্রুতিগণ।
ব্রহ্ম বলি উপনিষদ করয়ে কীর্ত্তন ॥ ১৩১
সাঙ্খ্য শাস্ত্র যাঁরে দেয় পুরুষাভিধান।
পরমাত্মা বলি যোগী করে যাঁর ধ্যান ॥ ১৩২
সমগ্র ভকতকুল বলি ভগবান।
যাঁহার মহিমা করে নিরন্তর গান ॥ ১৩৩
ধন্যা গোপী যশোমতী এ তিন ভুবনে।
তাঁহারে আত্মজ বলি করিছে পালনে ॥ ১৩৪

পুত্রে কোলে লয়ে তবে আসিয়া ভবন।
নিজ করে শ্রীঅঙ্গের করিলা মার্জ্জন ॥ ১৩৫
রাখি স্বর্ণথালে নবনীত-ক্ষীর-সর।
ভোজন করিতে দিলা শ্রীকৃষ্ণে সত্বর ॥ ১৩৬
ভোজনান্তে করাইয়া তাঁরে আচমন।
করিলা সজ্জার দ্রব্য রাণী আনয়ন ॥ ১৩৭
গোরচনা দিয়া করি তিলক রচন ॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে করিলা লেপন ॥ ১৩৮
করিয়া চাঁচরকেশে চূড়ার বন্ধন।
তারপরে শিখি চাঁদ শোভাবিবর্দ্ধন ॥ ১৩৯
যেন ইন্দ্রধনু চূড়া শোভে শিরোপরে।
হেরি জননীর সুখ উথলে অন্তরে ॥ ১৪০
পুনঃ পুনঃ করি মাতা বদন চুম্বন।
কহে বাছা চপলতা করহ বর্জ্জন ॥ ১৪১
না যাও বাহিরে তুমি আর খেলিবারে।
করি কাঙ্গালিনী এই তোমার মাতারে ॥ ১৪২
আমার নিকটে তুমি রহি নিরন্তর।
যে খেলা খেলিতে ইচ্ছা হয় তাহা কর ॥ ১৪৩
ক্ষণমাত্র না দেখিলে তোমার বদন।
অতীব ব্যাকুল হয় আমার এ মন ॥ ১৪৪
তুই রে প্রাণের প্রাণ জীবন জীবন।
আমার সর্ব্বস্ব ধন অমূল্য রতন ॥ ১৪৫
হিয়ার মাঝারে তোরে রাখি অনুক্ষণ।
মনে মনে লয় মম করিয়া গোপন ॥ ১৪৬
তাহার সামর্থ্য মোরে নাহি দিল বিধি।
এহেতু বাহিরে রাখি হৃদয়ের নিধি ॥ ১৪৭
শুনিয়া মাতার বাক্য ভুবনমোহন।
হাসিয়া মধুর মৃদু কহিলা বচন ॥ ১৪৮
আমি নাহি চলি মাত আপন ইচ্ছায়।
বাহিরে বয়স্যগণ মোরে লয়ে যায় ॥ ১৪৯
নাহি ক্ষণতরে ইচ্ছা তোমারে ছাড়িতে।
কি করিব উপরোধ হয় গো রাখিতে ॥ ১৫০
এত কহি জননীর কণ্ঠ ধরি করে ॥
তাঁরে সুখ দিতে কৃষ্ণ স্তনপান করে ॥ ১৫১
লীলা-নর-বপু কৃষ্ণ লীলার মাধুরী।
শুন সবে নিষ্ঠামনে ত্যজিয়া চাতুরি ॥ ১৫২

অথ নলকুবর মণিগ্রীব-শাপোদ্ধার।

একদা যশোদা পরিচারিকার গণ।
করিতে আছিলা স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন ॥ ১
ব্রজরাজ-গৃহলক্ষ্মী অতি বুদ্ধিমতী।
গৃহকার্য্যে সুনিপুণা মহাভাগ্যবতী ॥ ২
দাসী অবকাশ নাহি করি দরশন।
করিতে লাগিলা দধি আপনি মন্থন ॥ ৩
সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের শৈশব-চরিত।
করিতে রহিলা স্মরি সুস্বরে সঙ্গীত ॥ ৪
যশোদার পৃথু কটিতটে পরিহিত।
ছিল ক্ষৌম-বাসে স্বর্ণকাঞ্চী সংযোজিত ॥ ৫
অতিশয় স্নেহভরে ক্ষরিতেছে স্তন।
করিছে যখন রজ্জু বেগে আকর্ষণ ॥ ৬
বাহু যুগলের তাহে হতেছে কম্পন।
চঞ্চল হয়েছে তাহে করের কঙ্কণ ॥ ৭
কনক-কুণ্ডল কর্ণে হতেছে চলিত।
কবরীর ফুলদাম হতেছে গলিত ॥ ৮
বিন্দু বিন্দু স্বেদযুক্ত বদন-মণ্ডল।
নিশা-হিম-সিক্ত যেন প্রভাত-কমল ॥ ৯
হেন দশা জননীর করি দরশন।
নিষেধ করিলা তাঁরে করুণাকেতন ॥ ১০
স্বকরে মন্থন-দণ্ড করিয়া ধারণ।
কহিলা না কর মাতঃ দধির মন্থন ॥ ১১
হইয়া জননী প্রতি অতি প্রীতমান।
করাও আমারে মাগো শীঘ্র স্তনপান ॥ ১২
মধুমাখা কৃষ্ণকথা করিয়া শ্রবণ।
অবিলম্বে ত্যাগ দেবী করিলা মন্থন ॥ ১৩
তুলিয়া লইয়া কোলে হৃদয়নন্দনে।
দিলা স্নেহপ্লুতা স্তন কৃষ্ণের বদনে ॥ ১৪
অন্তরে না ধরে প্রেম অঙ্গ পুলকিত।
হেরিতে লাগিলা আস্য হাস্য-বিকসিত ॥ ১৫
হেনকালে দুগ্ধপাত্র চুলী-আরোপিত।
সহসা হইল অগ্নিতাপে উথলিত ॥ ১৬
যশোদা দেখিয়া তাহা করিলা গমন।
অতৃপ্ত সুতেরে করি ভূতলে স্থাপন ॥ ১৭

তাহাতে কৃষ্ণের মনে কোপ উপজিল।
মৃদুল অরুণ ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল ॥ ১৮
কম্পিত অধর করি দশনে দংশন।
এক শিলা খণ্ড করে করিয়া গ্রহণ ॥ ১৯
তাহার আঘাতে ভাঙ্গি দধির ভাজন।
পশিলা গৃহের মাঝে কোপাবিষ্ট মন ॥ ২০
একান্তে বসিয়া তথা করিতে ভোজন।
নবনীত ভাণ্ডমুখ করিয়া মোচন ॥ ২১
চুলী-বিনিহিত পাত্র শীঘ্র নামাইয়া।
যশোদা মন্থন স্থানে দেখিলা আসিয়া ॥ ২২
ভগ্ন দধিপাত্র আছে ভূতলে পড়িয়া।
নাহি তথা কৃষ্ণ কোথা গিয়াছে চলিয়া ॥ ২৩
বুঝিয়া দধির পাত্র করিয়া ভঞ্জন।
করিয়াছে পুত্র মম ভয়ে পলায়ন ॥ ২৪
নাহি উপজিল তাহে জননীর ক্রোধ।
কেবল কহিলা হাসি গোপাল অবোধ ॥ ২৫
করিতে লাগিলা তবে পুত্র অন্বেষণ।
ইতস্ততঃ করি দেবী দৃষ্টি-সঞ্চালন ॥ ২৬
দৃষ্টিপাত করি তবে ঘরের ভিতরে।
পড়িল তাঁহার দৃষ্টি গোপাল উপরে ॥ ২।
বিপর্য্যস্ত উলুখলে করি আরোহণ।
করিয়াছে তারপর স্বস্তিক আসন ॥ ২৮
শিকা হতে নবনীত পাড়ি নিজকরে।
দিতেছে বানরগণে খাইবার তরে ॥ ২৯
শঙ্কিত নয়ন চৌর্য্যকার্য্য নিবন্ধন।
হেন সুতে যশোমতী করে বিলোকন ॥ ৩০
ধীরে ধীরে গৃহমাঝে করিলা গমন।
পুত্রের পশ্চাতে যষ্টি করিয়া ধারণ ॥ ৩১
ইতি অবসরে কৃষ্ণ ফিরায়ে নয়ন।
প্রবেশিলা গৃহে মাতা করিলা দর্শন ॥ ৩২
জননীর করে যষ্টি করি নিরীক্ষণ।
করিলা শঙ্কার ভান শঙ্কা-নিবারণ ॥ ৩৩
অবিলম্বে উলুখল হইতে নামিয়া।
দ্রুতগতি গৃহ ছাড়ি গেলা পলাইয়া ॥ ৩৪
পাছু পাছু নন্দরাণী চলিলা ধাইয়া।
আজিরে প্রহার তোরে করিব বলিয়া ॥ ৩৫
বিফল হইল কিন্তু তাঁহার বচন।
নহিল সামর্থ্য কৃষ্ণে করিতে ধারণ ॥ ৩৬
সরল বিশ্বাস কিবা যশোদা-অন্তরে।
ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র কভু নাহি ধরে ॥ ৩৭
ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহারে শাসিতে চায় জানিয়া সন্তান ॥ ৩৮
যদ্যপি করিতে পারে মন যোগরত।
একাগ্রতা হেতু তদাকারে পরিণত ॥ ৩৯
সে মন তথাপি নারে ক্ষণেকের তরে।
করিতে প্রবেশলাভ অখিল ঈশ্বরে ॥ ৪০
গোপিকা তাঁহারে চাহে স্বকরে ধরিতে।
প্রহার করিয়া দুষ্ট স্বভাব শোধিতে ॥ ৪১
বহুক্ষণ করি কৃষ্ণ পশ্চাতে ভ্রমণ।
নারিলা করিতে সুতে যশোদা ধারণ ॥ ৪২
বিশাল নিতম্বভরে দেবী যশোমতী ॥
হইতে আছিলা মাঝে মাঝে স্তব্ধগতি ॥ ৪৩
সুচারু কেশের বন্ধ তাহার খসিল।
পাছু পাছু কেশফুল পড়িতে লাগিল ॥ ৪৪
জননীর হেন দশা করি বিলোকন।
ভকতবৎসল হরি কৃপা-নিকেতন ॥ ৪৫
করিলা বিচার মনে মনে আপনার।
হইতেছে অতিশ্রম মাতার আমার ॥ ৪৬
অতএব ধরা দিব তাঁহারে এখন।
মায়ে আর দিয়া ক্লেশ নাহি প্রয়োজন ॥ ৪৭
স্বেচ্ছাময় ভগবান এতেক ভাবিয়া।
চলিতে লাগিলা গতি বেগ কমাইয়া ॥ ৪৮
ত্রিভুবন-ধন্যা গোপী যাইয়া তখন।
অনায়াসে পুত্রকর করিলা ধারণ ॥ ৪৯
করিলা ধরিয়া কর ভয় প্রদর্শন।
দারুণ কোপের ভরে তর্জ্জন গর্জ্জন ॥ ৫০
অপরাধী কৃষ্ণ ভয়ে করয়ে রোদন।
স্বকরে বিশাল নেত্র করিয়া মার্জ্জন ॥ ৫১
পড়িছে প্রবলবেগে বহি গণ্ডস্থল।
অঞ্জন সহিত মিলি নয়নের জল ॥ ৫২
হইয়াছে অতি ভীত জানিয়া নন্দন।
করিলা যশোদা যষ্টি দূরে নিক্ষেপণ ॥ ৫৩

নিক্ষেপিয়া যষ্টি পুত্রে করিতে বন্ধন।
স্নেহপরায়ণা দেবী করিলা মনন ॥ ৫৪
যাঁহার পশ্চিম পূর্ব্ব দক্ষিণ উত্তর।
অথবা জগতে নাহি বাহির অন্তর ॥ ৫৫
অথচ বিশ্বের যেঁহ পূরব অপর।
উত্তর দক্ষিণ তথা বাহির অন্তর ॥ ৫৬
যাঁহার উপরে আছে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত।
জগত স্বরূপে যেঁহ আছে অবস্থিত ॥ ৫৭
নরলীলাকারী সেই কৃষ্ণ ভগবান।
মানয়ে যাঁহারে গোপী আপন সন্তান ॥ ৫৮
প্রাকৃত বালক ইব করিয়া শাসন।
কৌমার চাপল্য চাহে করিতে শোধন ॥ ৫৯
করাইয়া গৃহ হতে রজ্জু আনয়ন।
লাগিলা করিতে কৃষ্ণ শ্রীকর বন্ধন ॥ ৬০
বান্ধিতে কৃষ্ণের মৃদু সুকোমল কর।
জড়াইলা উপযোগী রজ্জু তারপর ॥ ৬১
রজ্জুর উভয় প্রান্ত করিয়া গ্রহণ।
করিবারে চাহে যবে গ্রন্থির বন্ধন ॥ ৬২
দ্বি অঙ্গুলি ন্যূন তাহা হইল আপনি।
গ্রন্থি দিতে না পারিলা নন্দের ঘরণী ॥ ৬৩
আনিয়া অপর রজ্জু সংযোগ করয়।
তবু ন্যূন হয় তাহা অঙ্গুলি দ্বিতয় ॥ ৬৪
তখন নন্দের ঘরে যত রজ্জু ছিল।
গোপিকা কোপের ভরে সকল আনিল ॥ ৬৫
তথাপি কৃষ্ণের কর বান্ধিতে নারিল।
হেরি ব্রজাঙ্গনা সব হাসিতে লাগিল ॥ ৬৬
লভি হেন পরাজয় শিশু সুত সনে।
শ্রমাতুরা যশোমতী লজ্জা পায় মনে ॥ ৬৭
স্রবিতেছে শ্রম জল সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া।
কবরী কুসুম-দাম পড়িছে খসিয়া ॥ ৬৮
হেন দশা জননীর করি বিলোকন।
জননী-বৎসল করে স্বীকার বন্ধন ॥ ৬৯
বিশ্বের সহিত ব্রহ্মা আদি বিশ্বেশ্বর।
ভ্রমণ করিছে যাঁর বশে নিরন্তর ॥ ৭০
স্বতন্ত্র ঈশ্বর সেই ভকত-বৎসল।
বশতায় আছে যাঁর প্রেম সুবিমল ॥ ৭১
বন্ধন যশোদা-কৃত করি অঙ্গীকার।
দেখাইলা আজি তাহা সমক্ষে সবার ॥ ৭২
আমি মূঢ়মতি অতি মন্দ অভাজন।
হেন কৃপাময়ে নাহি করিনু ভজন ॥ ৭৩
যদিও দুরাত্মা আমি ঘৃণিত পামর।
তুমি হে অনাথ-নাথ করুণা-সাগর ॥ ৭৪
কৃপা করি মোর প্রতি কর বিতরণ।
অজাদি দুর্লভ তব ভকতি রতন ॥ ৭৫
দাতা-শিরোমণি কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
বিবিধ প্রসাদ করে ভকতে প্রদান ॥ ৭৬
কিন্তু যে প্রসাদ আজি গোপিকা লভিলা।
বিশ্ব মাঝে কভু তাহা কেহ না পাইলা ॥ ৭৭
কৃষ্ণের আত্মজ সত্য বটে পদ্মাসন।
সদাশিব আত্মা তাঁর ত্রিপঞ্চ-লোচন ॥ ৭৮
বটে ভার্য্যা প্রিয়তমা কমল-আলয়া।
বসি বক্ষে হইয়াছে বক্ষ-সমাশ্রয়া ॥ ৭৯
সে প্রসাদ তারা নাহি পাইলা কখন।
গোপিকা যশোদা তাহা করিলা লভন ॥ ৮০
ভক্তে মুক্তি দিতে কৃষ্ণ না হয় কৃপণ।
কিন্তু দিতে শুদ্ধ ভক্তি সঙ্কুচিত মন ॥ ৮১
বিমল ভকতি-মূল যাঁদের ভজন।
তাঁদের সুলভ যথা ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ ৮২
দেহ-অভিমানী যত তাপসের গণ।
কিম্বা নিবৃত্তাভিমানী আত্মভূত জন ॥ ৮৩
যদিও করয়ে তারা বহু সুযতন।
তাদের সুলভ তথা নহে কৃষ্ণ ধন ॥ ৮৪
গোপিকা ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণ না করে প্রত্যয়।
নিশ্চয় করিয়া জানে আপন তনয় ॥ ৮৫
ক্ষীর সর নবনীত করায় ভোজন।
স-যতনে করে তাঁরে লালন পালন ॥ ৮৬
না দেখিলে ক্ষণ তরে পাগলিনী প্রায়।
আঁখির অন্তর কভু করিতে না চায় ॥ ৮৭
সহজ ভকতি হেতু কৃষ্ণে বশ করে।
যাহার তুলনা নাহি ভুবন ভিতরে ॥ ৮৮
উলূখলে কৃষ্ণ কর করিয়া বন্ধন।
যশোদা সংসার কার্য্যে করিলা গমন ॥ ৮৯

নিযুক্তা জননী যবে করম অন্তরে।
যমল অর্জ্জুনে প্রভু দৃষ্টিপাত করে॥ ৯০
যক্ষরাজ কুবেরের যুগল পুত্রক।
মণিগ্রীব আর নলকুবর নামক॥ ৯১
হইয়া তাহারা রুদ্রদেব অনুচর।
হ'ল অভিমানী অতি গর্ব্বিত অন্তর॥ ৯২
অতিশয় রমণীয় শিব-গিরিবর।
কুসুমিত উপবন তাহে মনোহর॥ ৯৩
করিয়া মদিরা পান ধনদকুমার।
ললনা সহিত তথা করয়ে বিহার॥ ৯৪
মদমত্ত ভ্রাতৃযুগ ঘূর্ণিত লোচন।
করিতেছে কল গান উপদেবীগণ॥ ৯৫
বহে উপবন-তলে গঙ্গা মন্দাকিনী।
প্রফুল্ল কমল-বন সৌন্দর্য্যশালিনী॥ ৯৬
মধুলোভে অলিকুল মধুর গুঞ্জন।
করে হেরি মুগ্ধ যক্ষ যুগল নন্দন॥ ৯৭
উপদেবীগণ সহ করি আগমন।
বিহার বিমল জলে কৈলা আরম্ভন॥ ৯৮
তাদের কটিতে নাহি আছিল বসন।
হইয়া উলঙ্গ করে ক্রীড়া আচরণ॥ ৯৯
হেন কালে শ্রীনারদ ঋষির প্রধান।
যাইতে আছিলা সেই পথে ভগবান॥ ১০০
করিয়া ললনাগণ তাঁরে দরশন।
লজ্জিত হইয়া উঠি পরিল বসন॥ ১০১
গুহ্যক-অধম দুই সলিলে রহিল।
না পাইল লজ্জা কিম্বা বসন পরিল॥ ১০২
তাহাদের নাহি ছিল কিছুমাত্র জ্ঞান।
হয়েছিল ভ্রষ্ট-মতি করি মদ্য পান॥ ১০৩
ঋষিবর তাহাদের হেরি ব্যবহার।
মনে মনে হেন মতে করিলা বিচার॥ ১০৪
মহামতি যক্ষপতি হয় প্রজ্ঞাবান।
জনমিল কুলে তাঁর এ দুষ্ট সন্তান॥ ১০৫
আশুতোষ মহাদেব প্রভু মহেশ্বর।
করিলা এদেরে কৃপা করি অনুচর॥ ১০৬
জনমে জনমে তপ করি আচরণ।
যে পদের কভু যোগ্য হয় কোন জন॥ ১০৭
লভি সে দুর্লভ পদ যক্ষ কুলাঙ্গার।
সমল হৃদয়ে গর্ব্ব ধরিছে অপার॥ ১০৮
করাইলে ক্ষীর ঘৃত ভুজগে ভোজন।
নাহি তার শুভ ফল হয় কদাচন॥ ১০৯
তেমতি অপাত্রে দিয়া উচ্চ অধিকার।
দেখাইলা ঘটে যাহা কৃপাপারাবার॥ ১১০
নহিল কণ্টক-ক্ষত কভু যেই জন।
সে না জানে কণ্টকের যন্ত্রণা কেমন॥ ১১১
না জানে দারিদ্র-দুঃখ কখন সধন।
কি দুঃখ দারিদ্রে জানে কেবল নির্ধন॥ ১১২
প্রমত্ত ঐশ্বর্য্য মদে হয় যার মন।
সাত্ত্বিকী বুদ্ধির তার ঘটয়ে ভ্রংশন॥ ১১৩
নারী মদ্য দ্যূত এই ত্রিতয় নিহিত।
রয়েছে ঐশ্বর্য্য মাঝে ভুবন-বিজিত॥ ১১৪
ঐশ্বর্য্য-মদিরা-অন্ধ যাদের লোচন।
না পারে হেরিতে তারা শিয়রে শমন॥ ১১৫
নিমেষ-ভঙ্গুর এই দেহ বিনশ্বর।
সত্য বটে কিন্তু তারা ভাবে অনশ্বর॥ ১১৬
করিবেনা যেন জরা মৃত্যু আক্রমণ॥
ভাবি ইহা করে নানা পশু বিহিংসন॥ ১১৭
যদি হয় নরদেব ভূদেব-সংজ্ঞিত।
তথাপি হইবে দেহ কাল-কবলিত॥ ১১৮
এ দেহ হইবে যবে জীবন-বর্জ্জিত।
হবে দগ্ধ কিম্বা ক্ষিপ্ত অথবা প্রোথিত॥ ১১৯
করিলে ইহারে দগ্ধ চিতা-হুতাশন।
ভস্ম এই নাম ইহা করিবে ধারণ॥ ১২০
করিলে ইহারে ভূমিতলে নিক্ষেপণ।
মাংসভোজী শৃগালাদি করিবে ভোজন॥ ১২১
তবে হবে তাহাদের মল-দশানীত।
অস্পৃশ্য অমেধ্য নিন্দ্য দুর্গন্ধ ঘৃণিত॥ ১২২
হইলে মৃত্তিকা তলে এ দেহ প্রোথিত।
নিশ্চয় জন্মিবে ইথে কৃমি অগণিত॥ ১২৩
তখন ধরিবে ইহা কৃমি এই নাম।
স্থূল শরীরের এই হয় পরিণাম॥ ১২৪
এ নশ্বর কলেবর করিতে পোষণ।
যে নির্দ্দয় করে প্রাণিকুলের নিধন॥ ১২৫

আপনার স্বার্থ সেই কিছু না বুঝিল।
দুরন্ত নরকে সেই আপনি মজিল ॥ ১২৬
কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাহিক তাহার।
নরের অধম সেই পশু দুরাচার ॥ ১২৭
এ দেহ সম্পত্তি আমি বলিব কাহার।
অন্ন-প্রদাতার কিম্বা জনম-দাতার ॥ ১২৮
গর্ভধারিণীর কিম্বা তাহার পিতার।
যেবা ক্রয় করে তার অথবা জেতার ॥ ১২৯
অথবা অগ্নির ইহা যে করে দহন।
শৃগাল আদির কিম্বা যে করে ভোজন ॥ ১৩০
বরঞ্চ আমার মনে হয় সাধারণ।
কাহার নির্দ্দিষ্ট নহে দেহ এই ধন ॥ ১৩১
অব্যক্ত হইতে হয় ইহার উৎপত্তি।
হতেছে অব্যক্তে লয় শরীর-সম্পত্তি ॥ ১৩২
যেবা করি আত্ম-বুদ্ধি এই কলেবরে।
ইহার পুষ্টির লাগি প্রাণিহত্যা করে ॥ ১৩৩
কদাচ তাহারে আমি না বলি বিদ্বান।
নিঠুর পামর সেই মূর্খের প্রধান ॥ ১৩৪
ধনমদে যাহাদের অন্ধিত নয়ন।
একমাত্র দরিদ্রতা তাহার অঞ্জন ॥ ১৩৫
দরিদ্র না করে কার দ্রোহ আচরণ।
আপন দৃষ্টান্তে করে অন্যেরে দর্শন ॥ ১৩৬
দরিদ্র করিতে পারে মুক্তির সাধন।
অহঙ্কাররূপ গর্ব্ব-শূন্য তার মন ॥ ১৩৭
যে ক্লেশ সে প্রাপ্ত হয় কর্ম্ম নিবন্ধন।
তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ তপ আচরণ ॥ ১৩৮
অন্নাভাবে তার দেহ নিত্য ক্ষুধা-ক্ষীণ।
সে হেতু ইন্দ্রিয়গণ হয় শক্তিহীন ॥ ১৩৯
ক্রমশ দরিদ্র করে ইন্দ্রিয় বিজয়।
পরহিংসা আদি দোষ সব হয় ক্ষয় ॥ ১৪০
ধনগর্ব্বে গরবিত ধনীর ভবনে।
সমচিত্ত সাধু নাহি করে পদার্পণে ॥ ১৪১
দরিদ্রের সনে হয় সাধুর সঙ্গতি।
সঙ্গ-গুণে তৃষ্ণা ক্ষয় ঘুচয়ে দুর্গতি ॥ ১৪২
হইলে বিমল চিত্ত দরিদ্র তখন।
অবিলম্বে হয় তার সিদ্ধির প্রাপণ ॥ ১৪৩
মুকুন্দ চরণে তার তবে হয় রতি।
লভে নিরমল প্রেম কেবলা ভকতি ॥ ১৪৪
অতএব ইহাদের চরিত্র শোধন।
নিতান্ত কর্ত্তব্য মম হয়েছে এখন ॥ ১৪৫
করিব অধুনা বাক্-বজ্র বিসর্জ্জন।
ঘুচিবে ধনের গর্ব্ব বারুণী সেবন ॥ ১৪৬
দয়ালু নারদ তবে এত বিচারিয়া।
কহিলা কুবের-সুতদ্বয়ে সম্বোধিয়া ॥ ১৪৭
শুন মণিগ্রীব নলকূবর দুর্জ্জন।
হয়েছ ঐশ্বর্য্য মদে অন্ধিত-লোচন ॥ ১৪৮
উপদেবীগণ সহ করি মদ্য পান।
হইয়াছে মতিভ্রংশ কিছু নাহি জ্ঞান ॥ ১৪৯
শিবের প্রসাদ লভি অতি গর্ব্ব ভরে।
ভেবেছিস নাহি কেহ মস্তক উপরে ॥ ১৫০
অরে রে পাপিষ্ঠ দুষ্ট মত্ত দুরাচার।
বিমল পুলস্ত্য-কুলে জ্বলিত অঙ্গার ॥ ১৫১
অজাদি-বন্দিত হয় চরণ-কমল।
ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন সতত উজ্জ্বল ॥ ১৫২
চতুর্ব্বর্গ ফল মূল শুদ্ধ সনাতন।
আর না পাইবি তোরা করিতে দর্শন ॥ ১৫৩
নিত্য শান্তি-রসময় মহাদেব-স্থান।
যাইতে না পাবি তোরা তাঁর সন্নিধান ॥ ১৫৪
ত্যজি সুরপুর করি ভূতলে গমন।
স্থাবর যোনিতে কর জনম-গ্রহণ ॥ ১৫৫
যমল অর্জ্জুন হয়ে ব্রজে জনমিবে
বহুকাল পাপ ফল সম্ভোগ করিবে ॥ ১৫৬
আমার প্রসাদে স্মৃতি সতত রহিবে।
অনুতাপানলে হিয়া প্রদগ্ধ হইবে ॥ ১৫৭
হইবে দ্বাপর যুগ যবে অবসান।
জনমিবে নন্দালয়ে কৃষ্ণ ভগবান ॥ ১৫৮
করি তরুযুগ প্রভু স্বকরে ভঞ্জন।
নিস্তারিবে তোমাদেরে কৃপা-নিকেতন ॥ ১৫৯
এই অভিশাপ আমি করিনু প্রদান।
ভবিষ্যতে যাহা হতে হইবে কল্যাণ ॥ ১৬০
এত কহি দেব ঋষি করিলা প্রয়াণ।
করিতে করিতে হরিলীলা-যশ গান ॥ ১৬১

হ'য়ে সুরপুর-ভ্রষ্ট যক্ষ-কুলাধম।
ব্রজভূমে তরুরূপে ধরিল জনম ॥ ১৬২
সে যুগল তরু হরি করি বিলোকন।
জানিলা কুবের পুত্র এই দুই জন ॥ ১৬৩
হয়েছে নারদ-শাপে ইহারা স্থাবর।
করিব কহিলা যাহা সেই মুনিবর ॥ ১৬৪
মম প্রিয়তম ভক্ত ব্রহ্মার কুমার।
তাঁহার বচন রক্ষা কর্ত্তব্য আমার ॥ ১৬৫
উলূখল-বদ্ধ হরি শ্রীনন্দ নন্দন।
এত ভাবি তরুপাশে করিলা গমন ॥ ১৬৬
সহজাত দুই তরু একত্র আছিল।
তার মাঝে বক্র ভাবে উখুল রাখিল ১৬৭
কটিবদ্ধ রজ্জু প্রভু করি আকর্ষণ।
যমল অর্জ্জুনে করে সহজে ভঞ্জন ॥ ১৬৮
প্রচণ্ড সমীর যাঁর নাসার নিশ্বাস।
ভাঙ্গিতে অর্জ্জুন বৃক্ষ তাঁর কি আয়াস ॥ ১৬৯
যুগল পাদপ ভাঙ্গি ভূতলে পড়িল।
বিনা মেঘে যেন বজ্র আঘাত হইল ॥ ১৭০
প্রচণ্ড আঘাতে দশ দিক নিনাদিত।
হইল ব্রজের লোক সবে চমকিত ॥ ১৭১
ভগ্ন তরু মধ্য হতে দুই সিদ্ধ জন।
নির্গত হইল যেন দীপ্ত হুতাশন ॥ ১৭২
হইল গোপাল পাশে আসি উপস্থিত।
শরীর সৌন্দর্য্যে করি দিক আলোকিত ॥ ১৭৩
ভূমি পর লুঠি শির বন্দিল চরণ।
করিতে লাগিল স্তব গদ্গদ বচন ॥ ১৭৪

কৃষ্ণ মহাযোগিবর, মহেশ্বর পরাৎপর,
আদি ভূত কারণ-কারণ।
কেবল নিমিত্ত হেতু, লহ প্রভু দেব-কেতু,
স্থূল সূক্ষ্ম রূপে রাজমান ॥ ১৭৫
এবিশ্ব তোমার রূপ, ওহে বিশ্ব-ভূপ-ভূপ,
অচিন্ত্য-প্রভাব নারায়ণ।
অতএব জ্ঞানিগণ, করিয়াছে নিরূপণ,
বিশ্ব উপাদানের কারণ ॥ ১৭৬
ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে, যত প্রাণী বাস করে,
কিবা চর অথবা অচর।
মন বুদ্ধি সে সবার, দেহেন্দ্রিয় অহঙ্কার,
তাহাদের তুমি হে ঈশ্বর ॥ ১৭৭
তুমি প্রভু কাল-কাল, জগৎ-ভক্ষক কাল,
যার ভয়ে ত্রস্ত ত্রিভুবন।
সে তোমার লীলা মাত্র, তব আজ্ঞাবাহী পাত্র,
অন্তে কর তাহারে ভোজন ॥ ১৭৮
সত্ত্ব রজ তমময়ী, জ্ঞান কর্ম্ম মোহময়ী,
তুমিই সে ত্রিগুণা প্রকৃতি।
যার বশে চরাচর, ভ্রমিতেছে নিরন্তর,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল প্রভৃতি ॥ ১৭৯
বাল্যাদি অবস্থা চয়, শরীর বিকার হয়,
তুমি তার বেত্তা ভগবান।
তুমি সবাকার কর্ত্তা, রয়েছ যেন অকর্ত্তা,
তুমি কৃষ্ণ পুরুষ প্রধান ॥ ১৮০
মেঘাচ্ছন্ন রবি যথা, আছ নন্দালয়ে তথা,
করি গুণগণ আচ্ছাদন।
পূর্ণ পূর্ণ অবতার, কোটি কোটি নমস্কার,
তব পদে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ১৮১
ওহে কৃষ্ণ বিশ্বপতি, করি পুন পুন নতি,
পাদপদ্মে পরম কল্যাণ।
তুমি দেব বাসুদেব, গোপদেব যদুদেব,
সর্ব্বদেব দেব ভগবান ॥ ১৮২
কুবের তোমার দাস, কর যার হৃদি বাস,
তব পদ ভুবন-বন্দিত।
আমরা তনয় তাঁর, হয়েছিনু পাপাচার,
ধনমদে হইয়া গর্ব্বিত ॥ ১৮৩
সাধুকুল চূড়ামণি, প্রেম ভকতির খনি,
শ্রীনারদ কৃপা-নিকেতন।
করি দশা বিলোকন, দ্রবিল তাঁহার মন,
শাপ-কৃপা কৈলা বিতরণ ॥ ১৮৪
রাখিতে বচন তাঁর, ওহে কৃপা-পারাবার,
দয়া করি করিলে নিস্তার।
পাইলাম দরশন, যোগি-ধ্যেয় শ্রীচরণ,
দূরে গেল সর্ব্বপাপ ভার ॥ ১৮৫
পূরিল মনের আশ, পলাইল ভব-ফাঁস,
কৃতার্থ হইল এ জীবন।

এবে এই নিবেদন, শুন প্রভু নারায়ণ,
কৃপা করি করহ পূরণ ॥ ১৮৬
মোদের অজিত মন, যেন প্রভু বিচরণ,
নাহি করে পাপ কার্য্যে আর।
যেন থাকে সদারত, পীতে যথা মধুব্রত,
তব পাদপদ্ম-সুধাসার ॥ ১৮৭
যেন তব লীলা যশ, অমৃত-অধিক রস,
করে জিহ্বা সদা আস্বাদন।
আমাদের এ শ্রবণ, সতত করে শ্রবণ,
তব গুণ-কাহিনী বর্ণন ॥ ১৮৮
আমাদের দুই কর, তব সেবা-তৎপর,
সদা রহে যেন নারায়ণ!
পদ-সরসিজে মন, লিপ্ত রহে অনুক্ষণ,
যেন নাহি ছাড়ে কদাচন ॥ ১৮৯
মোদের মস্তক নাথ! যেন ভকতির সাথ,
তবাবাস বিশ্বে করে নতি।
যেন আমাদের দৃষ্টি, নিয়ত করেছে দৃষ্টি,
সাধুগণে তোমার মুরতি ॥ ১৯০

চৌপদী

যশোদা-নন্দন, তাদের বচন,
করিয়া শ্রবণ কহিলা হাসি।
অহে যক্ষদ্বয়, কুবের-তনয়,
ঋষি কৃপাময়, কলুষ নাশি ॥ ১৯১
করিতে বিনাশ, বিষয়-বিলাস
ধনমদ-পাশ দিলা হে শাপ।
করিনু মোচন, করিয়া ভঞ্জন,
যমলঅর্জ্জুন ঘুচিল পাপ ॥ ১৯২
মাতিয়া শ্রীমদে, পড়িলে বিপদে,
হারাইলে পদে বারুণী বলে।
হও সাবধান, যক্ষের প্রধান,
যেন মতিমান, সকলে বলে ॥ ১৯৩
কলুষের খনি, কনক-রমণী,
আসব বারুণী, কেনা জানে।
তাদের সেবন, করিতে বর্জ্জন,
নিষ্ঠা করি মন গরল জানে ॥ ১৯৪
যারা সমচিত, বিমল চরিত,
আমাতে অর্পিত তাদের মন।
বাহিরে অন্তরে, জীব চরাচরে,
মোর রূপ করে, সদা ঈক্ষণ ॥ ১৯৫
রবি-দরশন, ঘুচায় যেমন,
আঁখির বন্ধন, তিমিরে নাশি।
মম দরশন ঘুচায় তেমন,
অজ্ঞান-অঞ্জন জ্ঞান প্রকাশি ॥ ১৯৬
করহ গমন, আপন সদন,
প্রমুদিত-মন, কুবের সুত!
নাহি ভাব আর, না হবে সংসার,
কৃপাতে আমার, ভকতি-যুত ॥ ১৯৭

এবাক্য কহিলা যবে দেব দামোদর।
হইলা ধনদ-পুত্র প্রফুল্ল-অন্তর ॥ ১৯৮
প্রদক্ষিণ করি আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
পুনঃপুনঃ ভূমি লুঠি বন্দিয়া চরণ ॥ ১৯৯
হৃদয়ে ধরিয়া রূপ ভুবন-মোহন।
স্বস্থানে তাঁহারা তবে করিলা গমন ॥ ২০০

অথ শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন-মোচন।

বজ্রপাতসম রব শ্রবণে শুনিয়া।
শঙ্কিত নন্দাদি গোপ আইলা ধাইয়া ॥ ১
দেখিলা যুগল তরু র'য়েছে পড়িয়া।
অশনি-আঘাতে যেন বিদীর্ণ হইয়া ॥ ২
বিশাল তরুর হেন কেমনে পতন।
চিন্তিত হইলা নারি জানিতে কারণ ॥ ৩
কেহ কহে কি আশ্চর্য্য এ বড় উৎপাত।
কেহ কহে কোন দৈত্য কৈল তরুপাত ॥ ৪
হেন মত নানা তর্ক চলিতে লাগিল।
প্রকৃত কারণ স্থির করিতে নারিল ॥ ৫
তরুর পতন হেতু আপন নন্দন।
ইহা না জানিলা নন্দ অতি ভ্রান্তমন ॥ ৬
কটি তটে মাতৃদত্ত রজ্জুর বন্ধন।
করিতেছে কৃষ্ণ উলূখল আকর্ষণ ॥ ৭

না পড়ে কাহার দৃষ্টি তাঁহার উপরে।
নির্ণয় করিতে হেতু সবে চিন্তা করে॥ ৮
গোপগণে হেরি তবে অতীব কাতর।
কহিলা তাঁদেরে বাক্য বালক-নিকর॥ ৯
আমরা করিনু ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন।
করিয়াছে এই কৃষ্ণ পাদপ-ভঞ্জন॥ ১০
দুই তরু-মধ্যস্থলে করিয়া গমন।
বক্রভাবে উলুখল কৈলা আকর্ষণ॥ ১১
তাহাতে হইল তরু-যুগের পতন।
না কর সন্দেহ মোরা করিনু দর্শন॥ ১২
আর দেখিয়াছি যাহা করহ শ্রবণ।
নির্গত হইল দিব্য পুরুষ দুইজন॥ ১৩
মোদের বয়স্য-পদ করিয়া বন্দন।
যোড়করে নানা কথা কৈল উচ্চারণ॥ ১৪
গোপগণ শুনি তবে বালক-বচন।
না করিল অসম্ভব বলিয়া গ্রহণ॥ ১৫
কাহার কাহার মনে সংশয় জন্মিল।
এ কথা কি শিশু সব কল্পনা করিল॥১৬
কৃষ্ণমায়া-মুগ্ধ নন্দ সহাস্যবদন।
উলুখল-বদ্ধ সুতে করি বিলোকন॥ ১৭
সত্বরে যাইয়া করি বন্ধন মোচন।
স্নেহভরে বক্ষোপরি করিলা ধারণ॥ ১৮
ঘনঘন মুখ-পদ্ম করিয়া চুম্বন।
স্নেহমাখা কথা নন্দ কহিলা তখন॥ ১৯
তোমার জননী-মনে দয়া না হইল।
এহেন কোমল অঙ্গে কেন রে বান্ধিল॥ ২০
গোপীগণ-সহ তবে যশোদা আসিয়া।
ধরিলা গোপালে কোলে বাহু পসারিয়া॥ ২১
বসন-অঞ্চলে করি শ্রীমুখ মার্জ্জন।
পান করিবারে দিলা স্নেহ-প্লুত স্তন॥ ২২
কহিলা নিঠুরা আমি করিনু বন্ধন।
সদয় জনক তব করিলা মোচন॥ ২৩
আজি হ'তে আর তোরে কিছু না বলিব।
করিবি যতেক দোষ সকলি সহিব॥ ২৪
জননীরে সুখ দিয়া করি স্তন্য পান।
নামিলা তাহার কোল হ'তে ভগবান॥ ২৫

আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু রাখিতে গোপন।
নিতান্ত প্রাকৃত লীলা কৈলা আচরণ॥ ২৬
হাসে আর করতালি দেয় গোপীগণ।
অখিল-নিয়ন্তা কৃষ্ণ করয়ে নর্ত্তন॥ ২৭
কোন গোপী কৃষ্ণ-কর করিয়া ধারণ।
কহে বাছা কর গান করিব শ্রবণ॥ ২৮
রাখিতে তাহার কথা প্রভু গান করে।
নাচিয়া নাচিয়া অতি সুমধুর স্বরে॥ ২৯
গোপগোপী-মনে যাহে প্রীতি জনমিত।
যশোদা-নন্দন হরি তাহাই করিত॥ ৩০
যাঁহার ইঙ্গিতে চলে অখিল ভুবন।
তেঁই গোপী-বশ দারুযন্ত্রের মতন॥ ৩১
কহিত জননী যদি অরে বাছাধন।
পিতার পাদুকা তব কর আনয়ন॥ ৩২
আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিয়া বহন।
পিতার সমীপে আনি করিত স্থাপন॥ ৩৩
পীঠ কিম্বা কোন লঘু দ্রব্য আনিবারে।
কহিলে যাইত কৃষ্ণ আনিতে তাহারে॥ ৩৪
কহিলে আনিতে কোন দ্রব্য গুরুভার।
কহিত নারিব বল নাহি গো আমার॥ ৩৫
আপনি ভকতি-বশ ইহা দেখাইতে।
লাগিলা বিবিধ লীলা ব্রজে আচরিতে॥ ৩৬
অতুল আনন্দ-মগ্ন ব্রজবাসী জন।
কৃষ্ণের কৌমার-লীলা করিয়া দর্শন॥ ৩৭
একদিন ব্রজে ফলবিক্রয় কারণ।
পুলিন্দ রমণী এক কৈল আগমন॥ ৩৮
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ফল কে নিবি গো আয়।
ঘরে থাকি কৃষ্ণ তাহা শুনিবারে পায়॥ ৩৯
ধরিয়া কোমল করে ধান্যের অঞ্জলি।
চলিল কিনিতে ফল কৃষ্ণ কুতুহলী॥ ৪০
করচ্ছিদ্র দিয়া ধান্য পড়িতে লাগিল।
ফল-বিক্রয়িণী তাহা স্বচক্ষে হেরিল॥ ৪১
অবশিষ্ট ধান্য প্রভু ফলপাত্রে দিলা।
এ ধান্যের ফল মোরে দাও গো কহিলা॥৪২
পুলিন্দ রমণী ভাগ্য না হয় বর্ণন।
ফল দিয়া কৃষ্ণ-কর করিলা পূরণ॥ ৪৩

রত্নপূর্ণ স্বর্ণভাণ্ড হইল তখন।
ঘুচিল পুলিন্দা ক্লেশ ছুটিল বন্ধন ॥ ৪৪
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফল-চতুষ্টয়।
অনায়াসে যাঁর নামে সদা লভ্য হয় ॥ ৪৫
অহেতু করুণাময় সেই ভগবান।
তাঁরে ভজ যদি চাহ পাইতে নির্ব্বাণ ॥ ৪৬
একদা যমুনাতীরে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
খেলিতে বয়স্যসনে করিলা গমন ॥ ৪৭
বিবিধ খেলাতে অতি আসক্ত রহিলা।
ভোজন সময়ে গৃহে ফিরি না আইলা ॥ ৪৮
তাঁদেরে ডাকিতে তবে রোহিণী চলিলা।
তাঁর ডাকে রামকৃষ্ণ খেলা না ছাড়িলা ॥ ৪৯
রোহিণী ফিরিয়া গৃহে করি আগমন।
কহিলা যশোদে শুন আমার বচন ॥ ৫০
খেলাতে আসক্ত আছে যুগল সন্তান।
ঘরে না আইল শুনি আমার আহ্বান ॥ ৫১
যদি পার তুমি গিয়া আন গো ডাকিয়া।
গেল ভোজনের কাল তাদের চলিয়া ॥ ৫২
শুনি যশোমতী-মন হইল আকুল।
দ্রুতগতি গেলা দেবী যমুনার কূল ॥ ৫৩
কিছু দূর হ'তে দৃষ্টি করি সঞ্চালন।
হেরিলা সাগ্রজ কৃষ্ণ ক্রীড়া-পরায়ণ ॥ ৫৪
কহিতে লাগিলা সুতে করি সম্বোধন।
অরে কৃষ্ণ বাছা মম কমললোচন ॥ ৫৫
নাহি রে খেলাতে বাছা আর প্রয়োজন।
এসরে সত্বরে গৃহে করিবে ভোজন ॥ ৫৬
হ'য়েছে খাবার কাল তোমার অতীত।
হ'য়েছ ক্রীড়াতে শ্রান্ত তুমিরে ক্ষুধিত ॥ ৫৭
এস এস শীঘ্র এস পান কর স্তন।
দেখরে আমার দুগ্ধ হ'তেছে ক্ষরণ ॥ ৫৮
পরে রামে সম্বোধিয়া কহিলা বচন।
মম তাত রাম শীঘ্র কর আগমন ॥ ৫৯
কুলের প্রদীপ তুমি—অনুজের সনে।
না কর বিলম্ব বাছা এস রে ভবনে ॥ ৬০
কখন করেছ বাছা প্রভাতে ভোজন।
হয় নাই এখন কি ক্ষুধা উদ্দীপন ॥ ৬১
তোমরা আমার সনে না গেলে ভবন।
না করিবে ব্রজরাজ অশন গ্রহণ ॥ ৬২
ভোজন-সামগ্রী সব সম্মুখে ধরিয়া।
আছে তেঁই তোমাদের প্রতীক্ষা করিয়া ॥ ৬৩
অপর বালকগণে করি সম্বোধন।
পুনরপি যশোমতী কহিলা বচন ॥ ৬৪
নিজ নিজ ঘরে তোরা কররে প্রস্থান।
হ'য়েছে অনেক বেলা কর গিয়া স্নান ॥ ৬৫
কৃষ্ণে সম্বোধিয়া দেবী কহিলা আবার।
ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ হয়েছে তোমার ॥ ৬৬
অঙ্গের সকল রজ করিয়া মার্জ্জন।
করাইব পূত জলে তোমারে মজ্জন ॥ ৬৭
জনম-নক্ষত্র তব আজিরে গোপাল।
প্রশস্ত দানাদি কার্য্যে হয় শুভ কাল ॥ ৬৮
স্নান করি হয়ে শুচি করিবে গোদান।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে তবে হইবে কল্যাণ ॥ ৬৯
বয়স্যগণের প্রতি কর নিরীক্ষণ।
অলঙ্কৃত হ'য়ে তারা র'য়েছে কেমন ॥ ৭০
তাদের জননীদত্ত বসন ভূষণ।
পরিধান করি সুখে করিছে ভ্রমণ ॥ ৭১
আর তুমি ধূলা মাখি রাজার কুমার।
করিতেছ খেলা হেথা বসি নিরাহার ॥ ৭২
এত বলি পুত্র-কর করিয়া ধারণ।
কৃষ্ণ বলরামে দেবী আনিলা ভবন ॥ ৭৩
অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি অশেষ শেখর।
ভ্রমিতেছে যাঁর বশে স্বজীব ঈশ্বর ॥ ৭৪
গোপিকা জানিয়া তাঁরে আপন তনয়।
অসীম স্নেহের পাশে চিরবদ্ধা রয় ॥ ৭৫
যশোদা করিয়া সুতে গৃহে আনয়ন।
স্বহস্তে করিলা তাঁর শরীর মার্জ্জন ॥ ৭৬
পরে সমাপন করি পূত জলে স্নান।
করাইলা বিপ্রকুলে বহু গো-প্রদান ॥ ৭৭
অতঃপর কৃষ্ণ রাম গোপপতি-সনে।
পরম মধুর অন্ন করিলা ভোজনে ॥ ৭৮
ভোজনের কালে কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কহে নানা কথা নন্দকর্ণ-রসায়ন ॥ ৭৯

ধন্য ধন্য ব্রজরাজ তুমি ভাগ্যবান।
নহিল জগতে কেহ তোমার সমান ॥ ৮০
যাঁহার প্রসাদ-কণা লভিবার তরে।
ধরিয়া অনন্ত কাল মুনি তপ করে ॥ ৮১
যদ্যপি নির্ব্বিঘ্নে তপঃ সিদ্ধি হয় তাঁর।
তবে তাঁরে কৃপা-করে যশোদা-কুমার ॥ ৮২
করিয়া প্রেমের ডোরে সে কৃষ্ণ-বন্ধন।
করিতেছ সুতজ্ঞানে লালন পালন ॥ ৮৩
ভোজনান্তে যশোমতী কৃষ্ণে সাজাইলা।
কটিতটে পীত ধড়া আনি পরাইলা ॥ ৮৪
ললাট মাঝারে দিলা চন্দন তিলক।
সজল জলদে নব ইন্দু বিনিন্দক ॥ ৮৫
বান্ধিলা মোহন-চূড়া মস্তক উপরে।
শিখিপুচ্ছ চাঁদ তাহে মুনিমন হরে ॥ ৮৬
পরাইলা বনমাল্য বক্ষোবিলম্বিত।
তার মাঝে রত্নহার কনক জড়িত ॥ ৮৭
কটিতে কিঙ্কিনী আর নূপুর চরণে।
অঙ্গদ বলয় করে কুণ্ডল শ্রবণে ॥ ৮৮
পরাইলা প্রতি অঙ্গে নানা অলঙ্কার।
নন্দের মহিষী নিজ রুচি অনুসার ॥ ৮৯
কৃষ্ণ অঙ্গ কান্তিচ্ছটা লভিয়া ভূষণ।
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সবে করিল ধারণ ॥ ৯০
সুত সাজাইয়া রাণী নিরীক্ষণ করে।
অপরূপ রূপ হেরি আপনা পাসরে ॥ ৯১
মনে ভাবে কৃষ্ণ মোর অপূর্ব্ব সুন্দর।
উপমা নাহিক বুঝি ভুবন-ভিতর ॥ ৯২
করিতেছি কৃষ্ণ আমি নিত্য দরশন।
তথাপি যখন হেরি তখন নূতন ॥ ৯৩
অতঃপর সঁপি সুতে জনকের করে।
চলিলা যশোদা রাণী গৃহ কর্ম্ম তরে ॥ ৯৪
বিবিধ উৎপাত করি গোকুলে দর্শন।
সঙ্কিত হইল অতি ব্রজবাসী-মন ॥ ৯৫
ব্রজরাজ আদি গোপ সকল প্রাচীন।
করিতে মন্ত্রণা স্থির মিলে এক দিন ॥ ৯৬
তাঁহাদের মধ্যে গোপ উপানন্দ নাম।
বয়সে সবার বৃদ্ধ সর্ব্বগুণধাম ॥ ৯৭
শ্রীরাম কৃষ্ণের প্রতি অতি প্রীতিমান্।
চিত্তে তাঁহাদের হিত হ'য়ে সাবধান ॥ ৯৮
দেশ কাল পাত্র তত্ত্ব করি আলোচন।
কহিতে লাগিলা সবে করি সম্বোধন ॥ ৯৯
শুন শুন গোপগণ আমার বচন।
অবগত আছ হেথা মিলন-কারণ ॥ ১০০
শিশুকুল নাশ হেতু নানাবিধ ভয়।
ঘটিতেছে হেথা তাহে নাহিক সংশয় ॥ ১০১
গোকুলের হিত যদি বাঞ্ছা থাকে মনে।
বৃহদ্বন ত্যজি কর অন্যত্র গমনে ॥ ১০২
সস্নেহে কৃষ্ণেরে কোলে ল'য়ে অতঃপর।
কহিতে লাগিলা বাক্য জ্ঞানীর প্রবর ॥ ১০৩
ভয়ঙ্করী নিশাচরী বালক-ঘাতিনী।
পূতনা দানবী দুষ্টা ঘোর মায়াবিনী ॥ ১০৪
মায়াজাল পাতি ব্রজে করি আগমন।
হরিতে ইহার প্রাণ করিল যতন ॥ ১০৫
তাহাতে করিলা রক্ষা শ্রীমধুসূদন।
সেবকবৎসল হরি বিপদভঞ্জন ॥ ১০৬
যে দিন হইল গৃহে শকট পতন।
থাকিত সেদিন কিহে ইহার জীবন ॥ ১০৭
করেছিল পুণ্যপুঞ্জ শ্রীনন্দ সঞ্চয়।
সে হেতু ইহারে রাখে হরি দয়াময় ॥১০৮
করেছিল তৃণাবর্ত্ত যে দিন হরণ।
করিত সে দিন দুষ্ট নিশ্চয় নিধন ॥১০৯
কেবল করিয়া কৃপা শ্রীমধুসূদন।
রাখিলা ইহার প্রাণ বিপদভঞ্জন ॥১১০
যমল অর্জ্জুন তরু মাঝারে যখন।
গিয়াছিল আমাদের এই কৃষ্ণধন ॥ ১১১
তরুর আঘাতে দেহ হইত দলিত।
অচ্যুত করিয়া কৃপা যদি না রাখিত ॥ ১১২
হইতেছে পদে পদে বিপদ পতন।
নাহি হেন সাধ্য মোরা করি নিবারণ ॥ ১১৩
অতএব এইস্থান করিয়া বর্জ্জন।
কর্ত্তব্য আমার মতে অন্যত্র গমন ॥ ১১৪

লঘু ত্রিপদী।

ত্যজি বৃহদ্বন, চল বৃন্দাবন,
ফল ফুলে সুশোভিত।
অবান্তর বন, আছে অগণন,
তৃণগুল্ম-আচ্ছাদিত ॥ ১১৫
যতেক গোধন, আত্মীয় স্বজন,
দারা সুত পরিবার।
মাণিক রতন, রজত কাঞ্চন,
যেবা ধন আছে যার ॥ ১১৬
করিয়া সজ্জিত, চলহ ত্বরিত,
যথা সেই বৃন্দাবন।
কি জানি কি হয়, নাহিক নিশ্চয়,
আতঙ্কিত মম মন ॥ ১১৭
মনে নাহি ভাব, না হবে অভাব,
যেবা দ্রব্য প্রয়োজন।
সকল পাইবে, বিপদ ঘুচিবে,
রবে সুখী ব্রজজন ॥ ১১৮
প্রচুর জবস, সতত সরস,
আমাদের পশুগণ।
উদর পূরিয়া, ভোজন করিয়া,
করিবেক বিচরণ ॥ ১১৯
সে নব কানন, সুখ-নিকেতন,
করিলাম নিবেদন।
হেরি বনশোভা, জনমনোলোভা,
সদা তুষ্ট রবে মন ॥ ১২০
আমার বচন, যদ্যপি গ্রহণ,
কর অহে ভ্রাতৃগণ।
অবিলম্বে চল, লইয়া সকল,
সে মধুর নব বন ॥ ১২১
সে মন্ত্রবচন, করিয়া শ্রবণ,
কহে বৃদ্ধ গোপ ধীর।
করি বিবেচনা, তুমি যে মন্ত্রণা,
করিলে গো এবে স্থির ॥ ১২২
হ'য়ে একমত, মোরা গোপ যত,
করিনু সম্মতি দান।
তুমি মতিমান্, মন্ত্রীর প্রধান,
বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবান্ ॥ ১২৩
আজ্ঞাবর্ত্তী তব, মোরা গোপ সব,
মানি তব উপদেশ।
যাইব এখন, সহিত স্বজন,
তোমার কথিত দেশ ॥ ১২৪

জুড়িয়া শকট তবে আপন আপন।
রাখিয়া তাহার পরে যত রত্ন ধন ॥ ১২৫
গৃহের সামগ্রী সব করিয়া গ্রহণ।
গোকুল ছাড়িয়া চলে নন্দ ব্রজজন ॥ ১২৬
নারী বালবৃদ্ধ যত শকট উপরে।
চলিলা আরোহি সবে সানন্দ অন্তরে ॥ ১২৭
এক শকটের পরে করি আরোহণ।
নিজ নিজ সুত কোলে করিয়া ধারণ ॥ ১২৮
যশোদা রোহিণী দেবী করিলা প্রয়ান।
করিতে করিতে কৃষ্ণলীলা যশোগান ॥ ১২৯
চলিতেছে সর্ব্ব অগ্রে সমগ্র গোধন।
করিতে করিতে তৃণ নবীন ভক্ষণ ॥ ১৩০
অগ্র পৃষ্ঠ পার্শ্বদেশ করিয়া রক্ষণ।
ধনুর্ব্বাণধারী গোপ করিছে গমন ॥ ১৩১
ঘন কুচযুগ-পরে কুঙ্কুম লেপন।
করেছিল গোপনারী-কান্তির বর্দ্ধন ॥ ১৩২
ছিল শ্রুতিমূলে দিব্য শ্রুতি-বিভূষণ।
ছিল রমণীয় কণ্ঠে কণ্ঠ-আভরণ ॥ ১৩৩
করি পথে মনোহর শোভা সুবিস্তার।
করিতেছে কৃষ্ণলীলা গান সুখসার ॥ ১৩৪
হেন মতে করি সুখে পথ অতিক্রম।
ব্রজবাসী গেলা বৃন্দাবন মনোরম ॥ ১৩৫
নিরমাণ করি তথা বাস আয়তন।
করিতে লাগিলা বাস প্রমুদিত-মন ॥ ১৩৬
যমুনাপুলিন বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন।
লভে হেরি অতি প্রীতি কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ ॥ ১৩৭
ইতি কৃষ্ণলীলামৃতে মহাকাব্যে চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

অথ শ্রীকৃষ্ণের বৎসচারণ।

রামকৃষ্ণ সুমধুর লীলাদরশন।
তথা সুমধুর বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥ ১
নিত্য প্রমুদিত রহে গোপ গোপীজন।
করে দিবা নিশি সুখে সময় যাপন ॥ ২
পঞ্চম বৎসর শেষে ষষ্ঠে পদার্পণ।
করিলা রোহিণী-সুত যশোদা-নন্দন ॥ ৩
রাখিতে তাঁদের বৎস কৈলা নিয়োজন।
নন্দ মহারাজ ব্রজকুল বিভূষণ ॥ ৪
ব্রজভূমি অতিদূরে ল'য়ে বৎসগণ।
আরম্ভিলা করিবারে তাদেরে চারণ ॥ ৫
নানা ক্রীড়া পরিচ্ছদ করিয়া ধারণ।
করিতে লাগিলা নানা ক্রীড়া আচরণ ॥ ৬
বেণুর মধুর রব করিয়া কথন।
বয়স্য-সহিত বনে করয়ে ভ্রমণ ॥ ৭
বিল্ব আমলক কভু করিয়া গ্রহণ।
লাটিম কল্পনা করি করয়ে ক্ষেপণ ॥ ৮
কখন নূপুরযুত চরণ ভূমিতে।
আঘাত করিয়া যায় খেলিতে খেলিতে ॥ ৯
কোন বালকের গাত্রে কম্বল বাঁধিয়া।
কৃত্রিম গো বৃষ তারে দেয় সাজাইয়া ॥ ১০
নিজেরাও বৃষ-সাজে সাজিয়া তখন।
পরস্পর করে রণ বৃষের মতন ॥ ১১
প্রকৃত বৃষের মত করয়ে নর্দ্দন।
মস্তক তাড়ন তথা লম্ফ আস্ফালন ॥ ১২
কভু করি শিখি-হংস-বকানুকরণ।
প্রাকৃত বালক হেন করে বিচরণ ॥ ১৩
হেনমতে নানা লীলা কৃষ্ণ বলরাম।
করে গোপ শিশুসনে লোক-অভিরাম ॥ ১৪

একদা করিতেছিলা গোবৎসচারণ।
হেনকালে দৈত্য এক কৈল আগমন ॥ ১৫
মায়াবলে বৎসরূপ করিয়া ধারণ।
বাঞ্ছিল বধিতে দুষ্ট কৃষ্ণের জীবন ॥ ১৬
বৎসবেশে বৎসমাঝে প্রবেশ করিল।
অখিল-দর্শক হরি তাহা নিরখিল ॥ ১৭
ইঙ্গিতে তাহারে কৃষ্ণ রামে দেখাইলা।
অন্য কেহ দৈত্যবরে চিনিতে নারিলা ॥ ১৮

শমন-শমন, দেব জনার্দ্দন,
তাঁহারে নিধন, করিতে ক্রুর।
করয়ে ভ্রমণ, বিকট দশন,
স্বরূপ গোপন, করি চতুর ॥ ১৯
দানবের অরি, আপনি শ্রীহরি,
লঘু লঘু করি, পদক্ষেপণ।
করিয়া গমন, তাহার চরণ,
করিয়া ধারণ, করে ভ্রমণ ॥ ২০
শির চারিপাশে, সুরকুল ত্রাসে,
হরি অনায়াসে, করে ঘুরায়।
দারুণ ঘূর্ণন, করিতে সহন,
নারে নরাশন, মৃতপ্রায় ॥ ২১
তাহার জীবন, করিয়া নিধন,
করিলা ক্ষেপণ, তরুর পরে।
ভুবন-পালক, বৎস-পালক,
গোপাল বালক, আপন করে ॥ ২২
মৃত কলেবর, ভার গুরুতর,
সেই তরুবর, সহিতে নারি।
হইল পতিত, শরীর সহিত,
ফলসমন্বিত, ঊর্দ্ধচারী ॥ ২৩

তস্কর পতন, প্রচণ্ড নিঃস্বন,
রাখালের গণ, করি শ্রবণ।
করি বিলোকন, বিকটদশন,
মনুজ-অশন, দেহ পতন ॥ ২৪
বধির শ্রবণ, অতি ভীত-মন,
হইল তখন, ক্ষণের তরে।
হইয়া নির্ভয়, বিগত বিস্ময়,
নন্দ সুতে কয়, হরষ ভরে ॥ ২৫
মোদের জীবন, করিলে রক্ষণ,
অসুরে নিধন, করিয়া ভাই!
শরীর তোমার, শিশুর আকার,
এত বলাধার, ভাবিহে তাই ॥ ২৬
বিমান উপর, দেবতা নিকর,
সিদ্ধ মুনিবর, করিছে স্তব।
কহে জয়জয়, দেব দয়াময়,
নমি সুখময়, চরণে তব ॥ ২৭
করি পাপাচার, অসুরে সংহার,
মোদের নিস্তার, করিলে হরি।
দেহ এই বর, কমলার বর,
তব নাম বর, স্মরণ করি ॥ ২৮
করি দেবগণ স্তব কুসুম-বর্ষণ।
প্রণাম করিয়া কৃষ্ণে চলিলা ভবন ॥ ২৯
রাম কৃষ্ণ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড নায়ক।
ধরি নর-তনু ব্রজে বৎসের পালক ॥ ৩০
করিতে লাগিলা তথাবিধ আচরণ।
আনন্দে বিভোর হেরি ব্রজবাসী-জন ॥ ৩১
প্রভাত-ভোজন দ্রব্য করিয়া গ্রহণ।
বয়স্য সহিত বনে করিত ভ্রমণ ॥ ৩২
একদা বাছুরে জল করাইতে পান।
সরোবর-তীরে গেলা রাম ভগবান ॥ ৩৩
করিল সলিল পান বাছুর সকল।
বালক সমূহ পরে করে পান জল ॥ ৩৪
তথা হেরি এক পাখী প্রকাণ্ড আকার।
হইল তাদের মনে ভীতির সঞ্চার ॥ ৩৫
বজ্র-ভিন্ন গিরি যেন রয়েছে পড়িয়া।
বিস্মিত গোপাল সব তারে নিরখিয়া ॥ ৩৬

ধরি বকরূপ এক দানব দুর্ম্মতি।
এসেছিল বনে যথা কমলার পতি ॥ ৩৭
রহে তার ভয়ে ভীত অমর সতত।
সে পালে কংসের আজ্ঞা হইয়া নিরত ॥ ৩৮
পাঠাইল তারে কংস নব বৃন্দাবন।
করিতে গোপাল-শিশুকুলের নিধন ॥ ৩৯
প্রচণ্ড তাহার তুণ্ড অতি খরধার।
বলিষ্ঠ সকল অঙ্গ যেন বজ্রসার ॥ ৪০
বকাসুর নাম তার মহাবলধান্।
দেবতা ব্রাহ্মণ অরি মায়াবী প্রধান ॥ ৪১
মায়াবলে বকরূপ করিয়া ধারণ।
বধিতে বালক বনে কৈল আগমন ॥ ৪২
সর্ব্ববলাধার কৃষ্ণ মনে না জানিল।
মনুজ-বালক বলি তাঁহারে মানিল ॥ ৪৩
দিবারে আহুতি যথা আপনার প্রাণ।
পতঙ্গ অনলে ঝম্ফ করয়ে প্রদান ॥ ৪৪
দুরন্ত দানব তথা আপন জীবন।
করে অতর্কিত ভাবে কৃষ্ণে আক্রমণ ॥ ৪৫
প্রকাণ্ড আপন তুণ্ড করিয়া বিস্তার।
ব্রজের জীবনে গ্রাস কৈল দুরাচার ॥ ৪৬
মহাবক-মুখগ্রস্ত কৃষ্ণে নিরখিয়া।
অচেতন শিশুগণ ভূতলে পড়িয়া ॥ ৪৭
কেবল রহিলা স্থির প্রভু সঙ্কর্ষণ।
শ্রীনন্দনন্দনে জানি অনাদিনিধন ॥ ৪৮
প্রাণ বিনা হয় যথা ইন্দ্রিয়ের গণ।
হইল বালক সব তথা বিচেতন ॥ ৪৯
ত্রিভুবন-জনকের জনক মহান্।
অচিন্ত্য শকতি কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৫০
দানব-বদনমধ্যে করিয়া প্রবেশ।
করিতে লাগিলা দগ্ধ তার তালুদেশ ॥ ৫১
না পারি সহিতে দুষ্ট সেই উগ্রতাপ।
ফেলিল বমন করি কৃষ্ণে মহাপাপ ॥ ৫২
মুখের বাহির প্রভু হইলা যখন।
দানব অক্ষত তাঁরে করি দরশন ॥ ৫৩
অতি কোপভরে কৃষ্ণে করি আক্রমণ।
করিতে লাগিল খর তুণ্ডের ঘাতন ॥ ৫৪

তাহার প্রাগল্‌ভ্য হরি করি বিলোকন।
বাঞ্ছিলা তাহার বধ করিতে সাধন ॥ ৫৫
বিশাল যুগল বাহু করি প্রসারণ।
বকাসুর চঞ্চুযুগ করিলা ধারণ ॥ ৫৬
বিদীর্ণ করিয়া দ্বিধা তার কলেবর।
নিক্ষেপিলা তৃণ ইব ভূমির উপর ॥ ৫৭
এমতে হইল হত দুষ্ট বকাসুর।
অমর-কণ্টক কংস-অনুচর ক্রূর ॥ ৫৮
গগনে বিমানচারী দেব সিদ্ধগণ।
করিছে নন্দনজাত কুসুম বর্ষণ ॥ ৫৯
করিতেছে জয় জয় অসুর-নাশন।
মনুজ বালক হরি কমললোচন ॥ ৬০
বিপ্র ধেনু সুর অরি দানবে সংহার।
করিয়া করিলা আজি সবারে নিস্তার ॥ ৬১
হেরিয়া বালকগণ বকাসুর নাশ।
হইল বিস্মিত অতি বিগত বিত্রাস ॥ ৬২
তাদের অবস্থা তবে হইল কেমন।
গতাসু শরীর যেন পাইল জীবন ॥ ৬৩
অবিক্ষত-তনু কৃষ্ণে করি বিলোকন।
ধাইয়া বালক সব দিল আলিঙ্গন ॥ ৬৪
উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ জয় করি উচ্চারণ।
কহে ধন্য ধন্য সখে যশোদা-নন্দন ॥ ৬৫
দিবা অবসান প্রায় করি দরশন।
সংযত করিয়া নিজ নিজ বৎসগণ ॥ ৬৬
করিল রাখাল সব ব্রজে আবর্ত্তন।
করিতে করিতে কৃষ্ণ-বিক্রম বর্ণন ॥ ৬৭
গোপাল বালক যত আসিয়া ভবন।
কহিল স্বজনে দৈত্যবধ-বিবরণ ॥ ৬৮
শুনি ব্রজজন বক অসুর নিধন।
হইল সকলে অতি সুবিস্মিত-মন ॥ ৬৯
নন্দের আলয়ে তবে করি আগমন।
কৃষ্ণের বদন হেরি কহিল বচন ॥ ৭০
দুগ্ধপোষ্য শিশু ব্রজরাজের কুমার।
করাল মৃত্যুর মুখে পড়ি বহুবার ॥ ৭১
কিজানি কি হেতু মূলে পাইল নিস্তার।
হেরি আমাদের মনে লাগে চমৎকার ॥ ৭২
আইল করিতে হিংসা যে যে নিশাচর।
পুনরপি তথা ফিরি নাহি গেল আর ॥ ৭৩
অলক্ষ্য উপায়ে তারা প্রাণ হারাইল।
পাপের উচিত ফল বিধি প্রদানিল ॥ ৭৪
এ বালকে লক্ষ্য করি গর্গের বচন।
হইল সকল সত্য জানিনু এখন ॥ ৭৫
এমতে নন্দাদি কৃষ্ণ-লীলার প্রসঙ্গে।
রহে রমমান সদা প্রমোদ-তরঙ্গে ॥ ৭৬
জানিতে না পারে ভব-বেদনা কেমন।
নিত্য নব কৃষ্ণলীলা করি দরশন ॥ ৭৭

অথ অঘাসুর বধ।

একদা করিতে বনে প্রভাত-ভোজন।
বাসনা করিলা প্রভু শ্রীনন্দ-নন্দন ॥ ১
উঠিলা প্রত্যূষকালে ত্যজিয়া শয়ন।
শ্রুতি-সুখকর শৃঙ্গ করিলা বাদন ॥ ২
সে মধুর ধ্বনি কর্ণে করিয়া শ্রবণ।
জাগিয়া উঠিলা বৎস বয়স্যের গণ ॥ ৩
ল'য়ে ভোজ্য দ্রব্য নবনীত ক্ষীর সর।
চলিলা কাননে হরি বৎস পুরঃসর ॥ ৪
আর যত বৎসপাল আসিয়া তখন।
কৃষ্ণের সহিত পথে করিল মিলন ॥ ৫
প্রতি বৎসপাল-বৎস সংখ্যাতে হাজার।
কৃষ্ণের রক্ষিত বৎস অধিক সবার ॥ ৬
অগ্রে অগ্রে যায় বৎস সকল মিলিয়া।
পাছু পাছু যায় কৃষ্ণ বয়স্য লইয়া ॥ ৭
শোভিতেছে বেণু শিঙা সকলের করে।
চলিতেছে বনপথে আনন্দের ভরে ॥ ৮
করিতে করিতে তৃণ হরিত ভক্ষণ।
মন্থর গমনে চলে বাছুরের গণ ॥ ৯
করিতে করিতে নানা ক্রীড়া আচরণ।
করিতেছে সবয়স্য কৃষ্ণ বিচরণ ॥ ১০
যদিও জননীদত্ত রত্ন-অলঙ্কার।
করেছিল বিভূষিত অঙ্গ সবাকার ॥ ১১

তথাপি তাহারা বনে করিয়া গমন।
করি ফল পুষ্প শিখিপুচ্ছাদি গ্রহণ ॥ ১২
করে নিজ নিজ অঙ্গ সবে বিভূষণ।
সহজ গৈরিক ধাতু করি বিলোকন ॥ ১৩
এক অপরের শিকা করিয়া হরণ।
রাখে তাহা স্থানান্তরে করিয়া গোপন ॥ ১৪
দ্রব্যস্বামী নাহি পায় যখন খুঁজিয়া।
হারক অর্পণ করে তখন হাসিয়া ॥ ১৫
কানন সৌন্দর্য্য যবে করিতে দর্শন।
কিয়দ্দূরে কৃষ্ণ যবে করিত গমন ॥ ১৬
তখন বালক সব হইয়া ধাবিত।
আমি অগ্রে বলি তার অঙ্গ পরশিত ॥ ১৭
কেহ কেহ করি বেণু মধুর বাদন।
করি কতিপয় শিশু শৃঙ্গের নিস্বন ॥ ১৮
কেহ ভৃঙ্গ সনে কেহ কোকিলের সনে।
করি কলরব খেলে প্রমুদিত মনে ॥ ১৯
কেহ করে পক্ষিচ্ছায়া পশ্চাতে ধাবন।
করে কেহ হংস সহ চরণ ক্ষেপণ ॥ ২০
কেহ কেহ করে শিখি সহিত নর্ত্তন।
বক সনে কেহ বসে বকের মতন ॥ ২১
শাখিশাখে হেরি কপি পুচ্ছ লম্বমান।
কেহ তাহা ধরে গিয়া হ'য়ে ধাবমান ॥ ২২
কপিশিশুপুচ্ছ কেহ করি আকর্ষণ।
তার সনে তরু পরে করে আরোহণ ॥ ২৩
বদন বিকৃত করি আপন দশন।
কেহ কেহ শাখামৃগে করায় দর্শন ॥ ২৪
তরু এক শাখা হ'তে অন্য শাখা ধ'রে।
কপি সনে লম্ফ দিয়া কেহ কেহ পড়ে ॥ ২৫
কেহ কেহ লম্ফ দান করি ভেক সনে।
অনায়াসে হয় পার ক্ষুদ্র প্রস্রবণে ॥ ২৬
কেহ কেহ প্রতিবিম্বে করে উপহাস।
কেহ করে প্রতিস্বনে কোপের প্রকাশ ॥ ২৭
হেন মতে নানা খেলা যত শিশুগণ।
কৃষ্ণসঙ্গ-সুধাপান করে অনুক্ষণ ॥ ২৮
নিত্য পূর্ণ সুখরূপ যাঁরে স্বপ্রকাশ।
হেরে জ্ঞানী যবে হয় জ্ঞানের বিকাশ ॥ ২৯
পরম ঈশ্বর আত্ম-প্রদ ভগবান।
বলি যাঁরে উপাসনা করে ভক্তিমান ॥ ৩০
মায়াশ্রিয় কহে যাঁরে মনুজদারক।
খেলা করে তাঁর সনে গোপাল বালক ॥ ৩১
করি হৃদে দৃঢ় রূপে সখ্যতা বন্ধন।
নাহি করে ব্যভিচার তাহার কখন ॥ ৩২
না জানি কি পুণ্যরাশি করি উপার্জ্জন।
হেন সুখভাগী ব্রজ গোপসুতগণ ॥ ৩৩
ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যাঁর করে অনুভব।
ভক্ত পূজে সদা যাঁরে সপ্রেম বিভব ॥ ৩৪
তাঁর সনে গোপশিশু করিছে বিহার।
আশ্চর্য্য সৌভাগ্য বিনা কি বলিব আর ॥ ৩৫
জনম জনমে করি অতি কৃচ্ছ্র ব্রত।
সকল ইন্দ্রিয় জয় চিত্ত সুসংযত ॥ ৩৬
যাঁহার চরণরেণু সর্ব্বসুখকর।
কদাপি করিতে লাভ পারে যোগিবর ॥ ৩৭
সে হরি যাদের সদা নয়নগোচর।
কেবা সেই ব্রজবাসীসম ভাগ্যধর ॥ ৩৮
প্রপঞ্চ অতীত দিব্য সুখ সনাতন।
কৃষ্ণ-কৃপা বিনা যাহা নহে আস্বাদন ॥ ৩৯
সে সুখ-সম্পদ মাঝে হইয়া মগন।
দিবা নিশি ব্রজবাসী করিছে যাপন ॥ ৪০
অঘ নামে এক দুষ্ট দানব প্রধান।
দেব গাভী দ্বিজ অরি মহা বলবান ॥ ৪১
করিয়া অমৃত পান হইল অমর।
নির্জ্জর বিগতরোগ দেবতানিকর ॥ ৪২
কিন্তু রহে তার ভয়ে সদা সশঙ্কিত।
শুনি তার নাম হয় অঙ্গ কণ্টকিত ॥ ৪৩
বকীবক অসুরের কনিষ্ঠ সোদর।
ভোজপতি কংস অতি প্রিয় অনুচর ॥ ৪৪
কংস আজ্ঞা অনুসারে ব্রজে আগমন।
করিল গোপাল শিশু করিতে নিধন ॥ ৪৫
ভাবিল কৃষ্ণেরে হেরি সুরকুলত্রাস।
মোর সহোদরে এই করেছে বিনাশ ॥ ৪৬
সবয়স্য বধ করি ইহার জীবন।
পূতনা বকের আজি করিব তর্পণ ॥ ৪৭

সকল প্রাণীর পুত্র প্রাণ-প্রিয়তর।
সে পুত্র বিনাশ পিতৃপ্রাণ অন্তকর॥ ৪৮
অধুনা এদের বধ করিলে সাধন।
ধরিবেক ব্রজ গোপ প্রাণ কতক্ষণ॥ ৪৯
এত ভাবি মায়াবলে দুষ্ট নিশাচর।
যোজন প্রমাণ বৃদ্ধি করি কলেবর॥ ৫০
সুবিশাল অজগর শরীর ধরিল।
পর্ব্বতসদৃশ পথে পড়িয়া রহিল॥ ৫১
গিরি গুহা সম তার প্রকাণ্ড আনন।
রোধিয়া বনের পথ করে প্রসারণ॥ ৫২
রহিল ভূমির পরে পড়িয়া অধর।
পরশিল ওষ্ঠ গিয়া উর্দ্ধে জলধর॥ ৫৩
গিরিশৃঙ্গ সম ছিল দশন তাহার।
মুখ মধ্যভাগ যেন ঘন অন্ধকার॥ ৫৪
রসনা বিস্তৃত পথ দেখি লাগে ভয়।
রয়েছে ভূতলে পড়ি ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয়॥ ৫৫
নাসার নিশ্বাস যেন পরুষ পবন।
নেত্রদ্বয় করে যেন দাবাগ্নি বর্ষণ॥ ৫৬
সপথ কৃষ্ণের সেই মুখে প্রবেশন।
রহিল প্রতীক্ষা করি মনুজ অশন॥ ৫৭
নিরীক্ষণ করি তারে রাখালনিকর।
কহিতে লাগিল তবে বাক্য পরস্পর॥ ৫৮
দেখহ সম্মুখে ভাই রয়েছে পড়িয়া।
কি এক অদ্ভুত সর্প আকার ধরিয়া॥ ৫৯
একি বৃন্দাবন শোভা কিম্বা সত্ত্বাভাস।
কিম্বা আসিয়াছে দৈত্য করিবারে গ্রাস॥ ৬০
অনন্তর কহে তারা করিয়া নিশ্চয়।
বটে কোন দুষ্ট সত্ত্ব নাহিক সংশয়॥ ৬১
দেখহ উহার ওষ্ঠ রক্তিম বরণ।
রবিকর-সমুজ্জ্বল জলদ যেমন॥ ৬২
করিতেছে স্পর্দ্ধা গিরিশৃঙ্গরাজি সনে।
করাল দশন পাঁতি হেরি ভয় মনে॥ ৬৩
রয়েছে দক্ষিণ বামে গিরি গুহাদ্বয়।
অধর ওষ্ঠের প্রান্ত হেন মনে লয়॥ ৬৪
বহিছে আমিষ গন্ধ নিশ্বাস পবন।
অতএব এই সত্ত্ব আমিষভোজন॥ ৬৫
করিবে কি অজগর আমাদেরে গ্রাস।
জানেনা কি দুষ্ট নাহি আমাদের নাশ॥ ৬৬
যদ্যপি মোদের হিংসা করে পাপমতি।
করিবে বকারি নাশ উহারে সম্প্রতি॥ ৬৭
এমত বিতর্ক করি বৎসপালগণ।
করি হাস্য করে কৃষ্ণ আস্য নিরীক্ষণ॥ ৬৮
উচ্চ করতালি দিয়া সবে অতঃপর।
দুরন্ত দানব মুখে হয় অগ্রসর॥ ৬৯
অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রাণিহৃদয়-নিবাসী।
সবার অন্তরযামী চিদানন্দরাশি॥ ৭০
মায়া নরবপু কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
বয়স্য সকল তর্ক করিলা শ্রবণ॥ ৭১
ভকত সুখদ দিব্য যশঃ সুপ্রকাশ।
করিতে বাঞ্ছিলা করি দানবে বিনাশ॥ ৭২
নির্ভয় গোপাল শিশু করিয়া গমনে।
প্রবেশিল ক্ষণ মাঝে অসুর বদনে॥ ৭৩
দানব তাদেরে নাহি গিলিয়া ফেলিল।
বকারির প্রবেশন প্রতীক্ষা করিল॥ ৭৪
সর্ব্বজীব অভয়দ শ্রীমধুসূদন।
আপনার মনে চিন্তা করিলা তখন॥ ৭৫
এ সব বালক হয় অনন্যশরণ।
ক'রেছে আমাতে মনপ্রাণ সমর্পণ॥ ৭৬
প'শেছে শমন দীপ্ত জঠর-অনলে।
তৃণ ইব হবে দগ্ধ অচিরে সকলে॥ ৭৭
মম চিরন্তন ব্রত জানে চরাচরে।
শরণ আগতে রক্ষা করি নিরন্তরে॥ ৭৮
অসাধু বিনাশ আর সাধুর রক্ষণ।
করিতে হইবে এই উভয় সাধন॥ ৭৯
অচিন্ত্যমহিম হরি এত বিচারিয়া।
মায়া অজগর মুখে পশিলা যাইয়া॥ ৮০
অঘাসুর মুখে যবে বিভু প্রবেশিলা।
মেঘ অন্তরালে থাকি অমর হেরিলা॥ ৮১
করিতে লাগিলা তাঁরা ভয়ে হাহাকার।
না হইল বুঝি ক্ষয় আর ভূমিভার॥ ৮২
পাপাচার নিশাচর আনন্দ পাইল।
ভাবি দানবারি আজি প্রাণ হারাইল॥ ৮৩

দেব হাহা রব হরি শ্রবণে শুনিলা।
তুর্ণ দৈত্যদেহ চূর্ণ করিতে বাঞ্ছিলা ॥ ৮৪
দানবের গলদেশে হ'য়ে অগ্রসর।
করিলা অদ্ভুত রূপ বৃদ্ধি কলেবর ॥ ৮৫
তার গলদেশ রন্ধ্র নিরুদ্ধ হইল।
নিশ্বাস প্রশ্বাস নাহি চলিতে লাগিল ॥ ৮৬
হইলে নিরুদ্ধ কণ্ঠ নির্গত লোচন।
বাহিরিল ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদিয়া পবন ॥ ৮৭
প্রাণবায়ু সনে যত ইন্দ্রিয়ের গণ।
নিশাচর স্থূলদেহ করিল বর্জ্জন ॥ ৮৮
শরীর হইতে তার বহিরাগমন।
করিল অদ্ভুত জ্যোতিঃ পদার্থ তখন ॥ ৮৯
রহিল প্রতীক্ষা করি কৃষ্ণ বিনির্গম।
গগন উপরে দিব্য তেজ অনুপম ॥ ৯০
করিয়া রহিল দশদিক্ আলোকিত।
হেরিয়া দেবতাগণ হইলা বিস্মিত ॥ ৯১
দানব কবলগত কৃষ্ণ ভগবান।
হেরিলা বয়স্য সব ভয়ে শূন্য প্রাণ ॥ ৯২
অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি করি সঞ্চালন।
অবিলম্বে প্রদানিলা তাদের জীবন ॥ ৯৩
মিলিত হইয়া তবে তাহাদের সনে।
হইলা বাহির প্রভু সহাস্য বদনে ॥ ৯৪
নভস্থিত সেই তেজ আসিয়া তখন।
পশিল শ্রীকৃষ্ণদেহে হেরে দেবগণ ॥ ৯৫
দুষ্ট অঘাসুর বধ করি দরশন।
অতি হৃষ্ট করে সুর কুসুম বর্ষণ ॥ ৯৬
কহে সুরকার্য্য তরে ভূমে অবতরি।
সাধিতেছ সুরহিত প্রভু কৃপা করি ॥ ৯৭
করিছে অপ্সরাকুল বাদ্য মনোহর।
গাইছে গন্ধর্ব্ব গীত শ্রুতিসুখকর ॥ ৯৮
নারদাদি ঋষিবর করিছে স্তবন।
করে অসুরারি জয় জয় উচ্চারণ ॥ ৯৯
হেন মতে করে সবে কৃষ্ণের পূজন।
যোড়করে প্রণমিয়া তাঁহার চরণ ॥ ১০০
নম ভরি পাপ করি, অঘাসুর সুর অরি,
এল ব্রজে কৃষ্ণ হিংসাতরে।
রহিত যাহার ভয়ে, সুরধেনুবিপ্রচয়ে,
সদাভীত চিন্তিত অন্তরে ॥ ১০১
বধিয়া তাহার প্রাণ, করিলা সাযুজ্য দান,
আত্মহিংসা কার্য্য প্রতিদান।
শান্ত সমদর্শী প্রভু শ্রীনন্দ নন্দন বিভু,
করুণা সাগর ভগবান ॥ ১০২
যদি চাহ ভবক্ষয়, ভজ কৃষ্ণপদদ্বয়,
দুরাকাঙ্ক্ষা করিয়া বর্জ্জন।
কৃষ্ণের সমান ভাই, দয়াময় কেহ নাই,
কর সার তাঁহার চরণ ॥ ১০৩

অথ ব্রহ্মমোহন।

বিচিত্র বাদিত্র বাদ্য জয়াদি নিস্বন।
নমো নমো রব দিব্যস্তুতির পঠন ॥ ১
স্বধাম হইতে শুনি মরালবাহন
বাহির হইলা শীঘ্র জানিতে কারণ ॥ ২
তৎক্ষণাৎ করি বৃন্দাবনে আগমন।
উৎসব অভূতপূর্ব্ব করিলা দর্শন ॥ ৩
ত্রিলোকমোহন কৃষ্ণরূপ মনোহর।
বিস্মিত অন্তর হেরি ভুবন ঈশ্বর ॥ ৪
অচিন্ত্য প্রভাব কৃষ্ণ বিভু স্বেচ্ছাময়।
নাচায় বিশ্বের জনে যথা ইচ্ছা হয় ॥
দেবাসুর নাগ নর কিন্নর গন্ধর্ব্ব।
কৃষ্ণ ক্রীড়া পুত্তলিকা চরাচর সর্ব্ব ॥ ৬
অঘাসুরে বধি বৎস বৎসপাল সনে।
করিলা যমুনাতীরে কৃষ্ণ আগমনে ॥ ৭
বাছুর সকলে জল করাইয়া পান।
কহিলা রাখালগণে বিভু ভগবান ॥ ৮
দেখহ পুলিন এই রমণীয় স্থান।
কেলির সম্পদ সব হেথা বিদ্যমান ॥ ৯
দেখহ বালুকা সব কোমল বিমল।
দেখ সরোবর জল স্বচ্ছ সুশীতল ॥ ১০
দেখ ভ্রাতঃ শতপত্র সব প্রস্ফুটিত।
মনোহর গন্ধে দশ দিক আমোদিত ॥ ১১

প্রফুল্ল কমলদলে ভৃঙ্গ অগণন।
মধুপান-হৃষ্ট করে মধুর কুজন ॥ ১২
সুরভি আকৃষ্ট দেখ কত বিহঙ্গম।
করিতেছে কলরব জনমনোরম ॥ ১৩
সে মধুর নাদে তরুরাজি নিনাদিত।
হ'য়েছে কেমন ভাই দেখ বিলম্বিত ॥ ১৪
এস ভাই হেথা মোরা করিহে ভোজন।
বেলা অতিক্রমে আর কিবা প্রয়োজন ॥ ১৫
সমীপে হরিত তৃণ কোমল কেমন।
আমাদের বৎসকুল করুক ভক্ষণ ॥ ১৬
অঙ্গীকার করি সবে শ্রীকৃষ্ণ বচন।
নিজ নিজ শিকা আনি করিল মোচন ॥ ১৭
কৃষ্ণ চারি পাশে পদ্ম আকারে বসিল।
ভূরি ভূরি পঙক্তি তারা রচনা করিল ॥ ১৮
গোপাল কমল দল মাঝে কর্ণিকার।
রহিলা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজেন্দ্র কুমার ॥ ১৯
সবার সম্মুখে রহে তাহার বদন।
নাহি কেহ পৃষ্ঠদেশ করে দরশন ॥ ২০
ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান যেন নাহি কর।
অচিন্ত্য প্রভাব কৃষ্ণ ঈশ্বর ঈশ্বর ॥ ২১
কেহ শিলাখণ্ডে কেহ প্রস্তরে বন্ধলে।
শিকাতে পল্লবে কেহকেহ ফুল ফলে। ২২
রচিল রুচির পাত্র রুচি অনুসার।
গোপাল বালক সব বিবিধ প্রকার ॥ ২৩
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য তাহাতে ধরিয়া।
ভুঞ্জয়ে কৃষ্ণের সনে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২৪
সর্ব্ব যজ্ঞভোজী সর্ব্ব যজ্ঞের ঈশ্বর।
সবাকার অন্তরাত্মা সর্ব্ব সুরবর ॥ ২৫
নন্দসুত রূপে অবতরি বৃন্দাবনে।
অঙ্গীকার করি সখা গোপ শিশুসনে ॥ ২৬
ক'রিছে তাদের সহ কানন ভোজন।
ত্রিভুবনে এ রহস্য বুঝে কোন জন ॥ ২৭
উদর বসন মাঝে বংশী সুরক্ষিত।
বাম কক্ষে শৃঙ্গবেত্র রয়েছে রাজিত ॥ ২৮
বাম করে ধৃত দধিম্রক্ষিত কবল।
অঙ্গুলি রক্ষিতে ধৃত পিলু আদি ফল ॥ ২৯
হেন রূপে সখা মাঝে বিভু সনাতন।
প্রাকৃত বালক ইব করিছে ভোজন ॥ ৩০
নানা পরিহাস বাক্য করি উচ্চারণ।
করিছে বয়স্যগণ আনন্দ বর্দ্ধন ॥ ৩১
আশ্চর্য্য অন্বিত দেব চাহিয়া গগনে।
বিভুর ভোজন লীলা করে দরশনে ॥ ৩২
হইয়া গোপাল শিশু কৃষ্ণগত চিত।
রহিল ভোজনরত সুখ নিমজ্জিত ॥ ৩৩
তাদের বাছুর সব ইতি অবসরে।
তৃণলোভে প্রবেশিল কানন অন্তরে ॥ ৩৪
বৎস কুলে না দেখিয়া বৎস পালগণ।
খাইতে খাইতে ভয়ে বিষণ্ণবদন ॥ ৩৫
তাহাদের ভাব দেখি কৃষ্ণ চন্দ্রানন।
কহিলা নাহিক ভয় বৎসের কারণ ॥ ৩৬
সুখে কর মিত্র সব তোমরা ভোজন।
করিতে যাইব আমি বৎস অন্বেষণ ॥ ৩৭
এত বলি ভোজ্য গ্রাস করেতে ধরিয়া।
চলিলা রাখালরাজ সত্বর হইয়া ॥ ৩৮
গিরি গিরিগুহা লতাআচ্ছন্ন বিবর।
হইলা অন্বেষি দূর বন অগ্রসর ॥ ৩৯
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য আজ করিতে দর্শন।
করিলা বিরিঞ্চি বৎস সকল হরণ ॥ ৪০
তাদের খুঁজিতে প্রভু যবে বনে গেলা।
সব গোপ সুতে ব্রহ্মা তখন হরিলা ॥ ৪১
কোথাও কানন মাঝে বৎস না পাইয়া।
আইলা পুলিনে কৃষ্ণ আবার ফিরিয়া ॥ ৪২
নাহি গোপ সুত সব তথা নিরখিলা।
অন্তরে বিরিঞ্চি কার্য্য সকল জানিলা ॥ ৪৩
সবৎস বৎসপে মায়া বলে পদ্মাসন।
রাখিলা নিভৃত স্থানে করিয়া গোপন ॥ ৪৪
সকল তত্ত্বজ্ঞ হরি ব্রজেন্দ্র নন্দন।
যদিও জানিলা নিজে সব বিবরণ ॥ ৪৫
বৎস বৎসপালে তবু না করি উদ্ধার।
করিলা আপন মায়া-বৈভব বিস্তার ॥ ৪৬
তাদের জননী সুখ করিতে বর্দ্ধন।
তথা বিরিঞ্চির বাঞ্ছা করিতে পূরণ ॥ ৪৭

ছিল যত বৎস আর বৎসের পালক।
ধরিলা সবার মূর্ত্তি নন্দের বালক ॥ ৪৮
যাহার যেমন বেশ যেমন ভূষণ ॥
শৃঙ্গ বেত্র বেণু শিকা অঙ্গেতে যেমন ॥ ৪৯
বিলাস বিহার গতি শয়ন অশন।
হাব ভাব লাবণ্যাদি প্রত্যঙ্গ গঠন ॥ ৫০
যথা বর্ণ যথা কেশ যথা কণ্ঠস্বর।
যথা অবয়ব চিহ্ন নীল পীতাম্বর ॥ ৫১
যথা শীল যথা গুণ যথা বয়ঃক্রম।
সে সব ধরিলা নিজে একা উরুক্রম ॥ ৫২
আজি ব্রজে যত বৎস আর বৎসপাল।
সে সব কেবল একমাত্র নন্দলাল ॥ ৫৩
বিশ্ব বিষ্ণুময় এই প্রসিদ্ধ বচন।
অর্থত প্রত্যক্ষ দেখাইলা নারায়ণ ॥ ৫৪
আপনারে করি আজি আপনি চারণ।
রবি অস্তকালে ব্রজে কৈলা আগমন ॥ ৫৫
আপনি বৎসপ বৎস স্বরূপ ধরিয়া।
প্রতি গোপ গোষ্ঠ গৃহে পশিলা যাইয়া ॥ ৫৬
গোবৎস স্বরূপে গাভীস্তন করে পান।
পুত্ররূপে গোপীস্তন পিয়ে ভগবান ॥ ৫৭
নিজ নিজ গৃহাগত বালকে তনয়।
বলিয়া জানিলা গোপ গোপী সমুদয় ॥ ৫৮
কৃত্রিম বলিয়া কার নহিল সংশয়।
কেবল স্নেহের বৃদ্ধি হ'ল অতিশয় ॥ ৫৯
প্রত্যহ জননী সুতে যেমত যতন।
করিত আজিও তাহা করিল তেমন ॥ ৬০
যেমত আনন্দ যুত, করিত প্রকৃত সুত,
জনক জননী বন্ধু জনে।
সেইরূপ আনন্দিত, তদাকারে আকারিত,
করে হরি করম বচনে ॥ ৬১
হৃদয় মাঝারে ধরি, দৃঢ় আলিঙ্গন করি,
পুনঃ পুনঃ চুম্বিয়া বদন।
পাসরি সকল দুখ, প্রাপ্ত হয় ব্রহ্ম সুখ,
পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ॥ ৬২
সব গোপ গৃহে রাজে, তাদের তনয় সাজে,
মায়াপতি শ্রীনন্দনন্দন।
জনক জননীগণ, প্রমুদিত অনুক্ষণ,
করি তারে লালন পালন ॥ ৬৩
নন্দ ব্রজ গাভী যত, তাদের সৌভাগ্য কত,
কেবা পারে করিতে বর্ণন।
তাহাদের বৎসরূপ, ধরি কৃষ্ণ সুরভূপ,
সুখ দেয় করি পান স্তন ॥ ৬৪
ব্রজজন স্নেহ ঋদ্ধি, পাইতে লাগিল বৃদ্ধি,
প্রতি দিন স্ব স্ব সুতপরে।
ব্যাপিয়া বৎসর কাল, রহিল এ মোহজাল,
গাভী গোপ গোপিকা অন্তরে ॥ ৬৫
পরমাত্মা পরাৎপর, মায়াতীত পরেশ্বর,
গোপ বেশ অনাদিঅনন্ত।
নিজে ধরি শিশুরূপ, চরাইল স্ব স্বরূপ,
বৎস কুল বৎসর পর্য্যন্ত ॥ ৬৬
এ অদ্ভুত লীলা কেহ বুঝিতে নারিল।
কৃষ্ণমায়ামুগ্ধ হ'য়ে সকলে রহিল ॥ ৬৭
একদিন বন মাঝে দেব সঙ্কর্ষণ।
করিতে আছিলা বহু বাছুর চারণ ॥ ৬৮
কিছু দূরে ছিল গিরিবর গোবর্দ্ধন।
চরিতে আছিল তার পরে গাভীগণ ॥ ৬৯
পর্ব্বত হইতে তারা বৎস নিরখিয়া।
তৃণ ত্যজি অবিলম্বে আইল ধাইয়া ॥ ৭০
নারিল রক্ষকগণ করিতে বারণ।
যদিও করিল তারা অনেক যতন ॥ ৭১
আছিল অনেক গাভী নব বৎসবতী।
তথাপি অধিক স্নেহ পুরাতন প্রতি ॥ ৭২
স্ব স্ব বৎসপাশে আসি গাভী দাঁড়াইলা।
স্তন দিয়া বৎস অঙ্গ চাটিতে লাগিলা ॥ ৭৩
লজ্জিত রক্ষক সব তখন আসিয়া।
দেখিল বৎসের পাশে গাভী দাঁড়াইয়া ॥ ৭৪
হ'য়েছে তাদের মুখ অতি উল্লাসিত।
আনন্দে সকল অঙ্গ যেন পুলকিত ॥ ৭৫
অনন্তর নিজ নিজ সুতে দরশন।
করি গোপ সব প্রেমরসমগ্নমন ॥ ৭৬
এ নহে সামান্য সুত প্রতি প্রেম রস।
অসীম এ প্রেম গোপে করিল অবশ ॥ ৭৭

মনে ছিল সুতগণে করিবে তাড়ন।
কিন্তু মুখ হেরি ক্রোধ কৈল পলায়ন ॥ ৭৮
অসম্ভব অনুরাগ বাড়িল তখন।
ধরি হৃদে স্ব স্ব সুতে দিল আলিঙ্গন ॥ ৭৯
লইয়া মস্তক ঘ্রাণ প্রমোদ পাইল।
গণ্ড বহি প্রেম ধারা পড়িতে লাগিল ॥ ৮০
এ সব ঘটনা দেখি দেব বলরাম।
বিচার করিলা মনে প্রভু পূর্ণকাম ॥ ৮১
ব্রজে কি অপূর্ব্ব প্রেম হইয়া উদয়।
গোপ গোপী গাভীকুলে করিল আশ্রয় ॥ ৮২
সামান্য সন্তান স্নেহ হেতু ইহা নয়।
পাইতেছে দিন দিন বৃদ্ধি অতিশয়। ৮৩
একি কোন দৈবী মায়া অথবা মানবী।
রাক্ষসী পৈশাচী কিম্বা গান্ধর্ব্বী দানবী। ৮৪
এ মায়া প্রয়োগ ব্রজে করে কোন জন।
করিয়াছে আমারেও যাহা আক্রমণ ॥ ৮৫
আমারে ব্যাপিতে মায়া অপর না পারে।
কে জানে আমার তত্ত্ব নিগূঢ় সংসারে ॥ ৮৬
এক মাত্র প্রভু মোর শ্রীনন্দ নন্দন।
এ মায়া নিশ্চয় তাঁর জানিনু এখন ॥ ৮৭
অনন্তর করি জ্ঞান নেত্র উদ্ঘাটন।
জানিলা প্রকৃত তত্ত্ব দেব সঙ্কর্ষণ ॥ ৮৮
ছিল ব্রজে যত বৎস বৎসপের গণ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সব করিলা দর্শন ॥ ৮৯
মায়াপতি কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্ব মহারাজ।
বৎস বৎসপালরূপে করিছে বিরাজ ॥ ৯০
জিজ্ঞাসিলা বলদেব শ্রীকৃষ্ণে তখন।
কহ ভ্রাত মোরে আজি সব বিবরণ ॥ ৯১
বৎস বৎসপাল রূপ করিয়া ধারণ।
জনমিল ব্রজে আসি ঋষি দেবগণ ॥ ৯২
পূর্ব্বত ইহাই ভ্রাত আমি জানিতাম।
আজি ব্যতিক্রম কিন্তু কেন হেরিলাম ॥৯৩
ইহারা তাপস নহে অথবা সুরেশ।
ভেদাশ্রয়ে একমাত্র তুমি পরমেশ ॥৯৪
অতএব কহি ভ্রাত ইহার কারণ।
মম কৌতূহল এবে কর নিবারণ ॥৯৫

অগ্রজের বাক্য প্রভু করিয়া শ্রবণ।
কহিলা সংক্ষেপে তাঁরে সব বিবরণ ॥৯৬
পরের বৃত্তান্ত এবে কহি বিবরিয়া।
শুন সাধুজন কৃষ্ণকথা আদরিয়া ॥৯৭
মায়া বলে করি বৎস বৎসপে সৃজন।
বিহার করিছে কৃষ্ণ কমললোচন ॥৯৮
মানব বৎসর ব্রহ্ম ত্রুটি পরিমাণ।
হেরিলা বিরিঞ্চি সেই কাল অবসান ॥৯৯
করিলা নন্দের ব্রজে পুনরাগমন।
অচিন্ত্য অপূর্ব্ব লীলা করিতে দর্শন ॥১০০
হেরিলা দ্বিভুজ কৃষ্ণ শ্রীনন্দ কুমার।
সবৎস বয়স্য সনে করিছে বিহার ॥১০১
হেনমতে চিন্তা তবে করে পদ্মাসন।
আহা কি আশ্চর্য্য আমি করি বিলোকন ॥১০২
আজিও আমার মায়া শয্যাতে শায়িত।
রহিয়াছে বৎসপাল বৎস সমন্বিত ॥১০৩
এসব গোবৎস শিশু কেমনে হইল।
কোথা হ'তে ইহাদের কে হেথা আনিল ॥১০৪
ইহারা নিশ্চয় বটে মায়াবিরচিত।
খেলিতেছে সবৎসর বিষ্ণুর সহিত ॥১০৫
হেন মতে নানা তর্ক করি কিছুক্ষণ।
হইলা কমলভব বিমোহিতমন ॥১০৬
বিগতবিমোহ কৃষ্ণ বিশ্ব বিমোহন।
করিতে তাঁহারে মুগ্ধ গিয়া পদ্মাসন ॥১০৭
আপনি হইলা তেঁহ মায়াবিমোহিত।
অপারমহিম কৃষ্ণ অচিন্ত্যচরিত ॥১০৮
তমিস্রা নিশাতে যথা ঘোর অন্ধকারে।
লীন হয় হিমজাত তম একেবারে ॥১০৯
দিনকর করমাঝে খদ্যোত কিরণ।
নিতান্ত বিলীন হয় দিবসে যেমন ॥১১০
অচিন্ত্য শকতি অঘটন ঘটীয়সী।
বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণ মায়ামহীয়সী ॥১১১
তাহাতে প্রযুক্ত ব্রহ্ম মায়ার প্রভাব।
বিলুপ্ত হইল তথা না রহিল ভাব ॥১১২
অন্য এক মহাশ্চর্য্য ব্যাপার তখন।
যে ঘটিল তাহা এবে করহ শ্রবণ ॥১১৩

শৃঙ্গ বেত্র বেণু আদি পদার্থ নিচয়।
গাভী বৎস তথা বৎসপাল সমুদয় ॥১১৪
নব ঘনশ্যাম পীত কৌশেয় বসন।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম কর-বিভূষণ ॥১১৫
রতন কিরীট হার কুণ্ডল শোভিত।
ভৃঙ্গজুষ্ট বনমাল্য বক্ষোবিলম্বিত॥ ১১৬
অঙ্গদ কঙ্কন স্বর্ণ রত্ন বিজড়িত।
করিয়াছে বহু বাহুমূল সুশোভিত ॥১১৭
কটক নূপুর কটি সূত্রবিরাজিত।
অঙ্গুরীয় করাঙ্গুলি কিবা উদ্যোতিত ॥১১৮
বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যজনসমর্পিত।
নব তুলসীর দামে সর্ব্বাঙ্গ খচিত ॥১১৯
চন্দ্রিকা বিশদ স্মের শোভিত আনন।
অরুণ কমলদল আয়ত নয়ন ॥১২০
ব্রহ্মা আদি যাবতীয় জীব চরাচর।
র'য়েছে বিভিন্নভাবে পূজায় তৎপর ॥১২১
ঐশ্বর্য্য অণিমা আদি করিছে সেবন।
শকতি অবিদ্যা আদি ক'রেছে বেষ্টন ॥১২২
কাল কর্ম্ম গুণ কাম স্বভাব সংস্কার।
করিছে স্বতন্ত্র সেবা ধরিয়া আকার ॥১২৩
অনন্ত আনন্দ এক রস সত্য জ্ঞান।
ব্রহ্মের স্বরূপ এই বেদের আখ্যান ॥১২৪
না জানে মাহাত্ম্য যাঁর বিজ্ঞান নয়ন।
সেই পূর্ণব্রহ্ম বৎস বৎসপালগণ ॥১২৫
মহা তেজোময় মূর্ত্তি করি বিলোকন।
বিস্ময়-সাগরে ব্রহ্মা হইলা মগন ॥১২৬
হইলা হংসের পৃষ্ঠে পতিত নিশ্চল।
হইল নিস্তব্ধ তাঁর ইন্দ্রিয় সকল ॥১২৭
ব্রজপুর-দেবী অগ্রে কনক প্রতিমা।
রহে যেন চতুর্ম্মুখী বিসদি গরিমা ॥১২৮
সর্ব্ব প্রাকাশক যেঁহ তর্ক অগোচর।
দিব্য জ্ঞানময় অজ প্রকৃতির পর ॥১২৯
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যাঁর প্রকাশে ঐশ্বর্য্য।
আজি তেঁহ ব্রজে মুগ্ধ মানিয়া আশ্চর্য্য ॥১৩০
তাঁহার সে দশা দেখি কৃষ্ণ পরাৎপর।
মায়া যবনিকা তাঁর করিলা অন্তর ॥১৩১

বহির্ভাগে লব্ধদৃষ্টি বিরিঞ্চি তখন।
যেন প্রাণহীন দেহ পাইলা চেতন ॥১৩২
মরাল উপরে তবে উঠিয়া বসিলা।
আপনা সহিত বিশ্ব দেখিতে পাইলা ॥১৩৩
করিতে করিতে সব দিক নিরীক্ষণ।
ঝটিতি নয়ন-পথে পড়ে বৃন্দাবন॥ ১৩৪
যাহাতে বিবিধ লতা পাদপ রাজিত।
জীবভোগ্য ফল ফুল প্রপূরিত ॥১৩৫
সহজ বৈরতা যথা করিয়া বর্জ্জন।
বসে করী হরি ব্যাল মিত্রের মতন ॥ ১৩৬
ক্রোধ লোভ আদি যত দুষ্ট রিপুগণ।
করিয়াছে সে কানন ছাড়ি পলায়ন ॥১৩৭
ভগবান অচ্যুতের সুপ্রিয় আলয়।
অতএব ত্রিভুবন সৌন্দর্য্যনিলয় ॥ ১৩৮
সে বিপিন মাঝে ব্রহ্মা করিলা দর্শন।
করিতেছে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচরণ ॥১৩৯
ভোজ্যের কবল করে করিয়া ধারণ।
করিতেছে সবয়স্য বৎস অন্বেষণ ॥১৪০
অহো কি অদ্ভুত লীলা করে ভগবান।
যাহা নিরখিয়া লুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী জ্ঞান ॥১৪১
নাহি আদি নাহি মধ্য নাহি অন্ত যাঁর।
অখণ্ড চিন্ময় নিত্য জ্ঞান সুখসার ॥১৪২
গোপাল বালক বেশ করিয়া ধারণ।
করিতেছে তথাবিধ লীলা আচরণ ॥১৪৩
এ অদ্ভুত লীলাতত্ত্ব কে বুঝিতে পারে।
ভাবিলে নিমগ্ন মন অকূল পাথারে॥ ১৪৪
নাহিক কখন ক্ষুধা পিপাসা যাঁহার।
করে ভোজ্য গ্রাস তাঁর করিতে আহার ॥১৪৫
নাহিক দ্বিতীয় যাঁর তাঁর মিত্রগণ।
যাঁর অনাবৃত জ্ঞান তাঁর অন্বেষণ ॥১৪৬
এসব কেবল এক নাট্যের নাটন।
ইহা ভিন্ন নাহি আর বলিতে বচন ॥১৪৭
বিরিঞ্চি করিবা মাত্র কেবল দর্শন।
ভূমে অবতরে বেগে ত্যজিয়া বাহন ॥১৪৮
যেন কনকের দণ্ড, পাতিয়া শরীর দণ্ড,
বৃন্দাবন ভূপৃষ্ঠে পড়িল।

মণিরত্ন নিরমিত, মুকুট মস্তকস্থিত,
কৃষ্ণ পাদপদ্ম পরশিল ॥১৪৯
ভাসাইয়া গণ্ডস্থল, বহে পূত প্রেমজল,
অষ্টনেত্র হইতে তখন।
পড়িতেছে নিরন্তর, বেগভরে খরতর,
করি প্রভু চরণ সিঞ্চন ॥১৫০
প্রভুর অদ্ভুত লীলা, ইতিপূর্ব্বে নিরখিলা,
তাহা স্মরি মনে বারংবার।
পুন উঠে পুন পড়ে, প্রভুর চরণ পরে,
ভক্তিভরে ব্রহ্মা বহুবার ॥১৫১
গাত্রোত্থান করি পরে, লোচন মার্জিয়া করে,
লজ্জা ভক্তি বিনম্র কন্ধর।
কৃষ্ণে হেরি স্তব করে, জুড়িয়া যুগল করে,
কম্পান্বিত গদগদ স্বর ॥১৫২
প্রভুলীলা পারাবার, কার সাধ্য তার পার,
যাইবারে পারে ত্রিভুবনে।
বিরিঞ্চি বুঝিয়া তাহা, কহিতে লাগিলা যাহা,
নিরখিলা আজি বৃন্দাবনে ॥১৫৩
কৃত অপরাধ আমি, তুমি হে আমার স্বামী
ক্ষম করি কৃপা বিতরণ।
আজি যে অদ্ভুত লীলা, তুমি ব্রজে প্রকাশিলা,
করিব তাহার সুকীর্ত্তন ॥১৫৪
জিনি নব জলধর, তব শ্যাম কলেবর,
তড়িদিব পীত সুবসন।
গুঞ্জাফল বিভূষণ, শোভমান সুবদন,
শিখি পুচ্ছ মস্তক ভূষণ ॥১৫৫
এক করে ভোজ্যগ্রাস, ধরিয়াছ শ্রীনিবাস,
কক্ষে শিঙ্গা বেণু অন্য করে।
বনজ কুসুম কৃত, মাল্য তব গল ধৃত,
বিলম্বিত বক্ষের উপরে ॥১৫৬
আহা কি অপূর্ব্ব শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা,
সুকোমলচরণপঙ্কজ
ধৃত গোপ শিশু বেশ, লীলাকারী হৃষীকেশ,
গোপরাজ নন্দের আত্মজ ॥১৫৭
স্বরূপের অনুবাদে, করিতেছি স্তুতিবাদে,
তার হেতু শুন গোপেশ্বর।
তব এই অবতার, বটে সত্য নরাকার,
কিন্তু তত্ত্ব মম অগোচর ॥১৫৮
তব গোপ কলেবর, বিশ্বজন মনোহর,
লাবণ্য মাধুর্য্য আয়তন।
নহে ইহা ভূতময়, শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানময়,
চিদানন্দরাশি নিরঞ্জন ॥১৫৯
শুন দেব পরমেশ, তব কৃপা লবলেশ,
লভি আমি ব্রহ্ম লোকেশ্বর।
জানিতে তত্ত্বের পর, নহিল সামর্থ্য মোর,
জানিবে কেমনে সুর নর ॥১৬০
অনেক জনম ভরি, ইন্দ্রিয় সংযম করি,
যোগ-সিদ্ধ হ'লে যোগিবর।
মহিমার কণামাত্র, অনুভব করে মাত্র,
ধন্য সেই পুণ্য ভাগ্যধর ॥ ১৬১
ভক্তিপথ বিবর্জ্জন, করি যারা সুযতন,
বহুশ্রম করে অঙ্গীকার।
পাইতে নীরস জ্ঞান, তাহাদের ভগবান,
পরিশ্রম মাত্র হয় সার ॥ ১৬২
নাহি ধান্যে দৃষ্টিপাত, যথা স্থূল তুষাঘাত,
করি জ্ঞানহীন মূর্খজন।
সহ্য করে যেই ক্লেশ, লাভমাত্র অবশেষ,
নাহি পায় তণ্ডুলের কণ ॥ ১৬৩
তব লীলা যশোগান, যার কর্ণে পায় স্থান,
তব প্রিয় সাধুর কথিত।
কিম্বা তব গুণনাম, সকল মঙ্গলধাম,
যার মুখে সদা উচ্চারিত ॥ ১৬৪
যদ্যপি অপর কর্ম্ম, বরণ আশ্রম ধর্ম্ম,
নাহি করে তাহা আচরণ।
তথাপি তোমারে জয়, করেছে অপরাজয়,
করি মাত্র শ্রবণ কীর্ত্তন ॥ ১৬৫
নানা যোগ চর্য্যা করি, তোমারে না লভি হরি,
পূর্ব্বে পূর্ব্বে বহু যোগিজন।
অবশেষে কর্ম্মফলে, তব পাদপদ্মতলে,
সমর্পিয়া লইলা শরণ ॥ ১৬৬
হইল বিমল মন, পাইল ভকতি ধন,
তব কৃপাবলে নারায়ণ।

তাহাদের দিব্য গতি, দিলে হে গোলকপতি,
বিনাশিলে জনম মরণ ॥ ১৬৭
তুমি প্রভু অপ্রমেয়, তব তত্ত্ব সুদুর্জ্জেয়,
চিত্ত মন বুদ্ধি অগোচর।
তুমি হে অপরিচ্ছিন্ন, আর সব পরিচ্ছিন্ন
অগুণ সগুণ পরাৎপর ॥ ১৬৮
যাহারা বিমলমন, বিজিত ইন্দ্রিয়গণ,
পুণ্যশ্লোক আশাবিরহিত।
চিন্তা করে নিরন্তর, ওহে প্রভু ব্রজেশ্বর,
অগুণ মাহাত্ম্য নিয়ন্ত্রিত ॥ ১৬৯
চিন্তা বলে নির্ব্বিকার, তথা হয় আত্মাকার,
তাহাদের চিত্ত নিরঞ্জন।
মম মনে ইহা লয়, তখন সম্ভব হয়,
হৃদয়ে অগুণ দরশন ॥ ১৭০
বিশ্বের হিতের তরে, অবতার যবে হরে,
করি নানা গুণ আবিষ্কার।
গণিতে সে সব গুণ, পারে হেন কে নিপুণ,
আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝার ॥ ১৭১
অবনীর পরমাণু, নক্ষত্রাদি কিরণাণু,
তথা গগনের হিমকণা।
বিস্তারি অঙ্কের জালে, যদি পারে কোন কালে
সুপণ্ডিত করিতে গণনা ॥ ১৭২
যদি এই অসম্ভব, হয় হে কভু সম্ভব,
তথাপি সগুণ গুণ গণ।
সুরাসুর নাগ নরে, কেহ নাহি চরাচরে,
করিবারে যে পথে গমন ॥ ১৭৩
কবে তব দয়া হবে, প্রতীক্ষা করিয়া ভবে,
যেবা করে জীবন যাপন।
স্বার্জ্জিত কর্ম্মের ফল, ভোগ করে সে সকল,
রাখি তব পাদপদ্মে মন ॥ ১৭৪
তব পদে নমস্কার, করে কৃষ্ণ বার বার,
সুখ দুখ সমান যাহার।
লভি করে ভক্তি ধন, পাইতে মুকতি ধন,
আছে তার দায় অধিকার ॥ ১৭৫
বিশ্বপ্রসবিনী মায়া, লভি তব পদ ছায়া,
রাখিয়াছে বিশ্বে বিমোহিত।

সে মায়া তোমার দাসী, তুমি প্রভু অবিনাশী,
একমাত্র তুমি মায়াতীত ॥ ১৭৬
তুমি আদি অন্তহীন, আমি দেব মায়াধীন,
নিজ মায়া করি প্রসারণ।
আত্মৈশ্বর্য্য নিরীক্ষণ, করিবারে জনার্দ্দন,
আইলাম তব বৃন্দাবন ॥ ১৭৭
তার ফল বিলক্ষণ, পাইলাম দরশন,
যথা অর্চ্চি স্বযোনি অনলে।
হইলাম বিড়ম্বিত, স্ববাহনে মূরছিত,
পরাভূত তব মায়া বলে ॥ ১৭৮
আমি রজ গুণোৎপন্ন, অহঙ্কার সমাচ্ছন্ন,
অতএব অন্ধিত লোচন।
বিভিন্ন ঈশ্বর জ্ঞান, আছে মম বর্ত্তমান,
অভিমান বসে নারায়ণ ॥ ১৭৯
তব পদে অপরাধী, হয়েছি হে নিরুপাধি,
আমার আনার্য্য ক্ষমা কর।
তব ভৃত্য কৃপা পাত্র, জানি মোরে এই মাত্র,
কৃপা কর করুণা সাগর ॥ ১৮০
ভূমি জল হুতাশন মহদহঙ্কার।
আকাশ প্রকৃতি তত্ত্ব বায়ু তত্ত্ব আর ॥ ১৮১
এই সব তত্ত্ব হয় ব্রহ্মাণ্ড-নিদান।
প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে মম তাহে অধিষ্ঠান ॥ ১৮২
আত্ম পরিমাণে সপ্ত বিতস্তি সম্মিত।
আমার ব্রহ্মাণ্ড দেহ হয়েছে গঠিত ॥ ১৮৩
সত্য বটে এ ব্রহ্মাণ্ড মম কলেবর।
তথাপি কহিতে নারি আমারে ঈশ্বর ॥ ১৮৪
এ হেন ব্রহ্মাণ্ড কত শরীরে তোমার।
বিরাজিছে ভগবান্ সংখ্যা নাহি তার ॥ ১৮৫
পরমাণু ভ্রমে যথা গবাক্ষ গহ্বরে।
তথা সব বিশ্ব তব রোমের বিবরে ॥ ১৮৬
যত দিন রহে শিশু জননী জঠরে।
নিরুপায় হেতু তথা পদ ক্ষেপ করে ॥ ১৮৭
ইথে অপরাধ তার না হয় সঞ্চয়।
অথবা জননী মনে নহে ক্রোধোদয় ॥ ১৮৮
সভাব অভাব নামে লোকে অভিহিত।
আছে যত বস্তু সব তব কুক্ষিস্থিত ॥ ১৮৯

অতএব আছি দেব আমি বর্ত্তমান।
তোমার জঠর মাঝে ইথে নাহি আন ॥ ১৯০
তুমি জননীর মত যশোদা জীবন।
ক্ষমি অপরাধ মম কর পালন ॥ ১৯১
প্রলয়ের অবসান হইল যখন।
করিলে উৎপন্ন মোরে তুমি নারায়ণ ॥ ১৯২
তুমি আত্মা তুমি সত্য তুমি সনাতন।
অনাদি নিধন হেতু কারণ কারণ ॥ ১৯৩
প্রকৃতি কার্য্যের পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান।
অতএব বেদে তব পুরুষ আখ্যান ॥ ১৯৪
নাহিক বিকার তব কিম্বা জন্মান্তর।
তুমি পূর্ণ নিত্য সুখ অমৃত অক্ষর ॥ ১৯৫
বুদ্ধি পরিমাণ তব কখন না হয়।
নাহিক বিনাশ ক্ষয় অখণ্ড অব্যয় ॥ ১৯৬
দেশ কাল বস্তু নারে করিতে ঘটন।
তব পরিচ্ছেদ স্বয়ং জ্যোতি নিরঞ্জন ॥ ১৯৭
তোমার অবিদ্যা বিদ্যা দ্বিবিধ উপাধি।
উভয় হইতে তুমি ভিন্ন নিরুপাধি ॥ ১৯৮
প্রত্যেক প্রাণীর দেহে তব অধিষ্ঠান।
অজ্ঞান মানব করে বাহিরে সন্ধান ॥ ১৯৯
গৃহমাঝে কোন দ্রব্য যদ্যপি হারায়।
খুঁজিলে বাহিরে তাহা কভু পাওয়া যায় ॥ ২০০
চিজ্জড় শরীরে জড় করিয়া বর্জ্জন।
বিচারি কর্ত্তব্য পরমার্থ অন্বেষণ ॥ ২০১
পরমার্থ জ্ঞান যবে যার উপজয়।
করতল মোক্ষ তার নাহিক সংশয় ॥ ২০২
যদিও মুকতি লভি কৃতার্থ সে নর।
তব মহিমার তত্ত্ব তার অগোচর ॥ ২০৩
যে জন ভকতি পথ করিয়া গ্রহণ।
স্মরণ বন্দন করে শ্রবণ কীর্ত্তন ॥ ২০৪
অভিমান ত্যজি করে আত্ম নিবেদন।
নিরন্তর দাস ভাবে সেবে শ্রীচরণ ॥ ২০৫
যে করে তোমারে ভক্তি-সূত্রেতে বন্ধন।
তাহারে অসীম কৃপা কর ভগবান ॥ ২০৬
তব মহিমার কণা জানিয়া তখন।
নিত্যানন্দ রসে মগ্ন রহে সেই জন ॥ ২০৭
হউক জনম মম যে কোন যোনিতে।
এই ব্রজ ভূমে কিম্বা অপর ভূমিতে ॥ ২০৮
এই বর মোরে নাথ করহ অর্পণ।
সেবিবারে পাই যেন তোমার চরণ ॥ ২০৯
হই যেন তব দাস মাঝে এক জন।
এই ভূরি ভাগ্য মোরে দেহ নারায়ণ ॥ ২১০
এ বড় আশ্চর্য্য আমি করিনু দর্শন।
প্রকাশিয়া কহি প্রভু করহ শ্রবণ ॥ ২১১
শ্রুতিতে বিহিত আছে যত যজ্ঞগণ।
নারিল করিতে যাঁর তৃপ্তির সাধন ॥ ২১২
তুমি সেই নরহরি পূর্ণ ভগবান্।
করিতেছ গো গোপীর স্তন্যামৃত পান ॥ ২১৩
করিতেছ হর্ষ আর তৃপ্তির প্রকাশ।
প্রাকৃত বালক যথা হ'লে ক্ষুধা নাশ ॥ ২১৪
ধন্য ভাগ্যধর নন্দ আর ব্রজবাসী।
যাহাদের মিত্র পূর্ণ ব্রহ্ম সুখরাশি ॥ ২১৫
কেবা আছে হেন জন ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
ইহাদের ভাগ্য সীমা বরণিতে পারে ॥ ২১৬
অতএব এ সিদ্ধান্ত করিনু অচ্যুত।
গোপ গোপী গো মাহাত্ম্য অনন্ত অদ্ভুত ॥ ২১৭
তাদের মহিমা কথা সুদূরে রাখিয়া।
মোদের ভাগ্যের কথা কহি বরণিয়া ॥ ২১৮
জীবদেহে একাদশ ইন্দ্রিয় প্রধান।
করে একাদশ দেব তাহে অধিষ্ঠান ॥ ২১৯
জীবের হৃদয়ে মন বুদ্ধি অহঙ্কার।
অধিষ্ঠান রুদ্র আদি তিন দেবতার ॥ ২২০
প্রতীন্দ্রিয়ে এক এক দেব বর্ত্তমান।
এক অধিকারে নাহি অপরের স্থান ॥ ২২১
বসতি করিয়া ব্রজবাসী কলেবরে।
আছি মোরা একাদশ অমর নিকরে ॥ ২২২
ভরি ভরি তাহাদের ইন্দ্রিয় আধার।
করি পান তব পাদপদ্ম-সুধাসার ॥ ২২৩
অতএব নিবেদন কমললোচন।
করি পদ-সরসিজে করহ শ্রবণ ॥ ২২৪
ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সত্যলোক নিরাময়।
দিয়াছ আমারে বাস তথা দয়াময় ॥ ২২৫

কিন্তু বিচারিয়া আমি দেখিলাম মনে।
সে সুখসম্পদে মম নাহি প্রয়োজনে ॥ ২২৬
যে কোন যোনিতে জন্ম গোকুল ভিতরে।
ভূরি পুণ্যপুঞ্জ ফলে জীব লাভ করে ॥ ২২৭
তৃণ গুল্ম লতা হই তাহে ক্ষতি নাই।
তাহাতেও আছে দেব সৌভাগ্য বড়াই ॥ ২২৮
কহিতেছি তব আগে তাহার কারণ।
শুন কৃপা করি নাথ শ্রীনন্দ নন্দন ॥ ২২৯
ব্রজবাসী পাদপদ্ম পূত রজ কণ।
করিবেক অভিষেক শরীর কথন ॥ ২৩০
যদি বল সেই রজ কেন এত পূত।
তার হেতু কহি শুন নন্দ গোপ সুত ॥ ২৩১
আজিও যাঁহার পদ ধূলি অন্বেষণ।
করিতেছে শ্রুতিগণ সহ সুযতন ॥ ২৩২
সেই চিদানন্দ ধন তুমি নারায়ণ।
হইয়াছ যাহাদের জীবন জীবন ॥ ২৩৩
মুকুন্দ নিষ্ঠিত এক মুকুন্দ অয়ন।
ব্রজজন পদ রজ ত্রিতাপ নাশন ॥ ২৩৪
করিয়াছ আপনারে তাদেরে প্রদান।
জানিনা কি অন্য ফল দিবে ভগবান্ ॥ ২৩৫
করিতে আসিয়া বধ মাতৃবেশ ধরি।
পাইল জননী গতি দুষ্ট নিশাচরী ॥ ২৩৬
যারা গৃহ ধন পুত্র আত্মীয় স্বজন।
প্রিয় দেহ আত্মা মন আশয় কারণ ॥ ২৩৭
করিয়াছে একমাত্র তোমাতে অর্পণ।
তুমি বিনা যাহাদের নাহি অন্য ধন ॥ ২৩৮
যেই গতি দানবীরে দিলে নারায়ণ।
হইবে কি ইহারাও সে গতি ভাজন ॥ ২৩৯
তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গতি যদি নাহি দিবে।
সুবিচার ভবে তব কেমনে হইবে ॥ ২৪০
যতদিন রাগ আদি বন্ধন কারণ।
ততদিন কারাগারসম নিকেতন ॥ ২৪১
ততদিন হয় মোহ চরণ শৃঙ্খল।
যতদিন নাহি হয় জীবে ভক্তিবল ॥ ২৪২
তোমাতে তোমার ভক্ত অনন্যশরণ।
সর্ব্বস্ব সহিত করে আত্ম সমর্পণ ॥ ২৪৩
রাগাদি হইতে যার না ঘটে বন্ধন।
বরঞ্চ তাহারা করে সংশয় মোচন ॥ ২৪৪
তব পদে অনুরাগী গৃহী ভক্তজন।
বিরক্ত সন্ন্যাসী তব ধ্যান পরায়ণ ॥ ২৪৫
ইহাদের মধ্যে ভেদ না করি দর্শন।
অধিক ভক্তের সুখ বিবিধ ভজন ॥ ২৪৬
প্রপঞ্চ বিহীন তুমি পূর্ণ ভগবান্।
প্রপঞ্চ বিস্তারি কর ভক্তে সুখদান ॥ ২৪৭
সে জানুক আছে যার জানিতে শকতি।
তোমার অনন্ত তত্ত্ব বিভূতি মহতী ॥ ২৪৮
আমি কিন্তু কহিতেছি পরম ঈশ্বর।
তোমার বৈভব নহে আমার গোচর ॥ ২৪৯
তোমার মহিমা তুমি জান নারায়ণ।
আমার ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বল আদি ধন ॥ ২৫০
আজ্ঞা দেহ জগন্নাথ করিব প্রস্থান।
করি আত্মা সহ বিশ্ব তোমাতে প্রদান ॥ ২৫১
হেন মতে করি স্তব মাগি অনুমতি।
কহিলা বিরিঞ্চি করি চরণে প্রণতি ॥ ২৫২
জয় জয় যদুকুল-কমল-ভাস্কর।
দেব দ্বিজ মহী পশু সিন্ধু সুধাকর ॥ ২৫৩
পাষণ্ড রজনী তম করিছ হরণ।
ধরাতলে নিশাচরে করিয়া নিধন ॥ ২৫৪
এত কহি শির নমি ভূমে বারবার।
করি ইষ্টদেব পদে বহু নমস্কার ॥ ২৫৫
গমন করিলা—ব্রহ্মা আপন আলয়।
স্মরিতে স্মরিতে কৃষ্ণ লীলা গুণচয় ॥ ২৫৬
ব্রহ্মারে বিদায় দিয়া কমল লোচন।
আনিলা পুলিনে বৎস বৎসপালগণ ॥ ২৫৭
যদিও হইল গত কাল সম্বৎসর।
কৃষ্ণ মায়া বিমোহিত বালক নিকর ॥ ২৫৮
হয়েছে ক্ষণার্দ্ধমাত্র অতীত ভাবিল।
ব্রহ্ম কৃত কার্য্য কিছু জানিতে নারিল ॥ ২৫৯
না হয় বিস্মৃত কিবা মায়া বিমোহিত।
পুনঃ পুনঃ ভুলি কৃষ্ণে জীব নিমজ্জিত ॥ ২৬০
অঘাসুর বধ পরে পুলিনে ভোজন।
করিতে আছিল বসি বৎসপালগণ ॥ ২৬১

তাদৃশ অবস্থাগত আজিও হইয়া।
নিরখিল তারা কৃষ্ণে চেতন পাইয়া ২৬২
সন্ধান করিয়া বনে নষ্ট বৎসতর।
আইলা তাদের পাশে যেন বেণুকর ২৬৩
কৃষ্ণে দরশন করি কহিল বচন।
করিয়াছ তুমি মিত্র শীঘ্র আগমন॥ ২৬৪
বাছুর খুঁজিতে ভাই তুমি গেলে বন।
নাহি এক গ্রাস মোরা করিনু গ্রহণ॥ ২৬৫
এস এস হেথা এস করহ ভোজন।
বৃথা কাল ক্ষয়ে আর কিবা প্রয়োজন॥ ২৬৬
হাস্য করি নরহরি হ'য়ে অগ্রসর।
হইলা তাদের সনে ভোজন তৎপর॥ ২৬৭
ভোজন সমাপ্ত করি ব্রজের জীবন।
কহিলা বয়স্য গণে করি সম্বোধন॥ ২৬৮
দেখ দেখ মিত্র সব আর বেলা নাই।
ঢলি পড়িয়াছে রবি চল গৃহে যাই॥ ২৬৯
ব্রজ অভিমুখ বৎসকুলে চালাইয়া।
আপনি চলিলা পাছু বয়স্যে লইয়া॥ ২৭০
দেখাইয়া গোপসুতে চর্ম্ম আজগর।
চলিতে লাগিলা পথে বিশ্ব মনোহর॥ ২৭১
সে কালের বেশ তার পরম সুন্দর।
নাহিক তুলনা যার ভুবন ভিতর॥ ২৭২
শোভে শিখিপুচ্ছ চূড়ে কেশে ফুল কলি।
করে গুণ গুণ পাশে মধুমত্ত অলি॥ ২৭৩
বনজ ধাতুতে সব অঙ্গ বিরঞ্জিত।
লম্বমান বনমাল বক্ষে বিলম্বিত॥ ২৭৪
সুমধুর বেণু শৃঙ্গ রব আনন্দিত।
পুলকিত বৎসতর বৎসপ সহিত॥ ২৭৫
অনুগত গোপসুত সুগীত কীরতি।
গোপীজন দুনয়ন রঞ্জন মূরতি॥ ২৭৬
দিবা শেষে ব্রজপুরে করিলা প্রবেশ।
নন্দ গোপকুল-শশধর হৃষীকেশ॥ ২৭৭
করিলা অর্ভক সব গোকুলে প্রকাশ।
আজি কৃষ্ণ অঘাসুরে করিলা বিনাশ॥ ২৭৮
করেছিল দুরাচার আমাদের গ্রাস।
রাখিলা জীবন কৃপা করি পীতবাস॥ ২৭৯
শুনিয়া আশ্চর্য্য মানি কহে ব্রজজন।
রাখিলা বিপদে আজি বিপদ ভঞ্জন॥ ২৮০
ঘটিল বৎসর পূর্ব্বে বনে যে ঘটনা।
অদ্যতন বলি ব্রজে হইল রটনা॥ ২৮১
অজ্ঞাতমহিম কৃষ্ণ দেব পরাৎপর।
তেঁহ বিশ্ব রূপ তাঁর রূপ চরাচর॥ ২৮২
তাঁহারে যাহারা জানে জগত কারণ।
স্থাবর জঙ্গমে তাঁরে করে দরশন॥ ২৮৩
বস্তুত সে কৃষ্ণ বিনা ভুবন মণ্ডলে।
নাহি কোন বস্তু ইহা জানিবে সকলে॥ ২৮৪
পরম কারণে সব বস্তু বিদ্যমান।
তাহার কারণ কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্॥ ২৮৫
অতএব দেখ সবে করিয়া বিচার।
থাকিতে পারে কৃষ্ণ বিনা বস্তু আর॥ ২৮৬
সর্ব্বাশুভহর সর্ব্ব শুভের আকর।
ভোগ মোক্ষপ্রদ মন কর্ণ তৃপ্তিকর॥ ২৮৭
সুজন আশ্রয় কৃষ্ণ শ্রীপদ পল্লব।
তরিতে অপার ভব সিন্ধু দৃঢ়প্লব॥ ২৮৮
করে সমাশ্রয় তাঁরে যে চতুর নর।
পদবৎ হব তার সংসার সাগর॥ ২৮৯
নিরমল কৃষ্ণ যশ সুখ নিকেতন।
ভক্তিমান্ যে মানব তদেক শরণ॥ ২৯০
নিরন্তর করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
অনায়াসে হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন॥ ২৯১
পুনর্ভব আর তার না হয় কখন।
হয় কৃষ্ণ সহ নিত্য সুখের ভাজন॥ ২৯২
নাহি ঘটে কোন কালে তাহার বিপদ।
অনায়াসলভ্য তার সর্ব্বত্র সম্পদ॥ ২৯৩
অঘাসুর বধ আর পুলিন ভোজন।
বৎস অন্বেষণ আর বিরিঞ্চি মোহন॥ ২৯৪
ব্রহ্মমায়া নাশ বৎস বালক উদ্ধার।
ব্রহ্ম কৃত সুমহান্ স্তব স্তব সার॥ ২৯৫
যথা মতি করি আমি সে সব বর্ণন।
সুখ লাভ কর শুনি বন্ধু শ্রোতৃগণ॥ ২৯৬

কৃষ্ণ গুণ গান, সুধাসার পান,
কর রূপ ধ্যান, পাইবে গতি।

কৃষ্ণের চরণ, করহ স্মরণ,
লইয়া শরণ, তুমি সুমতি ॥
করিয়া স্ববশ, সতত অবশ,
রসনাদি দশ, করণ চয়ে।
যাইবে জঞ্জাল, ভব মায়াজাল,
হইবে সুকাল, এড়াবে ভয়ে ॥
অদূরে শমন, করিছে ভ্রমণ,
কর দরশন, আমার মন।
যখন ধরিবে, লইয়া যাইবে,
দয়া না করিবে, তোরে তখন ॥
ধন জন বল, আর বাহুবল,
সকল বিফল, তাহার পাশে।
বিলাপ রোদন, বিনয় স্তবন,
নারিবে করিতে ত্রাসে ॥
সময় থাকিতে, সে ভয় নাশিতে,
হরিরে ভজিতে, যতন কর।
হরির ভজন, শমন শমন,
কলুষ নাশন, ত্রিতাপ হর ॥
স্মর মুরহর, করুণা সাগর,
কমলার বর নিরন্তর।
এড়াবে শমন, জনম মরণ,
করিবে গমন হরি নগর ॥
সাধন বিহীন, দ্বিজ হরি দীন,
তাহারে সুদিন দাও হে হরি।
অজ্ঞান ভাণ্ডার, মহামোহ ভার,
ঘুচাও তাহার, করুণা করি ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে মহাকাব্যে
চতুর্থঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

অথ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ

শ্রীকৃষ্ণের লীলা গুণ অনন্ত অপার।
ব্রহ্মাদি দেবতা যার নাহি পায় পার ॥ ১
নিত্য নব নব লীলা গোবিন্দ আচরে।
হেরি ব্রজবাসিমনে সুখ নাহি ধরে ॥ ২
নন্দ যশোমতী ভাসে আনন্দ-সাগরে।
রাজে চিদানন্দ ঘন যাহাদের ঘরে ॥ ৩
বয়সের ষষ্ঠ বর্ষে যবে পদার্পণ।
করিলা যশোদা সুত রোহিণী নন্দন ॥ ৪
মন্ত্রণা করিয়া গোপেশ্বর গোপসনে।
নিয়োজিলা তাঁহাদেরে গোপাল রক্ষণে ॥ ৫
কার্ত্তিকী অষ্টমী শুক্লা বিমল সুদিন।
ধেনু ল'য়ে গেল বনে রাখাল নবীন ॥ ৬
নিজ নিজ ধেনু ল'য়ে বয়স্তের গণ।
চলিল তাঁহার সনে সহ সঙ্কর্ষণ ॥ ৭
ধ্বজ বজ্র যবাঙ্কুশ লাঞ্ছিত চরণ।
বক্ষে ধরি শোভা অতি ধরে বৃন্দাবন ॥ ৮
বাজাইলা বেণু কৃষ্ণ ভুবন মোহন।
শুনি সব সখা তাঁরে করিল বেষ্টন ॥ ৯
চালাইয়া দিয়া আগে সমগ্র গোধন।
সাগ্রজ বয়স্ত বনে করিলা গমন ॥ ১০
পশুহিতকর বন কুসুম আকর।
ফল ভরে অনবত বিটপ নিকর ॥ ১১
মঞ্জুঘোষ অলি দ্বিজ মৃগ নিনাদিত।
মহন্মন-স্বচ্ছ পদ্ম সর সমন্বিত ॥ ১২
শতদল গন্ধবহ সমীর সেবিত।
দ্যুতজন-মন দুখ সৌন্দর্য্য অন্বিত ॥ ১৩
হেরিয়া সে বন শোভা যশোদা কুমার।
বাঞ্ছিলা করিতে তথা বিবিধ বিহার ॥ ১৪
ফল ভরে নত তরুরাজি নিরখিয়া।
কহিলা অগ্রজে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ১৫
অহে দেব বর দেব বন্দিত চরণ।
কর তরুকুল প্রতি কৃপা বিলোকন ॥ ১৬
যে পাপে পাদপ জন্ম উহারা ধারণ।
করিয়াছে সেই পাপ করিতে খণ্ডন ॥ ১৭
শিরপর ধরি ফল ফুল উপহার।
করিতেছে তব পাদপদ্মে নমস্কার ॥ ১৮
ঐ দেখ তব যশ অখিল পাবন।
সুমধুর স্বরে গান করে অলিগণ ॥ ১৯
করিতেছে পাছু পাছু তোমার গমন।
নারিছে ছাড়িতে তব সঙ্গ কদাচন ॥ ২০
তাহারা ভ্রমর নহে লয় মম মন।
তব পাদ পদ্ম রত মুখ্য মুনিজন ॥ ২১
করিছ যদিও তুমি বনে বিচরণ।
গূঢ় নর অবতার করিয়া গ্রহণ ॥ ২২
তথাপি তাহারা জানি নিজ ইষ্ট দেবে।
অলিরূপ ধরি পদ সরসিজ সেবে ॥ ২৩
ঐ দেখ হেরি তব সুন্দর বদন।
করিতেছে শিখিকুল আনন্দে নর্ত্তন ॥ ২৪
গোপী ইব মৃগীকুল আয়ত ঈক্ষণ।
করিতেছে তব মুখ প্রতি সমর্পণ ॥ ২৫
বসিয়া কোকিল কুল শাখিশাখা পরে।
করে সুমধুর রব তব প্রীতি তরে ॥ ২৬
সাধুর স্বভাব এই হয় চিরন্তন।
যাহা কিছু থাকে তার মূল্যবান্ ধন ॥ ২৭
গৃহাগত অতিথির তুষ্টির কারণ।
সে সব চরণে তার করয়ে অর্পণ ॥ ২৮

ধন্য বৃন্দাবন ধন্য তৃণ লতাগণ।
সুরাসুর বন্দ্য তব পরশি চরণ॥ ২৯
আর ধন্যতরা দ্রুম লতা হেথাকার।
কৃতার্থা পরশি যারা নখর তোমার॥ ৩০
ধন্য নদ নদী পশু পক্ষী গিরিবর।
তোমার সদয় দৃষ্টি যাদের উপর॥ ৩১
আর ধন্য তমালোকে দেব চূড়ামণি।
তব ভুজান্তর গতা গোকুলরমণী॥ ৩২
হেন মত বলদেব মাহাত্ম্য বর্ণন।
আপনি শ্রীমুখে করি অনাদি নিধন॥ ৩৩
গিরি অগ্রবর্ত্তী নদী তীরে গোচারণ।
করে আর নানা খেলা করে আচরণ॥ ৩৩
কোথাও সাগ্রজ প্রভু গুণ গুণ করে।
মিলাইয়া নিজ স্বর অলির সুস্বরে॥ ৩৫
কোথা শুক পক্ষী সনে অস্ফুট জল্পন।
করে মধুস্বরে হরি ক্রীড়া পরায়ণ॥ ৩৬
কোথাও কোকিল গান শুনি সুমধুর।
করে অনুরূপ রব আনন্দ প্রচুর॥ ৩৭
কোথু কলহংস বক শিখি আদি রব।
শুনি অনুরূপ ধ্বনি করয়ে কেশব॥ ৩৮
জলদ গভীর স্বরে কভু ভগবান।
দূরগামী পশুগণে করয়ে আহ্বান॥ ৩৯
গোপসুত অঙ্কে শির করিয়া স্থাপন।
ক্রীড়াশ্রান্ত বলদেব করিলে শয়ন॥ ৪০
নিজে হরি তাঁর করি পাদ সম্বাহন।
করে শ্রম দূর তরে বিবিধ যতন॥ ৪১
নিজ করে রাম কর ধরিয়া কখন।
করে হাস্য নৃত্য গীত লম্ফন কূর্দ্দন॥ ৪২
বাহু যুদ্ধে পরিশ্রম কভু করি ভান।
রহে তরুমূলে পত্র শয্যায় শয়ান॥ ৪৩
কোন সখা অঙ্কে রাখি আপনার শির।
পরিশ্রম করে দূর জগদেক বীর॥ ৪৪
কোন সখা করে তাঁর চরণ সেবন।
পল্লব ব্যজনে কেহ করয়ে বীজন॥ ৪৫
কেহ কেহ স্নেহাধিক্য বশত সুস্বর।
ধীরে গান করে শ্রুতি সুখকর॥ ৪৬

যে চরণ নিরন্তর কমলা লালিত।
বিশ্ব লোকপাল শির মুকুট সেবিত॥ ৪৭
সেবিতেছে গোপসুত আজি সে চরণ।
ভাগ্যধর তাঁহাদের সম কোন জন॥ ৪৮
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অপ্রমেয় অজ।
হইয়াও ব্রজে আজি নন্দগোপাত্মজ॥ ৪৯
গ্রাম্য গোপ সনে গ্রাম্য লীলা আচরণ।
করে গ্রাম্য গোপ ইব যোগীবর ধন॥ ৫০
অলৌকিক ঈশ্বরত্ব রাখিলা গোপন।
নিজ মহামায়া বলে করি আচ্ছাদন॥ ৫১
তথাপি পড়িল তাহা হইয়া বাহির।
পারে কি রাখিতে গুপ্ত রবিরে তিমির॥ ৫২
শ্রীরাম কেশব সখা শ্রীদাম সুবল।
স্তোক কৃষ্ণ আদি গোপ বালক সকল॥ ৫৩
অতি প্রেম ভরে তবে মধুর বচন।
কহিলা শ্রীরাম কৃষ্ণে করি সম্বোধন॥ ৫৪
শুন শুন সখে মহাবাহু বলরাম।
দুষ্ট বিনাশন কৃষ্ণ মহাবল ধাম॥ ৫৫
এ গিরি অদূরে আছে এক মহাবন।
রয়েছে তাহাতে তাল তরু অগণন॥ ৫৬
ভূরি ভূরি পক্ব তাল রয়েছে পড়িয়া।
না পারে লইতে কেহ কাননে পশিয়া॥ ৫৭
ধেনুক নামেতে এক দৈত্য ভয়ঙ্কর।
করিতেছে সেই বন রক্ষা নিরন্তর॥ ৫৮
একাকী সে নহে সখে মহা বলবান্।
আছে তার জ্ঞাতিবর্গ তাহার সমান॥ ৫৯
তার ভয়ে কোন নর পশিতে কানন।
না পারে সুপক্ব তাল করিতে গ্রহণ॥ ৬০
পক্ব তাল গন্ধে দেখ দিক আমোদিত।
হয়েছে মোদের চিত্ত তাহে প্রলোভিত॥ ৬১
সে তাল মোদেরে কৃষ্ণ করাও ভোজন।
বড় অভিলাষ মনে করহে পূরণ॥ ৬২
শুনি বন্ধুগণবাক্য কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
পশিলা তাদের সনে দুর্গম কানন॥ ৬৩
মত্ত গজরাজ ইব দেব হলধর।
ধরিয়া বিপুল ভুজে তাল তরুবর॥ ৬৪

অতি বলে তাহাদের করিলা কম্পিত।
হইল অসংখ্য তাল তখন পতিত ॥ ৬৫
পতমান তাল শব্দ করিয়া শ্রবণ।
আইল গর্দ্দভ রূপ ধরি নরাশন ॥ ৬৬
কাঁপাইয়া পদভরে সগিরি ভূতল।
আক্রমিতে বলদেবে ধায় মহাবল ॥ ৬৭
রামের সমীপে গিয়া দুষ্ট নিশাচর।
করে পর পদাঘাত বক্ষের উপর ॥ ৬৮
খর অনুরূপ রবে করিয়া গর্জ্জন।
করিতে লাগিল খল চৌদিকে ভ্রমণ ॥ ৬৯
পুনরপি রাম আগে করি আগমন।
করিল পশ্চাৎপদ দ্বয় প্রসারণ ॥ ৭০
তবে এক করে তার দুপদ ধারণ।
করিয়া চৌদিকে তারে করিলা ভ্রামণ ॥ ৭১
ভ্রামণের বেগ দৈত্য সহিতে নারিল।
বলদেব করে নিজ পরাণ সঁপিল ॥ ৭২
গতাসু জানিয়া তারে প্রভু সঙ্কর্ষণ।
তৃণরাজ পরে দেহ করিলা ক্ষেপণ ॥ ৭৩
দেহাঘাতে তরু শির ভাঙ্গিয়া পড়িল।
তার প্রতিঘাতে অন্য পাদপ ভাঙ্গিল ॥ ৭৪
এমতে আহত বহু তরু পরম্পর।
সতাল ভাঙ্গিয়া পরে ভূমির উপর। ৭৫
হইল দূরের তরু সব কম্পমান।
বহিল প্রবল বেগে যেন নভস্বান্ ॥ ৭৬
অনন্ত অনন্তবীর্য্য রাম ভগবান্।
তন্তুপট ইব বিশ্ব যাঁহে বর্ত্তমান ॥ ৭৭
যদিও মনুজ তনু নাশিতে ভূভার।
তথাপি এ কার্য্য নহে বিচিত্র তাঁহার ॥ ৭৮
ধেনুকের জ্ঞাতিগণ আসিয়া তখন।
কোপ ভরে কৃষ্ণ রামে কৈল আক্রমণ ॥ ৭৯
অবলীলাক্রমে রাম কৃষ্ণ জনার্দ্দন।
বিনাশিলা তাহাদের সবার জীবন ॥ ৮০
অসিত বরণ তাল সহ তরুগণ।
তথা দৈত্য কলেবর বিগত জীবন ॥ ৮১
করিল সমগ্র বন ভূতল রাজিত।
যেন ঘোর ঘনে নভস্থল আচ্ছাদিত ॥ ৮২

রাম কৃষ্ণ হেন কার্য্য করি দরশন।
করিলা অমর সুর কুসুম বর্ষণ ॥ ৮৩
সানুচর নিশাচর করিয়া নিধন।
করিলা আপদ শূন্য প্রভু তাল বন ॥ ৮৪
শ্রীদামাদি সুখে তাল করিল ভোজন।
করিল নবীন তৃণ গোধন চরণ ॥ ৮৫
দিবা অবসানে কৃষ্ণ করি দরশন।
করিল মুরলী রবে একত্র গোধন ॥ ৮৬
গৃহ অভিমুখে সবে দিয়া চালাইয়া।
চলিলা সাগ্রজ পাছু বয়স্যে লইয়া ॥ ৮৭
অনুগত গীত যশ কমল লোচন।
সকল শুভদ পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন ॥ ৮৮
করিতে করিতে খেলা হাস্য পরিহাস।
আসি প্রবেশিলা ব্রজে রমার নিবাস ॥ ৮৯
না হেরি সমস্ত দিন, ছিল যেন প্রাণহীন,
কৃষ্ণগত প্রাণ গোপীজন।
নন্দসুত বেণুরব, শুনিয়া ধাইল সব,
নিরখিতে মুরলী বদন ॥ ৯০
নীলকেশ সুকুঞ্চিত, রয়েছিল ধূসরিত,
পূতরজ গোক্ষুর ছুরিত।
সে কেশ ময়ুর পুচ্ছে, তথা বন ফুল গুচ্ছে,
হয়েছিল অতি সুশোভিত॥ ৯১
কিবা সে রুচির রূপ, মনোহর অপরূপ,
ব্রজগোপী নয়ন রঞ্জন।
করিছে মুরলীরব, শুনি বিমোহিত সব,
স্বর্গ মর্ত্ত্য সমগ্র ভুবন ॥ ৯২
গোপীনেত্র ভৃঙ্গচয়, পিপাসিত অতিশয়,
বিরহ-নিদাঘ সন্তাপিত।
কৃষ্ণ মুখ শতদল, মকরন্দ সুশীতল,
করি পান মহা আনন্দিত ॥ ৯৩
ভাবগ্রাহী ভগবান্, করি সবে সুখদান,
মনোভাব যাহার যেমন।
অনুগে বিদায় দিয়া, স্বীয় গোষ্ঠে প্রবেশিয়া
জননীরে দিলা দরশন ॥ ৯৪
যশোদা রোহিণী হেরি পুত্র আগমন।
দ্রুতপদে গিয়া কোলে করিলা ধারণ ॥ ৯৫

কুসুম-খচিত শিরে লইয়া আঘ্রাণ।
পরম আশীষ শুভ করিলা প্রদান ॥ ৯৬
যথাকালে যথাকাম করিয়া লালন।
করাইলা নানা দ্রব্য যতনে ভোজন ॥ ৯৭
ভোজনান্তে মুখবাস গন্ধমাল্য দিয়া।
বসিলা জননী সুতে হৃদয়ে ধরিয়া ॥ ৯৮
রামকৃষ্ণ মুখে শুনি বনের কাহিনী।
হইলা বিস্মিতা অতি যশোদা রোহিণী ॥ ৯৯
পুনঃ পুনঃ করি করে শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন।
কহিতে লাগিলা দোঁহে সস্নেহ বচন ॥ ১০০
কুসুম-কোমল বাছা তোদের শরীর।
কেমনে বধিলি নিশাচর মহাবীর ॥ ১০১
করিলা তোদেরে রক্ষা দেব নারায়ণ।
বিপদ ভঞ্জন হরি শ্রীমধুসূদন ॥ ১০২
ততঃপর সুকোমল শয্যায় শয়ন।
করি রাম কৃষ্ণ নিশি করিলা যাপন ॥ ১০৩
সজ্জাতি ধেনুক বধ লীলা বিবরণ।
যথামতি কহে দীন হরিনারায়ণ ॥ ১০৪

অথ কালীয়-দমন।

পুরাকালে শ্রীগরুড় হরির বাহন।
ধরি ধরি সর্পকুলে করিত ভক্ষণ ॥ ১০৫
নিত্য কুল ক্ষয় দেখি পন্নগের গণ।
করিল গরুড় সনে এ সন্ধি স্থাপন ॥ ১০৬
প্রতি মাসে দিবে তারা নানা উপহার।
করিবে পতগরাজ সে সব আহার ॥ ১০৭
যদ্যপি ঘটয়ে কভু ইহার ব্যত্যয়।
করিবে বিনতাসুত সর্প কুল ক্ষয় ॥ ১০৮
উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির অন্যথা।
না করিল কেহ মানি চলিল সর্ব্বথা ॥ ১০৯
হইল কালীয় নামে এক বিষধর।
বিষবীর্য্য মদোদ্ধত ভুজগ প্রবর ॥ ১১০
সন্ধির নিয়ম রক্ষা সে নাহি করিল।
পূর্ব্ব নিরূপিত বলি গরুড়ে না দিল ॥ ১১১
হেরি তার গর্ব্ব মধুসূদন আসন।
বাঞ্ছিলা উচিত দণ্ড দিবারে তখন ॥ ১১২
দারুণ কোপের ভরে করি আগমন।
করিলা কালীয়নাগে বেগে আক্রমণ ॥ ১১৩
শত শত শির তবে করি উত্তোলন।
করিল গরলায়ুধ তাঁহারে দংশন ॥ ১১৪
তার বীর্য্য করি ব্যর্থ বিনতা নন্দন।
বিস্তারিলা নিজ পক্ষ কনক বরণ ॥ ১১৫
বাম পক্ষাঘাত এক তাহারে করিলা।
সহিতে না পারি সর্প বিহ্বল হইলা ॥ ১১৬
ক্ষণ পর বিষধর পাইয়া চেতন।
প্রাণভয়ে দ্রুত বেগে কৈল পলায়ন ॥ ১১৭
যমুনার হ্রদে গিয়া লইল আশ্রয়।
গরুড় অগম্য স্থান জানিয়া নিশ্চয় ॥ ১১৮
কৃষ্ণ প্রিয় অনুচর সর্ব্বত্র গমন।
অগম্য যমুনা হ্রদ তাঁর কি কারণ ॥ ১১৯
সে প্রাচীন কথা এবে কহি বিবরিয়া।
কৃষ্ণ পদ রত সাধু শুন মন দিয়া ॥ ১২০
পূর্ব্বে এক দিন এই হ্রদে প্রবেশিয়া।
খাইলা গরুড় মীন পতিরে ধরিয়া ॥ ১২১
মীনপতি হীন দীন দুঃখী জলচর।
হেরিলা সৌভরি তাহা করুণা সাগর ॥ ১২২
ব্যথিত হইল তার কোমল হৃদয়।
গরুড়ের প্রতি শাপ দিলা সদাশয় ॥ ১২৩
অদ্যাবধি হ্রদ পশি বিনতানন্দন।
যদি করে জলচরে কখন ভক্ষণ ॥ ১২৪
রহিবেক তবে তার দেহে নাহি প্রাণ।
এই অভিশাপ ঋষি করিলা প্রদান ॥ ১২৫
গরুড় অগম্য এই হেতু সেই হ্রদ।
যদিও সর্ব্বত্রগামী কাশ্যপ দ্বিপদ ॥ ১২৬
এ বৃত্তান্ত কালীয়ের আছিল গোচর।
জানিত না ইহা অন্য কোন বিষধর ॥ ১২৭
যেদিন লইল হ্রদে কালীয় আশ্রয়।
সে দিন হইতে জল হ'ল বিষময় ॥ ১২৮
করিতে লাগিল সহ পরিবার বাস।
গরুড় হইতে তার ঘুচিল তরাস ॥ ১২৯
যে দশা হইল প্রাপ্ত সে হ্রদ তখন।
বিষের প্রভাবে তাহা করহ শ্রবণ ॥ ১৩০

সব হ্রদ জলচর জীবন ত্যজিল।
তীর জাত লতা তৃণ তরু শুকাইল ॥ ১৩১
করিত যদ্যপি কেহ সেই জল পান।
ত্যজিত অচিরে সেই আপন পরাণ ॥ ১৩২
হ্রদের উপর গত খেচর উড্ডীন।
পড়িত সলিল মাঝে হ'য়ে প্রাণহীন ॥ ১৩৩
নাগ জুষ্ট জলাশয় গরল দূষিত।
ছিল বহু যুগাবধি প্রাণিবিবর্জ্জিত ॥ ১৩৪
একদিন সবয়স্য কমল-লোচন।
বিনা রাম গেলা ধেনু চরাইতে বন ॥ ১৩৫
যাইয়া কালিন্দী-তীরে লইয়া গোধন।
করিতে লাগিলা সুখে তাদের চারণ ॥ ১৩৬
দারুণ নিদাঘ-তাপে হইয়া পীড়িত।
হইল বালক পশু অতি পিপাসিত ॥ ১৩৭
অসহ্য তৃষ্ণার জ্বালা সহিতে না পারি।
তাহারা করিল পান বিষ দুষ্ট বারি ॥ ১৩৮
পান মাত্র বিষ জল প্রাণ অন্তকর।
ত্যজিল জীবন পশু পশুপ নিকর ॥ ১৩৯
সলিল উপান্তে তট ভূমির উপর।
অসংখ্য পশুপ পশু মৃত কলেবর ॥ ১৪০
পতিত হেরিয়া কৃষ্ণ জগৎ-জীবন।
অমৃত-বর্ষিণী দৃষ্টি করি সঞ্চালন ॥ ১৪১
করিলা সবারে তবে জীবন প্রদান।
উত্থিত হইল সবে পাইয়া পরাণ ॥ ১৪২
চেতন পাইয়া মুখ হেরি পরস্পর।
কহিতে লাগিলা বাক্য বিস্মিত অন্তর ॥ ১৪৩
করি বিষ জল পান ঘটিল মরণ।
কি আশ্চর্য্য পুনরপি পাইনু জীবন ॥ ১৪৪
জানিয়া মোদেরে কৃষ্ণ অনন্য শরণ।
সথা বলি বাঁচাইলা কৃপা নিকেতন ॥ ১৪৫
কৃষ্ণ কৃষ্ণাজল কৃষ্ণ সর্প বিদূষিত।
বাঞ্ছিলা শোধিতে নাগে করি নির্ব্বাসিত ॥ ১৪৬
অমোঘ সঙ্কল্প প্রভু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
অবিলম্বে করিবারে সঙ্কল্প সাধন ॥ ১৪৭
হ্রদ-তীরে করি এক কদম্ব দর্শন।
সত্বরে তাহার পরে কৈলা আরোহণ ॥ ১৪৮

যদিও করিল দগ্ধ বিষ হুতাশন।
তীরস্থিত তৃণ লতা গুল্ম তরুগণ ॥ ১৪৯
এ কদম্ব তরু ছিল তীরে বর্ত্তমান।
তাহার কারণ শুন হ'য়ে সাবধান ॥ ১৫০
সমুদ্র-মন্থনে যবে অমৃত উঠিল।
খগরাজ কিয়দংশ লইয়া আইল ॥ ১৫১
এ কদম্ব নীচে করি আসন গ্রহণ।
করিল অমৃত পান বিনতানন্দন ॥ ১৫২
অমৃত পরশ ফলে এই তরুবর।
না মরিল বিষানলে আছিল অমর ॥ ১৫৩
করেছিল পূর্ব্বে পুণ্যরাশি সুসঞ্চয়।
যার ফলে কৃষ্ণপদ লাভ ভাগ্যোদয় ॥ ১৫৪
সে কদম্ব তরু অতি উচ্চ শাখা পর।
উঠিলা যশোদা সুত বদ্ধ পরিকর ॥ ১৫৫
কুটিল অলকা বাঁধি বাহু আস্ফোটিয়া।
পড়িলা গরলজলে ঝম্ফ প্রদানিয়া ॥ ১৫৬
নিপতন বেগে অম্বুরাশি উদ্বেলিত।
হইল পন্নগকুল সহসা ক্ষুভিত ॥ ১৫৭
তট ভূমি পর শত ধনু পরিমাণ।
প্লাবিত করিল বিষ জল কম্পমান ॥ ১৫৮
হইল সমস্ত হ্রদ তরঙ্গ সঙ্কুল।
যেন মহা বাতাহত সমুদ্র অকূল ॥ ১৫৯
পুরুষ-প্রধান কৃষ্ণ অনন্ত বিক্রম।
এ নহে তাঁহার পক্ষে আশ্চর্য্য করম ॥ ১৬০
অবলীলা ক্রমে হরি করিতে বিহার।
লাগিলা কালীয় হ্রদে নর-অবতার ॥ ১৬১
কৃষ্ণ বাহু যুগাঘাত তরঙ্গ পাইয়া।
করিতে লাগিল শব্দ বিভঙ্গ হইয়া ॥ ১৬২
সে দারুণ রব করি কালীয় শ্রবণ।
মনে ভাবি আপনার গৃহ আক্রমণ ॥ ১৬৩
অতি অভিমান হেতু ধৈর্য্য হারাইল।
দারুণ কোপের ভরে বাহিরে আইল ॥ ১৬৪
প্রেক্ষণীয় সুকুমার নীরদ-বরণ।
সুপীত অম্বর ধর শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥ ১৬৫
মৃদু হাস্য বিকসিত দিব্য ওষ্ঠাধর।
নবলাক্ষা রস সম অরুণ সুন্দর ॥ ১৬৬

বিহরিছে নাগ হ্রদ সলিল উপর।
প্রমত্ত বারণ যেন নির্ভয় অন্তর ॥ ১৬৭
হেন কৃষ্ণরূপ সর্প করি দরশন।
রোষ ভরে সর্ব্ব মর্ম্ম করিল দংশন ॥ ১৬৮
ততঃপর বিষধর ফণা বিস্তারিয়া।
রাখিলা বেষ্টন হীনে বেষ্টন করিয়া ॥ .৬৯
নাগ ভোগ পরিবীত কৃষ্ণের তখন।
নেহারিতে নারি চেষ্টা গোপসুতগণ ॥ ১৭০
হইল দারুণ শোকে অভিভূত মন।
'হায় কি হইল' বলি করয়ে রোদন ॥ ১৭১
ধেনু বৃষ বৎস তরি সে দশা পাইল।
গণ্ড বহি অশ্রু জল ঝরিতে লাগিল ॥ ১৭২
করিয়াছে যারা কৃষ্ণে সর্ব্বস্ব অর্পণ।
কৃষ্ণ বিনা যাহাদের নাহি অন্য ধন ॥ ১৭৩
তাহাদের যে অবস্থা হইল এখন।
কেবা হেন কবি তাহা করিবে বর্ণন ॥ ১৭৪
হেন কালে ব্রজে যাহা ঘটিল ঘটন।
কহিতেছি তাহা সবে করহ শ্রবণ ॥ ১৭৫
অকস্মাৎ ভূমিতল কাঁপিয়া উঠিল।
গগন হইতে উল্কা খসিয়া পড়িল ॥ ১৭৬
নিজ নিজ শুভেতর অঙ্গের স্ফুরণ।
নন্দ ব্রজবাসী সব করিল দর্শন ॥ ১৭৭
সর্ব্ব সুখময় ব্রজ ত্রিতাপ তাপিত।
বিপদ অনতিদূরে করিল জ্ঞাপিত ॥ ১৭৮
নন্দরাজ আদি হেরি সব কুলক্ষণ।
আসন্ন বিপদ ভয়ে অতি ভীত মন ॥ ১৭৯
রামে ছাড়ি কৃষ্ণ আজি গিয়াছে কানন।
সহচর সহে ধেনু করিতে চারণ ॥ ১৮০
অহরহ আসি বনে দুষ্ট নিশাচর।
হরিতে কৃষ্ণের প্রাণ চাহে নিরন্তর ॥ ১৮১
হয়েছিল কৃষ্ণে লভি এ ব্রজ সনাথ।
করিয়াছে আজি বুঝি দানব অনাথ ॥ ১৮২
এত ভাবি কৃষ্ণগত প্রাণ ব্রজজন।
হ'ল দুঃখ শোকভয়-ব্যাকুলিত মন ॥ ১৮৩
ধৈর্য্য হারাইয়া সবে বাহির হইল।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ কেহ না রহিল ॥ ১৮৪

শূন্য রাখি ব্রজপুরী করিল গমন।
করিবারে ব্রজনাথ সুতে অন্বেষণ ॥ ১৮৫
সদানন্দময় ব্রজ নিরানন্দময়।
বিষাদ-কালিমা লিপ্ত সবার হৃদয় ॥ ১৮৬
হেন মনে হয় সেই দশা নিরখিয়া।
পূর্ণ শশধরে রাহু গ্রাসিল আসিয়া ॥ ১৮৭
অনুজ প্রভাব বেত্তা দেব সঙ্কর্ষণ।
রহিলা ধরিয়া মৌন না কহি বচন ॥ ১৮৮
চলিলা হাসিয়া মৃদু তাহাদের সনে।
লীলাময় মুরহর লীলা দরশনে ॥ ১৮৯
যে পথে করেছে কৃষ্ণ অরণ্যে গমন।
সে পথ ধরেছে বক্ষে কৃষ্ণের চরণ ॥ ১৯০
ধ্বজ বজ্র যব অঙ্ক করি নিরূপণ।
চলিতে লাগিল বন-পথে ব্রজ জন ॥ ১৯১
বন-পথ অতিক্রম সত্বর করিয়া।
বিষধর হ্রদ-তটে উত্তরিলা গিয়া ॥ ১৯২
ভোগী ভোগ পরিবীত সলিল উপর।
আছে ব্রজ-চাতকের প্রাণ জলধর ॥ ১৯৩
রাখিয়া তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ নয়ন।
মুগ্ধ পশু পশুপাল করিছে রোদন ॥ ১৯৪
সে দৃশ্য নিরখি গোপ গোপীকা সকল।
হইল দারুণ শোকে অধিক বিহ্বল ॥ ১৯৫
অনন্ত লাবণ্যামৃত অনন্ত আকার।
অনন্ত প্রেমিকা তাহে গোপীকা নিকর ॥ ১৯৬
তাঁহার সৌহৃদ স্মিত বাক্য বিলোকন।
করিয়া অন্তরে তারা সকল স্মরণ ॥ ১৯৭
হেরি আর নাগ ভোগে তাঁহার বেষ্টন।
শূন্য প্রিয়তম হীন হেরে ত্রিভুবন ॥ ১৯৮
ব্যাকুলা যশোদা করি কৃষ্ণে দরশন।
করিতে লাগিলা বহু বিলাপ রোদন ॥ ১৯৯
জননী স্থানীয়া যত গোপীকা আছিল।
যশোদা সমান দশা সবার হইল ॥ ২০০
গোপরাজ হেরি তবে কৃষ্ণের বন্ধন।
করে হাহাকার করি ধৈর্য্য বিসর্জ্জন ॥ ২০১
সমগ্র গোকুল কৃষ্ণ শোকে মৃত প্রায়।
শিরে করাঘাত করি করে হায় হায় ॥ ২০২

অধীর হইয়া সবে কহিল বচন।
কৃষ্ণ-হীন প্রাণে আর কিবা প্রয়োজন ॥ ২০৩
বিষ-জলে পশি আজি ত্যজিব জীবন।
যাইব সকলে মোরা যথা কৃষ্ণধন ॥ ২০৪
কহি যবে এত সবে হয় অগ্রসর।
নিষেধিলা তাহাদের প্রভু হলধর ॥ ২০৫
জ্বলিয়া প্রচণ্ড বেগে শোক হুতাশন।
করিতে আছিল গোপ কুল সন্দহন ॥ ২০৬
প্রকাশিয়া নিজৈশ্বর্য্য রাম ভগবান্।
করিলা এ দীপ্তানলে শান্তি-বারি দান ॥ ২০৭
হেরিয়া গোকুলে দীন অনন্য শরণ।
অচিন্ত্য শকতি হরি ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ২০৮
নর বপু নর ধর্ম্ম অনু বর্ত্তমান।
রাখিবারে অবতার ধর্ম্মগত মান ॥ ২০৯
করিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র বন্ধন স্বীকার।
উঠিলা ভেদিয়া নাগপাশ আপনার ॥ ২১০
বৃদ্ধিশীল হরি দেহে ভুজঙ্গ ব্যথিত।
হইল কৃষ্ণেরে ত্যজি অতীব কুপিত ॥ ২১১
ফেলিতে লাগিলা দীর্ঘ নিশ্বাস পবন।
দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ প্রতি প্রদানি নয়ন ॥ ২১২
অনল ভাণ্ডের সম সন্তপ্ত লোচন।
অঙ্গার সদৃশ তার বিকট বদন ॥ ২১৩
খেলা অবসর বুঝি শ্রীকৃষ্ণ তখন।
করিতে লাগিলা তার চৌদিকে ভ্রমণ ॥ ২১৪
দ্বিশিখ রসনা তবে করিয়া বাহির।
চাটিতে লাগিল সৃক্ক ভুজগ অধীর ॥ ২১৫
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দুষ্ট বিষধর।
দংশন করিতে কৃষ্ণে চাহে অবসর ॥ ২১৬
শত এক ফণা ফণী করি উত্তোলন।
পুনঃ পুনঃ করি কৃষ্ণ প্রতি সঞ্চালন ॥ ২১৭
প্রভুরে দংশিতে তার সামর্থ্য নহিল।
অধিকন্তু বলক্ষয় ক্লান্তি উপজিল ॥ ২১৮
হইল দুর্ব্বল নাগ বিফল যতন।
তার শির পর হরি কৈলা আরোহণ ॥ ২১৯
আছিল কালীয় শিরে রতন নিকর।
গলিত নাম্রের বর্ণ বিশদ ভাস্বর ॥ ২২০

সহজ অরুণ হরি চরণ কমল।
হইল সে রত্ন যোগে অধিক উজ্জ্বল ॥ ২২১
কলা বিদ্যা বিশারদ কমল লোচন।
বাঞ্ছিলা ভুজগ ভোগে করিতে নর্ত্তন ॥ ২২২
নৃত্য হেতু কৃতোদ্যম করি দরশন।
দেব উপদেব সিদ্ধ মুনি বধূগণ ॥ ২২৩
মৃদঙ্গ পনবানক সহিত লইয়া।
আইলা প্রভুর পাশে সময় বুঝিয়া ॥ ২২৪
পুষ্প উপহার দিয়া পূজিয়া চরণ।
প্রীতি ভক্তি সহ করি স্তবন বন্দন ॥ ২২৫
করিতে লাগিলা বাদ্য মধুর বাদন।
নাচে তালে তালে হরি ভুবন মোহন ॥ ২২৬
যদিও ক্ষীণায়ু নাগ তথাপি যতন।
করিতে আছিল কৃষ্ণে করিতে দংশন ॥ ২২৭
কিন্তু তার শির প্রভু একাধিক শত।
নৃত্য ছলে পদাঘাতে করিলা বিনত ॥ ২২৮
সর্প মুখ নাসাপুট হইতে তখন।
নির্গত হইল বিষ রুধির তখন ॥ ২২৯
ভগ্ন গাত্র ভগ্ন শির যন্ত্রণা কাতর।
না হেরি কাহারে ত্রাতা দুষ্ট বিষধর ॥ ২৩০
চরাচর গুরু প্রভু দেব নারায়ণ।
মনে মনে চিন্তি তাঁরে লইল শরণ ॥ ২৩১
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর উদর ভিতরে।
তেঁহ দাঁড়াইয়া নাগ মস্তক উপরে ॥ ২৩২
করি মুহুর্মুহুঃ নিজ চরণ কুট্টন।
করিতেছে ফণা আতপত্র নিপীড়ন ॥ ২৩৩
অতি ভার সমাক্রান্ত কালীয়ে দর্শন।
করিয়া আইল তবে তার পত্নীগণ ॥ ২৩৪
বিগলিত কেশ বন্ধ বসন ভূষণ।
পরম-পুরুষ পদে লইলা শরণ ॥ ২৩৫
রাখিলা সন্তানগণে প্রভুপদ আগে।
নিজ নিজ কলেবর পাতি ভূমিভাগে ॥ ২৩৬
কৃষ্ণপদ সরসিজ করিলা বন্দন।
বাঞ্ছা করি পতি মুক্তি করিছে স্তবন ॥ ২৩৭

ত্রিপদী।

খল গর্ব্ব হরিবারে, ধ'রেছ এ অবতারে,
সর্ব্বভূত পতি ভগবান্।
পন্নগ মোদের পতি, বটে অপরাধী অতি,
ন্যায্য তারে এদণ্ড বিধান॥ ২৩৮
সমদর্শী তুমি হরি, তুল্য তব সুত অরি,
পক্ষপাত নাহিক তোমার।
পাপ অনুসারে দণ্ডি, সকল কলুষ খণ্ডি,
শুদ্ধ কর যত পাপাচার॥ ২৩৯
বুঝিলাম এ নিগ্রহ, নাগ প্রতি অনুগ্রহ,
তারে মুক্তি দিবার কারণ।
করিয়া যে কুকরম, পাইয়াছে এ জনম,
তার মূল কৈলে উৎপাটন॥ ২৪০
হ'য়ে গত অভিমান, অন্যেরে সম্মান দান,
করেছিল এই ভুজঙ্গম।
কিংবা সর্ব্বজীব প্রতি, প্রকাশিয়া দয়া অতি,
উপার্জ্জিল ধর্ম্ম অনুপম॥ ২৪১
কিবা পুণ্য রাশি রাশি, না জানি এ বিলবাসী,
পূর্ব্বজন্মে করিল অর্জ্জন।
যার ফলে তুমি তুষ্ট, যদিও অধুনা রুষ্ট,
হ'লে সর্ব্বজীবের জীবন॥ ২৪২
ব্রহ্মা আদি সুরবর, যে রমার কৃপাবর,
পাইবারে নানা ব্রত ধরে।
সে রমা তোমার জায়া, তব পদ রেণু ছায়া,
লভিতে দুষ্কর তপ করে॥ ২৪৩
সে রেণু ভুবন সার, পরশিতে অধিকার,
কেমনে হে হইল ইহার।
আমাদের মনে হয়, নহে ইহা পুণ্যোদয়,
অহৈতুকী করুণা তোমার॥ ২৪৪
ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ, সর্ব্বভূমি পতি পদ,
যোগ সিদ্ধি অথবা নির্ব্বাণ।
নাহি চাহে সেই জন, তব পদ রজকণ,
লভিয়াছে যেই ভাগ্যবান॥ ২৪৫
কমলা দুর্লভ যাহা, পাইল পন্নগ তাহা,
কি আশ্চর্য্য আছে অতঃপর।
তব পদে ভগবন্, ভূতাবাস পরাত্মন্,
নমস্কার করি ভূতপর॥ ২৪৬
হে জ্ঞান বিজ্ঞান নিধি অনন্ত শকতি।
অগুণ বিকার হীন তব পদে নতি॥২৪৭
তুমি কালরূপী কাল শক্তির আশ্রয়।
তুমি সৃষ্টি সমবায় হেতু দয়াময়॥ ২৪৮
তুমি বিশ্বময় বিশ্ব স্রষ্টা ভগবন্।
তুমি বিশ্বকর্ত্তা তুমি বিশ্বের কারণ॥ ২৪৯
তুমি ভূত তুমি প্রাণ তুমি হে কারণ।
তুমি হে সবার বুদ্ধি তুমি আত্মা মন॥ ২৫০
যে ত্রিগুণ অভিমান সৃষ্টি প্রয়োজন।
করিয়াছ স্বাংশ আত্মা তাহাতে গোপন॥২৫১
ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় তুমি দেবতা প্রধান।
রয়েছে তোমাতে সদা স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞান॥২৫২
তুমি হে নিষ্ক্রিয় সত্য নাহিক সংশয়।
ধরি কালশক্তি কর সৃষ্টি স্থিতি লয়॥ ২৫৩
না হয় তাহাতে তব কোনও বিকার।
অচিন্ত্য অনন্ত তুমি অযোগ বিহার॥ ২৫৪
আছে বিশ্ব মাঝে ঘোর ভ্রান্ত মূঢ় জন।
সে সব তোমার হয় ক্রীড়া নিকেতন॥ ২৫৫
তথাপি তোমার প্রিয় হয় সাধুগণ।
করিছ দমিয়া দুষ্টে তাঁদেরে পালন॥ ২৫৬
তুমি সমদর্শী দেব ত্রিভুবন পতি।
কর্ত্তব্য তোমার দয়া সবাকার প্রতি॥ ২৫৭
করিয়াছে অপরাধ নাগ একবার।
করি কৃপা কর ক্ষমা এ দোষ তাহার॥ ২৫৮
জনম ভুজগ কুলে সহজ কোপন।
গরল দশনায়ুধ কক্রুর নন্দন॥ ২৫৯
স্বভাব দুস্ত্যজ নাথ জগতে বিদিত।
কেমনে হইবে নাগ স্বভাব বর্জ্জিত॥ ২৬০
পতিব্রতা প্রাণ পতি তোমার বচন।
ভিক্ষা দাও পতিপ্রাণ কৃপা নিকেতন॥ ২৬১
অমিত বিক্রম প্রভু তুমি বিশ্বাধার।
সহে কার সাধ্য দেব তব গুরু ভার॥ ২৬২
দেখ দেখ ত্যজে প্রাণ পন্নগ প্রবর।
না কর বিলম্ব ছাড় করুণা সাগর॥ ২৬৩

আমরা অবলা তব ল'য়েছি শরণ।
ভিক্ষা দিয়া পতিপ্রাণ রাখহ জীবন॥ ২৬৪
নমস্কার তব পদে পুন নমস্কার।
তব তুষ্টি হেতু ধন নাহি কিছু আর॥ ২৬৫
তুমি যদি মার তবে কে রাখিতে পারে।
মোদের কর্ত্তব্য যাহা কহিনু তোমারে॥ ২৬৬
নাগ পত্নী স্তবে তুষ্ট কমল লোচন।
করিলা পন্নগ প্রতি কৃপা বিতরণ॥ ২৬৭
করিতে হইলা ক্ষান্ত চরণ কুট্টন।
পাইল মূর্চ্ছিত নাগ তখন চেতন॥ ২৬৮
কৃষ্ণের কৃপাতে লভি কালীয় জীবন।
কহিতে লাগিল তবে বিনয় বচন॥ ২৬৯
অহে দেব জগন্নাথ কৃপার নিধান।
মম নিবেদন নাথ কর অবধান॥ ২৭০
জনম অবধি মোরা স্বভাবতঃ খল।
ঘোর তমো গুণোৎপন্ন আয়ুধ গরল॥ ২৭১
দারুণ প্রকৃতি মোরা সহজ কোপন।
না হয় মোদের কোপ শান্ত কদাচন॥ ২৭২
না পারে বর্জ্জিতে প্রাণী আপন স্বভাব।
দুষ্টগ্রহ ইব তাহা প্রকাশে প্রভাব॥ ২৭৩
গুণের প্রভাবে বিশ্বে বিবিধ প্রকৃতি।
বল বীর্য্য যোনি বীজ বাসনা আকৃতি॥ ২৭৪
তুমি সর্ব্বময় কর্ত্তা পরম কারণ।
নানা জীব পূর্ণ বিশ্ব ক'রেছ সৃজন॥ ২৭৫
বিশ্ব মাঝে মোরা সর্পজাতি বিষধর।
জন্ম অনুসারে ধরি মন্যু গুরুতর॥ ২৭৬
তব মায়া সমাচ্ছন্ন সব বিশ্বজন।
কেমনে করিব মোরা সে মায়া বর্জ্জন॥ ২৭৭
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দেব নারায়ণ।
তব মায়া ত্যাগ প্রতি তুমি হে কারণ॥ ২৭৮
তারে নাহি ব্যাপে মায়া কৃপা কর যারে।
অন্যথা তোমার মায়া কে ছাড়িতে পারে॥ ২৭৯
অতএব যাহা ইচ্ছা হয় ভগবান।
অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করহ বিধান॥ ২৮০
কালীয় নাগের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
লীলা নর বপু কৃষ্ণ কহিলা তখন॥ ২৮১
শুনহ কালিয়া নাগ আমার বচন।
এ হ্রদ হইতে তুমি করহ গমন॥ ২৮২
সসুত-কলত্র জ্ঞাতি বন্ধু পরিবার।
আশ্রয় করহ সিন্ধু সলিল অপার॥ ২৮৩
এ হ্রদ সলিল আমি করিনু শোধন।
তব তীব্র বিষদোষ করিনু হরণ॥ ২৮৪
অদ্যাবধি সুধাময় হ'ল এই জল।
সুখে করু পান পশু মানব সকল॥ ২৮৫
তোমার উপরে এই মদনুশাসন।
সায়ং প্রাতঃ স্মরি যেবা করিবে কীর্ত্তন॥ ২৮৬
না করিবে কভু তারে তোমরা পীড়ন।
আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ॥ ২৮৭
আমার আক্রীড় হ্রদে করিয়া যে স্নান।
দেবাদি উদ্দেশে জল করিবে প্রদান॥ ২৮৮
উপবাস করি যেবা স্মরিবে পূজিবে।
তার সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হইবে॥ ২৮৯
দ্বীপ রমণক ত্যজি যে গরুড় ভয়ে।
লইলে আশ্রয় আসি এই জলাশয়ে॥ ২৯০
আর নাহি করিবে সে তোমারে ভোজন।
করি তব শিরে মম পদাঙ্ক দর্শন॥ ২৯১
অতএব অবিলম্বে সমুদ্র ভিতর।
করহ গমন তুমি পন্নগপ্রবর॥ ২৯২
শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র কর্ম্মা প্রভু ভগবান্।
এত বলি নাগে মুক্তি করিলা প্রদান॥ ২৯৩
মুদিত হইল অতি নাগ পত্নীগণ।
পতি সনে প্রভুপদে করিল পূজন॥ ২৯৪
দিব্য মণিহার দিব্য বসন ভূষণ।
অমল কমল মালা দিব্য বিলেপন॥ ২৯৫
বহু মূল্য নানা বস্ত্র দিয়া উপহার।
প্রসন্ন গরুড়ধ্বজে করে নমস্কার॥ ২৯৬
মহা সমারোহে করি পূজা সমাপন।
কালীয় প্রভুর আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ॥ ২৯৭
প্রদক্ষিণ করি পুনঃ বন্দিয়া চরণ।
পরিবার সহ নাগ করিল গমন॥ ২৯৮
দর্পহর কৃষ্ণ খল দমনাবতার।
খর্ব্ব করি নাগ বিষ গর্ব্ব গুরুভার॥ ২৯৯

করিলা নির্ব্বিষোদক সে যামুন হ্রদ।
তথা পুণ্য তীর্থ নানা সম্পদ আস্পদ ॥ ৩০০

কালিয় হ্রদ হইতে শ্রীকৃষ্ণের নির্গমন ও ব্রজজন সহিত পুনর্ম্মিলন।

দুষ্ট বিষধরে তবে করিয়া দমন।
উঠিলা উপরে প্রভু কমল লোচন ॥ ৩০১
সুদিব্য বসন দিব্য রত্ন বিভূষণ।
দিব্য মাল্যধর দিব্য গন্ধ বিলেপন ॥ ৩০২
খচিত কাঞ্চন মণি দিব্য কলেবর।
যেন ঘন জাল মুক্ত দীপ্ত দিবাকর ॥ ৩০৩
কৃষ্ণের সে দিব্যরূপ অপূর্ব্ব দর্শন।
অকস্মাৎ ব্রজজন করি নিরীক্ষণ ॥ ৩০৪
একবারে করে সবে শরীর উত্থান।
গতাসু ইন্দ্রিয়গণ যেন প্রাপ্ত প্রাণ ॥ ৩০৫
হেরি চিদানন্দে মহানন্দ পূর্ণ মন।
লাগে করিবারে সবে প্রীতি আলিঙ্গন ॥ ৩০৬
যশোমতী সুতে করি হৃদয়ে ধারণ।
পুনঃ পুনঃ করে মুখ চন্দ্রমা চুম্বন ॥ ৩০৭
পুত্রে কোলে ধরি গোপরাজ ভাগ্যবান।
চুম্বিয়া বদন লয় মস্তক আঘ্রাণ ॥ ৩০৮
অনুজে লইয়া কোলে প্রভু সঙ্কর্ষণ।
অতি স্নেহভরে করে বদন দর্শন ॥ ৩০৯
ধেনু বৃষ বৎসতর কৃষ্ণে নিরখিয়া।
প্রকাশে পরমানন্দ নিনাদ করিয়া ॥ ৩১০
অনন্তর সপত্নীক গুরু বিপ্রগণ।
আসি নন্দ পাশে কহে মধুর বচন ॥ ৩১১
শুন শুন মহাপুণ্যবান্ গোপরাজ।
প্রাপ্ত হ'লে ভাগ্য বলে নষ্টসুতে আজ ॥ ৩১২
যদি নাহি পুণ্যরাশি সঞ্চিত থাকিত।
নাগ মুখ হ'তে কৃষ্ণ ফিরি কি আসিত ॥ ৩১৩
পুন তারা কহে শুন দেবি যশোমতি।
কেবা ধরাতলে তব সমা ভাগ্যবতী ॥ ৩১৪
তব ভাগ্য অসম্ভব সম্ভব করিল।
দুষ্ট নাগ দষ্ট সুত ফিরিয়া আইল ॥ ৩১৫

ভক্তিভাবে বিপ্রপদে করিয়া বন্দন।
যশোদা কহিলা তবে বিনয় বচন ॥ ৩১৬
তোমাদের আশীর্ব্বাদ ধরে মহাবল।
করিল যাহাতে তীব্র গরলে বিফল ॥ ৩১৭
তোমাদের কৃপাবলে হৃদয় রতন।
প্রবেশিয়া মৃত্যু মুখে পাইল জীবন। ৩১৮
অতঃপর করি কোলে তনয় স্থাপন।
মুহুঃমুর্হু আনন্দাশ্রু করিল মোচন ॥ ৩১৯
ক্ষুধাক্ষাম তৃষ্ণাতুর ব্রজবাসিজন।
হয়েছিল পরিশ্রান্ত সহ পশুগণ ॥ ৩২০
নারিল সে হেতু ব্রজে করিতে গমন।
করিল কালিন্দী তীরে সে নিশি যাপন ॥ ৩২১
সুখ নিদ্রাবশে সবে হ'ল অচেতন।
ঘটিল নিশীথকালে এক বিঘটন ॥ ৩২২
যে স্থানে আছিল তারা করিয়া শয়ন।
তাহার অদূরে ছিল শুচি নাম বন ॥ ৩২৩
দৈবক্রমে সেই বনে দাবাগ্নি জ্বলিল।
বন তরুলতা গুল্ম দহিতে লাগিল ॥ ৩২৪
বন্ধুবর সমীরণ সাহায্য পাইয়া।
বিস্তারি প্রচণ্ড শিখা উঠিল ব্যাপিয়া ॥ ৩২৫
সুনিদ্রিত ব্রজজন হইল তাপিত।
জাগরিত হ'য়ে হেরে দাবাগ্নি বেষ্টিত ॥ ৩২৬
অবিলম্বে ভয়ঙ্কর সেই হুতাশন।
নিঃসংশয় নাশিবেক সবার জীবন ॥ ৩২৭
অপমৃত্যু-ভয়ভীত অনন্ত শরণ।
ডাকিতে লাগিল কৃষ্ণ গোপ-গোপীজন ॥ ৩২৮
ওহে নন্দসুত কৃষ্ণ ওহে দয়াময়।
অমিত বিক্রম রাম হওহে সদয় ॥ ৩২৯
দেখ দেখ আসিতেছে ঘোর হুতাশন।
করিবারে আমাদের সবংশে দহন ॥ ৩৩০
রাখ রাখ শীঘ্র রাখ আমাদের প্রাণ।
তব সুরক্ষিত ব্রজে কর প্রভু ত্রাণ ॥ ৩৩১
শুন শুন ব্রজনাথ ব্রজ প্রাণধন।
মৃত্যুভয় ভীত মোরা নহি কদাচন ॥ ৩৩২
ছাড়িতে তোমার পাদপদ্ম সুশীতল।
হইতেছে আমাদের হৃদয় বিহ্বল ॥ ৩৩৩

তোমার চরণ ছায়া হইতে অন্তর।
নাহি কর তব ব্রজ করুণা সাগর ॥ ৩৩৪
যে নর তোমার পদ লয় হে আশ্রয়।
ত্রিলোক হইতে তার নাহি কোন ভয় ॥ ৩৩৫
ছাড়িতে নারিব মোরা তোমার চরণ।
অতএব রাখ প্রাণ ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ ৩৩৬
আপন আশ্রিত জনে নিরখি কাতর।
অনন্ত অনন্ত বল ধর পরেশ্বর ॥ ৩৩৭
অবিলম্বে করি তীব্র দাবানল পান।
বাঁচাইলা কৃপা করি সবাকার প্রাণ ॥ ৩৩৮

অথ প্রলম্ববধ ও দাবাগ্নিমোক্ষণ।

রজনী প্রভাত হ'ল উষা সমাগম।
বহিতেছে শীত মন্দ বায়ু মনোরম ॥ ৩৩৯
করিতেছে পাখীকুল মধুর কূজন।
ধরিয়াছে পূর্ব্বদিক লোহিত বরণ ॥ ৩৪০
তিমির তস্কর যেন যায় পলাইয়া।
রবিকর রাজদূত আসিছে জানিয়া ॥ ৩৪১
কালিন্দীর তীর ছাড়ি যশোদা-নন্দন।
আসিবারে ব্রজপুরে করিলা মনন ॥ ৩৪২
মুদিত অন্তর যত গোপ গোপীজন।
চলিতে লাগিলা কৃষ্ণে করিয়া বেষ্টন ॥ ৩৪৩
করিতে করিতে কৃষ্ণ-সুযশ-কীর্ত্তন।
গোকুল-মণ্ডিত ব্রজে কৈল আগমন ॥ ৩৪৪
হইল গোকুল পুনঃ মহা সুখময়।
বিগত দারুণ মোহ শোক দুঃখ ভয় ॥ ৩৪৫
নিজ নিজ ব্রজ কার্য্য করিতে লাগিল।
কৃষ্ণের মহিমা মনে জাগিয়া রহিল ॥ ৩৪৬
গোপালন ছল মায়া করি অঙ্গীকার।
যথা পূর্ব্ব করে প্রভু গোকুল-বিহার ॥ ৩৪৭
নিতি নিতি করে রামকৃষ্ণ গোচারণ।
সহচর সনে তথা কানন ভ্রমণ ॥ ৩৪৮
বসন্তের অধিকার বিগত হইল।
প্রবল প্রতাপ ঋতু নিদাঘ আইল ॥ ৩৪৯
সত্য বটে গ্রীষ্ম ঋতু সর্ব্বত্র দারুণ।
ধরিল শ্রীবৃন্দাবনে বসন্তের গুণ ॥ ৩৫০
ত্রিতাপ-হরণ কৃষ্ণ যথা রাজমান।
কি সাধ্য গ্রীষ্মের তথা তাপ করে দান ॥ ৩৫১
ঝরিছে নির্ঝর ঝর ঝর নিরন্তর।
না পশে ঝিল্লির রব শ্রবণ ভিতর ॥ ৩৫২
নির্ঝর শীকর সিক্ত পাদপ-নিকর।
নব কিশলয় দল কুসুম শ্রীধর ॥ ৩৫৩
কুমুদ-কহ্লার শতদল বিকসিত।
করেছিল হ্রদ সব সলিল শোভিত ॥ ৩৫৪
সে জল তরঙ্গ সঙ্গ সঙ্গত পবন।
করিত নিয়ত গন্ধ শীতল বহন ॥ ৩৫৫
সেবন করিয়া তাহা ব্রজনারী নর।
জানিতে নারিত তপ্ত দিনকর কর ॥ ৩৫৬
অগাধ তটিনী জল তরঙ্গ উত্থিত।
নিয়ত তটস্থ ভূমি পরশি চলিত ॥ ৩৫৭
পুলিন ভিতর দিয়া সঞ্চারিত রস।
বৃন্দাবন ভূমি তল রাখিত সরস ॥ ৩৫৮
অতএব শীতলতা তাহার হরণ।
করিতে নারিত রবিকর বিষোল্বণ ॥ ৩৫৯
নিত্য নব শোভাময় সে বৃন্দাকানন।
ফুল্ল ফুলপূর্ণ যথা তরুলতাগণ ॥ ৩৬০
বিবিধ বিহগ মৃগ করিছে নিস্বন।
মধুপান মত্ত অলি করিছে গুঞ্জন ॥ ৩৬১
বিস্তারি বিচিত্র পুচ্ছ নয়ন-রঞ্জন।
করিতেছে শিখিকুল আনন্দে নর্ত্তন ॥ ৩৬২
কোকিল-কাকলি আর সারসের রব।
বিকাশিছে বসন্তের অতুল বিভব ॥ ৩৬৩
করিতে করিতে খেলা নানাবিধ রঙ্গে।
গোপ ধেনু পরিবৃত বলদেব সঙ্গে ॥ ৩৬৪
করিতে করিতে বেণু রব মনোহর।
পশিলা সেবন কৃষ্ণ দিব্য কলেবর ॥ ৩৬৫
প্রবেশিয়া বনে হরি নন্দের বালক।
নব-কিশলয় দল কুসুম স্তবক ॥ ৩৬৬
শিখি পুচ্ছ গিরি ধাতু করিয়া গ্রহণ।
করিলা বয়স্য সনে শরীরে ধারণ ॥ ৩৬৭
হেন মতে করি সবে দেহ বিভূষিত।
আরম্ভিলা নৃত্য গীত হয়ে হরষিত ॥ ৩৬৮

কলানিধি কৃষ্ণ যবে করয়ে নর্ত্তন।
কোন কোন গোপ করে সুবাদ্য বাদন ॥ ৩৬৯
সুমধুর স্বরে কোন কোন সহচর।
গান করে তালে তালে শ্রুতি-সুখকর ॥ ৩৭০
বাজাইয়া করতল কেহ তাল ধরে।
কেহ শিঙ্গা কেহ বাঁশী সুখে বাদ্য করে ॥ ৩৭১
নিত্য কৃষ্ণ অনুচর যত দেবগণ।
ধরি গোপবেশ করি আত্ম-সঙ্গোপন ॥ ৩৭২
সেবা করে গোপ-বেশধর ভগবানে।
সেবে বহু নট যথা নটের প্রধানে ॥ ৩৭৩
কাকপক্ষধর দোঁহে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
খেলে কভু করি বাহুযুগ আস্ফোটন ॥ ৩৭৪
কভু খেলে পরস্পর করি আকর্ষণ।
কভু উৎক্ষেপণ কভু ভ্রামণ লম্ফন ॥ ৩৭৫
কভু করে বাহু যুদ্ধ মিলি পরস্পর।
বিবিধ কৌতুক করে স্বচ্ছন্দ ঈশ্বর ॥ ৩৭৬
নৃত্য লিপ্ত হয় যবে অন্যান্য বালক।
কৃষ্ণ বলরাম তবে গায়ক বাদক ॥ ৩৭৭
কভু বিল্বফল কভু ল'য়ে কুম্ভফল।
করে কেলি যোগিজন হৃদয় সম্বল ॥ ৩৭৮
কভু অপরশ কভু নয়ন বন্ধন।
কভু খগ মৃগ চেষ্টা করে আচরণ ॥ ৩৭৯
মণ্ডূক সদৃশ কভু প্রদানে লম্ফন।
কভু করে বৃক্ষডালে বসিয়া দোলন ॥ ৩৮০
কভু রহে নানা হাস্য-পরিহাসরত।
কভু করে নৃপ-লীলা বন মধ্য গত ॥ ৩৮১
লোক সিদ্ধ নানা কেলি এমতে আচরি।
নদী গিরি বন কুঞ্জে বিহরে শ্রীহরি ॥ ৩৮২

একদা প্রলম্ব দৈত্য কংস অনুচর।
আইল হরিতে কৃষ্ণে বনের ভিতর ॥ ৩৮৩
মায়াবলে নিজ বেশ করিয়া গোপন।
গোপ বেশ ধরি বনে দিল দরশন ॥ ৩৮৪
আগমন হেতু তার জানি ভগবান্।
এস সখে বলি তারে করিলা আহ্বান ॥ ৩৮৫
সঙ্কল্প করিয়া মনে তাহার বিনাশ।
অমোঘ বাঞ্ছিত নাহি করিলা প্রকাশ ॥ ৩৮৬
বিহার নিপুণ কৃষ্ণ বিচারি তখন।
কহিলা বান্ধবগণ শুনহ বচন ॥ ৩৮৭
যুগ্ম যুগ্ম হ'য়ে আজি করিব বিহার।
বাহু জোট বল বয়ঃক্রম অনুসার ॥ ৩৮৮
কৃষ্ণ-বাক্য শুনি যত গোপাল বালক।
করিলা শ্রীরাম কৃষ্ণে যুদ্ধের নায়ক ॥ ৩৮৯
স্বপক্ষ বিপক্ষ তবে করি নির্ব্বাচন।
হইল বিভক্ত দুই পক্ষে গোপগণ ॥ ৩৯০
হইলা অধ্যক্ষ এক পক্ষের শ্রীরাম।
অধ্যক্ষ অপর পক্ষে নবঘন শ্যাম ॥ ৩৯১
নিয়ম খেলার এই হ'ল নিরূপণ।
করিবে জেতারে স্কন্ধে বিজিত বহন ॥ ৩৯২
হইয়া নিয়মবদ্ধ যত গোপ-সুত।
করিতে লাগিল খেলা আনন্দ-সংযুত ॥ ৩৯৩
করিতে করিতে খেলা আর গোচারণ।
উত্তরিলা যথা ছিল ভাণ্ডীরক বন ॥ ৩৯৪
শ্রীদাম বৃষভ আদি রাম-পক্ষগত।
হইল খেলাতে জয়ী সবার সম্মত ॥ ৩৯৫
খেলাতে শ্রীকৃষ্ণ পক্ষ হইয়া বিজিত।
জেতারে বহিতে বাধ্য নিয়ম যন্ত্রিত ॥ ৩৯৬
আপনার স্কন্ধে কৃষ্ণ শ্রীদামে ধরিয়া।
ভদ্রসেন বৃষভেরে চলিল বহিয়া ॥ ৩৯৭
কৃষ্ণ যূথ মধ্যগত প্রলম্ব আছিল।
বলদেবে আপনার পৃষ্ঠে আরোপিল ॥ ৩৯৮
শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুত তেজ দানব দেখিল।
যাইতে তাহার দৃষ্টি অন্তরে বাঞ্ছিল ॥ ৩৯৯
অতএব বলদেবে বিজনে লইয়া।
দুরাত্মা অসুর তবে গেল পলাইয়া ॥ ৪০০
সুমেরু পর্ব্বত সম অতি গুরু ভার।
অনন্ত অনন্ত বল মনুজাবতার ॥ ৪০১
তাঁহারে বধিতে চাহে দৈত্য দুরাচার।
এমত তাহার বাহু বল অহঙ্কার ॥ ৪০২
হইল অসহ্য যবে রাম গুরু ভর।
হইল তাহার গতি বেগ মন্দতর ॥ ৪০৩
করিল তখন নিজ মূরতি ধারণ।
প্রকাণ্ড ভূধরাকার কজ্জল বরণ ॥ ৪০৪

শোভিতেছে কলেবরে কণক-ভূষণ।
ঝকমক করে শিরে কিরীট রতন ॥ ৪০৫
নবঘন মাঝে যেন চপলা সুন্দরী।
বরজি স্বভাব রাজে স্থির বিভাবরী ॥ ৪০৬
তাহার উপরে শোভে পূর্ণ-শশধর।
বিকাশি কিরণ শুভ্র অন্ধকার-হর ॥ ৪০৭
জ্বলিছে নয়ন যেন দীপ্ত হুতাশন।
সংলগ্ন ভ্রূকুটি তটে বিকট দশন ॥ ৪০৮
সেরূপ অম্বর চর অতি ভয়ঙ্কর।
নিরখিয়া স্কন্ধধৃত প্রভু হলধর ॥ ৪০৯
মানব উচিত লীলা করিয়া নাটন।
ঈষৎ সভয় ভাব করিলা ধারণ ॥ ৪১০
প্রহারিলা দৃঢ় মুষ্টি দৈত্যে অতঃপর।
যেন ব্রজ গিরিপর হানে পুরন্দর ॥ ৪১১
মুষ্টির আঘাতে দুষ্ট দানব তখন।
বিশীর্ণ মস্তক করি রুধির বমন ॥ ৪১২
পড়িল বিগত অসু ভূমির উপর।
যেন ইন্দ্র বজ্রাহত প্রচণ্ড ভূধর ॥ ৪১৩
দুরন্ত দানব বধ করি দরশন।
মানিলা আশ্চর্য্য যত গোপসুতগণ ॥ ৪১৪
শমন কবলাগত যেন বলরাম।
আইলা ফিরিয়া পুন হ'য়ে সিদ্ধকাম ॥ ৪১৫
বলদেব জয় সবে করে উচ্চারণ।
করিয়া প্রণয় ভরে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৪১৬
গগনে বিমানচারী দেবতা সকল।
কহে জয় জয় দেব অপ্রেময় বল ॥ ৪১৭
করিয়া নন্দন-জাত কুসুম বর্ষণ।
চলিলা স্বধামে করি প্রভুর স্তবন ॥ ৪১৮
হইল দানব দুষ্ট এমতে নিহত।
রহিল গোপাল সব খেলাতে নিরত ॥ ৪১৯
গোধন মহিষী অজা ইতি অবসরে।
সে বন হইতে পশে কানন অন্তরে ॥ ৪২০
করিতে করিতে তবে স্বচ্ছন্দ-চরণ।
প্রবেশ করিল গিয়া ঈষিকা কানন ॥ ৪২১
ক্রীড়া অবসানে রাম আদি গোপগণ।
নিরখিলা তথা নাহি তাদের গোধন ॥ ৪২২
করিতে লাগিলা সবে পশু অন্বেষণ।
পরন্তু কোথাও নাহি পাইলা দর্শন ॥ ৪২৩
হারাইয়া একমাত্র জীবন উপায়।
হইলা কাতর সবে হতবুদ্ধি প্রায় ॥ ৪২৪
গোক্ষুর দশন ছিন্ন তৃণ লক্ষ্য করি।
গোপদ অঙ্কিত তথা ভূপ্রদেশ ধরি ॥ ৪২৫
চলিলা রাখাল সব গোধন খুঁজিতে।
ক্ষণপরে মুঞ্জাবনে পাইলা দেখিতে ॥ ৪২৬
জলদ গম্ভীর স্বরে তবে ভগবান ॥
নাম ধরি গাভীগণে করিলা আহ্বান ॥ ৪২৭
শুনিয়া সে স্বর তারা নিত্য পরিচিত।
উত্তর করিলা হাম্বা-রবে হরষিত ॥ ৪২৮
হেনকালে হ'ল এক দৈব বিঘটন।
উঠিল সহসা জ্বলি দাব হুতাশন ॥ ৪২৯
বনবাসী ক্ষয়কারী অগ্নি ভয়ঙ্কর।
অনিল সাহায্যে হ'ল প্রবল সত্বর ॥ ৪৩০
করিয়া প্রচণ্ড শিখা চৌদিকে বিস্তার।
করিতে লাগিল স্থির জঙ্গমে সংহার ॥ ৪৩১
ঘোরতর দাবানল করি দরশন।
হইল অতীব ভীত সগোপ গোধন ॥ ৪৩২
শমনের ভয় ভীত মানব যেমন।
মরণের কালে লয় হরির শরণ ॥ ৪৩৩
অনল সন্তপ্ত তথা যত গোপ-সুত।
মরণের ভয়ে ডাকে কৃষ্ণে ভক্তি-যুত ॥ ৪৩৪
হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ শ্রীনন্দ দুলাল।
হে রাম হে রাম রাম বিক্রমে বিশাল ॥ ৪৩৫
হইতেছি মোরা দাব অগ্নি দহ্যমান।
রাখ রাখ শীঘ্র রাখ আমাদের প্রাণ ॥ ৪৩৬
তোমার বান্ধব মোরা তব সহচর।
এ বিপদে রাখ আজি করুণা-সাগর ॥ ৪৩৭
বন্ধু সব সকাতর করি দরশন।
কহিলা নাহিক ভয় ব্রজের জীবন ॥ ৪৩৮
অধুনা করহ সবে নেত্র নিমীলন।
সত্বর করিব আমি উহার সাধন ॥ ৪৩৯
আদেশ পাইয়া সবে মুদিত নয়ন।
করিলা যোগীশ পান দীপ্ত হুতাশন ॥ ৪৪০

হইল প্রচণ্ড দাব অনল নির্ব্বাণ।
পাইল পশুপ পশু সবে পরিত্রাণ॥ ৪৪১
অনন্তর সবাকারে করি আনয়ন।
যোগীশ্বর যোগবলে ভাণ্ডীর কানন॥ ৪৪২
কহিলা করহ সবে নেত্র উন্মোচন।
বিগত বিপদ নাহি ভয়ের কারণ॥ ৪৪৩
নেত্র মেলি হেরি সবে হইয়া বিস্মিত।
হইয়াছে ভাণ্ডীরক বনে উপস্থিত॥ ৪৪৪
নাহিক প্রচণ্ড সেই দীপ্ত দাবানল।
এবে তরুলতাপূর্ণ ভাণ্ডীর শীতল॥ ৪৪৫
অদ্ভুত সে যোগবীর্য্য করি বিলোকন।
তথা নিজেদের দাব অগ্নি বিমোচন॥ ৪৪৬
অমর বলিয়া কৃষ্ণে করিল নিশ্চিত।
স্বতঃ মহাযোগমায়া বল-সমন্বিত॥ ৪৪৭
মনুজাবতার হরি পূর্ণ-ভগবান।
বিবেচনা করি তবে বেলা অবসান॥ ৪৪৮
সাগ্রজ বয়স্য সনে লইয়া গোধন।
করিলা সায়াহ্নে পুন ব্রজে আবর্ত্তন॥ ৪৪৯
সুমধুর বেণু-রব করিয়া শ্রবণ।
তথা গোবিন্দের মুখ করি দরশন॥ ৪৫০
করিলা পরমানন্দ সলিলে মজ্জন।
দিবস বিরহ-তপ্ত-ব্রজ-দেবীগণ॥ ৪৫১
প্রবেশি গোপাল সব স্ব স্ব নিকেতন।
কহে ব্রজজনে যত বন-বিবরণ॥ ৪৫২
প্রলম্ব অসুর বধ দাবাগ্নি মোক্ষণ।
করিলা যে মতে রাম কৃষ্ণ সুসাধন॥ ৪৫৩
সে সব বৃত্তান্ত তারা শ্রবণ করিয়া।
কহিতে লাগিল অতি বিস্মিত হইয়া॥ ৪৫৪
কৃষ্ণ ঘনশ্যাম রাম রজত শেখর।
নিশ্চয় মানব নহে দেবতা-প্রবর॥ ৪৫৫
এত বলি রাম কৃষ্ণ সুবিমল যশ।
গায় সবে একমনে সদানন্দ রস॥ ৪৫৬
দীন হরি নারায়ণ কুরুচি কুমতি।
তারে দেহ ভক্তি ধন ব্রজজন পতি॥ ৪৫৭

প্রলম্ব বধ ও দাবাগ্নি মোক্ষণ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে মহাকাব্যে ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

০(০)০

অথ বর্ষাবর্ণন ও শ্রীভগবানের বর্ষাবিহার।

প্রাচীন নিদাঘ রাজ্য সমাপ্ত হইল।
প্রাণীর জীবন বর্ষা ঋতু প্রবেশিল॥ ১
দিকের পরিধি সব করি বিদ্যোতিত।
গগন মণ্ডল তথা করি সংক্ষুভিত॥ ২
সচপল ঘনজাল করিয়া গর্জ্জন।
করিল বিমল নভস্তল আচ্ছাদন॥ ৩
সত্বরজ তম গুণ ত্রিতয় মণ্ডিত।
চিদাভাস জীব যেন রয়েছে রাজিত॥ ৪
আট মাস কাল রবি আপন কিরণে।
করিলা অবনী রস ধন আকর্ষণে॥ ৫
রাখিলা সঞ্চয়ি তাহা করিয়া যতনে।
করিতে লাগিলা এবে ভূমে বিতরণে॥ ৬
প্রজার নিকটে কর করিয়া গ্রহণ।
যথা নরনাথ করে কালে বিসর্জ্জন॥ ৭
দারুণ নিদাঘ-তপ্ত ভূতলে হেরিয়া।
সজল জলদ কৃপা বিবশ হইয়া॥ ৮
উজ্জল দামিনী নেত্র করি উন্মীলন।
করিতেছে সুখকর জল বিমোচন॥ ৯
সংসার অনল-তপ্ত করি দরশন।
অতি কৃপা পরবশ বিমল সজ্জন॥ ১০
করুণা নয়নে যেন করি নিরীক্ষণ।
করিতেছে হিততরে স্বপ্রাণ বর্জ্জন॥ ১১
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তাপিতা মেদিনী।
হয়েছিলা বিবরণা অতি কৃশাঙ্গিনী॥ ১২
সকাম তাপস তপঃ ক্ষীণ কলেবর।
লভি যেন কামপুষ্ট প্রহৃষ্ট অন্তর॥ ১৩
প্রদোষে খদ্যোতকুল রহে ভাসমান।
না রহে গগনে গ্রহগণ দ্যুতিমান্॥ ১৪
যথা কলিযুগে শোভে পাষণ্ড দুর্জ্জন।
হীনপ্রভ তপরত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥ ১৫
যথা কৃত নিত্যকর্ম্ম আচার্য্যের রব।
শুনি বেদ পাঠ করে তাঁর শিষ্য সব॥ ১৬
শ্রবণ করিয়া তথা জলদ গর্জ্জন।
মণ্ডূকের গণ করে একত্রে নিস্বন॥ ১৭
দিনকর-তাপ-শুষ্ক ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী।
এবে জল পরিপূর্ণা স্বচ্ছন্দ গামিনী॥ ১৮
দুরিন্দ্রিয় পরবশ নর দুরাচার।
যথা করে আপনার ধন ব্যবহার॥ ১৯
নীল বর্ণ তৃণে কোথু অবনী হরিতা।
ইন্দ্র গোপ কীট কৃতা কোথুবা লোহিতা॥ ২০
ছত্রের আকার কোথু উদ্ভিদ উঠিয়া।
রাখিয়াছে ভূমিতল আচ্ছন্ন করিয়া॥ ২১
যেন নর বর সেনা চতুর আঙ্গনী।
নানা বর্ণ পরিচ্ছদে রয়েছে শোভিনী॥ ২২
ক্ষেত্রের উপর শস্য প্রচুর জন্মিল।
হেরিয়া কৃষককুল আনন্দে মজিল॥ ২৩
কিন্তু যবে জলাভাবে শস্য শুকাইল।
তাহাদের মনে অতি দুঃখ উপজিল॥ ২৪
দৈবের অধীন যারা জানে ত্রিভুবন।
না হইল বিচলিত তাহাদের মন॥ ২৫
জল স্থলচর নব বারি নিসেবনে।
পরম রুচির রূপ করিল ধারণে॥ ২৬
হরিপদ সরসিজ করিয়া সেবন।
যথা ধরে রমণীর রূপ সাধুজন॥ ২৭
নদনদী সহ মিলি সাগর ক্ষুভিত।
হইল প্রবল বায়ু বেগ তরঙ্গিত॥ ২৮

অপক্ক যোগীর যথা কাম দুষ্ট চিত্ত।
নানা প্রলোভন বেগে হয় উদ্বেলিত ॥ ২৯
অবিশ্রাম বর্ষাধারা ধরি শির'পর।
নাহি করে অনুভব ব্যথা গিরিবর ॥ ৩০
যথা করি নানাবিধ ব্যসন সহন।
না হয় কাতর কভু কৃষ্ণার্পিত মন ॥ ৩১
তৃণেতে আচ্ছন্ন পথ বর্ষার প্রভাবে।
আছে কি না হয় মনে সংস্কার অভাবে ॥ ৩২
যথা দ্বিজ অনভ্যস্ত শ্রুতি সমুদয়ে।
সন্দিগ্ধ আপদ কাল প্রভাবেতে হয়ে ॥ ৩৩
না রহে চপলা স্থিরা লোক বন্ধু ঘনে।
স্বৈরিণী কামিনী যথা গুণবান্ জনে ॥ ৩৩
শব্দগুণ সমন্বিত গগন উপরে।
গুণহীন ইন্দ্রধনু কিবা শোভা ধরে ॥ ৩৪
ত্রিগুণ আত্মক যথা বিশ্ব চরাচর।
শোভে গুণ বিরহিত আত্মার উপর ॥ ৩৫
স্বভাসা ভাসিত ঘনজাল আচ্ছাদিত।
করিতে কিরণ শশী নারে বিকাশিত ॥ ৩৬
স্বচৈতন্য দীপ্ত অভিমান আরোপিত।
যথা নাহি হয় জীব স্বদীপ্তি দীপিত ॥ ৩৭
মেঘাগমে শিখিকুল আনন্দিত মন।
বিরক্ত গৃহস্থ যথা লভি হরিজন ॥ ৩৮
যথা তপঃশ্রম ক্ষীণ ক্লান্ত তপোধন।
হয় সিদ্ধি পরে করি বিষয় সেবন ॥ ৩৯
কণ্টকিত তট পঙ্কপূর্ণ সরোবরে।
সহি দুঃখ চক্রবাক সুখে বাস করে ॥ ৪০
ঘোরতর কৃত্যপূর্ণ গৃহেতে বসতি।
করে অনুরাগ ভরে সংসারী দুর্ম্মতি ॥ ৪১
অবিরত করে ইন্দ্র বারি বরিষণ।
ঘটয়ে তাহার বেগে সেতুর ভঞ্জন ॥ ৪২
বিস্তারি কুতর্ক যথা পাষণ্ডের গণ।
কলিযুগে বেদ মার্গ করয়ে খণ্ডন ॥ ৪৩
হেন বর্ষাকালে হরি ক্রীড়ার কারণ।
সাগ্রজ গো গোপ সনে পশিলা কানন ॥ ৪৪
মন্দ মন্দ চলে ধেনু স্তন গুরু ভরে।
স্তন বিগলিত দুগ্ধ ধারা ভূমে পড়ে ॥ ৪৫
বন মাঝে নানাবিধ তরু কুসুমিত।
হইতেছে ভূমে মধু প্রচুর ক্ষরিত ॥ ৪৬
বিপিনে খর্জ্জুর জম্বু পাদপ নিকর।
শোভিতেছে পক্ক ফল ধরি শির'পর ॥ ৪৭
কাননে বরষে যবে জলধর বারি।
তরুতলে গুহামাঝে পশে অসুরারি ॥ ৪৮
করিতেছে কোথু কোথু গিরিবর দান।
প্রস্রবণ জল স্বচ্ছ সুধার সমান ॥ ৪৯
কৃপা করি কার কার প্রতি সাধুজন।
যথা করে জ্ঞানামৃত কালে বিতরণ ॥ ৫০
কন্দ মূল ফুল ফল আনন্দে আহার।
করি ক্রীড়ারত হরি করয়ে বিহার ॥ ৫১
জল সন্নিহিত স্থানে করিয়া গমন।
সবয়স্ক করে দধি ওদন ভোজন ॥ ৫২
হেন মতে নানা লীলা করি আচরণ।
করিলা যশোদা সুত বরষা যাপন ॥ ৫৩

শরদ্বর্ণন ও শ্রীভগবানের শরৎকালীন বনবিহার।

অবিরত কালচক্র করিছে ভ্রমণ।
যাহে এক অভ্যুদয় অন্যের পতন ॥ ১
বরষার অধিকার বিলুপ্ত হইল।
জন-সুখকর ঋতু শরৎ আইল ॥ ২
গগন মণ্ডল এবে হইল বিমল।
দেখা নাহি যায় নীল জলদ পটল ॥ ৩
গতমল নদী নদ সরোবর জল।
নাহিক পরুষ বায়ু বহে সুশীতল ॥ ৪
সুবিমল জলাশয়ে কমল ফুটিল।
যেন ভ্রষ্ট যোগী যোগ স্বভাব পাইল ॥ ৫
ব্রহ্মচারী গৃহী আর বানপ্রস্থ যতি।
এ চারি আশ্রম কহে নিগম সংহতি ॥ ৬
ইহাদের জনমিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভকতি।
যথা নাশে একবারে সকল দুর্গতি ॥ ৭
আকাশাদি চারি ভূতে আছিল যে মল।
শরৎ আসিয়া তাহা হরিল সকল ॥ ৮

করিয়া জলদগণ সর্ব্বস্ব প্রদান।
ধরিয়া রহিল শুভ্রবর্ণ রাজমান॥ ৯
বিধূত কলুষ কুল শান্ত তপোধন।
ধরে শোভা করি যথা বাসনা-বর্জ্জন॥ ১০
অল্পজলে রমমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীন।
নারিল জানিতে রবি তাপে জলক্ষীণ॥ ১১
কুমতি মানব যথা কুটুম্ব নিরত।
নারে জানিবারে দিনে দিনে আয়ুগত॥ ১২
হইল শরদাগমে নিশ্চল সাগর।
তথা ক্রিয়া ত্যজি মৌন ধরে মুনিবর॥ ১৩
কেদার হইতে জল কৃষক আনিয়া।
সেতু বাঁধি রাখে ক্ষেত্রে পূরণ করিয়া॥ ১৪
ইন্দ্রিয় হইতে যথা বিগলিত জ্ঞান।
রক্ষা করে যোগীবর নিরোধিয়া প্রাণ॥ ১৫
রবি কর-তপ্ত প্রাণী সন্তাপ হরণ।
করে বিতরিয়া শশী শীতল কিরণ॥ ১৬
বিচ্ছেদ-সন্তাপ গোপীকুলের যেমন।
নিবারণ করে কৃষ্ণ দিয়া দরশন॥ ১৭
গগন বিগত ঘন বিমল হইল।
উজ্জ্বল তারকা কুল তাহাতে শোভিল॥ ১৮
যথা হয় সত্ত্বযুক্ত তাপসের মন।
সমগ্র নিগম অর্থ করি দরশন॥ ১৯
গগনে রাজিছে কিবা পূর্ণ-শশধর।
উড়ুগণ সনে উজলিয়া দিগন্তর॥ ২০
বৃষ্টি চক্রাবৃত যথা যাদব ঈশ্বর।
রাজে ভূমিতলে বসি সিংহাসন পর॥ ২১
সেবি সম শীত উষ্ণ চন্দ্রের কিরণ।
শারদ রবির তাপ ত্যজে প্রাণিগণ॥ ২২
কিন্তু কৃষ্ণহৃত চিত গোপিকা নিকর।
নারিল লভিতে শান্তি তপ্ত নিরন্তর॥ ২৩
জলদ কুসুম রবি কিরণ দীপিত।
হইল কুমুদ বিনা সব বিকসিত॥ ২৪

অথ শ্রীভগবানের বেণুরব শ্রবণ করিয়া গোপীগণের পরস্পর কথোপকথন।

ত্রিপদী।

হেন সুসময় কালে, লইয়া পশুর পালে,
সাগ্রজ বয়স্যগণ সনে।
গোপবেশ পীতাম্বর, মোহন মুরলীধর,
প্রবেশ করিলা বৃন্দাবনে॥ ১
শীত মন্দ গন্ধ বহ, বহে গন্ধ সুখাবহ,
নাসিকার রন্ধ্র মাতাইয়া।
বন ভূমি করি আলা, বিবিধ কমল মালা,
সরোবরে রয়েছে ফুটিয়া॥ ২
মধুমত্ত মধুকর, বিবিধ বিহগ বর,
করে রব ফুল্ল তরু'পর।
হেরি তাহা বংশীধর, করিলা বংশীর স্বর,
স্থির চর ভূত মনোহর॥ ৩
সে মধুর ধ্বনি সনে, মদন গোপিকা মনে,
পশিয়া হানিল পঞ্চশর।
পাইয়া দারুণ ব্যথা, গোপীসব কৃষ্ণ কথা,
কহিতে লাগিল পরস্পর॥ ৪
কৃষ্ণ কথা আরম্ভিয়া, লীলাগুণ সুমিরিয়া,
স্বাভাবিক ধৈর্য্য হারাইল।
হইল সুকণ্ঠরোধ, নাহি মানে পরবোধ,
স্মর বেগ অসহ্য হইল॥ ৫
ভুবন মোহন মূর্ত্তি, গোপিকা অন্তরে স্ফূর্ত্তি,
হেন কালে ঝটিতি পাইল।
বরণ চিকণ কালা, বিকাশি অপূর্ব্ব আলা,
হৃৎ-পদ্মাসনে দাঁড়াইল॥ ৬
দিব্য নটবর বেশ, সুনীল কুঞ্চিত কেশ,
শিখিপুচ্ছ মুকুট রাজিত।
মাঝে মাঝে ফুল কলি, গুণ গুণ করে অলি,
মধু লোভে হইয়া ধাবিত॥ ৭
ভক্তের হৃদয় ধন, সুরাতুল শ্রীচরণ,
ধ্বজ বজ্র কমল লাঞ্ছন

বৃন্দাবনু বক্ষে ধরি, তাহারে অঙ্কিত করি,
করে অতি শোভা বিবর্দ্ধন ॥ ৮
বসন কণক বর্ণ, কর্ণিকারে শোভে কর্ণ,
বৈজয়ন্তী মালা বক্ষ'পর।
অধর অমৃত দিয়া, রেণু রন্ধ্র সম্পূরিয়া,
দিব্য রবে মোহে চরাচর ॥ ৯
চতুর্দ্দিকে গোপগণ, নিত্য প্রমুদিত মন,
রহিয়াছে করিয়া বেষ্টন।
কৃষ্ণের বিমল যশ, যাহে ত্রিভুবন বশ,
করিতেছে সুস্বরে কীর্ত্তন ॥ ১০
হেন রমণীয় সাজে, নন্দ সুত নটরাজে,
রাজে বৃন্দাদেবীর কাননে।
ব্রজাঙ্গনা ভাগ্যবতী, সুখময় সে মূরতি,
স্মরি হৃদে কৈল আলিঙ্গনে॥ ১১
ধৈরজ ধরিয়া তবে, করিতে লাগিল সবে,
কৃষ্ণের প্রসঙ্গ বরণন।
চক্ষুর চরম ফল, শুন সখি হে কেবল,
প্রিয়জন বদন দর্শন ॥ ১২
সঙ্গে ল'য়ে গোপগণ, প্রবেশিছে বৃন্দাবন,
সাগ্রজ গোপাল সহচর।
আছে লগ্ন নিরন্তর, শ্রীমুখে মুরলীবর,
মোহে যাহা বিশ্বচরাচর ॥ ১৩
প্রফুল্ল কমলায়ত, নেত্র যুগে অবিরত,
সুস্নিগ্ধ কটাক্ষ বিরাজিত।
সে বেশ হেরিল যারা, সফল করিল তারা,
সখি! নিজ চক্ষু সুনিশ্চিত ॥ ১৪
পদ্মমালা লম্বমানা, গলদেশে রাজমানা,
চূতাঙ্কুর শিখিপুচ্ছ সনে।
রাখাল সমাজে রাজে, দিব্য নটবর সাজে,
ব্রজরাজ যুগল নন্দনে ॥ ১৫
তুলি সুমধুর তান, কভু কভু করে গান,
সর্ব্বভূত মনোবিমোহন।
কিবা পুণ্য উপার্জ্জন, করি গোপ সুতগণ,
করিতেছে সে রূপ দর্শন ॥ ১৬
অন্য গোপী কহে তবে করহ শ্রবণ।
এ বেণু সৌভাগ্য সখি না হয় বর্ণন ॥ ১৭

কৃষ্ণাধর-সুধা এক গোপী ভোগ্যধন।
করিছে তাহারে বেণু স্বাতন্ত্র্যে সেবন ॥ ১৮
তাহার পুণ্যের সীমা করিতে বর্ণন।
মোদের নাহিক সাধ্য নারে অন্যজন ॥ ১৯
হয়েছিল ইহা পুষ্ট যে নদীর জলে।
সেও রোমাঞ্চিত তনু কমলের ছলে ॥ ২০
যে বংশে করিল ইহা জনম গ্রহণ।
সেও করে মধুচ্ছলে সুধাশ্রু বর্ষণ ॥ ২১
উৎপন্ন হইলে কুলে ভাগবত জন।
বরিষে প্রেমাশ্রু যথা কুল-বৃদ্ধগণ ॥ ২২
কৃতার্থা ধরণী-হৃদি ধরি বৃন্দাবন।
করে যাহা স্বর্গাধিক ভূকীর্ত্তি-বর্দ্ধন ॥ ২৩
যশোদা-নন্দন-পদ কমল সুন্দর।
অসীম পুণ্যের ফলে ধরে বক্ষ'পর ॥ ২৪
গোবিন্দের বেণুনাদ করিয়া শ্রবণ।
ভাবি মন্দ মন্দ নীল জলদ গর্জ্জন ॥ ২৫
আনন্দে প্রমত্ত শিখী করয়ে নর্ত্তন।
হেরি তাহা অদ্রি গুহাবাসী প্রাণিগণ ॥ ২৬
সমগ্র ইন্দ্রিয় বৃত্তি উপরত হয়।
অন্য চেষ্টা বিরহিত এক দৃষ্টে রয় ॥ ২৭
এদৃশ্য কুত্রাপি সখি বিশ্বমাঝে নাই।
অতএব বৃন্দাবন ভূমির বড়াই ॥ ২৮
অন্য গোপী কহে সখি কৃষ্ণ বিরহিণী।
পশু যোনি গতা বৃন্দা কানন হরিণী ॥ ২৯
কৃষ্ণ মুখ মুখরিত বেণুর নিস্বন।
করিয়া স্বপতি সনে শ্রবণে শ্রবণ ॥ ৩০
অতি দ্রুতগতি তথা করি আগমন।
কৃষ্ণের বিচিত্র বেশ করে দরশন ॥ ৩১
সঞ্চারি তাহার প্রতি প্রেম বিলোকন।
হরষে বিহিত পূজা করে সম্পাদন ॥ ৩২
অতএব ধরাতলে তারা ভাগ্যবতী।
হেরিয়া নয়ন ভরি রুচির মূরতি ॥ ৩৩
মোরা অভাগিনী সখি নাহি পুণ্য লেশ।
কহিতে না পারি যত সহিতেছি ক্লেশ ॥ ৩৪
আমাদের পতি গোপ জাতি ক্ষুদ্র মন।
সহিতে না পারে তারা কৃষ্ণ দরশন ॥ ৩৫

অন্য ব্রজাঙ্গনা কহে প্রিয় সখীগণ।
আমি যাহা হেরিয়াছি করহ শ্রবণ ॥ ৩৬
কৃষ্ণ রূপ গুণশীল বনিতা উৎসব।
ত্রিভুবন মনোহর গীত বংশীরব ॥ ৩৭
সেইরূপ গুণশীল কৃষ্ণে নিরীক্ষণ।
করিলে মুরলীরব কর্ণে আকর্ণন ॥ ৩৮
বিমান-চারিণী যত দেবতা-অঙ্গনা।
রহিয়াও পতিকোলে বিসরে আপনা ॥ ৩৯
না পারে সহিতে তারা কাম আক্রমণ।
কবরী হইতে হয় কুসুম স্খলন ॥ ৪০
পতির সমক্ষে হয় নীবি বিগলিতা।
কে আছে ললনা হেন না হয় মোহিতা ॥ ৪১
কৃষ্ণ মুখ সরসিজ সুধা বিনিঃসৃত।
উন্নমিত কর্ণে পান করি গানামৃত ॥ ৪২
কবল দশন গত করিয়া ধারণ।
রয়েছে না পারে ধেনু করিতে চর্ব্বণ ॥ ৪৩
স্পন্দহীন বৎসকুল স্তনে মুখ দিয়া।
না পারে গিলিতে ক্ষীর আছে দাঁড়াইয়া ॥ ৪৪
নয়নের পথ দিয়া হৃদয়ে ধারণ।
করিয়া করিছে যেন কৃষ্ণে আলিঙ্গন ॥ ৪৫
তাদের ইন্দ্রিয় কার্য্য লুপ্ত সে কারণ।
প্রেম সিন্ধুনীরে যেন করিছে মজ্জন ॥ ৪৬
কোন গোপী কহে মাতঃ করহ শ্রবণ।
এ কাননে আছে যত বিহগের গণ ॥ ৪৭
করি তারা শাখি শাখাপরে আরোহণ।
করিতেছে মনোহর রূপ দরশন ॥ ৪৮
শুনিতেছে সুমধুর বংশীর নিনাদ।
করিতেছে এক মনে মাধুরী আস্বাদ ॥ ৪৯
না জানি কি সুখ, বাক্য মন অগোচর।
করিতেছে তাহাদের বিভোর সত্বর ॥ ৫০
হইতেছে ক্রমে ক্রমে নেত্র নিমীলন।
নাহি করে বাক্য-ব্যয় তাদের বদন ॥ ৫১
অতএব সখি মম মনে ইহা লয়।
মুনিবর হইবার যোগ্য তারা হয় ॥ ৫২
ইহার তাৎপর্য্য কহি করিয়া বিস্তার।
শুনি সখি দেখ তুমি করিয়া বিচার ॥ ৫৩

বেদোক্ত বিহিত কার্য্য করি সম্পাদন।
তার ফল কৃষ্ণ পদে করি সমর্পণ ॥ ৫৪
দুর্লভ ভকতি ধন করি উপার্জ্জন।
কৃষ্ণগুণ করে মুনি শ্রবণ কীর্ত্তন ॥ ৫৫
অপরূপ রূপ তবে ভুবন মোহন।
হৃদি-সিংহাসনে করে আসন গ্রহণ ॥ ৫৬
তখন বিগত বাক্য হ'য়ে মুনিবর।
রূপ সুধা পান মত্ত রহে নিরন্তর ॥ ৫৭
কি করিব সচেতন কথা সহচরি।
অচেতন কথা এবে শুন কর্ণ ভরি ॥ ৫৮
কৃষ্ণ বেণু গীত নদী করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে তরঙ্গ-কর করি প্রসারণ ॥ ৫৯
ফুল্ল পদ্ম উপহার করি আহরণ।
চরণ যুগল করে সুখে আলিঙ্গন ॥ ৬০
তাহাদের ভগ্নগতি করিছে প্রকাশ।
অন্তরে মদন বেগ হয়েছে বিকাশ ॥ ৬১
লোক আর্ত্তিহর যথা নীল জলধর।
তথা সব তাপহর শ্যামল সুন্দর। ৬২
অতএব জলধর বন্ধু পীতাম্বর।
বৃন্দাবনে পশুকুলে চারণ তৎপর ॥ ৬৩
প্রখর রবির তাপে গোধন চারণ।
করিতে হেরিয়া তাঁরে বন্ধু নবঘন ॥ ৬৪
ছত্রাকার ধরি করে তাপ নিবারণ।
বারিধর মিত্র গুণ অকথ্য কথন ॥ ৬৫
প্রেমভরে করি বৃদ্ধি নিজ কলেবর।
বরষে কুসুম সম তুষার নিকর ॥ ৬৬
অন্য গোপী কহে সখি শুন বিবরণ।
বৃন্দাবন মাঝে ধন্য শবর স্ত্রীগণ ॥ ৬৭
যে কুঙ্কুম কৃষ্ণপ্রিয়া স্তন বিভূষণ।
নিশিতে পরশে যাহা দয়িত চরণ ॥ ৬৮
দিবসে করয়ে যবে কৃষ্ণ গোচারণ।
চরণ সংলগ্ন সেই কুঙ্কুম তখন ॥ ৬৯
হইয়া হরিত তৃণ অগ্রে বিলেপিত।
অরুণ বরণে তারে করয়ে রঞ্জিত ॥ ৭০
শবরী করিয়া সেই কুঙ্কুম দর্শন।
করে নিজ নিজ কুচ-মুখে বিলেপন ॥ ৭১

কৃতার্থা শর্ব্বরী আমি কহি একারণ।
করি কৃষ্ণ পদলিপ্ত কুঙ্কুম ধারণ॥ ৭২
হরি দাস বর এই গিরি গোবর্দ্ধন।
কৃষ্ণ-পদ-স্পর্শী যার প্রমোদ বর্দ্ধন॥ ৭৩
সুজল সুফল মূল করিয়া অর্পণ।
সানুগ কৃষ্ণের করে আতিথ্য পূজন॥ ৭৪
অপূর্ব্ব গোপ শ্রীবনে ধরে শ্রীনিবাস।
মস্তকে গোপাদ রজ্জু স্কন্ধে শোভে পাশ॥ ৭৫
সবয়স্ক বনে বনে করে বিচরণ।
মাধুর্য্য আস্পদ বেণু করিয়া বাদন॥ ৭৬
গতিমান গতিহীন রহে সেই রবে।
পুলকে অঙ্কিত তনু তরুলতা সবে॥ ৭৭
বৃন্দাবন বিহারীর বিপিন বিহার।
গোপী সভামাঝে কেহ কহে শুনে আর॥ ৭৮
করিতে করিতে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ বর্ণন।
হইল তন্ময় চিত্ত যত গোপীগণ॥ ৭৯
অতএব সবিনয়ে করি নিবেদন।
কৃষ্ণ কথা-রত ভ্রাত রহ অনুক্ষণ॥ ৮০
হইবে বিমল মন কলুষ বিনাশ।
অনায়াসে এড়াইবে শমনের পাশ॥ ৮১
দুর্ল্লভা ভকতি কৃষ্ণ পদে উপজিবে।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য লীলা অন্তরে স্ফুরিবে॥ ৮২
হইবে সংশয়-গ্রন্থি অচিরে ছেদন।
নিশ্চয় ছুটিবে তব ভবের বন্ধন॥ ৮৩
করিবে তোমারে কৃপা ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কৃতার্থ হইবে হেরি শ্রুতি মৃগ্য ধন॥ ৮৪
মহামায়া-পাশ-বদ্ধ ঘোর দুরাচার।
সংসার নিরত মতি পাপ পারাবার॥ ৮৫
দ্বিজ হরি নারায়ণ নিতান্ত কুজন।
নিত্য ভবমরীচিকা মুগ্ধ যার মন॥ ৮৬
দিনে দিনে আয়ুগত তাহা নাহি গণি।
ভুলিল মস্তক পরে আছে কাল ফণী॥ ৮৭
তারে কৃপা কর কৃষ্ণ প্রিয় গোপী জন।
পায় যেন তোমাদের দয়িত চরণ॥ ৮৮
গোপী পাদপদ্ম রেণু বাঞ্ছিয়া অন্তরে।
দ্বিজ হরি কহে গোপী গীত শ্রদ্ধাভরে॥ ৮৯

গোপ কন্যাগণের কাত্যায়নী আরাধনা, শ্রীভগবান কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের বস্ত্রহরণ ও বর প্রদান *।—

চলিতেছে অবিশ্রান্তি,　নাহি লব লেশ ক্লান্তি,
　হরি চক্র কাল দুরত্যয়।
শরতের পরাজয়,　হেমন্তের অভ্যুদয়,
　প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট দিনে হয়॥ ১
হেমন্ত শিশির স্নিগ্ধ,　শরতের তাপ দিগ্ধ,
　হইল সকল জীবগণে।
ব্রজের ললনা কুল　রহে প্রেম সমাকুল,
　বিরহ অনল জ্বলে মনে॥ ২
যেন তপ্ত হুতাশন,　করে শশী বিতরণ,
　বিরহিনী গোপিকা অন্তরে।
শীতল মলয়ানিল,　ছাড়িয়া আপন শীল,
　গোপীগাত্রে জ্বালা বৃদ্ধি করে॥ ৩
বহে ঘন ঘন শ্বাস,　হৃদি মাঝে হা হুতাস,
　হেরে নেত্রে শূন্য ত্রিভুবন।
বিনা কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি,　না হইবে সুখ আপ্তি,
　নিশ্চয় জানিল গোপীগণ॥ ৪
কি উপায়ে কৃষ্ণ পাবে,　গোপী সব তাহা ভাবে,
　একান্তে মিলিয়া এক মনে।
কহে তবে এক রামা,　শুন সখি গোপ বামা,
　আমি যাহা করিনু চিন্তনে॥ ৫
আদ্যাশক্তি সনাতনী,　মহাদেবী কাত্যায়নী,
　মহামায়া মহাযোগেশ্বরী।
মহাদেব অর্দ্ধাঙ্গিনী,　মহাদুর্গ নিস্তারিণী,
　ত্রিলোক-তারিণী মহেশ্বরী॥ ৬
দুষ্ট দৈত্য বিনাশিনী,　শিষ্ট শুভ বিধায়িনী,
　সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী।
সর্ব্ব বরাভয়করা,　অশেষ দুর্গতি হরা,
　ভক্তি মুক্তি গতি প্রদায়িনী॥ ৭
কৃষ্ণ মন্ত্র অধিষ্ঠাত্রী,　কৃষ্ণ ভক্তি বরদাত্রী,
　কৃষ্ণ ভক্তি প্রেম সুধারিণী।

* (এই উপাখ্যান অনূঢ়া গোপীপর)

কৃষ্ণে মহা ভক্তিমতী বিজয়া চণ্ডিকা সতী,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সুধা সঞ্চারিণী ॥ ৮
ভুবন জননী তেঁহ, বিপদে পড়িয়া যেঁহ,
"দুর্গে দুর্গে" ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
মা তার বিপদ হরে, দশভুজা দশ করে,
রাজদ্বারে প্রান্তরে সাগরে ॥ ৯
পূজি তাঁর শ্রীচরণ, ভূমে কত শত জন,
করিয়াছে বাঞ্ছিত পূরণ।
মোরাও পূজিব তাঁরে, নানাবিধ উপহারে,
কৃষ্ণ পতি করিতে লভন ॥ ১০
করি মত সুনিশ্চয়, ব্রজের ললনাচয়,
দুর্গা ব্রত করিলা ধারণ।
মাসের উত্তম মাসে, হেমন্ত প্রথম মাসে,
নির্ণয় করিয়া শুভক্ষণ ॥ ১১
অরুণ উদয়কালে, যাইয়া যমুনা জলে,
যথাবিধি করিয়া মজ্জন।
নিরমিয়া ব্রহ্মময়ী, মূরতি বালুকাময়ী,
আরম্ভিলা করিতে অর্চ্চন ॥ ১২

পয়ার।

সুগন্ধি কুসুম গন্ধ বিবিধ প্রকার।
ধূপ দীপ মাল্য আদি নানা উপহার ॥ ১২
সংগ্রহ করিয়া পূজে দেবীর চরণ।
ভক্তি সহকারে করে স্তবন বন্দন ॥ ১৩
ওগো কাত্যায়নি মাত সুমহাযোগিনি।
অধীশ্বরি মহামায়ে অভীষ্ট দায়িনি ॥ ১৪
কৃতাঞ্জলি পুটে মাত করি নিবেদন।
আমাদেরে দেহ পতি শ্রীনন্দ নন্দন ॥ ১৫
হেনমতে ব্রজগোপী দেবীর চরণ।
ধরি এক মাস ব্রত করিলা পূজন ॥ ১৬
উষাকালে শয্যা ত্যজি করি গাত্রোত্থান।
করিতে করিতে কৃষ্ণ-গুণগণ গান ॥ ১৭
যমানুজা তীরে সবে করিয়া গমন।
প্রতিদিন করে ভদ্রকালীর অর্চ্চন ॥ ১৮
পূজি স্তুতি নমি কহে করুণা সাগরি।
দান কর কৃষ্ণ পতি মাত কৃপা করি ॥ ১৯
একদা রাখিয়া তীর ভূমিতে বসন।
করে কৃষ্ণগুণ গান জলে সন্তরণ ॥ ২০
ছিলা হেনমতে যবে কেলি-পরায়ণা।
আনন্দে কালিন্দী জলে যত ব্রজাঙ্গনা ॥ ২১
অন্তর্যামী হরি পরমাত্মা পরাৎপর।
বরদ ফলদ যোগ ঈশ্বর ঈশ্বর ॥ ২২
ব্রজ কুমারিকা বাঞ্ছা করিতে পূরণ।
করিলা বয়স্য সহ তথা আগমন ॥ ২৩
অলক্ষিতে করি সব বসন হরণ।
করিলা কদম্ব তরু'পরে আরোহণ ॥ ২৪
হাসিতে হাসিতে তবে করি পরিহাস।
কহিলা অবলাগণে ল'য়ে যাও বাস ॥ ২৫
নিকটে আসিয়া বস্ত্র করহ গ্রহণ।
পরিহাস নহে মম এ সত্য বচন ॥ ২৬
রহিয়াছ ব্রতস্নাতা এক মাস ধরি।
অতএব আমি নাহি পরিহাস করি ॥ ২৭
কহিলাম মিথ্যা নাহি পূর্ব্বেও কখন ॥
অধুনাও নাহি কহি অলীক বচন ॥ ২৮
আছে গোপ মম সব প্রিয় সহচর।
প্রত্যয় না হয় পুছি লওহে উত্তর ॥ ২৯
ইচ্ছা হয় লইবারে যদ্যপি বসন।
তবে যাহা কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥ ৩০
একে একে কিংবা সবে একত্র মিলিয়া।
লহ বস্ত্র নিজ নিজ হেথায় আসিয়া ॥ ৩১
শুনিয়া অবলাকুল কৃষ্ণের বচন।
হইল সকলে প্রেম রসে নিমগন ॥ ৩২
পরস্পর মুখ হেরি হাসিতে লাগিল।
সলিল হইতে কিন্তু উঠিতে নারিল ॥ ৩৩
কহিতেছে নর্ম্ম বাক্য কৃষ্ণ বারংবার।
তাহাতে হইল চিত্ত আক্ষিপ্ত সবার ॥ ৩৪
শীতল সলিলে করি আকণ্ঠ মজ্জন।
শীতে কম্পান্বিত তনু কহিল তখন ॥ ৩৫
হে কৃষ্ণ গর্হিত কার্য্য কেন আচরণ।
করিতেছ জানি তুমি শ্রীনন্দ নন্দন ॥ ৩৬
তুমি মান্য আমাদের প্রিয় অতিশয়।
দেখহে মোদের শীতে কম্পিত হৃদয় ॥ ৩৭

মোদের বসন তুমি করহে অর্পণ।
নিজ নিজ গৃহে মোরা করিব গমন ॥ ৩৮
হে শ্যাম সুন্দর মোরা হই তব দাসী।
পালিতে তোমার আজ্ঞা সদা ভালবাসি ॥ ৩৯
যদ্যপি না দাও তুমি মোদের বসন।
করিব রাজার পাশে মোরা নিবেদন ॥ ৪০
কহে গোপী বাক্য শুনি কৃষ্ণ অবিনাশী।
যদ্যপি তোমরা হও সত্য মম দাসী ॥ ৪১
কহিছ করিবে মম আদেশ পালন।
নিকটে না আসি কেন লওহে বসন ॥ ৪২
রাজারে বলিয়া দিবে ভয় দেখাইলে।
কি করিবে রাজা মম বস্ত্র নাহি দিলে ॥ ৪৩
শুনি কৃষ্ণবাণী তবে যত ব্রজাঙ্গনা।
নিজ নিজ মনে তবে করে বিবেচনা ॥ ৪৪
মোরা ব্রতক্লিষ্টা শীতে কাঁপে কলেবর।
অসম্ভব থাকা আর সলিল ভিতর ॥ ৪৫
নিকটে না গেলে কৃষ্ণ না দিবে বসন।
নিতান্তই আমাদের বস্ত্র প্রয়োজন ॥ ৪৬
ইতি বিবেচনা করি গোপাঙ্গনাগণ।
পাণিতলে অধোদেশ করি আচ্ছাদন ॥ ৪৭
সলিল হইতে তবে হইলা বাহির।
শীতের প্রভাবে বাতে কাঁপিছে শরীর ॥ ৪৮
তাদের বিশুদ্ধ ভাব করি দরশন।
প্রসন্ন হইলা প্রভু গোপিকা-জীবন ॥ ৪৯
তাঁহাদের প্রতি কৃপা করি ভগবান।
কহিলা সুন্দরীগণ কর অবধান ॥ ৫০
বিবস্ত্রা হইয়া করি সলিলে মজ্জন।
করিয়াছ তোমরা হে দেবতা হেলন ॥ ৫১
সম্ভব ইহাতে ব্রতচ্যুতি ঘটিবার।
কর্ত্তব্য ইহার হয় আশু প্রতিকার ॥ ৫২
তোমাদের অপরাধ ক্ষালন লাগিয়া।
অধোনম কর শিরে অঞ্জলি বাঁধিয়া ॥ ৫৩
ব্রতভঙ্গ ভয় ভীত গোপিকা নিকর।
করিলা সত্বর যাহা কহিলা ঈশ্বর ॥ ৫৪
সর্ব্ব ব্রত সর্ব্ব যজ্ঞ সর্ব্ব ফলপ্রদ।
অশেষ দুরিত হয় মোক্ষদ সুখদ ॥ ৫৫

সর্ব্ব দেবময় হরি অখণ্ড চিন্ময়।
সর্ব্ব চরাচর আত্মা শ্রীনন্দ তনয় ॥ ৫৬
নবঘন শ্যাম গোপ বেশ নটবর।
ভুবন সুন্দর কৃষ্ণ রসিক শেখর ॥ ৫৭
ভক্তিভরে ব্রজদেবী তাঁহার চরণ।
লভিবারে ব্রতফল করিলা বন্দন ॥ ৫৮
যজ্ঞ অবসানে যাঁর নাম উচ্চারণ।
করি যজমান করে যজ্ঞাঙ্গ পূরণ ॥ ৫৯
সাক্ষাতে তাঁহাতে করে ব্রত ফলার্পণ।
ধন্য ব্রজাঙ্গনা ভাগ্য না হয় বর্ণন ॥ ৬০
ব্রজগোপী প্রীতি ভক্তি করি দরশন।
হইলা প্রসন্ন অতি শ্রীনন্দ নন্দন ॥ ৬১
করি তবে তাঁহাদেরে বসন অর্পণ।
কহিতে লাগিলা বাক্য করি সম্বোধন ॥ ৬২
ব্রতভঙ্গ অপরাধ বিবস্ত্র মজ্জনে।
করিনু একথা বলি কেমন বঞ্চনে ॥ ৬৩
হেথায় আসিয়া কর বসন গ্রহণ।
ইহা বলি করাইনু লজ্জা বিসর্জ্জন ॥ ৬৪
অধোনম কর শিরে অঞ্জলি বাঁধিয়া।
করিনু খেলানা সম একথা বলিয়া ॥ ৬৫
কেমন করিনু আমি বসন হরণ।
কোথা ছিলে না পাইলে করিতে দর্শন ॥ ৬৬
যদ্যপি ধূর্ত্ততা কৃষ্ণ ইথে প্রকাশিলা।
তথাপি অসূয়া গোপী তাঁহে না করিলা ॥ ৬৭
যার ভাগ্যে ঘটে কভু কৃষ্ণ দরশন।
তার দোষ দৃষ্টি করে দূরে পলায়ন ॥ ৬৮
নিজ নিজ বস্ত্র গোপী পরিয়া তখন।
নারিলা সে স্থান ছাড়ি করিতে গমন ॥ ৬৯
হেরিছে সলজ্জভাবে দয়িত চরণ।
মনে হয় চিত প্রভু করেছে হরণ ॥ ৭০
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁর নাচিছে মায়ায়।
বিস্ময় কি আছে হেন দশা গোপিকায় ॥ ৭১
হয়েছে যে ভাবে ভোর তাদের অন্তর।
হেরিয়া কহিলা তাহা দেব দামোদর ॥ ৭২
করিতে পতিত্বে সবে আমারে বরণ।
করিয়াছ তোমরা হে এ ব্রত ধারণ ॥ ৭৩

না পারিছ প্রকাশিতে লজ্জার কারণ।
মম অগোচর নহে তোমাদের মন ॥ ৭৪
শুন শুন মম বাক্য ওহে সাধ্বীগণ।
তোমাদের মনোরথ করিব পূরণ ॥ ৭৫
কায়মনোবাক্যে করি সঙ্কল্প বর্জ্জন।
আমাতে করেছে যারা চিত্ত সমর্পণ ॥ ৭৬
ইন্দ্রিয় সুখের তরে যে সব বিষয়।
তাদের কামনা তাহে কল্পিতা না হয় ॥ ৭৭
যবাদির বীজ যথা ভর্জ্জিত কথিত।
অঙ্কুর উৎপত্তি হেতু না হয় কল্পিত ॥ ৭৮
হইয়াছে তোমাদের সংসিদ্ধি লভন।
করিতেছ কাত্যায়নী পূজা যে কারণ ॥ ৭৯
তোমরা করিতে কেলি পাবে মোর সনে।
বহু রজনীতে দিব্য ফুল্ল বৃন্দাবনে ॥ ৮০
যে নিমিত্ত করিলে হে এ ব্রত ধারণ।
পাইলে তাহার ফল সুস্থ কর মন ॥ ৮১
এবে ব্রজপুর মাঝে করহ গমন।
পাইলে পরমাসিদ্ধি অহে সতীগণ ॥ ৮২
এই বর দিলা যবে দেব ভগবান।
গেলা গোপী রাখি হৃদি পাদপদ্ম ধ্যান ॥ ৮৩
নন্দব্রজ কুমারিকা ধন্য ভাগ্যবতী :
ত্রিভুবন মাঝে ধন্যা পতিব্রতা সতী ॥ ৮৪
রমণীর শিরোমণি ব্রজের ললনা।
নাহিক নিখিল বিশ্বে যাঁদের তুলনা ॥ ৮৫
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব চরাচর।
সবাকার পতি কৃষ্ণ দেব গোপেশ্বর ॥ ৮৬
সর্ব্ব অন্তরাত্মা সর্ব্ব ঘটে রাজমান।
আদি অন্ত মধ্য হীন বিভু ভগবান ॥ ৮৭
বিরিঞ্চি অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত সংসার।
কৃষ্ণময় কৃষ্ণ বিনা নাহি কভু আর ॥ ৮৮
স্থাবর জঙ্গম তেঁহ ভূচর খেচর।
কৃষ্ণ জলচর উভচর গিরিচর ॥ ৮৯
কৃষ্ণ স্থল কৃষ্ণ জল কৃষ্ণ হুতাশন।
পবন গগন কৃষ্ণ কৃষ্ণ উড়ুগণ ॥ ৯০
লজ্জা আদি অষ্ট পাশ ভক্তি আবরণ।
সে সব কর্ত্তব্য হয় প্রথম ছেদন ॥ ৯১
সে সব থাকিতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি নাহি হয়।
সাধনের বিঘাতক তারা সমুদয় ॥ ৯২
গোপিকা অন্তরে ছিল লজ্জাদি বন্ধন।
প্রথমে করিলা কৃষ্ণ তাহার মোচন ॥ ৯৩
করিয়া বন্ধন মুক্ত তাঁদের হৃদয়।
করিলা সর্ব্বতোভাবে বিমল আশয় ॥ ৯৪
অপর সিদ্ধান্ত কহি করহ বিচার।
হৃদয় নিভৃত স্থানে যাঁর অধিকার ॥ ৯৫
অন্তর বাহির যেঁহ করে দরশন।
কিছু কি তাঁহার নেত্রে রহেছে গোপন ॥ ৯৬
অনলে অনিলে জলে দুর্গম গহ্বরে।
যথা রবি শশিকর কভু না সঞ্চরে ॥ ৯৭
নিভৃত নির্জ্জন বন কান্তার প্রান্তরে।
গভীর সাগর জলে মরুভূমি পরে ॥ ৯৮
কি তিমিরে কি আলোকে যাঁর দরশন।
সম অব্যাহত ভাবে করে সঞ্চরণ ॥ ৯৯
অনন্ত যাঁহার কর অনন্ত চরণ।
অনন্ত যাঁহার শির অনন্ত নয়ন ॥ ১০০
অনন্ত নাসিকা যাঁর অনন্ত শ্রবণ।
অনন্ত রসনা যাঁর অনন্ত বদন ॥ ১০১
তুমি ক্ষুদ্র জীব তব দেহ পরিমিত।
কি রাখিতে পার তুমি গোপনে রক্ষিত ॥ ১০২
ভেদ দৃষ্টি নাহি যাঁর স্বত সমজ্ঞান।
পুরুষ রমণী যাঁর নয়নে সমান ॥ ১০৩
পূর্ণ পূর্ণতম যেঁহ সদা আত্মারাম।
সর্ব্বথা কামনা শূন্য অনীহ অকাম ॥ ১০৪
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভকতবৎসল।
উদ্ধারিতে ভক্তকুল এ লীলা কেবল ॥ ১০৫
যে ভাবে তাহারে যেবা করয়ে ভজন।
তার বাঞ্ছা করে কৃষ্ণ সে ভাবে পূরণ ॥ ১০৬
পাইতে শ্রীকৃষ্ণ পতি ব্রজের অঙ্গনা।
করিলা সর্ব্বতোভাবে তাঁর আরাধনা ॥ ১০৬
তাঁহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ কৃপা নিকেতন।
করিলা করিয়া কৃপা ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ ১০৮
হরিলা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ গোপের বসন।
করিতে তাঁদের পাশ সমূলে মোচন ॥ ১০৯

এ পূত লীলাতে যেবা দোষ আরোপণ।
করে বিধি বিড়ম্বিত সেই মূর্খ জন॥ ১১০
কাম গন্ধ মাত্র নাহি পূর্ণ ভগবানে।
অজ্ঞানী আরোপ করে আপন অজ্ঞানে॥ ১১১
করিলা এ লীলা যবে প্রভু আচরণ।
বয়োবর্ষ ষষ্ঠাধিক তাঁহার তখন॥ ১১২
ষষ্ঠ বর্ষ বয়সের হয় যে কুমার।
উদ্দীপন কাম বেগ হয় কি তাহার॥ ১১৩
অতএব দেখ ভাই করিয়া বিচার।
নহে দুষ্ট মনোভব প্রেরক ইহার॥ ১১৪
শুদ্ধ সত্ত্বময়ী লীলা কলুষ নাশিনী।
পূত ভক্তি প্রদায়িনী প্রেম বিবর্দ্ধিনী॥ ১১৫
কাম দুষ্ট ভাব যেবা ইহাতে আনিবে।
হতভাগা সেই নর নরকে মজিবে॥ ১১৬
শুদ্ধমনে শ্রদ্ধা সহ যে জন শুনিবে।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে তার রতি উপজিবে॥ ১১৭
কলির কলুষ তার হইবে বিনাশ।
করিবে তাহারে কৃপা প্রভু শ্রীনিবাস॥ ১১৮

অথ যজ্ঞপত্নী উদ্ধার।

বিদায় করিয়া গোপীগণে দিয়া বর।
করিতে লাগিলা গাভীচারণ ঈশ্বর॥ ১
গোপাল সকলে তাঁরে করিয়া বেষ্টন।
চলিলা অধিক দূরে ছাড়ি বৃন্দাবন॥ ২
আতপত্রায়িত যত বন তরুগণ।
করিতেছে পথিকের তাপ নিবারণ॥ ৩
সে দৃশ্য হেরিয়া কৃষ্ণ কমললোচন॥
সম্বোধিয়া মিত্র সবে কহিলা বচন। ৪
হে সুবল স্তোক কৃষ্ণ অংশো শ্রীদামন।
বিশাল বৃষভ আদি করহ দর্শন॥ ৫
এ সকল তরু'পরে কর দৃষ্টিপাত।
সহি শিরে রবিকর হিম বর্ষা বাত॥ ৬
করিতেছে আমাদের ক্লেশ নিবারণ।
ধন্য ইহাদের ভাগ্য পরার্থ জীবন॥ ৭
ইহারা সফলজন্মা যথা সাধুজন।
যারা করে যাচকের প্রার্থনা পূরণ॥ ৮
কাষ্ঠ গন্ধ ঘন রস পত্র ফুল ফল।
অস্থি ভস্ম ছায়া মূল পল্লব বল্কল॥ ৯
অকাতরে এই সব করি বিতরণ।
যার যে অভাব করে সতত পূরণ॥ ১০
যদ্যপি শরীরী করে প্রয়োগ সকল।
নিজ ধন বুদ্ধি প্রাণ দেহ বাক্য বল॥ ১১
করিতে সতত পরহিত আচরণ।
তবেত সার্থক ধন্য তাহার জীবন॥ ১২
করিতে করিতে হেন আনন্দ প্রকাশ।
গেলা ছায়া ত্যজি হরি যমানুজাপাশ॥ ১৩
যমুনার স্বাদু স্বচ্ছ সুশীতল জল।
করিল প্রচুর পান গোধন সকল॥ ১৪
করি পান অনন্তর গোপালের গণ।
নিজ নিজ তৃষ্ণা ক্রম কৈল নিবারণ॥ ১৫
যমুনার উপবনে পশুর চারণ॥
করিতে লাগিল সবে আনন্দিত মন॥ ১৬
কার সাধ্য করে হরি ইচ্ছা বিনির্ণয়।
কে জানে কি ভাব তাঁর মনে কবে হয়॥ ১৭
তাঁর ইচ্ছাক্রমে জীব হতেছে চালিত।
দারু যন্ত্র মত নিজ কর্ত্তৃত্ব বর্জ্জিত॥ ১৮
ঝটিতি রাখাল সব কহিল বচন।
শুন হে রাখালরাজ করি নিবেদন॥ ১৯
মোরা ক্ষুধাতুর অতি হইনু এখন।
ক্ষুধা শান্তি কর সখে প্রদানি ভোজন॥ ২০
এ দারুণ ক্ষুধা আর সহা নাহি যায়।
সত্বর করহ ভ্রাত ইহার উপায়॥ ॥ ২১
তাদের কাতর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কহিতে লাগিলা ভক্তক্লেশ-বিমোচন॥ ২২
করিয়াছে আঙ্গিরস যজ্ঞ আরম্ভণ।
অল্প দূরে ব্রহ্মবাদী অনেক ব্রাহ্মণ॥ ২৩
দ্রুতপদে তথা সবে করিয়া গমন।
প্রার্থনা করহ অন্ন যথা প্রয়োজন॥ ২৪
যদি বল মোরা গোপ অযোগ্য যাচনে।
অপাত্রে বস্তার কেন দিবেক ব্রাহ্মণে॥ ২৫

কহিতেছি তোমাদের তাহার উত্তর।
শুনিয়া গমন তথা করহ সত্বর ॥ ২৬
সাগ্রজ আমার নাম করিবে গ্রহণ।
করিবে হে ততঃপর প্রার্থনা জ্ঞাপন ॥ ২৭
ইথে নাহি তোমাদের লজ্জার কারণ।
তোমাদেরে করিতেছি আমি হে প্রেরণ ॥ ২৮
কর গিয়া অবিলম্বে অন্ন আনয়ন।
তোমরা ক্ষুধার্ত্ত অতি করিবে ভোজন ॥ ২৯
এরূপ আদেশ যবে দিলা ভগবান।
চলিলা গোপাল সব যথা যজ্ঞ স্থান ॥ ৩০
তথা গিয়া দণ্ডবত বন্দিয়া চরণ।
কহিলা ভূদেব সব করহ শ্রবণ ॥ ৩১
মোরা কৃষ্ণ বলদেব আজ্ঞাকারী দাস।
আইনু আদেশ মত তোমাদের পাশ ॥ ৩২
হউক যাজ্ঞিক বিপ্র কুলের কল্যাণ।
কৃষ্ণ বলদেব দূত আমাদের জান ॥ ৩৩
অদূরে করিছে কৃষ্ণ বল গোচারণ।
বুভুক্ষিত অতএব অন্ন প্রয়োজন ॥ ৩৪
তোমরা যাজ্ঞিক বিপ্র ধার্ম্মিক প্রবর।
যদি শ্রদ্ধা থাকে দেব তাঁদের উপর ॥ ৩৫
মোদেরে প্রার্থিত অন্ন করহ প্রদান।
গ্রহণ করিয়া মোরা করিব প্রয়াণ ॥ ৩৬
যজ্ঞ পশু বধ পরে যজ্ঞান্ন গ্রহণ।
দূষণীয় নহে ইহা শাস্ত্রের বচন ॥ ৩৭
প্রার্থনা করেছে অন্ন কৃষ্ণ বলরাম।
শুনিল পণ্ডিত মানী বিপ্র স্বর্গকাম ॥ ৩৮
তথাপি তাঁদেরে নাহি করিল প্রদান।
ক্ষুদ্রাশ বালিশ অজ্ঞ বৃথা অভিমান ॥ ৩৯
দেশ কাল চরু পুরোডাশ দ্রব্য মন্ত্র।
যজমান পুরোহিত দেব অগ্নি তন্ত্র ॥ ৪০
যজ্ঞ যজ্ঞ ফল হয় যাঁহার স্বরূপ।
পরব্রহ্ম ভগবান সর্ব্ব সুর ভূপ ॥ ৪১
দেহ অভিমান মত্ত দুষ্প্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
ভাবিলা মানব তাঁরে গোপেন্দ্র নন্দন ॥
তাঁহার প্রার্থনা প্রতি করিলা হেলন।
হাঁ'না কিছু দূতে নাহি কহিলা বচন ॥ ৪৩

নিরাশ গোপাল সব করি আগমন।
কহিল শ্রীরাম কৃষ্ণ পাশে বিবরণ ॥ ৪৪
শুনিয়া তাদের বাক্য হাসি ভগবান।
কহিলা শুনহে মিত্র কর অবধান ॥ ৪৫
এরূপ লৌকিকী গতি সতত জানিবে।
কদাচ ইহাতে মন ক্ষোভ না করিবে ॥ ৪৬
না পায় যাচক কিহে কভু পরাভব।
সর্ব্বত্র কি মনোরথ পূরণ সম্ভব ॥ ৪৭
বিপ্রপত্নী পাশে করি এবার গমন।
কহ বল ভদ্র সহ মম আগমন ॥ ৪৮
তাঁদের শরীর মাত্র করে গৃহে বাস।
বস্তুত তাঁদের মন সদা মম পাশ ॥ ৪৯
মোর প্রতি তাঁহাদের স্নেহ অতিশয়।
শুনি মম নাম অন্ন দিবে সুনিশ্চয় ॥ ৫০
শিরে ধরি কৃষ্ণ বাক্য গোপ শিশুগণ।
পুনরপি পত্নীশালে করিলা গমন ॥ ৫১
ভক্তিভরে নমি দ্বিজ পত্নীর চরণ।
কহিল তাঁদেরে অতি বিনয় বচন ॥ ৫২
ওগো বিপ্রপত্নি কর প্রণাম গ্রহণ।
যে কারণে আসিয়াছি করহ শ্রবণ ॥ ৫৩
অদূরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কমল লোচন।
বলদেব সনে বনে করিছে ভ্রমণ ॥ ৫৪
ক্ষুধায় কাতর তেঁহ সহ অনুচর।
এহেতু মোদেরে অন্ন দেহ গো সত্বর ॥ ৫৫
স্বভাবত বিপ্রপত্নী চিত্ত কৃষ্ণগত।
কৃষ্ণ দরশন তরে ঔৎসুক্য সতত ॥ ৫৭
শ্রীধুনা অদূরে শুনি তাঁর আগমন।
হইল দর্শন তরে আকুলিত মন ॥ ৫৭
চতুর্ব্বিধ ভোজ্য করি যতনে গ্রহণ।
সিন্ধুমুখে নদী ইব করিলা গমন ॥ ৫৮
শুনি দ্রুতগতি আসি যতেক ব্রাহ্মণ।
সবলে রমণীগণে করিলা বারণ ॥ ৫৯
তাঁহাদের প্রতিরোধ হইল বিফল।
পারে কি রাখিতে বালীবন্ধ স্রোতজল ॥ ৬০
অতি দ্রুতবেগে তাঁরা চলিতে লাগিলা।
যমুনার উপবনে আসি উত্তরিলা ॥ ৬১

নবীন অশোক ফুলে রঞ্জিত কানন।
পশিয়া তাহার মাঝে বিপ্র নারীগণ ॥ ৬২
হেরিল তাঁদের চির আরাধ্য রতন।
করিছে অগ্রজ সনে বনে বিচরণ ॥ ৬৩
নব জলধর জিনি শ্যামল সুন্দর।
দগ্ধ হেম জিনি কিবা সুপীত অম্বর ॥ ৬৪
বনফুল মাল্য গলে বক্ষোবিলম্বিত।
শিখিপুচ্ছ চাঁদে দিব্য চূড়া সুশোভিত ॥ ৬৫
ভূষিত প্রবাল স্বর্ণে দিব্য কলেবর।
মুরলী বদন গোপবেশ নটবর ॥ ৬৬
প্রিয় সহচর অংশে ন্যস্ত এক কর।
শোভে অন্য করে লীলা কমল সুন্দর ॥ ৬৭
কুঞ্চিত অলকাকুলে কপোল রাজিত।
রয়েছে শ্রবণদ্বয় উৎপল ভূষিত ॥ ৬৮
বদন কমল দিব্য হাস্য বিকসিত।
রাজে নন্দসুত হেন সাজে বিসজ্জিত ॥ ৬৯
করি প্রিয়তম রূপ সৌন্দর্য্য শ্রবণ।
হয়েছিল তৃপ্ত বিপ্র রমণী শ্রবণ ॥ ৭০
করি অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ দর্শন।
কৃতার্থ হইল আজি তাঁদের লোচন ॥ ৭১
নয়নের রন্ধ্র দিয়া হৃদি সিংহাসনে।
রাখিয়া করিলা রূপ দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ৭২
বিরহ সন্তাপ আজি করি বিসর্জ্জন।
করিলা অতুল সুখ সম্পদ লভন ॥ ৭৩
সুষুপ্তির সাক্ষী যথা চৈতন্যে হেরিয়া ॥
সুখী হয় যোগিজন ত্রিতাপ বর্জ্জিয়া ॥ ৭৪
আত্ম দিদৃক্ষার তরে আশা পরিহরি।
এসেছিলা বিপ্রপত্নী বনে অভিসরি ॥ ৭৫
একমাত্র অভিলাষ তাঁহাদের মনে।
দাসী হবে ভবব্রহ্ম সেবিত চরণে ॥ ৭৬
সর্ব্ব অন্তর্য্যামী হরি কৃপা নিকেতন।
কহে মৃদুহাস্য করি মধুর বচন ॥ ৭৭
শুন শুন মম বাক্য ভাগ্যবতীগণ।
হ'ক তোমাদের হেথা শুভ আগমন ॥ ৭৮
না পারিল কোন বাধা করিতে বারণ।
আছিল দর্শনাকাঙ্ক্ষা পাইলে দর্শন ॥ ৭৯
বিবেকী বিবেক বলে স্বার্থ নিরূপিয়া।
অতি প্রিয় পরমাত্মা মোরে বিচারিয়া ॥ ৮০
আমারে করয়ে ভক্তি নিরন্তরা অতি।
নাহি রাখে লক্ষ্য ফল সাধনের প্রতি ॥ ৮১
সর্ব্বাধিক প্রিয় এক আত্মামাত্র হয়।
তদপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কিছু নয় নয় ॥ ৮২
সবার ইন্দ্রিয় প্রাণ দেহ বুদ্ধি মন।
আত্মজ কলত্র জ্ঞাতি ইষ্ট বন্ধুধন ॥ ৮৩
ইহাদের সনে আছে সম্বন্ধ আমার।
এহেতু ইহারা প্রিয় হয় সবাকার ॥ ৮৪
আমি সে আত্মার আত্মা সর্ব্ব উরবাসী।
অতএব আমি সর্ব্বপ্রিয় অবিনাশী ॥ ৮৫
তোমরা কৃতার্থা ধন্যা হইলে এখন।
গমন করহ সবে যজ্ঞ আয়তন ॥ ৮৬
তোমাদের নাহি আর যজ্ঞ প্রয়োজন।
সকল যজ্ঞের ফল করিলে লভন ॥ ৮৭
তোমাদের গৃহমেধী পতি বিপ্রগণ।
করিবেক সপত্নীক যজ্ঞ সম্পূরণ ॥ ৮৮
কৃষ্ণের মধুর বাক্য করি আকর্ণন।
কহিতে লাগিলা তবে বিপ্রপত্নীগণ ॥ ৮৯
কেন বিভো কহিতেছ নিঠুর বচন।
মোদের মানস পূর্ণ কর ভগবন ॥ ৯০
তোমার প্রতিজ্ঞা প্রভু জানে ত্রিভুবন।
জনম মরণ কর ভক্তের খণ্ডন ॥ ৯১
পতিসুত ভ্রাতৃ বন্ধু আত্মীয় স্বজন।
তাদের নিষেধ বাণী করিয়া হেলন ॥ ৯২
হইবারে দাসী তব রাতুল চরণে।
আসিয়াছি তব পাশে প্রফুল্ল কাননে ॥ ৯৩
কহিতেছ যাইবারে মোদের ভবন।
কেন পতিসুত আদি করিবে গ্রহণ ॥ ৯৪
করিয়াছি কুলবতী বিগর্হিত কর্ম্ম।
নাহি রাখিয়াছি মোরা পতিব্রতা ধর্ম্ম ॥ ৯৫
তব পদ-সরসিজ বিনা অন্য গতি।
নাহিক মোদের এবে শুন বিশ্বপতি ॥ ৯৬
তাঁদের কাতর বাণী শুনি দামোদর।
হাসিয়া কহিলা বাক্য শ্রুতি-সুখকর ॥ ৯৭

না করিবে তোমাদেরে পতি তিরস্কার।
কিংবা পিতৃ ভ্রাতৃবন্ধু সুতাদিক আর ॥ ৯৮
আমার সম্মত বাক্য কে করে হেলন।
কি ছার মানব করে দেবতা পালন ॥ ৯৯
না হয় অঙ্গের সঙ্গে প্রীতির কারণ।
অনুরাগ হেতু হয় একমাত্র মন ॥ ১০০
অতএব করি মন আমাতে অর্পণ।
করহ একান্ত ভাবে আমার চিন্তন ॥ ১০১
তীব্র ভাবনার ফলে অচিরে আমায়।
হেরিবে বিরাজমান হৃদয়-গুহায় ॥ ১০২
শিরে ধরি প্রভু বাণী মুনিপত্নীগণ।
পুনরপি যজ্ঞশালে করিলা গমন ॥ ১০৩
তাঁহাদের পতি সুত করি দরশন।
করিল আদর সহ সবারে গ্রহণ ॥ ১০৪
কোন তিরস্কার বাক্য মুখে না আনিল।
আনন্দে আরব্ধ যজ্ঞ সমাপ্ত করিল ॥ ১০৫
রাখি গৃহমাঝে বাঁধি এক রমণীরে।
না দিল তাঁহার পতি আসিতে বাহিরে ॥ ১০৬
সে নারী কৃষ্ণের রূপ শুনিল যেমন।
ধ্যান করি হৃদি ধরি কৈল আলিঙ্গন ॥ ১০৭
কর্ম্ম অনুগত দেহ করিয়া বর্জ্জন।
পাইল বিরিঞ্চি ভব সেবিত চরণ ॥ ১০৮
মুনিপত্নী দত্ত অন্ন ব্রজেন্দ্র নন্দন।
করিলা বয়স্য সনে আনন্দে ভোজন ॥ ১০৯
হেনমতে নানাবিধ নর লীলাচার।
করে পূর্ণ ভগবান ধরি নরাকার ॥ ১১০
ভুবন মোহিনী লীলা করি দরশন।
সুখ সিন্ধুনীরে ভাসে যত ব্রজজন ॥ ১১১
কৃষ্ণ রূপ বাক কৃত বৈভব মালিকা।
ধরি গলে সুখ লভে গো গোপ গোপিকা ॥ ১১২
দিবা অবসান হেরি গোপাল ভূপাল।
ফিরাইয়া বেণু রবে অসঙ্খ্য গোপাল ॥ ১১৩
করিতে করিতে বংশী মধুর নিস্বন।
প্রদোষে করিলা পুন ব্রজে আগমন ॥ ১১৪
এদিকে আরব্ধ ক্রিয়া করি সমাপন।
ভাবিতে লাগিলা তবে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ॥ ১১৫

দ্বাপরের শেষে হরি নর অবতার।
ধরিয়া করিবে নাশ অসহ্য ভূভার ॥ ১১৬
এ কথা যথার্থ বটে শাস্ত্রের লিখন।
না হয় অন্যথা বেদ পুরাণ বচন ॥ ১১৭
এই সেই নরহরি কৃষ্ণ বলরাম।
পূর্ণ পূর্ণ অবতার অনীহ অকাম ॥ ১১৮
অন্ন চাহি দূতে হেথা করিলা প্রেরণ।
করিবারে আমাদের উদ্ধার সাধন ॥ ১১৯
সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
এসেছিলা যজ্ঞ ফল করিতে প্রদান ॥ ১২০
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি যাঁর কোনও কামনা।
অসম্ভব হয় তাঁর অন্নের যাচনা ॥ ১২১
ত্রিভুবনে কত শত যজ্ঞ আচরণ।
করিতেছে কত শত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ॥ ১২২
দিতেছে আহুতি হবি যজ্ঞ হুতাশনে।
করুণা কটাক্ষ তাঁর করিতে লভনে ॥ ১২৩
করুণা কটাক্ষ যদি কভু কার পর।
হয় যবে কৃত কৃত্য ধন্য সেই নর ॥ ১২৪
যে কমলা কৃপাকণা লভিবার তরে।
সেবে পদ-সরসিজ সুরাসুর নরে ॥ ১২৫
সে কমলা দাসী যাঁর সেবিছে চরণ।
অতি অসম্ভব তাঁর অন্নের যাচন ॥ ১২৬
মোরা মূর্খ স্বর্গ কাম যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
নারিনু চিনিতে ইষ্টদেব নারায়ণ ॥ ১২৭
ধিক ধিক শতধিক বিদ্যা অভিমানে।
ধিক জন্মে ধিক ব্রতে ধিক কুলে জ্ঞানে ॥ ১২৮
ধিক আমাদের যজ্ঞে ফলে তপস্যায়।
পাইয়া ব্রহ্মণ্য দেবে ঠেলিনু হেলায় ॥ ১২৯
নরকুল গুরু বলি গর্ব্ব অতিশয়।
অধিকার করেছিল মোদের হৃদয় ॥ ১৩০
সে গর্ব্ব করিলা খর্ব্ব অজি নারায়ণ।
সবাকার দর্পহর প্রভু সনাতন ॥ ১৩১
আমাদের নারী দ্বারা আমাদেরে শিক্ষা।
দিলা ব্রজরাজ সুত ছল অন্ন ভিক্ষা ॥ ১৩২
ধন্যা আমাদের নারী কৃষ্ণ ভক্তিমতী।
তাঁদের সমান নাহি দেখি ভাগ্যবতী ॥ ১৩৩

চিনিলা তাঁহারা কৃষ্ণ দেব পরাৎপর।
মোহিত হইনু মোরা স্বার্থে দ্বিজবর॥ ১৩৪
নাহি রমণীর কভু বেদ অধিকার।
না হইল ইহাদের দ্বিজাতি-সংস্কার॥ ১৩৫
গুরু কুলে ব্রহ্মচর্য্য না করে ধারণ।
ব্রত জপ তপ হোম না করে সাধন॥ ১৩৬
তথাপি উত্তম শ্লোকে উত্তমা ভকতি।
লভিল কেমনে হয়ে সুবিমল মতি॥ ১৩৭
দুরন্ত সংসার পাশ করিয়া ছেদন।
পাইল বিরিঞ্চি ভব সেবিত চরণ॥ ১৩৮
সাঙ্গোপাঙ্গ চতুর্ব্বেদ সমগ্র দর্শন।
করিয়াছি পুরাণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন॥ ১৩৯
বিধিমতে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া গ্রহণ।
করিয়াছি গুরু গৃহে ব্রত উদ্যাপন॥ ১৪০
গৃহস্থ হইয়া গৃহে করি আগমন।
করিতেছি শাস্ত্রমত স্বধর্ম্ম পালন॥ ১৪১
লাগিল সে সব আজি কিবা প্রয়োজনে।
নারিনু চিনিতে নিজ প্রভু নারায়ণে॥ ১৪২

পাইয়া তাদৃশী নারী মোরা ভাগ্যবান।
তাদের কৃপাতে হবে অবশ্য কল্যাণ॥ ১৪৩
ভগবতী মহামায়া যোগীন্দ্র মোহিনী।
করিলা মোদেরে মুগ্ধ অসাধ্য সাধিনী॥ ১৪৪
নম নম নম কৃষ্ণ বিশ্ব বিমোহন।
তব মায়া পাশ বদ্ধ করি বিচরণ॥ ১৪৫
করি আমাদের প্রতি কৃপা বিতরণ।
ছেদন করহ মায়া পাশ বিবন্ধন॥ ১৪৬
জানিতে না পারি মোরা তব অনুভব।
করিয়াছি অপরাধ ক্ষমহ মাধব॥ ১৪৭
ইচ্ছা ছিল ব্রজে গিয়া করি দরশন।
প্রসন্ন করিব ধরি তব শ্রীচরণ॥ ১৪৮
দুরাত্মা কংসের ভয়ে তাহা নাহি পারি।
জানিতেছ অন্তর্য্যামী তুমি হে মুরারি॥ ১৪৯
হেন অনুতাপানল দগ্ধ বিপ্রগণ।
হইলা প্রভুর প্রতি ভক্তি-পরায়ণ॥ ১৫০

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে মহাকাব্যে ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তমঃ সর্গঃ।

অথ ইন্দ্রমখ ভঙ্গ।

হেমন্তের পর শীত শীতান্তে বসন্ত।
আইল তাহার অন্তে নিদাঘ দুরন্ত ॥ ১
গ্রীষ্ম অবসানে বর্ষা ঋতু দেখা দিল।
ততঃপর পুনরপি শরৎ আইল ॥ ২
ভ্রমিতেছে মহাকাল চক্র নিরন্তর।
প্রহর দিবস পক্ষ মাস সংবৎসর ॥ ৩
হইতেছে পলে পলে জীব আয়ুক্ষয়।
তথাপি বিষয়-কূপে মজি সবে রয় ॥ ৫
না করে বিষয় অন্ধ হরির পূজন।
শ্রবণ কীর্ত্তন কিংবা স্মরণ মনন ॥ ৬
ভাবে আপনারে নিত্য অজর অমর।
না হেরে দুরন্ত কালে শিরের উপর ॥ ৭
করিবারে ভাদ্রমাসে ইন্দ্রের পূজন।
হইতে লাগিল ব্রজে মহা আয়োজন ॥ ৮
সর্ব্ব অন্তরাত্মা প্রভু সকল জানিলা।
তথাপি বালক ইব পিতারে পুঁছিলা ॥ ৯
সসম্ভ্রমে নন্দ পাশে করিয়া গমন।
সবিনয়ে কহে প্রভু মধুর বচন ॥ ১০
এই আয়োজন তাত কিসের কারণ।
হইবে গো কোন যজ্ঞ ইথে সম্পাদন ॥ ১১
কিবা সে যজ্ঞের নাম যজ্ঞদেব কেবা।
কি উদ্দেশ্যে হয় যজ্ঞ অধিকারী যেবা ॥ ১২
কৃপা করি কহ তাত সব বিবরণ।
আমি কুতূহলী অতি করিতে শ্রবণ ॥ ১৩
তুমি পিত সমদর্শী মহা সাধুজন।
অরি মিত্র উদাসীন অভেদ দর্শন ॥ ১৪
অতএব কিছুমাত্র রাখিতে গোপন।
কাহার নিকটে নাহি হয় প্রয়োজন ॥ ১৫
আত্মপর ভেদ দৃষ্টি করে যেই জন।
অরি উদাসীন সেই করিবে বর্জ্জন ॥ ১৬
সুহৃদে আপন সম জানিয়া নিশ্চয়।
করিবে তাহার সনে মন্ত্রণা নির্ণয় ॥ ১৭
উচিত কি অনুচিত সুহৃদের সনে।
বিচারি করিবে তবে কার্য্য আরম্ভনে ॥ ১৮
হেন মতে কার্য্যক্ষেত্রে যেবা অগ্রসরে।
অবিলম্বে কার্য্য সিদ্ধিলাভ সেই করে ॥ ১৯
একি ক্রিয়া যোগ তাত শাস্ত্র বিচারিত।
অথবা লৌকিক চিরকাল প্রচলিত ॥ ২০
শুনিয়া পুত্রের বাক্য ব্রজ গোপেশ্বর।
কহিলা গোপাল শুন প্রশ্নের উত্তর ॥ ২১
পর্জ্জন্য দেবতা ইন্দ্র ত্রিলোকের পতি।
জলদ সকল তাঁর সুপ্রিয় মূরতি ॥ ২২
সুধাসম জল তারা করে বরিষণ।
হয় যাহা প্রাণিকুল জীবন জীবন ॥ ২৩
জল ধর পতি সেই দেব মঘবন।
ত্রিলোক রক্ষার তরে জল করে দান ॥ ২৪
সে রসে জনমি বৃদ্ধি পুষ্টি প্রাপ্ত হয়।
যাবদীয় শস্য তরুলতা ফল চয় ॥ ২৫
দিয়া সেই সব শস্য ফল অগ্রভাগ।
কর্ত্তব্য সবার হয় দেবেন্দ্রের যাগ ॥ ২৬
অবশিষ্ট ভাগ তবে করিয়া গ্রহণ।
উচিত লোকের হয় ত্রিবর্গ সাধন ॥ ২৭
আছে যে পুরুষকার নরে সত্য বটে।
পুরুষকারের বলে কৃষিকার্য্য ঘটে ॥ ২৮
কিন্তু যদি মেঘপতি নাহি দেয় জল।
শুষ্ক হয় শস্য কৃষি সকল বিফল ॥ ২৯

অতএব একমাত্র সে পুরুষকার।
নাহি ধরে বল ফল পুরুষে দিবার ॥ ৩০
যেহেতু পুরুষকার দৈব অনুগত।
এহেতু পুরুষে নহে সফল সতত ॥ ৩১
যদি দৈব প্রতিকূল রহে গো কাহার।
তাহার পুরুষকার শ্রমমাত্র সার ॥ ৩২
ফলদাতা সুরবর তাঁহার পূজন।
লোক পরম্পরাগত কর্ত্তব্য পালন ॥ ৩৩
কাম লোভ ভয় দ্বেষ বশে যে হেলন।
করে তার শুভ ফল না ফলে কখন ॥ ৩৪
কার সাধ্য করে হরি ইচ্ছার নির্ণয়।
স্বতন্ত্র পুরুষ তেঁহ বিভু স্বেচ্ছাময় ॥ ৩৫
হরিবারে দেবেন্দ্রের গর্ব্বগুরুভার।
উপজিল মনে আজি বাসনা তাঁহার ॥ ৩৬
করিবারে ইন্দ্রপ্রতি মন্যুর বর্দ্ধন।
পিতারে কহিলা বাক্য শ্রীনন্দ নন্দন ॥ ৩৭
কর্ম্ম অনুসারে জীব জনম মরণ।
লভে তাত অন্যথা না ঘটে কদাচন ॥ ৩৮
কভু সুখ কভু দুঃখ কভু শুভ হয়।
কর্ম্ম অনুসারে ঘটে জীবের নিশ্চয় ॥ ৩৯
পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্ম জীবের যেমন।
অদৃষ্ট অশুভ শুভ জনমে তেমন ॥ ৪০
সে অদৃষ্ট জীব নেতা হয় এ জীবনে।
কাহার সামর্থ্য নাহি সে ফল খণ্ডনে ॥ ৪১
সত্য বটে হয় কর্ম্ম স্বভাবত জড়।
কর্ম্ম ফল দাতা এক স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪২
রয়েছে রচিত তাঁর বিহিত বিধান।
সেই অনুসারে কর্ম্ম ফল সমাধান ॥ ৪৩
করম-প্রধান এই সমগ্র সংসার।
নাশে কর্ম্ম ফল কিবা সাধ্য দেবতার ॥ ৪৫
নিজ নিজ কর্ম্ম অনুবর্ত্তী জীবগণ।
সুরেন্দ্রে পূজায় তাত কিবা প্রয়োজন ॥ ৪৬
পশু পক্ষী আদি করি সুরাসুর নর।
সকলে স্বভাব তন্ত্র যত চরাচর ॥ ৪৬
কর্ম্ম ফলে উচ্চ নীচ দেহ জীব ধরে।
ভুঞ্জিয়া অদৃষ্ট সেই দেহ ত্যাগ করে ॥ ৪৭

অরি মিত্র উদাসীন গুরুকর্ম্ম হয়।
করম ঈশ্বর তাত পূজ্য সুনিশ্চয় ॥ ৪৮
যে বৃত্তিতে হয় পিত অন্নের সংস্থান।
তাহারে জানিবে তুমি দেবতা প্রধান ॥
স্ববৃত্তির অবহেলা করে যেই জন।
সুখ তরে পর বৃত্তি করয়ে গ্রহণ ॥ ৫০
বিধি বিড়ম্বিত সেই মূরখ অজ্ঞান।
দ্বিচারিণী নারী ইব না লভে কল্যাণ ॥ ৫১
অধ্যয়ন অধ্যাপন যজন যাজন।
করিল ব্রাহ্মণ বৃত্তি শাস্ত্র নিরূপণ ॥ ৫২
ক্ষত্রিয় করিবে সদা ভূমির পালন।
নিগ্রহ করিয়া দুষ্টে শিষ্টের রক্ষণ ॥ ৫৩
গো রক্ষা বাণিজ্য কৃষি কুসীদ গ্রহণ।
চতুর্ব্বিধ বৈশ্য বৃত্তি শাস্ত্রের লিখন ॥ ৫৪
করিয়া দ্বিজাতি সেবা ধরিবে জীবন।
ইহাই শূদ্রের বৃত্তি মনুর বচন ॥ ৫৫
করিতেছে রজোগুণ ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।
করিতেছে সত্ত্বগুণ তাহার পালন ॥ ৫৬
করিতেছে তমোগুণ তাহারে সংহার।
গুণ ভিন্ন সৃষ্টি আদি হেতু নাহি আর ॥ ৫৭
রজোগুণ জলধরে করিছে প্রেরণ।
ভূতলে সর্ব্বত্রে জল করিতে বর্ষণ ॥ ৫৮
ইন্দ্রের প্রাধান্য কিছু না করি দর্শন।
কি হেতু তাহারে তাত করিবে পূজন ॥ ৫৯
গো বৃত্তি আমরা গিরি বন নিকেতন।
গো বিপ্র পর্ব্বত মখ করিব সাধন ॥ ৬০
হইয়াছে ইন্দ্র যাগ তরে আয়োজন।
তাহাতে হইবে এই যজ্ঞ সম্পাদন ॥ ৬১
হউক বিবিধ পাক দ্রব্যের সম্ভার।
গোধূম বিক্রিয়া নানা পিষ্টকাদি আর ॥ ৬২
আনিয়া বেদজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণ প্রধান।
পূত হুতাশনে কর আহুতি প্রদান ॥ ৬৩
করাও বিবিধ দ্রব্য তাঁদেরে ভোজন।
যজ্ঞের দক্ষিণা দেহ রতন গোধন ॥ ৬৪
আচণ্ডাল পতিতাদি করিয়া আহ্বান।
তাদেরে প্রচুর অন্ন করহ প্রদান ॥ ৬৫

নবীন হরিত তৃণ দাও পশুগণে।
নানা উপহারে পূজ গিরি গোবর্দ্ধনে ॥ ৬৬
চতুর্ব্বিধ অন্ন পরে করিয়া ভোজনে।
ভূষিত করিয়া অঙ্গ বসন ভূষণে ॥ ৬৭
কুঙ্কুম চন্দন করি শরীরে লেপন।
সুগন্ধি কুসুম মাল্য করিয়া ধারণ ॥ ৬৮
প্রদক্ষিণ কর তাত সহ গোপগণ।
বিপ্র ধেনু হুতাশন গিরি গোবর্দ্ধন ॥ ৬৯
এমথ দয়িত মম করহ শ্রবণ।
যদি ইচ্ছা হয় পিত কর সম্পাদন ॥ ৭০
অতি গর্ব্বান্বিত ছিল মহেন্দ্রের মন।
সে গর্ব্ব করিতে খর্ব্ব শ্রীনন্দ নন্দন ॥ ৭১
কহিলা পিতার আগে সে সব বচন।
সাধু সাধু বলি গোপ করিলা গ্রহণ ॥ ৭২
অনন্তর বিপ্রকুল করি আনয়ন।
কৃষ্ণের আদিষ্ট যজ্ঞ কৈলা আরম্ভন ॥ ৭৩
ইন্দ্র যাগ তরে ছিল যে দ্রব্য সঞ্চিত।
সে সকল গিরি যজ্ঞে হইল ব্যয়িত ॥ ৭৪
কাল আত্মা ভগবান যথা আদেশিলা।
ব্রজরাজ যজ্ঞ কার্য্য তথা সমাপিলা ॥ ৭৫
যজ্ঞ অবসানে তবে যত পুরোহিত।
প্রচুর দক্ষিণা লভি হইলা হর্ষিত ॥ ৭৬
গোপরাজ দান মানে সবে সন্তোষিয়া।
যথাবিধি সমাপিলা ভোজনাদি ক্রিয়া ॥ ৭৭
ততঃপর পশুকুল করি অগ্রসর।
করিবারে প্রদক্ষিণ গিরি মনোহর ॥ ৭৮
বলী বলীবর্দ্দ করি শকটে যোজন।
বসাইয়া তদুপরি যত গোপীজন ॥ ৭৯
আপনি যাইলা সব গোপগণ সঙ্গে।
কহিতে কহিতে কৃষ্ণ কথা নানা রঙ্গে ॥ ৮০
কহিছে আশীষ বাণী যত বিপ্রবর।
গাইছে কৃষ্ণের যশ গোপিকা নিকর ॥ ৮১
করিতে লাগিলা হেনমতে প্রদক্ষিণ।
গিরিরাজ ব্রজরাজ উদার প্রবীণ ॥ ৮২
মহামায়েশ্বর গোপ বিশ্বাস কারণ।
করিলা অপর রূপ তখন ধারণ ॥ ৮৩
প্রকাণ্ড ভূধরাকার দিব্য কলেবর।
অতিকায় ঘনশ্যাম অলোক সুন্দর ॥ ৮৪
কহিলা নন্দের প্রতি করি সম্ভাষণ।
শুন শুন ব্রজরাজ আমার বচন ॥ ৮৫
আমি মূর্ত্তিমান গিরিবর গোবর্দ্ধন।
তব পূজা তুষ্ট হেতু দিলাম দর্শন ॥ ৮৬
ভক্তি-দত্ত তব দ্রব্য করিনু গ্রহণ।
এই দেখ করিতেছি সমস্ত ভোজন ॥ ৮৭
এত বলি কামরূপী ব্রজেন্দ্র কুমার।
করিলা উদর-গত ভোজ্য উপহার ॥ ৮৮
সে অদ্ভুত রূপ করি নন্দ নিরীক্ষণ।
হইলা বিস্মিত অতি সহ পরিজন ॥ ৮৯
তবে হাসি কহে বাণী কমল লোচন।
দেখ দেখ তাত গিরি দিলা দরশন ॥ ৯০
আহা কি অসীম দয়া আমাদের প্রতি।
করিলা শ্রীগিরিরাজ ধরিয়া মূরতি ॥ ৯১
এস এস তাত মোরা করি গো বন্দন।
ভূতলে লুঠিয়া শির তাঁহার চরণ ॥ ৯২
এত বলি আপনারে আপনি প্রণাম।
করিলা গোপিকা গোপ সহ লীলাধাম ॥ ৯৩
কহিলা হে গিরিবর কামরূপ ধর।
পশু সহ আমাদের সর্ব্বাশুভ হর ॥ ৯৪
কামরূপ গিরিরূপ হল অন্তরিত।
করিলা অদ্ভুত লীলা ত্রিভুবন হিত ॥ ৯৫
এমতে গো গিরি দ্বিজ যজ্ঞ সম্পাদন।
গেলা করি ব্রজ পুরী যশোদা নন্দন ॥ ৯৬
অচিন্ত্য মহিম হরি সদা স্বেচ্ছাময়।
কে জানে কি ভাব তাঁর মনে কবে হয় ॥ ৯৭
সকল সম্ভবে তাঁহে অসীম শকতি।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর অনন্ত মূরতি ॥ ৯৮
অনুরাগ সহ শুনি সাধু অনুক্ষণ।
হইবে অন্তর শুদ্ধ পাবে ভক্তি ধন ॥ ৯৯

অথ গোবর্দ্ধন ধারণ।

কিবা অট্টালিকা বিশ্বকর্ম্ম-নিরমিত।
বিবিধ রতন মণি মাণিক খচিত ॥ ১

রবিকর সমদীপ্ত উজ্জ্বল ভবন।
বিদ্রুম গঠিত দিব্য প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ ॥ ২
মণির সোপান কিবা মণির চত্বর।
মণি নিরমিত ঘাট স্বচ্ছ সরোবর ॥ ৩
কেবল মাণিক মণি কনক জড়িত।
পদার্থ নিচয়ে গৃহ সর্ব্বত্র শোভিত ॥ ৪
অতুল ভুবন মাঝে ইন্দ্র নিকেতন।
নাহি করি সাধ্য তার সৌন্দর্য্য বর্ণন ॥ ৫
যে জন করিল পুণ্য রাশি উপার্জ্জন।
সে করিবে হেরি তাহা সার্থক নয়ন ॥ ৬
ত্রিলোক-বন্দিত দিব্য রত্ন সিংহাসন।
বসিয়াছে তদুপরি বল নিসূদন ॥ ৭
কনক গঠিত মুক্তা দাম বিলম্বিত।
রহিয়াছে শিরোপরি ছত্র সুশোভিত ॥ ৮
বিবিধ বরণ মণি মাণিক্য রচিত।
বিচিত্র ভাস্বর শিরে কিরীট ভূষিত ॥ ৯
অঙ্গদ বলয় করে শ্রবণে কুণ্ডল।
বিচিত্র অম্বর কটিতটে সমুজ্জ্বল ॥ ১০
নন্দন কানন জাত পারিজাত মালা।
বিলম্বিতা গলদেশে বক্ষ করি আলা ॥ ১১
ভূষিত সকল অঙ্গ রত্ন আভরণে।
রাজে রাজরাজেশ্বর প্রিয়া শচী সনে ॥ ১২
করিতেছে স্তুতি পাঠ সুর মুনিবর।
অবস্থিত জোড় কর অমর নিকর ॥ ১৩
করিছে মধুর নৃত্য অপ্সরা অপ্সর।
করিতেছে কলগান কিন্নরী কিন্নর ॥ ১৪
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল এক ছত্র পতি।
বিষয় বিলাস ভোগ অনুগত মতি ॥ ১৫
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করি সম্পাদন।
লভিয়াছে এ ঐশ্বর্য্য সহস্র লোচন ॥ ১৬
রহিয়াছে দেবগণ করিয়া বেষ্টন।
করিতেছে নৃত্য গীত দর্শন শ্রবণ ॥ ১৭
অকস্মাৎ হ'ল তাঁর আরক্ত লোচন।
দারুণ কোপের ভরে বিকৃত বদন ॥ ১৮
নৃত্যগীত সমুৎসব করিয়া বারণ।
কহিলা অমর বৃন্দে করি সম্বোধন ॥ ১৯

ব্রজে চির কালাগত আমার পূজন।
প্রচলিত ছিল ইহা জানে সর্ব্বজন ॥ ২০
সে পূজা বিহতা আজি কৈল গোপগণ।
শুনি নন্দ সুত শিশু কৃষ্ণের বচন ॥ ২১
হ'ল গোপ সব আজি আসন্ন মরণ।
ত্রিভুবন পতি মোরে করিল হেলন ॥ ২২
না জানে আমার বজ্র বৃত্রে বিনাশিল।
সহস্র সহস্র দৈত্য দানবে মারিল ॥ ২৩
অমোঘ আমার বজ্র জানে ত্রিসংসার।
কি আশ্চর্য্য না জানিল গোপ দুরাচার ॥ ২৪
অব্যাহতা পূজা মম এ তিন ভুবনে।
না করিল সেই পূজা আজি গোপগণে ॥ ২৫
সহ্য নাহি হয় মম এই অপমান।
হয়েছে আহত মম ঘোর অভিমান ॥ ২৬
আজি গোপকুলে আমি সমূলে নাশিব।
বাল বৃদ্ধ যুবা আদি কারে না রাখিব ॥ ২৭
সমূলে পশুর কুলে করিব সংহার।
জীবমাত্র নন্দ ব্রজে না রাখিব আর ॥ ২৮
আজি ব্রজ ভূমি আমি জলে ভাসাইব।
গোপের আবাস চিহ্ন মাত্র না রাখিব ॥ ২৯
সামান্য গোপের দেখ এই অহঙ্কার।
বাড়িবে করিলে সহ্য ভূমে অনাচার ॥ ৩০
বাচাল বালিশ স্তব্ধ অজ্ঞ অতিশয়।
বালক পণ্ডিত মানী নন্দের তনয় ॥ ৩১
মূর্খ গোপ সব লয়ে তাহার আশ্রয়।
করে অবহেলা মোরে ইহা মনে লয় ॥ ৩২
হয়েছে ঐশ্বর্য্য মত্ত যত ব্রজ গোপ।
সে হেতু করিল তারা মম পূজা লোপ ॥ ৩৩
আজি তাহাদেরে দিব সমুচিত ফল।
দেখিব বালক কৃষ্ণে আছে কত বল ॥ ৩৪
করি সভামাঝে বসি হেন আস্ফালন।
আজ্ঞা দিলা জলধরে সহস্র লোচন ॥ ৩৫
আমার আদেশ শুন বলাহকগণ।
অবিলম্বে নন্দ ব্রজে করহ গমন ॥ ৩৬
মুষলের ধারে অতি বারি বরষিয়া।
সকাননা ব্রজভূমি দাও ভাসাইয়া ॥ ৩৭

সপশু পশুপ কুলে করহ নিধন।
না রাখ কাহার প্রাণ কি জড় চেতন ॥ ৩৮
আমি ঐরাবত নাগে করি আরোহণ।
যাইতেছি পরে সঙ্গে ল'য়ে মরুদ্গণ ॥ ৩৯
সম্বর্ত্তক আদি মেঘ আদেশ পাইয়া।
চলিল সত্বর ব্রজে প্রলয় লাগিয়া ॥ ৪০
করিতে লাগিল জল প্রবল বর্ষণ।
হইল পীড়িত অতি যত ব্রজ জন ॥ ৪১
ঘন ঘন নভোমাঝে বিজুলী চমকে।
ভয়ঙ্কর রবে প্রাণ শিহরে আতঙ্কে ॥ ৪২
বহিতে লাগিল বেগে ক্রুদ্ধ প্রভঞ্জন।
পাদপ ভবন আদি করিয়া ভঞ্জন ॥ ৪৩
পবন প্রেরিত ঘন জলদ পটল।
বরষে প্রচণ্ড বেগে প্রকাণ্ড উপল ॥ ৪৪
হইল সমস্ত স্থল সলিলে প্লাবিত।
উচ্চতা নীচতা নাহি হইল লক্ষিত ॥ ৪৫
অতিবাত বরষণে সঞ্জাত বেপন।
হইল দারুণ শীতে আর্ত্ত পশুগণ ॥ ৪৬
কম্পান্বিত কলেবর যত ব্রজ জন।
লইল সকলে গিয়া গোবিন্দ শরণ ॥ ৪৭
বক্ষোমাঝে শিশু সুতে করি আচ্ছাদন।
হরি পাদপদ্ম মূলে করিল গমন ॥ ৪৮
কোথা হে অনাথ নাথ গোকুল ঈশ্বর।
ভকত বৎসল নন্দ সুত দামোদর ॥ ৪৯
তোমার রক্ষিত মোরা অনন্য শরণ।
অতি শিলা বৃষ্টি বাতে যায় হে জীবন ॥ ৫০
এস এস শীঘ্র এস ব্রজজন প্রাণ।
এঘোর সঙ্কটে নাথ আজি কর ত্রাণ ॥ ৫১
হয়েছে বিহত ব্রজে দেবেন্দ্রের যাগ।
বুঝি বা মোদের প্রতি সে হেতু বিরাগ ॥ ৫২
নতুবা অকালে কেন প্রলয় বর্ষণ।
করিবে কর্ত্তব্য যার প্রজার পালন ॥ ৫৩
অতি ক্রুদ্ধ সুরবর প্রভু ব্রজপর।
তার কোপ হ'তে রক্ষা কর গোপেশ্বর ॥ ৫৪
দেখ দেখ ঘন ঘন বারণ বাহন।
করে বিনাশিতে ব্রজে অশনি ক্ষেপণ ॥ ৫৫
দেখ দেখ তব ব্রজ সব ভাসি যায়।
ভক্ত সুখ তরু কর অচিরে উপায় ॥ ৫৬
আর্ত্তজন আর্ত্তস্বর করিয়া শ্রবণ।
উচ্চারে অভয় বাণী শ্রীমধুসূদন ॥ ৫৭
নাহি ভয় নাহি ভয় শুন ব্রজবাস।
কার সাধ্য করে মম গোকুলে বিনাশ ॥ ৫৮
করিয়াছি মোরা ইন্দ্র যজ্ঞের হেলন।
সে হেতু কুপিত অতি বল বিনাশন ॥ ৫৯
করিতেছে অতিবাত শিলা বরিষণ।
করিতে আমার ব্রজ বিনাশ সাধন ॥ ৬০
হরিব তাহার আজি ঘোর অহঙ্কার।
নাশে মম ব্রজপুর কি সাধ্য তাহার ॥ ৬১
লোকপাল পতি বলি অতিশয় গর্ব্ব।
করিব তাহারে নাশি আজি আমি খর্ব্ব ॥ ৬২
আত্মযোগ বলে করে ধরি গোবর্দ্ধন।
ব্রজবাসী সবাকার রাখিব জীবন ॥ ৬৩
আমার আশ্রিত ব্রজ জানে ত্রিভুবন।
তাহারে সতত রাখি যে লয় শরণ ॥ ৬৪
এত বলি এক করে ধরি গোবর্দ্ধন।
কহিলা মধুর বাণী বিপদ ভঞ্জন ॥ ৬৫
শুন শুন মম তাত আর ব্রজজন।
প্রবেশহ গিরি গর্ত্তে সহিত গোধন ॥ ৬৬
হইবে গো প্রয়োজন যার যত স্থান।
গিরি গুহা মাঝে আমি করিব প্রদান ॥ ৬৭
কোন চিন্তা নাহি শঙ্কা সবে পরিহর।
বিলের ভিতরে এবে আনন্দে বিহর ॥ ৬৮
মম কর হ'তে গিরি সম্পাত ঘটন।
হইবেক এ আশঙ্কা করহ বর্জ্জন ॥ ৬৯
ধরিতে সমর্থ মম একমাত্র কর।
গোবর্দ্ধন সম শত শত গিরিবর ॥
গো গোপ গোপিকা বাস যোগ্য এ বিবর।
করিয়াছি প্রবেশিয়া দেখহ ভিতর ॥ ৭১
কোনও অভাব তাতে হেথা না হইবে।
ভবন অধিক সুখ নিশ্চয় পাইবে ॥ ৭২
কৃষ্ণের নির্ভয় বাণী করিয়া শ্রবণে।
হইল জীবন আশা ব্রজপতি মনে ॥ ৭৩

গো গোপ গোপিকা সহ বিবরে পশিয়া।
আনন্দ পাইলা বাস স্থান নিরখিয়া ॥ ৭৪
আছিল যাহার যত স্থান প্রয়োজন।
হইল বিবর মাঝে সব সঙ্কুলন॥ ৭৫
প্রচুর হরিত তৃণ আছে জনমিয়া।
সুখ পায় পশুকুল তাহাতে চরিয়া॥ ৭৬
করিল আনন্দে গোপ গোপী তথা বাস।
দূরে গেল শিলাবৃষ্টি বাতকৃত ত্রাস ॥ ৭৭

ত্রিপদী।

ধরি রহে এক করে, গোবর্দ্ধন গিরিবরে,
নন্দসুত করুণা সাগর।
না করিল পদান্তর, ক্ষেপণ ভূমির পর,
অটল অচল মহেশ্বর ॥ ৭৮
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, সুখাপেক্ষা ত্যাগ করি,
নিদ্রাতন্দ্রা আলস্য বর্জ্জিয়া।
নাহি ক্লেশ লবলেশ, অনুভবে হৃষীকেশ,
গুরুভার পর্ব্বত ধরিয়া ॥ ৭৯
এক ভাবে সাত দিন, গ্লানিক্লম শ্রমহীন,
এক স্থানে করিলা যাপন।
অতি গুরু ভারান্বিত, পর্ব্বত সর্ষপান্বিত,
অবহেলে করিয়া ধারণ ॥ ৮০
অরুণ কমল পর, যেন নীল তরুবর,
তরুণ তমাল উপজিল।
এক শাখা ঊর্দ্ধে রাখি, ধরিয়াছে ফল শাখী,
তাহে পঞ্চ প্রশাখা জন্মিল ॥ ৮১
তাহে পঞ্চ সুধাকর, বিছরি বিমল কর,
করিতেছে তিমির হরণ।
অগ্নি দগ্ধ সমুজ্জ্বল, স্বর্ণ বর্ণ সুবল্কল,
আছে স্কন্ধ করি আচ্ছাদন ॥ ৮২
তদুপরি স্বর্ণলতা, বিবিধ বৈচিত্র গতা,
গোলাকারে করেছে বেষ্টন।
তদুপরি স্বর্ণ ফল, করিতেছে কম কল,
করি শ্রুতি সুখ উৎপাদন ॥ ৮৩
নূতন কুসুম দাম, নয়নের অভিরাম,
তরু মধ্য করেছে রঞ্জিত ॥
ঊর্দ্ধে এক নীল কম্বু, ছাড়িয়া সাগর অম্বু,
হইয়াছে তরু সমাশ্রিত ॥ ৮৪
তার পর বিম্বফল, মনোহর সমুজ্জ্বল,
রাজিছে হইয়া দ্বিখণ্ডিত।
বিমল তাহার কর, জিনি সুধাকর কর,
ব্রজাঙ্গনা ভাগ্য সুফলিত ॥ ৮৫
দুটী পাখী তদুপরে, মনোহর নৃত্য করে,
অরুণ তরুণ সুগঠন।
যে করিল দরশন, ধন্য হ'ল সেই জন,
সফলিত তাহার জীবন ॥ ৮৬
তরুবর শিরোভাগে, কত শত নীল নাগে,
করিয়াছে ফণার বিস্তার।
কিবা সে তরুর শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত সুধাধার ॥ ৮৭
শিলা বৃষ্টি বজ্রপাত, প্রচণ্ড প্রলয় বাত,
ব্যাপি সাত দিন নিরন্তর।
করিবারে নিরমূল, সপশু পশুপ কুল,
বরষিলা কোপে পুরন্দর ॥ ৮৮
তবু কোন প্রাণী প্রাণ, বিনাশিতে মঘবান,
ব্রজে নাহি সমর্থ হইলা।
তাঁহার উদ্যম যত, হইল বিফল তত,
হেরি মেঘে পবনে কহিলা ॥ ৮৯
শুন ঘন প্রভঞ্জন, আর নাহি প্রয়োজন,
স্থূল স্থূল ধারা বরিষণে।
ধরিলে বিক্রম যত, হইল সকল হত,
রহিল অযশ ত্রিভুবনে ॥ ৯০
লক্ষ লক্ষ বজ্রাঘাত, সলিল বর্ষণ পাত,
প্রলয় প্রচণ্ড সমীরণ।
এ সব করিয়া যোগ, করিলাম সুপ্রয়োগ,
করিবারে উদ্দেশ্য সাধন ॥ ৯১
তবু না হইল সিদ্ধি, রহিল ব্রজের ঋদ্ধি,
হইলাম বিফল যতন।
করে ধরি গোবর্দ্ধন, ব্রজরাজ সুনন্দন,
বাঁচাইল সবার জীবন ॥ ৯২
ব্রহ্ম অস্থি বিনির্ম্মিত, ব্রহ্মতেজ বিবর্দ্ধিত,
মম বজ্র সর্ব্ব অস্ত্র সার।

বায়ুবজ্র গিরি শৃঙ্গ, কাটিলাম লক্ষ লক্ষ
সু সংহার। ৯৩
করিনু সে বজ্রপাত, ব্যাপি দিবা রাত্রি সাত,
গোবর্দ্ধন পর নিরন্তর।
হইল সকল ব্যর্থ, জানিতে নারিনু অর্থ,
রহিল অটল গিরিবর ॥ ৯৪
অশনি অমোঘ বীর্য্য, হল আজি মোঘবীর্য্য,
বুঝিনু এ দৈব বিড়ম্বনা।
করিয়া সমাজ সজ্জা, পাইলাম আসি লজ্জা,
চিরকাল রহিল গঞ্জনা ॥ ৯৫
হইল নগণ্য গণ্য, হইল অধন্য ধন্য,
কালের প্রভাব দুরত্যয়।
মুষ্টিমেয় গোপচয়, করিতে আসিয়া ক্ষয়,
লভিনু কলঙ্ক পরাজয় ॥ ৯৬
নন্দগোপ শিশু সুত, কি অদ্ভুত বল যুত,
করিয়াছে আমারে বিস্মিত।
সাত দিন নিরন্তর, ধরি করে গিরিবর,
ব্রজজনে রাখিলা জীবিত ॥ ৯৭
এত কহি মঘবান্, মুখাম্বুজ পরিম্লান,
বিনষ্ট গৌরব অভিমান।
অনুচর সুর সনে, অতীত বিষণ্ণ মনে,
সুরপুরে করিলা প্রয়াণ ॥ ৯৮
নাহি ঘোর অন্ধকার, গগনে জলদ আর,
নাহি সেই চণ্ড সমীরণ।
নাহি শিলা বরিষণ, অশনির সম্পাতন,
নাহি সেই দারুণ গর্জ্জন ॥ ৯৯

পয়ার।

প্রলয় কালের মূর্ত্তি করি সম্বরণ।
করেছে প্রকৃতি দেবী প্রশান্তি ধারণ ॥ ১০০
বিগত জলদ জাল গগন মণ্ডল।
ধরেছে মধুর ভাব স্নিগ্ধ সুবিমল ॥ ১০১
সুপ্রখর দিনকর হইয়া উদিত।
করিয়াছে ভূমিতল স্বকর ভাসিত ॥ ১০২
প্রকৃতির সেই ভাব করি দরশন।
গোবর্দ্ধন ধর হাসি কহিলা বচন ॥ ১০৩
জনক জননী সম আর ব্রজজন।
এবে যাহা কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥ ১০৪
আর নাহি শিলা বৃষ্টি বাত বজ্রাঘাত।
বিগত হয়েছে এবে সকল উৎপাত ॥ ১০৫
সলিল নিমগ্ন ছিল ব্রজ ভূমিতল।
হইয়াছে শুষ্কপ্রায় এবে স্বল্প জল ॥ ১০৬
নাহি আর তোমাদের ভয়ের কারণ।
বিবর হইতে সবে কর নির্গমন ॥ ০৭
একথা শুনিয়া তবে ব্রজবাসিগণ।
হইল আনন্দে সবে উৎফুল্ল লোচন ॥ ১০৮
নিজ নিজ ধেনু ধন সঙ্গেতে লইয়া।
দাঁড়াইল গিরিগুহা বাহিরে আসিয়া ॥ ১০৯
সবার নির্গম হেরি গিরি গোবর্দ্ধন।
যথা পূর্ব্ব গিরিবর করিলা স্থাপন ॥ ১১০
অপ্রমেয় পরাক্রম ব্রজেন্দ্রনন্দন।
করিলা অপূর্ব্ব লীলা হেরে ত্রিভুবন। ১১১
অনন্ত অনন্ত শির অনন্ত নয়ন।
অনন্ত যাঁহার বাহু অনন্ত চরণ ॥ ১১২
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর এক শির পর।
রয়েছে সর্ষপ ইব সহ চরাচর ॥ ১১৩
সে অনন্ত হয় যাঁর অংশ অবতার।
ভূধর ধারণ কার্য্য কি বড়াই তাঁর ॥ ১১৪
নতুবা সপ্তম বর্ষ যাঁর বয়ঃক্রম।
কি সাধ্য সে নরশিশু ধরে এ বিক্রম ॥ ১১৫
পূর্ণ পূর্ণতম হরি ব্রজেন্দ্র নন্দন।
অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় বিভু সনাতন ॥ ১১৬
পূর্ব্বমত যথা স্থানে স্থাপি গিরিবর।
বাহির হইলা নন্দকুল দিবাকর ॥ ১১৭
বিমল ভাস্বর তাঁর ছবি নিরখিয়া।
ব্রজাঙ্গনা মুখপদ্ম উঠিল ফুটিয়া ॥ ১১৮
প্রেমাশ্রু জাহ্নবী পূত সলিল সহিত।
সহাস্য কটাক্ষ অর্ঘ্য রাগ অরুণিত ॥ ১১৯
প্রফুল্ল অন্তরে দিল তারা বন্ধুবরে।
প্রমুদিত মিত্র হেরি লইলা সাদরে ॥ ১২০
জনক বৎসল কৃষ্ণ করিয়া গমন।
জনক জননী পদ করিলা বন্দন ॥ ১২১

সুতে ব্রজরাজ কোলে করিয়া ধারণ।
পুনঃ পুনঃ মুখপানে করিলা চুম্বন ॥ ১২২
পুলকিত তনু মুখে বাণী নাহি সরে।
নয়ন হইতে প্রেম অশ্রু বহি পড়ে ॥ ১২৩
স্নেহ-স্রুত-পয়োধরা দেবী যশোমতী।
[illegible] জননী ব্রজেশ্বরী ভাগ্যবতী ॥ ১২৪
স্নেহ ভরে সুতে ধরি হৃদয়ে লইলা।
বিগলিত স্তন পান করিবারে দিলা ॥১২৫
এক দৃষ্টে হেরে রাণী কৃষ্ণের বদন।
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহে গদগদ বচন ॥ ১২৬
কোমল কমলাধিক মম সুত কর।
কেমনে ধরিল ইথে প্রকাণ্ড ভূধর ॥ ১২৭
ক্ষুধা তৃষ্ণা বাছা মম কেমনে সহিল।
দাঁড়াইয়া সাত দিন কেমনে রহিল ॥ ১২৮
সাত বছরের শিশু আমার নন্দন।
রাখিলা গো গোপকুলে ধরি গোবর্দ্ধন ॥ ১২৯
সহিল গোপাল মম নিদারুণ ব্যথা।
হৃদয় বিদীর্ণ হয় কহিতে সে কথা ॥ ১৩০
সাত দিন মুখে স্তন না করিনু দান।
জুড়াইব আজি হিয়া করাইয়া পান ॥ ১৩১
বাপরে আমার তুই অঞ্চলের নিধি।
নাহি সাধ্য বড় দুঃখ সহাইল বিধি ॥ ১৩২
তব সুকোমল মুখ হেরিয়া নয়নে।
নাহি উপজিল দয়া দেবেন্দ্রের মনে ॥ ১৩৩
দারুণ কুলিশ করে ধরে সুরবর।
কুলিশ সমান তাঁর কঠিন অন্তর ॥ ১৩৪
বিপদ ভঞ্জন হরি শ্রীমধুসূদন।
করিলা অসীম কৃপা তোরে বিতরণ ॥ ১৩৫
হইয়া যে বলীয়ান্ সেই কৃপাবলে।
করিলা সকল ব্যর্থ দেবেন্দ্র কৌশলে ॥ ১৩৬

অহো ব্রজেশ্বরী মনে কি বাৎসল্য রস।
করিল যাহার বলে অবশে স্ববশ ॥ ১৩৭
করিছে অদ্যাপি শ্রুতি যাঁহার সন্ধান।
বিজনে বসিয়া যোগী যাঁরে করে ধ্যান ॥ ১৩৮
আত্মারাম পূর্ণকাম প্রভু পঞ্চানন।
পঞ্চমুখে যাঁর নাম করয়ে গ্রহণ ॥ ১৩৯
সেই চিদানন্দ-ঘন অনাদি-নিধন।
অচিন্ত্য অসীম-তত্ত্ব নিত্য নিরঞ্জন ॥ ১৪০
পরম ঈশ্বর ভাব আচ্ছন্ন রাখিয়া।
পিয়ে যশোদার স্তন তাঁরে সুখ দিয়া ॥ ১৪১

অনন্তর আসি তথা দেব সঙ্কর্ষণ।
অনুজে হৃদয়ে লয়ে দিলা আলিঙ্গন ॥ ১৪২
কিছুনা কহিলা মুখে মধুর হাসিলা।
সে হাসির গূঢ় অর্থ কেহ না বুঝিলা ॥১৪৩
পরে সবা সনে পদ্ম-পলাশ-লোচন।
করিলা সম্বন্ধ মত আনন্দে মিলন ॥ ১৪৪
ঘুচিল বিপদ মহাসুখ পুনর্ব্বার।
করিলা আসিয়া ব্রজভূমি অধিকার ॥ ১৪৫
করিতে করিতে বেণু মধুর বাদন।
সানুগ আইল ব্রজে যশোদা-নন্দন ॥ ১৪৬
নিত্য নব মহোৎসব হইতে লাগিল।
বিভুর বিমল যশে ভুবন পূরিল ॥ ১৪৭

অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি কৃষ্ণ ভগবান্।
এমতে করিলা খর্ব্ব ইন্দ্র অভিমান ॥ ১৪৮
অতি দর্প হয় যবে যাহার অন্তরে।
দর্পহর দেবতার দর্প চূর্ণ করে ॥ ১৪৯
ধন-মদ জন-মদ জাতি-বিদ্যামদ।
সম্পদ বিনাশ করি ঘটায় বিপদ ॥ ১৫০
কোন এক মদ মত্ত যেইজন হয়।
হরি-পাদপদ্মে রতি নাহি তার হয় ॥ ১৫১
সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হয় মদ পরিহার।
সতত বিনম্র ভাব করি অঙ্গীকার ॥ ১৫২
বিদ্যা ধন কুল পদ জন্য অভিমান।
হৃদয়-কন্দরে যার নাহি পায় স্থান ॥ ১৫৩
সুশীল বিনয়ী সুধী নিষ্পাপ আচার।
বরণ-আশ্রম ধর্ম্মে নিষ্ঠা আছে যার ॥ ১৫৪
সংযমী সরল বৃদ্ধ-সেবা পরায়ণ।
সে হয় কৃতার্থ সর্ব্ব-সম্পদ-ভাজন ॥ ১৫৫
হরির পরম প্রিয় হয় সেই নর।
সে তরিতে পারে ভব সংসার দুস্তর ॥ ১৫৬
অতএব অহঙ্কার করিয়া বর্জ্জন।
হরি-পাদপদ্ম-রত হও বন্ধুজন ॥ ১৫৭

যথা মতি দীন দ্বিজ হরিনারায়ণ।
বর্ণিল ইন্দ্রের যজ্ঞ ভঙ্গ বিবরণ॥ ১৫৮

অথ গোপগণের শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে পরস্পর তর্ক।

করিলা অদ্ভুত লীলা গোবর্দ্ধন-ধর।
হেরিয়া বিস্মিত ব্রজবাসীর অন্তর॥ ১
সবে মিলি নন্দালয়ে করিয়া গমন।
পুছিলা নন্দেরে কৃষ্ণতত্ত্ব-বিবরণ॥ ২
তব সুত তত্ত্ব মোরা নহি অবগত।
হয়েছি অদ্ভুত বলে শঙ্কিত সাম্প্রত॥ ৩
সপ্ত বর্ষ মাত্র যাঁর হল বয়ঃক্রম।
থাকিতে কি পারে তাহে এহেন বিক্রম॥ ৪
একে একে বিচারিয়া দেখ গোপবর।
তাঁর সব কার্য্য মন বুদ্ধি অগোচর॥ ৫
তিন দিন বয়ঃক্রম শিশুর যখন।
মথুরা নগরে তুমি করিলে গমন॥ ৬
রাক্ষসী পূতনা ঘোরা গোকুলে আইল।
এ শিশু বিনাশ লাগি উপায় চিন্তিল॥ ৭
মায়াবলে নারীরূপ করিয়া ধারণ।
শিশু মুখে দিল বিষ বিমিশ্রিত স্তন॥ ৮
যথা কাল করে তনু আয়ু বিকর্ষণ।
তথা তব সুত তার হরিলা জীবন॥ ৯
তিন মাস মাত্র যবে বয়স হইল।
একদা শকটতলে শয়ান আছিল॥ ১০
কাঁদিতে কাঁদিতে করি পদ উৎক্ষেপণ।
করিলা গোরস পূর্ণ শকট ভঞ্জন॥ ১১
এক বর্ষ বয়ঃক্রম ইহার যখন।
দৈত্য তৃণাবর্ত্ত আসি করিল হরণ॥ ১২
স্বচক্ষে আমরা সবে করিনু দর্শন।
যে রূপে করিলা শিশু তাহারে নিধন॥ ১৩
চুরি করি নবনীত করিলা ভোজন।
সে দোষে জননী সুতে করিলা বন্ধন॥ ১৪
বদ্ধ উলুখল শিশু হয়ে অগ্রসর।
কেমনে ভাঙ্গিলা যুগ্ম পাদপ-প্রবর॥ ১৫
একদা বয়স্য সনে তোমার নন্দন।
করিতে আছিলা বনে বৎসের চারণ॥ ১৬
হেন কালে বক নামে দুষ্ট নরাশন।
বধিতে তাঁহার প্রাণ কৈল আগমন॥ ১৭
বাহুযুগে তার মুখ করিয়া গ্রহণ।
করিলা তোমার সুত তারে বিদারণ॥ ১৮
বৎসাসুর ধরি যবে গোবৎসের বেশ।
বৎসযূথ মাঝে আসি করিল প্রবেশ॥ ১৯
করিলা তোমার সুত তাহারে বিনাশ।
আছিল যে নিশাচর সুরকুল ত্রাস॥ ২০
অগ্রজ সহিত প্রবেশিয়া তালবন।
সজ্ঞাতি রাসভ দৈত্যে করিলা নিধন॥ ২১
প্রচণ্ড বিক্রম বলদেবের সহিত।
বধিলা প্রলম্ব দৈত্যে হইয়া মিলিত॥ ২২
জ্বলিয়া মুঞ্জার বনে দাব হুতাশন।
করিতে আছিল দগ্ধ গোপাল গোধন॥ ২৩
প্রকাশি অদ্ভুত বল তোমার কুমার।
দুরন্ত অনলে প্রাণ রাখিলা সবার॥ ২৪
যমুনার হ্রদে দুষ্ট কালিয় বসিত।
হয়েছিল তার বিষে সলিল দূষিত॥ ২৫
পশিয়া গরল হ্রদে তোমার নন্দন।
নিদারুণ বিষধরে করিলা দমন॥ ২৬
অতঃপর করি তারে চির নির্ব্বাসিত।
শোধিলা যমুনা জল বিষ-কষায়িত॥ ২৭
বিহতা আপন পূজা করি দরশন।
আইলা নাশিতে ব্রজ সহস্রলোচন॥ ২৮
এক করে তব সুত ধরি গোবর্দ্ধন।
বাঁচাইলা ব্রজবাসী সবার জীবন॥ ২৯
অতএব গোপরাজ করহ শ্রবণ।
তোমার গোচরে যাহা করি নিবেদন॥ ৩০
অসীম এপরাক্রম নহে সাধারণ।
ভুবন-বিস্ময়কর অকথ্য কথন॥ ৩১
এহেন বিক্রম নাহি শুনি বৃন্দারকে।
সম্ভবে কি তাহা কভু মানব দারকে॥ ৩২
আর এক কথা কহি শুন গোপবর।
বিচারিয়া দেহ তুমি তাহার উত্তর॥ ৩৩

নিজ সুতাধিক তব সুতে অনুরাগ।
জনমিল আমাদের জান মহাভাগ ॥ ৩৪
সেই অনুরাগ মোরা না পারি ছাড়িতে।
নিতি নিতি নবভাবে রহয়ে বাড়িতে ॥ ৩৫
জন্মে সুতাধিক স্নেহ আত্মার উপর।
বেদের সিদ্ধান্ত ইহা কহে মুনিবর ॥ ৩৬
নহে আমাদের আত্মা তোমার নন্দন।
তবে এত স্নেহ তার প্রতি কি কারণ ॥ ৩৭
আমাদের প্রতি অতি স্নেহপরায়ণ।
বটে সত্য তব সুত করিনু দর্শন ॥ ৩৮
কোথা সপ্তবর্ষ বয় মৃদু কলেবর।
কোথা মহা গুরুভার প্রকাণ্ড ভূধর ॥ ৩৯
এসব বিচারি মনে হইল সংশয়।
সামান্য এ শিশু নহে তোমার তনয় ॥ ৪০
করি আমাদের প্রতি কৃপা বিতরণ।
কহ মহারাজ তব সুত বিবরণ ॥ ৪১
শুনিয়া এ সব কথা শ্রীনন্দ তখন।
কহিতে লাগিলা মৃদু মধুর বচন ॥ ৪২
অহে সুবিমল-চিত যত ব্রজজন।
আমি যাহা কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥ ৪৩
কুমার সম্বন্ধে যাহা গর্গ তপোধন।
কহিছিলা মোরে তাহা করিব বর্ণন ॥ ৪৪
শুক্ল রক্ত পীত কৃষ্ণ এ চারি বরণ।
চারি যুগে এবালক করয়ে গ্রহণ ॥ ৪৫
শুক্ল রক্ত পীত বর্ণ হয়েছে বিগত।
ধারণ করেছে বর্ণ কৃষ্ণ যে সাম্প্রত ॥ ৪৬
পূর্ব্বে কোন কালে বসুদেব-নিকেতনে।
করেছিলা এবালক জনম গ্রহণে ॥ ৪৭
সেই হেতু অধুনাও অভিজ্ঞ সুজন।
বাসুদেব বলি করে ইঁহারে কীর্ত্তন ॥ ৪৮
গুণ কর্ম্ম অনুরূপ বহুরূপ নাম।
ধরে এ বালক সর্ব্ব-লোক-অভিরাম ॥ ৪৯
সে নাম রূপের সংখ্যা করিতে গণন।
ত্রিভুবন মাঝে নাহি পারে কোন জন ॥ ৫০
এ শিশু সকল সুখ শুভের নিধান।
করিবে হে তোমাদের বিবিধ কল্যাণ ॥ ৫১
করিবে গো-গোপ-গোপী-আনন্দ বর্দ্ধন।
অশেষ সঙ্কট-সিন্ধু করিবে শোষণ ॥ ৫২
পূর্ব্বকালে অরাজক হলে একবার।
করেছিল সাধু প্রতি দস্যু অত্যাচার ॥ ৫৩
সে কালে এ মহাবল তোমার সন্তান।
করেছিলা সাধুগণে রক্ষার বিধান ॥ ৫৪
বিষ্ণুর আশ্রিত জন অনিষ্ট সাধন।
না পারে করিতে দুষ্ট দানব যেমন ॥ ৫৫
তথা তব সুতে প্রীতি করিবে যে জন।
নারিবে করিতে তার বিঘ্ন অরিগণ ॥ ৫৬
অতএব শ্রীকীরতি গুণ অনুভবে।
নারায়ণ সম তব এ কুমার হবে ॥ ৫৭
কহিলাম তোমাদের গর্গের বচন।
কর মম সুত প্রতি বিস্ময় বর্জ্জন ॥ ৫৮
এ বাক্য কহিলা গর্গ আমারে যখন।
নহিল প্রত্যয় তাহে আমার তখন ॥ ৫৯
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য করি দরশন।
নারায়ণ অংশ বলি মানিনু এখন ॥ ৬০
গর্গ গীত কৃষ্ণ তত্ত্ব করিয়া শ্রবণ।
হল ব্রজবাসী সব প্রমুদিত মন ॥ ৬১
কৃষ্ণের সম্বন্ধে দূর হইল সংশয়।
ঘুচিল সবার মনে সঞ্জাত বিস্ময় ॥ ৬২
সবে কহে ব্রজরাজ তুমি ভাগ্যবান।
পরম পুরুষ কৃষ্ণ তোমার সন্তান ॥ ৬৩
কৃতার্থ আমরা সব যত ব্রজবাসী।
হেরিয়া নয়ন ভরি কৃষ্ণ-রূপ-রাশি ॥ ৬৪
এত কহি ভক্তিভরে করিয়া পূজন।
প্রণমিলা সবে ব্রজরাজের চরণ ॥ ৬৫
অতঃপর সায়ংকালে মুরলী বদন।
আইলা ফিরিয়া ব্রজে করি গোচারণ ॥ ৬৬
করিয়া জননী তাঁর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন।
সাজাইলা দিয়া মাল্য গন্ধ বিলেপন ॥ ৬৭
পরিধান করাইয়া দিব্য পীতাম্বর।
রচি পত্রভঙ্গ শোভে মুখ শশধর ॥ ৬৮
স্বর্ণ আভরণ মণি-মাণিক্য খচিত।
তাহাতে করিলা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভূষিত ॥ ৬৯

ভুবন মোহন নব নীরদ-বরণে।
বসাইলা নন্দরাণী রত্ন সিংহাসনে ॥ ৭০
কলঙ্ক-বিহীন শ্যাম শশাঙ্ক বদন।
নাহিক নিমেষ নেত্রে করে নিরীক্ষণ ॥ ৭১
হেনকালে লয়ে করে নানা উপায়ন।
আইলা নন্দের গৃহে পুন ব্রজজন ॥ ৭২
অলোক-সুন্দর রূপ করি দরশন।
করিলা কৃতার্থ সবে আপন লোচন ॥ ৭৩
পুছিলা প্রণয় ভরে করি জোড় কর।
শুন রাজপুত্র গিরি-গোবর্দ্ধন-ধর ॥ ৭৪
করিলে শৈশবাধি যত আচরণ।
অচিন্ত্য অভূতপূর্ব্ব বিশ্ববিমোহন ॥ ৭৫
দেবের অসাধ্য তাহা করিতে সাধন।
সামান্য মানবে কিবা করিবে গণন ॥ ৭৬
পুতনা দানবী তৃণাবর্ত্ত আদি করি।
মায়াবী বিপুল বল দুষ্ট সুর-অরি ॥ ৭৭
যাদের বিক্রমে ইন্দ্র আদি দেবচয়।
পলাইল রণ ছাড়ি লভি পরাজয় ॥ ৭৮
স্ববলে করিয়া তুমি তাদেরে সংহার।
রাখিলে গো-বিপ্রকুলে নাশি অত্যাচার ॥ ৭৯
ত্রিভুবনপতি ইন্দ্র অমর-প্রধান।
ত্রিলোকে নাহিক যাঁর সম বলবান ॥ ৮০
অশনি যাঁহার অস্ত্র সর্ব্ব অস্ত্রবর।
অমোঘ যাঁহার বীর্য্য খ্যাত চরাচর ॥ ৮১
যাঁর আজ্ঞা অব্যাহতা ভুবন ভিতরে।
সতত পালন সবে নত শিরে করে ॥ ৮২
তাঁহার পূজন কাল পরম্পরাগত।
করাইলে তুমি কৃষ্ণ অহেতু বিহত ॥ ৮৩
তাহাতে হইয়া ক্রুদ্ধ সহস্রলোচন।
নাশিতে তোমার ব্রজে করিলা বর্ষণ ॥ ৮৪
অকালে মুষলধারে হ'ল বারিপাত।
বহিল প্রলয়-বায়ু সহ বজ্রাঘাত ॥ ৮৫
এককালে সাতদিন ধরি গোবর্দ্ধন।
রাখিলে হে তুমি তব ব্রজের জীবন ॥ ৮৬
ইন্দ্রের উদ্যম যত বিফল হইল।
সানুচর পরাজয় মানি পলাইল ॥ ৮৭
তোমার অদ্ভুত কার্য্য হেরিয়া নয়নে।
হইল সংশয় অতি আমাদের মনে ॥ ৮৮
করিতে বিদূর সেই দারুণ সংশয়।
এসেছিনু মোরা তব পিতার আলয় ॥ ৮৯
তোমার সম্বন্ধে যাহা গর্গের বচন।
করিয়াছি তাঁর মুখে সমস্ত শ্রবণ ॥ ৯০
তথাপি তোমার তত্ত্ব কমললোচন।
জিজ্ঞাসি আপন মুখে করহ বর্ণন ॥ ৯১
দারুণ চিন্তায় মোরা অতীব চিন্তিত।
চিন্তা দূর কর প্রভো ত্রিদশ-বন্দিত ॥ ৯২
অদ্ভুত যাঁহার হেন বিক্রম বিভব।
তাঁহার জনম গোপকুলে কি সম্ভব ॥ ৯৩
দেবের অসাধ্য কার্য্য করিলে সাধন।
অতএব তুমি নর নহ কদাচন ॥ ৯৪
যে শিশু এমন বল করিল ধারণ।
আমাদের কুলে তাঁর জন্ম অশোভন ॥ ৯৫
তুমি হে দেবতা কিংবা গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
অথবা দানব যক্ষ রক্ষ নাগেশ্বর ॥ ৯৬
আছে ব্রজবাসী যত সনারী কুমার।
করেছ সবার তুমি হৃদয়াধিকার ॥ ৯৭
করি হে শপথ স্মরি হরির চরণ।
হয়েছে মোদের অতি আশঙ্কিত মন ॥ ৯৮
দাও আমাদের নাথ সত্য পরিচয়।
আমাদের প্রতি তব দয়া অতিশয় ॥ ৯৯
শুনি ব্রজবাসী-মুখে সরল বচন।
ক্ষণতরে মৌন ধরে গোপেন্দ্র-নন্দন ॥ ১০০
সামান্য প্রণয় কোপ করিয়া প্রকাশ।
মধুর কোমল বাক্য কহে শ্রীনিবাস ॥ ১০১
শুন শুন প্রিয় মম যত ব্রজজন।
করিব হে তোমাদের সংশয় ছেদন ॥ ১০২
নহি দেব উপদেব অথবা দানব।
হই আমি তোমাদের হৃদয়-বান্ধব ॥ ১০৩
বান্ধব বলিয়া সবে আমারে জানিবে।
অতি প্রীতি মম প্রতি সতত রাখিবে ॥ ১০৪
মম প্রিয় গোপকুল পরম শোভন।
করিলাম আমি যাহে জনম গ্রহণ ॥ ১০৫

যদি নাহি হয় লজ্জা সম্বন্ধে আমার।
কহ কহ গোপ তবে কিসের বিচার ॥ ১০৬
যদি হই তোমাদের মান্য গোপগণ।
তবু বিচারের নাহি দেখি প্রয়োজন ॥ ১০৭
বান্ধব বলিয়া মোরে জানিবে নিশ্চয়।
দূর কর তোমাদের হৃদয়-সংশয় ॥ ১০৮
প্রভুর উত্তর শুনি মধুর অক্ষর।
হইল সকলে পুলকিত-কলেবর ॥ ১০৯
সঞ্চিত সংশয় সবে করিয়া বর্জ্জন।
করিলা আনন্দ মনে গোবিন্দ অর্চ্চন ॥ ১১০
হীরক মাণিক রত্ন বসন ভূষণ।
সুগন্ধ কুসুম মাল্য কুঙ্কুম চন্দন ॥ ১১১
সমানীত উপায়ন করি সমর্পণ।
হরিপদ সরসিজ করিল অর্চ্চন ॥ ১১২
কহে যেবা হও ব্রজভূমির ভূষণ।
করিতেছি তব পদ সরোজ-বন্দন ॥ ১১৩
চিরজীবী হও তুমি ব্রজজন-প্রাণ।
দুরন্ত সঙ্কট কালে সদা কর ত্রাণ ॥ ১১৪
প্রার্থনা তোমার পদে এই ব্রজেশ্বর।
চরণ হইতে ব্রজে না কর অন্তর ॥ ১১৫
হেন মতে স্তুতি নতি করি ব্রজজন।
নিজ নিজ সুখাবাসে করিলা গমন ॥ ১১৬
কনক পালঙ্ক নানা রতন-খচিত।
কোমল শয়ন তাহে জননী-রচিত ॥ ১১৭
ঘুমাইলা তদুপরি দেব দামোদর।
ধেনু-বিপ্র-হিত-ধৃত নর-কলেবর ॥ ১১৮
অহো নিজ পূজাঘাত করি দরশন।
হইয়া অধীর কোপে শ্রীপাকশাসন ॥ ১১৯
করিতে সকৃষ্ণ ব্রজবাসীরে সংহার।
করিলা অশনি পাত আদি অত্যাচার ॥ ১২০
তথাপি বাসনা পূর্ণ নহিল তাঁহার।
হরি গিরি ধরি প্রাণ রাখিলা সবার ॥ ১২১
সেই ইন্দ্র-দর্প-হর দেব জনার্দ্দন।
করুন মোদের প্রতি কৃপা বিতরণ ॥ ১২২

অথ শ্রীভগবানের নিকট ইন্দ্রের ও সুরভির আগমন ও শ্রীভগবানের অভিষেক।

করিতে গোকুলে নাশ বিফল-যতন।
হইয়া দেবেন্দ্র মনে চিন্তে অনুক্ষণ ॥ ১
নাশিল গোপাল-শিশু আমার গৌরব।
হইল ত্রিলোক মাঝে মানের লাঘব ॥ ২
দেখিলাম কৃষ্ণের যে অতুল বিভব।
মানব শিশুতে তাহা থাকা অসম্ভব ॥ ৩
দেবের অসাধ্য কার্য্য গোপেন্দ্র কুমার।
করিল বিস্ময় যাহে হইল সবার ॥ ৪
দুঃসহ ভূমির ভার করিতে হরণ।
অবতীর্ণ বসুদেব গৃহে নারায়ণ ॥ ৫
কংসভয়ে বসুমিত্র নন্দ নিকেতনে।
রাখি আসিয়াছে নিজ প্রভুরে গোপনে ॥ ৬
অনাদি-নিধন সেই দেব জগৎপতি।
গোলোক ছাড়িয়া ব্রজে করিছে বসতি ॥ ৭
দেবের অবধ্য বহু দানবে সংহার।
করিয়া নাশিছে অবনীর গুরুভার ॥ ৮
করিতেছে নানাবিধ লীলা আচরণ।
সাধুভক্তকুল ভয় নিস্তার কারণ ॥ ৯
ভুবন ঈশ্বর বলি মম অভিমান্।
বিনাশিলা দর্পহর প্রভু ভগবান ॥ ১০
অব্যর্থ কুলিশে মম করি আজি ব্যর্থ।
দেখাইলা ত্রিভুবনে মোরে অসমর্থ ॥ ১১
করিলা আমারে কৃপা কৃপা-আয়তন।
আমার প্রবল দর্প করিয়া হরণ ॥ ১২
হইয়া যে নিদারুণ দর্প-প্রণোদিত।
নারিনু চিনিতে নিজ প্রভু বিশ্বহিত ॥ ১৩
ব্রহ্মাণ্ড-জনক ব্রহ্মা তাঁহার জনক।
ভাবিনু তাঁহারে আমি গোপাল-বালক ॥ ১৪
অহো করিয়াছি আমি অতীব অকার্য্য।
করে যথা মায়ামুগ্ধ দর্পিত অনার্য্য ॥ ১৫
পেয়েছি কৃপাতে যাঁর এই ইন্দ্রপদ।
চিনিতে নারিনু আমি সে প্রভুর পদ ॥ ১৬
হয়েছে কৃতঘ্ন ইব মম ব্যবহার।
ঘুষিবে সুচিরকাল এ তিন সংসার ॥ ১৭

হতেছে দারুণ লজ্জা আমার অন্তরে।
কেমনে দেখাব মুখ প্রভু পরাৎপরে॥ ১৮
এসকল ভাবি এবে নাহি প্রয়োজন।
অধুনা কর্ত্তব্য মম গোকুলে গমন॥ ১৯
প্রভুপদ-সরসিজ করিব ধারণ।
কহি দাস-অপরাধ ক্ষম ভগবান॥ ২০
অবশ্য করিবে প্রভু আমারে সনাথ।
আছে কেবা হরি বিনা অনাথের নাথ॥ ২১
হেন মতে ইন্দ্র যবে চিন্তাপরায়ণ।
আইলা গোলোক হ'তে সুরভি তখন॥২২
আপন বৃত্তান্ত ইন্দ্র তাঁরে জানাইয়া।
আইলা শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহারে লইয়া॥ ২৩
গোপবেশ বেণুকর শ্রীনন্দ-নন্দন।
হেরিলা নির্জ্জন বনে করে বিচরণ॥ ২৪
মস্তক কিরীট অর্ক প্রভা সমুজ্জ্বল।
নমি পরশিলা হরিচরণ-কমল॥ ২৫
লুঠি ভূমিতলে শির যুড়ি যুগকর।
হেরিলা নয়ন ভরি রূপ মনোহর॥ ২৬

ত্রিপদী।

অতীন্দ্রিয় কৃষ্ণরূপ, যেমত অমর-ভূপ,
করেছিলা পূর্ব্বত শ্রবণ।
রমণীয় বৃন্দাবনে, সর্ব্বশোভা-নিকেতনে,
করিলা প্রত্যক্ষ দরশন॥ ২৭
সর্ব্বভূত মনোহর, গোপবেশ নটবর,
নবীন সজল জলধর।
করেতে বাঁশের বাঁশী, অধরে মধুর হাসি,
শ্যামল সুন্দর পীতাম্বর॥ ২৮
দেখিয়া সে রূপরাশি, অজ্ঞান-তিমির নাশি,
রবি কোটি কিরণ ভাস্বর।
গদ্গদ কণ্ঠের স্বর, অপরাধী সুরবর,
করে স্তব বিনম্র-কন্ধর॥ ২৯
তব রূপ তপোময়, শুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞানময়,
অপ্রাকৃত গুণ-বিরহিত।
প্রাকৃতিক গুণবান্, অভিমানে বর্ত্তমান,
আমি মায়াবদ্ধ বিমোহিত॥ ৩০
জীব শুদ্ধ নিত্যমুক্ত, তাহারে শরীরযুক্ত,
একমাত্র করয়ে অজ্ঞান।
শরীর সম্বন্ধজাত, কামাদিক রিপুব্রাত,
হয় অন্য দেহের নিদান॥ ৩১
তুমি হে অজ্ঞানাতীত, দিব্যজ্ঞান-সুভাসিত,
অতএব বাসনা-বর্জ্জিত।
তথাপি ধর্ম্মের সেতু, রাখিতে পশুপ-কেতু,
অবতর স্বেচ্ছা-প্রণোদিত॥ ৩২
পিতা গুরু অধীশ্বর, তুমি কাল দণ্ডধর,
বিশ্বের নিয়ন্তা নারায়ণ।
তুমি খলে দণ্ডদান, কর প্রভু ভগবান্,
করিবারে তার সংশোধন॥ ৩৩
আপনারে জগদীশ, বলি মানিলাম ঈশ,
হইল দারুণ অভিমান।
তারে নাশিবার তরে, দর্পহর অহে হরে,
করিলে আমারে দণ্ডদান॥ ৩৪
আমার সে বৃথা গর্ব্ব, হইল এখন খর্ব্ব,
উপজিল তব পদে রতি॥
হীন বল আপনার, তুমি সর্ব্ব বলাধার,
বুঝিনু তোমারে সর্ব্বপতি॥ ৩৫
হইয়া গরব মত্ত, না বুঝিনু তব তত্ত্ব,
করিয়াছি তোমারে হেলন।
মম অপরাধ সব, ক্ষম দেব রমাধব,
পাদপদ্মে লইনু শরণ॥ ৩৬
করি কৃপা বিতরণ, অহে কৃপা-নিকেতন,
তব দাসে দেহ এই বর।
যেন এতাদৃশী মতি, আর কভু গোপপতি,
নাহি ধরে আমার অন্তর॥ ৩৭
জনমি ভূমির পর, যে সকল নিশাচর,
নিজেরা হইল ভূমিভার।
বেদমার্গ-প্রশংসিত, করি তারে বিদূরিত,
অন্যেরে করিল পাপাচার॥ ৩৮
সে ভারে সহিতে নারি, ধরিয়াছে অসুরারি,
তব পদ সুদৃঢ় তরণী।
পাপাচার-প্রপীড়িতা, তব স্নেহ সুপালিতা,
চরাচর-ধারিণী ধরণী॥ ৩৯

নাশিতে অবনী দুঃখ, দিতে ভক্ত জনে সুখ,
যদুকুলে তব অবতার।
তব চক্র হুতাশন, দুষ্ট দৈত্য অগণন,
তৃণইব করিবে সংহার ॥ ৪০
পরিপূর্ণ ভগবান্, পরব্রহ্ম মহীয়ান্,
সর্ব্বভূতবাস শ্রীনিবাস।
তুমি হে আমার স্বামী, তোমার সেবক আমি,
নাশ কৃত দোষ গুরুত্রাস। ৪১
তোমারে হেলন করি, হইয়াছি ভীত হরি,
সর্ব্ব-অন্তর্যামী জনার্দ্দন।
হইয়া প্রসন্নাশয়, দাও মোরে বরাভয়,
নন্দসুত জলদবরণ ॥ ৪২
এত কহি শচীপতি, পুনঃ পুনঃ করি নতি,
ব্রহ্ম-ভব সেবিত চরণে।
পুনরপি কহে বাণী, ত্রাহি ত্রাহি চক্রপাণি,
নতি বিনা নাহি অন্য ধনে ॥ ৪৩

পয়ার।

ইন্দ্রের বিনয় স্তব করিয়া শ্রবণ।
কহিলা শ্রীকৃষ্ণ বাক্য জলদনিস্বন ॥ ৪৪
যে হয় ঐশ্বর্য্য মদে অন্ধিত-লোচন।
সে না করে দণ্ডপাণি আমারে দর্শন ॥ ৪৫
করিতে যাহারে কৃপা বাসনা আমার।
সর্ব্বাগ্রে সম্পদ নাশ করি হে তাহার ॥ ৪৬
এবে শক্র সুরপুরে করহ গমন।
অপ্রমত্ত-চিত্তে পাল আমার শাসন ॥ ৪৭
যথাপূর্ব্ব স্বাধিকারে কর অবস্থিতি।
স্মরি মম কাল-চক্র না কর অনীতি ॥ ৪৮
মনস্বিনী শ্রীসুরভি তবে অগ্রে সরি।
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণে সম্বোধন করি ॥ ৪৯
শুন শুন কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিবর।
তুমি হে বিশ্বের আত্মা দেব বিশ্বম্ভর ॥ ৫০
আমার সন্তানগণে করিতে নিপাত।
করিলা বর্ষণ ইন্দ্র সহ বজ্রপাত ॥ ৫১
কৃপা করি তাহাদেরে তুমি হে রাখিলা।
অতএব তুমি ইন্দ্র মোদের হইলা ॥ ৫২
তুমি হে পরম দেব তুমি জগৎপতি।
তুমি হে গো-বিপ্রসুর-সাধুজন-গতি ॥ ৫৩
তুমি হে মানব নহ ব্রহ্মাণ্ড-আধার।
হরিতে ভূমির ভার তব অবতার ॥ ৫৪
তব অভিষেক তরে কমল-আসন।
তোমার এ ব্রজে মোরে করিলা প্রেরণ ॥ ৫৫
হেন মতে গোজননী কৃষ্ণ-সম্ভাষণ।
করি নিজ অভিপ্রায় করিলা জ্ঞাপন ॥ ৫৬
আপন সুরভি পয় করিয়া গ্রহণ।
করিলা গো-ইন্দ্রপদে প্রভুরে বরণ ॥ ৫৭
অনন্তর দেবমাতৃগণ প্রণোদিত।
সুরপতি সুরঋষি অমর সহিত ॥ ৫৮
আদেশ করিলা ঐরাবতেরে তখন।
করিবারে মন্দাকিনী জল আনয়ন ॥ ৫৯
সে সলিল সুরকরী মুহূর্ত্তে আনিল।
কৃষ্ণ-অভিষেক ইন্দ্র আনন্দে করিল ॥ ৬০
তুম্বুরু নারদ আদি সুর তপোধন।
সিদ্ধ বিদ্যাধর তথা গন্ধর্ব্ব চারণ ॥ ৬১
সময় বুঝিয়া তথা করি আগমন।
করিতে লাগিলা প্রভু সুযশ কীর্ত্তন ॥ ৬২
তালে তালে দেবাঙ্গনা করিছে নর্ত্তন।
করিছে মধুর বাদ্য গন্ধর্ব্ব বাদন ॥ ৬৩
করিতেছে সুরকুল প্রভুর স্তবন।
নন্দনকুসুম আনি পূজয়ে চরণ ॥ ৬৪
তবে যত লোকপাল লভিলা বিশ্রাম।
বর্ষে ধরাতলে গাভি দুগ্ধ অবিরাম ॥ ৬৫
কৃষ্ণ অভিষেক কালে যত তরঙ্গিণী।
হয়েছিল ক্ষীর আদি রস-প্রবাহিণী ॥ ৬৬
করিল সকল তরু মধু বিক্ষরণ।
পাকিল বর্ষণ বিনা ঔষধির গণ ॥ ৬৭
প্রকটিল মণি সব যত মহীধর।
করি ধরাতল নানা বরণে ভাস্বর। ৬৮
স্বভাবত অতিক্রূর যত প্রাণিগণ।
করেছিল পরস্পর বৈরতা বর্জ্জন ॥ ৬৯
হইল আনন্দপূর্ণ সমগ্র ভুবন।
কহে জয় জয় কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন ॥ ৭০

হেন মতে অভিষেক করি সম্পাদন।
করযোড়ে কহে বাক্য সহস্র-লোচন ॥ ৭১
যাইবার কালে মম এই নিবেদন।
কৃপা করি শুন কল্পতরু ভগবন্‌॥ ৭২
তব পিতৃ-স্বসৃগর্ভে আমার নন্দন।
করিয়াছে জগন্নাথ জনম গ্রহণ ॥ ৭৩
অর্জ্জুন তাহার নাম মহা বলবান্‌।
রূপে গুণে অনুপম সৌন্দর্য্য-নিধান ॥ ৭৪
তব পদ সরসিজে লইবে আশ্রয়।
রাখিবে সতত তারে কহ কৃপালয় ॥ ৭৫
ইন্দ্রের প্রার্থনা শুনি কহে যদুবর।
এ বর তোমারে দিনু শুন সুরেশ্বর ॥ ৭৬
নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি করহ গমন।
অর্জ্জুনে সতত আমি করিব পালন ॥ ৭৭
কৌরব পাণ্ডবে যবে হবে মহারণ।
আমি হে পাণ্ডব পক্ষ করিব গ্রহণ ॥ ৭৮
যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদরে।
যুদ্ধ অবসানে দিব পিতৃ-স্বসৃ করে ॥ ৭৯
পাইয়া প্রভুর বর বৃত্র-নিসূদন।
রোমাঞ্চিত কলেবর প্রমুদিত মন ॥ ৮০
করি প্রদক্ষিণ বারংবার পদে নতি।
কহে ইন্দ্র দেহ দেব বিদায় সম্প্রতি ॥ ৮১
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা অমর নগর।
চলিলা সুরভি সনে সদেবানুচর ॥ ৮২
মহা অপরাধ করে ত্রিদশ-ঈশ্বর।
করিলা তাহারে ক্ষমা প্রভু পীতাম্বর ॥ ৮৩
কৃষ্ণের সমান কেবা আছে দয়াময়।
আশা ত্যজি লহ ভাই তাঁহার আশ্রয় ॥ ৮৪
অনায়াসে হরিধাম গমন করিবে।
জনম-মরণ-ভয় খণ্ডন হইবে ॥ ৮৫
কৃষ্ণ-অভিষেক দ্বিজ হরি-নারায়ণ।
যথামতি সংক্ষেপতঃ করিল বর্ণন ॥ ৮৬
শ্রদ্ধা সহকারে যেবা করিবে শ্রবণ।
অচিরে লভিবে প্রভুপদে ভক্তিধন ॥ ৮৭
কলি-কলুষিত মতি, সতত বিষয়-রতি,
আমি ভক্তিহীন দুরাচার
দেব দেব জনার্দ্দন, করি কৃপা বিতরণ,
এ পামরে করহ উদ্ধার ॥ ৮৮

অথ বরুণানুচর-কর্ত্তৃক গোপরাজের বন্ধন শ্রীভগবান-কর্ত্তৃক তাঁহার মোচন ও ব্রজবাসিগণের গোলোক-দর্শন।

একাদশী ব্রত করি শ্রীহরি বাসর।
প্রযাপিলা অনশনে নন্দ গোপবর ॥ ১
যথাবিধি পূতব্রত করিলা পালন।
দেব দেব জনার্দ্দনে করিলা অর্চ্চন ॥ ২
অসুরগণের সেব্য হয় নিশি শেষ।
রাত্রিমান ভাগে ইহা বিধির নির্দ্দেশ ॥ ৩
সে কালে অবজ্ঞা করি গোপের প্রধান।
গেলা যমানুজাজলে করিবারে স্নান ॥ ৪
বরুণ-কিঙ্কর তাঁরে করিয়া ধারণ।
পাতালে বরুণালয়ে করিল গমন ॥ ৫
সলিল হইতে যবে রাজা না উঠিলা।
অনুচর গোপ সব চীৎকার করিলা ॥ ৬
কোথা কৃষ্ণ বলরাম ব্রজরাজ-প্রাণ।
এবে শীঘ্র আসি কর জনকেরে ত্রাণ ॥ ৭
তোমাদের পিতা স্নান করিবার তরে।
প্রবেশিলা আসি একা সলিল ভিতরে ॥ ৮
পাইতেছি মোরা নাহি তাঁহার দর্শন।
নাহি বুঝি কিবা গতি হইল এখন ॥ ৯
কুসুম শয্যায় তবে দুরন্ত শয়ান।
ছিলা গোপ-অভয়দ কৃষ্ণ ভগবান ॥ ১০
উপক্রোশ ধ্বনি করি সহসা শ্রবণ।
শয্যা ত্যজি গেলা হরি বিপদ ভঞ্জন ॥ ১১
কহিলা না কর ভয় শুন গোপগণ।
করেছে বরুণভৃত্য পিতারে হরণ ॥ ১২
এখনি করিব আমি তাঁরে আনয়ন।
সুস্থ হও এবে কর আশঙ্কা বর্জ্জন ॥ ১৩
এত কহি জলপতিরম্য নিকেতনে।
নিখিল বিশ্বের পতি করিলা গমনে ॥ ১৪

জলেশ্বর লোকপাল করিয়া দর্শন।
সসম্ভ্রমে উঠি করে চরণ বন্দন ॥ ১৫
ভক্তিভরে আনি তবে বিবিধ সম্ভার।
করিলা মহতী পূজা চরণে তাঁহার ॥ ১৬
করি মহাপূজা যথাবিধি সমাপন।
করযোড়ে স্তব করে গদ্গদ বচন ॥ ১৭
এ দেহ ধারণ মম অদ্যই সফল।
পরম পদার্থ আজি গত করতল ॥ ১৮
হইল সার্থক আজি আমার জীবন।
চরণ কমল হেরি ভরিয়া নয়ন ॥ ১৯
মম অধিকার সর্ব্ব রত্নাকর পর।
তবু না মিলিল কভু হেন অর্থবর ॥ ২০
করে যারা তব পদ সরোজ সেবন।
হয় হে তাহারা প্রভো মুক্তির ভাজন ২১
চরণ সেবক নাথ আমি হে তোমার।
কর দয়া করি মম নিবৃত্তি সংসার ॥ ২২
সকল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ তুমি ভগবান।
তুমি হে পরম আত্মা স্বত বিদ্যমান ॥ ২৩
কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান শূন্য মম অনুচর।
এনেছে জনকে তব আমার নগর ॥ ২৪
সেই অপরাধ নাথ ক্ষমহ আমার।
পুনঃ পুনঃ পাদপদ্মে করি নমস্কার ॥ ২৫
জনক বৎসল প্রভু গোপেন্দ্র নন্দন।
জনকে লইয়া কর গোকুলে গমন ॥ ২৬
প্রসন্ন করিয়া হেন মতে জলপতি।
পুনরপি প্রভুপদে করিলা প্রণতি ॥ ২৭
অখিল ঈশ্বর তবে পিতারে লইয়া।
সুখময় ব্রজধামে আইলা ফিরিয়া ॥ ২৮
গোপরাজ সহ কৃষ্ণে করি বিলোকন।
পাইলা পরমানন্দ ব্রজবাসিগণ ॥ ২৯
বরুণের অতীন্দ্রিয় ঐশ্বর্য্য দর্শন।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে তাঁর স্তবন বন্দন ॥ ৩০
ব্রজে আসি গোপপতি করিলা বর্ণন।
অতীব বিস্মিত শুনি যত ব্রজজন ॥ ৩১
পরম ঈশ্বর বলি তাঁহারে মানিলা।
সমুৎসুক চিত্তে তবে ভাবিতে লাগিলা ॥ ৩২
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন অখিলের পতি।
দিবেন কি আমাদের স্বীয় মুখ্যগতি ॥ ৩৩
সর্ব্ব অন্তর্য্যামী দেব গোপেন্দ্র নন্দন।
ইচ্ছিলা তাদের বাঞ্ছা করিতে পূরণ ॥ ৩৪
প্রারব্ধ জনিত কাম কর্ম্ম বিচালিত।
হয় জীব উচ্চ নীচ যোনি বিভ্রামিত ॥ ৩৫
বুঝিতে না পারে সেহ গতি আপনার।
নিবৃত্তি না হয় কভু তাহার সংসার ॥ ৩৬
সব ব্রজবাসী জন অনন্য শরণ।
তাদের জনম মৃত্যু করিব খণ্ডন ॥ ৩৭
এত চিন্তা করি প্রভু করুণা-সাগর।
ব্রহ্মের স্বরূপ যাহা প্রকৃতির পর ॥ ৩৮
পর ব্যোমাতীত তথা শ্রীবৈকুণ্ঠলোক।
বিগত ত্রিতাপ জন্ম মৃত্যু মোহ শোক ॥ ৩৯
কৃপা করি করাইলা তাদেরে দর্শন।
করাইলা ব্রহ্ম হ্রদ সলিলে মজ্জন ॥ ৪০
দেহীর সুসাধ্য নহে তাহার দর্শন।
দেখাইলা হরি সেই লোক সনাতন ॥ ৪১
নিরখিল ব্রজবাসী কৃষ্ণ নটবর।
রাজিছে তথায় দিব্য সিংহাসন'পর ॥ ৪২
জিনি কোটি কাম ছবি শ্যামল সুন্দর।
রবি কোটি সমুজ্জ্বল বদন ভাস্বর ॥ ৪৩
মূর্ত্তিমান্ শ্রুতিগণ করিছে স্তবন।
করযোড়ে চারিদিকে করিয়া বেষ্টন ॥ ৪৪
নন্দ আদি গোপ সব করি নিরীক্ষণ।
অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মসুখে হইল মগন ॥ ৪৫
সলিল হইতে পুনঃ পাইয়া উদ্ধার।
সমীপে হেরিলা সেই যশোদা-কুমার ॥ ৪৬
ইহাতে পাইয়া মনে অতীব বিস্ময়।
কহে কৃষ্ণ গোপদেব বিভো জয় জয় ॥ ৪৭
শ্রদ্ধা সহ যেই জন এই উপাখ্যান।
শুনিবে তাহারে প্রভু দিবে নিজস্থান ॥ ৪৮

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে মহাকাব্যে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ

অথ শ্রীরাসলীলার ভূমিকা।

কৃষ্ণের অপার লীলা তেঁহ ইচ্ছাময়।
অসাধ্য তাঁহার ইচ্ছা হেতুর নির্ণয়॥ ১
তাঁর তত্ত্ব হয় বাক্য মন অগোচর।
সর্ব্ব অন্তরাত্মা তেঁহ স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥ ২
নারিল জানিতে তাঁরে শ্রুতি সমুদয়।
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ তন্ত্র পুরাণ নিচয়॥ ৩
হরি নাভিপদ্মভব মরাল বাহন।
না পারে জানিতে তত্ত্ব সহ পুত্রগণ॥ ৪
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি কত শত তপোধন।
বহুশত বর্ষ করি তপ আচরণ॥ ৫
অসীম মহিমা যাঁর জানিতে নারিল।
বিস্ময়-সাগরে মজি নিরস্ত হইল॥ ৬
বিশাল অগাধ জল দুরন্ত দুস্তর।
রয়েছে জলধি যাঁর জঠর ভিতর॥ ৭
যাঁর তেজকণা করে রবি বিকীরণ।
যাঁর শৈত্যকণা করে শশী উদ্গিরণ॥ ৮
করিতে না পারে দশদিক আবরণ।
অনাবৃত বৃহত্তম ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ ৯
কি ছার সংসারী নর মায়া বিমোহিত।
অল্পায়ুঃ ইন্দ্রিয়রত ত্রিতাপ-পীড়িত॥ ১০
জানিবে সে পরতত্ত্ব বেদ অগোচর।
নিরবধি চিন্তে যাহা বিভু মহেশ্বর॥ ১১
ধন জন বিদ্যামদে হইয়া গর্ব্বিত।
চাহে প্রভু লীলা যশ করিতে দূষিত॥ ১২
করিতে সে লীলা-রস-সুধা আস্বাদন।
জপ তপ শম দম হয় প্রয়োজন॥ ১৩
নিতান্ত অসাধ্য যাহা বিনা সুসাধন।
করিতে সুসাধ্য তাহা চাহে মূঢ়জন॥ ১৪
যথা কৃষ্ণ অপ্রাকৃত তথা তাঁর লীলা।
যদিও প্রকৃতি-রাজ্যে তাহা প্রকাশিলা॥ ১৫
বৃথা তর্ক করে মায়া-বিমূঢ় মানব।
আকারে মানব কিন্তু আচারে দানব॥ ১৬
তাদের মূর্খতাসীমা না পারি কহিতে।
বৃথা তাহাদের জন্ম ভারত ভূমিতে॥ ১৭
শুনি যারা রাসলীলা বসন-হরণ।
অশ্লীল বলিয়া করে নাসিকা কুঞ্চন॥ ১৮
তাদের উদ্দেশে মম এই নিবেদন।
শুনহ সকলে করি ধৈরয ধারণ॥ ১৯
কবি-কুল-চূড়ামণি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
সর্ব্ব-শাস্ত্র-পারদর্শী সিদ্ধ তপোধন॥ ২০
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যাঁর করতলগত।
বেদের বিভাগ কর্ত্তা পরব্রহ্ম-রত॥ ২১
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন প্রভু নারায়ণ।
ব্যাস রূপে অবতার করিয়া গ্রহণ॥ ২২
করিতে ভকতি জ্ঞান জীবে বিতরণ।
নানাবিধ গ্রন্থ রত্ন করিলা রচন॥ ২৩
বিশেষতঃ ভাগবত গ্রন্থ রত্ন সার।
যাহার শ্রবণে জীবকুলের নিস্তার॥ ২৪
রাস আদি লীলা যাহে করিলা বর্ণন।
সর্ব্ব লীলা সার লীলা করি বিচারণ॥ ২৫
ঊর্দ্ধরেতা মহাযোগী ব্যাসের নন্দন।
করিয়া সাদরে সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন॥ ২৬
ব্রহ্ম-দণ্ড-হত পরীক্ষিত নরবরে।
শুনাইলা গঙ্গাতীরে নিস্তারের তরে॥ ২৭
যতীন্দ্র শ্রীধর স্বামী জ্ঞানীর প্রধান।
বেদান্ত সিদ্ধান্ত দর্শী ভক্তি নিষ্ঠাবান॥ ২৮
করিলা সে ভাগবত টীকা প্রণয়ন।
বিবিধ শাস্ত্রের সার করি সঙ্কলন॥ ২৯
ভকত কুলের যাহা জীবন জীবন।
যোগিজন হৃদয়ের উজ্জ্বল রতন॥ ৩০
শ্রদ্ধা সহ করি যাহা শ্রবণ পঠন।
হইল সংসার পার কত শত জন॥ ৩১
আধুনিক বিদ্যা-অভিমানী মূঢ় নর।
কি সাহসে করে সেই গ্রন্থে অনাদর॥ ৩২

হরি-মায়া-বিমোহিত তাদের হৃদয়।
সাধুজন-কৃপা-পাত্র তাহার নিশ্চয় ॥ ৩৩
আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ সরোবর জলে।
রবি শশী প্রতিবিম্ব যথা নাহি ফলে ॥ ৩৪
বিষয়-পঙ্কিল তথা মানব অন্তরে।
হরি-লীলা-তত্ত্ব প্রতিবিম্ব নাহি পড়ে ॥ ৩৬
বুঝিবারে হরিলীলা যদি থাকে মন।
অকপটে হরিপদে লওহে শরণ ॥ ৩৬
বুঝিবারে চাহ যদি হরির প্রসঙ্গ।
ভক্তিভাবে কর তবে হরি-জন-সঙ্গ ॥ ৩৭
সঙ্গের প্রভাবে হবে হৃদয় বিমল।
স্ফুরিবে তখন তত্ত্ব লীলার সকল ॥ ৩৮
কৃতার্থ হইবে তবে করি আস্বাদন।
হইবে হৃদয়-গ্রন্থি সংশয় ছেদন ॥ ৩৯
নতুবা জনম ভরি কুতর্ক করিয়া।
নারিবে বুঝিতে রবে সংশয়ে মজিয়া ॥ ৪০
আর এক তত্ত্বকথা কহি বিবরিয়া।
সুস্থির করিয়া চিত দেখ বিচারিয়া ॥ ৪১
শৃঙ্গার অদ্ভুত হাস্য রৌদ্র ভয়ানক।
শান্ত দয়া বীর আর বীভৎস সংজ্ঞক ॥ ৪২
এসব সমষ্টি নাম ধরে এক রস।
সমাস ব্যাসের ভাবে বিশ্ব যার বশ ॥ ৪৩
এই সব রস সর্ব্বজীবে ব্যভিচারী।
কেবল শ্রীকৃষ্ণে তাহা স্থায়িত্ব সঞ্চারী ॥ ৪৪
চিদানন্দ কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্ব-রস-ময়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী নন্দের তনয় ॥ ৪৫
শৃঙ্গার রসের অন্য নাম রস আদি।
কহিলা সিদ্ধান্ত দর্শী মুনি বেদ-বাদী ॥ ৪৬
করিব সৃষ্টির তত্ত্ব বিচার এখন।
মনোযোগ দিয়া সবে করহ শ্রবণ ॥ ৪৭
প্রথমে অব্যক্ত পরে বুদ্ধি অহঙ্কার।
গগন সমীর তেজ জল ভূমি আর ॥ ৪৮
এক হ'তে অপরের হইল উৎপত্তি।
সূক্ষ্ম ভূত হ'তে স্থূল ভূতে পরিণতি ॥ ৪৯
প্রথমে প্রকৃতি সনে পুরুষ মিলন।
তাহারে অব্যক্ত তত্ত্ব কহে মুনিগণ ॥ ৫০

হইল শৃঙ্গার রসে এ যোগ ঘটন।
সৃষ্টির আদিতে বিশ্ব করিতে সৃজন ॥ ৫১
অতএব আদিরস শৃঙ্গারের নাম।
সর্ব্বরস-সার ইহা আনন্দের ধাম ॥ ৫২
আদি রস চরাচর সৃষ্টির নিদান।
রয়েছে তাহাতে সৃষ্ট বিশ্ব বর্ত্তমান ॥ ৫৩
ইহাতে নাহিক গন্ধ কামের কখন।
উজ্জ্বল মধুর আদি রস সনাতন ॥ ৫৪
হইল যাহাতে সৃষ্ট বিশ্ব চরাচর।
তাহারে নিকৃষ্ট বলে মূর্খ সেই নর ॥ ৫৫
আদি রস অন্য নাম হয় যে মধুর।
নিত্য বিদ্যমান যাহে আনন্দ প্রচুর ॥ ৫৬
রসিক মধুর রসে যোগীন্দ্র-শেখর।
আত্মারাম পূর্ণ কাম বিভু মহেশ্বর ॥ ৫৭
সতত শ্মশানবাসী দেব দিগম্বর।
মহাযোগ-রস-মগ্ন অর্দ্ধনারীশ্বর ॥ ৫৮
বিমলা চিন্ময়ী নিত্যা প্রকৃতির সনে।
নিত্যানন্দময় ব্রহ্ম রাজে যোগাসনে ॥ ৫৯
ত্রিভুবনপতি কৃষ্ণ রসিক নাগর।
সর্ব্বজীব-সেব্য পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর ॥ ৬০
কায় মনোবাক্যে করে স্বপতি সেবন।
পতিব্রতা সংজ্ঞা তারে দিল বুধজন ॥ ৬১
আছে বিশ্ব মাঝে যত জীব চরাচর।
সবার আরাধ্য কৃষ্ণ ঈশ্বর ঈশ্বর ॥ ৬২
কায় মনোবাক্যে যেবা আত্ম সমর্পণ।
করিয়াছে তাঁর পদে কৃতার্থ সে জন ॥ ৬৩
কৃষ্ণেরে পরম পতি জানি সারাৎসার।
আপনি প্রকৃতি ভাব করি অঙ্গীকার ॥ ৬৪
বিষয় সুখের আশা করি বিসর্জ্জন।
একমাত্র কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তির কারণ। ৬৫
যে করে অনন্য ভাবে তাঁহার ভজন।
হয় কি কখন সেহ পাপের ভাজন ॥ ৬৬
কৃষ্ণেরে পরম পতি জানি গোপীগণ।
করিলা তাঁহার পদে আত্ম সমর্পণ ॥ ৬৭
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া বর্জ্জন।
করিলা কেবল সার কৃষ্ণের চরণ ॥ ৬৮

নাহি ছিল আত্মসুখ তাঁদের বাসনা।
একমাত্র কৃষ্ণ প্রীতি মনের কামনা ॥ ৬৯
তাঁদের বিশুদ্ধ ভাব প্রীতি আত্মারাম।
সম্পূর্ণ করিলা কৃপা করি মনস্কাম ॥ ৭০
ভজিয়া জগৎপতি ব্রজের গোপিকা।
হইলা জগতে পূজ্যা সবার অধিকা ॥ ৭১
এ লীলায় নাহি কাম-আমিষ-দুর্গন্ধ।
অথবা বিষয়-দুষ্ট ভোগের সম্বন্ধ ॥ ৭২
অতএব কহিতেছি বিনয় করিয়া।
বুঝহ লীলার তত্ত্ব যতন করিয়া ॥ ৭৩

অথ শ্রীরাসলীলা।

ব্রহ্মা আদি দেবগণে করি পরাজয়।
হয়েছিল কামমনে গর্ব্ব অতিশয় ॥ ১
সে গর্ব্ব করিতে খর্ব্ব শ্রীনন্দনন্দন।
করিলা বিমল রাসলীলা আচরণ ॥ ২
জয় জয় জয় কৃষ্ণ রসিক শেখর।
জয় জয় জয় রসময় রাসেশ্বর ॥ ৩
জয় জয় জয় দেব মদনমোহন।
জয় জয় জয় দিব্য মুরলী-বদন ॥ ৪
জয় ব্রজবধূ-মুখ পদ্ম মধুকর।
শ্রীরাস-মণ্ডল মধ্যগত নটবর ॥ ৫
জয় জয় বৃকভানু-কুমারী রাধিকা।
ভব-পথ-শ্রান্ত-জল সর্ব্বার্থসাধিকা ॥ ৬
জয় মহারাসেশ্বরী রাস বিলাসিনী।
প্রেম-রসময়ী কৃষ্ণ-হৃদয়-বাসিনী ॥ ৭
অপ্রাকৃতা গুণাতীতা চৈতন্য-রূপিণী।
নিত্যানন্দময়ী নিত্য আনন্দদায়িনী ॥ ৮
জয় জয় যমানুজা-তীর-বিহারিণী।
রমণীয় বৃন্দাবন নিকুঞ্জ বাসিনী ॥ ৯
জিনি কোটি রতি ছবি অপূর্ব্ব সুন্দরী।
জয় জয় মহারাস রস পুষ্টিকরী ॥ ১০
জয় জয় অগণিতা গোপিকা-সেবিতা।
জয় ত্রিভুবনবন্দ্যা দেবতা বন্দিতা ॥ ১১
জয় জয় জয় ব্রজবাসিনী অঙ্গনা।
অপ্রাকৃতা কৃষ্ণপ্রিয়া অসংখ্য ললনা ॥ ১২
জয় জয় গুণাতীতা মহা-রাস-লীলা।
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য যাহে প্রভু প্রকাশিলা ॥ ১৩
শ্রীরাস-মণ্ডল জয় সর্ব্ব সুখাকর।
বিহরে যাহাতে সর্ব্ববেদ অগোচর ॥ ১৪
জয় জয় রমণীয় দিব্য বৃন্দাবন।
যাহাতে বিহরে পদ্ম-পলাশলোচন ॥ ১৫
জয় ত্রিভুবন মধ্য ধন্য ব্রজধাম।
নিত্য রাজমান যথা প্রভু পূর্ণকাম ॥ ১৬
জয় যোগমায়া যোগ সিদ্ধি প্রদায়িনী।
মহা যোগেশ্বরী যোগী হৃদয়বাসিনী ॥ ১৭
জয় জয় ব্রজলীলা সাহায্য-কারিণী।
বিভুর বিমলা শক্তি অসাধ্য-সাধিনী ॥ ১৮
জয় জয় যমানুজা কলিন্দ-নন্দিনী।
বিমল সলিলা কলি-কলুষ-নাশিনী ॥ ১৯
জয় জয় শ্রীনিকুঞ্জ নিভৃত কানন।
জয় জয় সুখময় গিরি গোবর্দ্ধন ॥ ২০
শারদ পূর্ণিমা জয় বিমল গগনা।
সমুদিতা নিরমল উড়ুপ কিরণা ॥ ২১
সে নিশার সমাগমে শ্রীনন্দ-নন্দন।
গোপ-বধূ প্রতি বর করিলা স্মরণ ॥ ২২
পূর্ব্বে কাত্যায়নী-ব্রত করি উদ্‌যাপন।
করিয়াছে সিদ্ধিলাভ গোপ-কন্যাগণ ॥ ২৩
হরিনু যে দিন আমি তাদের বসন।
এ বর দিয়াছি বাঞ্ছা করিব পূরণ ॥ ২৪
অবশ্য রাখিব আমি নিজ-অঙ্গীকার।
ভক্ত অভিলাষ পূর্ণ কর্ত্তব্য আমার ॥ ২৫
যে উদ্দেশ্যে করে জীব আমার ভজন।
সে উদ্দেশ্য আমি তার করি সম্পূরণ ॥ ২৬
এ নিশারে ব্রাহ্মী নিশা সমান করিব।
জ্যোতিষ-চক্রের গতি স্থগিত রাখিব ॥ ২৭
গোপিকার মনো-সাধ আমি মিটাইব।
কমলা-দুর্ল্লভ সুখ তাহাদেরে দিব ॥ ২৮
এত ভাবি ভগবান শ্রীনন্দ-কুমার।
অন্তরঙ্গা যোগমায়া করিলা বিস্তার ॥ ২৯
হেন কালে পূর্ণ শশী হইল উদিত।
করি নিজ করে পূর্ব্ব দিক অরুণিত ॥ ৩০

আসি নিজ গৃহে পতি যথা চিরোষিত।
করে নিজ প্রিয়া মুখ কুঙ্কুম-রঞ্জিত ॥ ৩১
পূর্ণ শশধর কর বিহরি বিমল।
রবিকরতপ্ত প্রাণী করিল শীতল॥ ৩২
কুসুমিত নানা ফুলে হইল কানন।
বহিয়া সুগন্ধ মন্দ বহে সমীরণ॥ ৩৩
ফুল্ল ফুলে অলিকুল করিছে গুঞ্জন।
করে কলরব কল-কণ্ঠ অগণন ॥ ৩৪
স্বভাবতঃ রমণীয় বৃন্দাদেবী-বন।
করিল অপূর্ব্ব শোভা আজি যে ধারণ ॥ ৩৫
ত্রিভুবন মাঝে যার নাহিক তুলনা।
নাহি পারে কবিকুল করিতে কল্পনা ॥ ৩৬
গগন-মণ্ডল হেরি অখণ্ড মণ্ডল।
প্রিয়কর-বিকসিত কুমুদ সকল ॥ ৩৭
কমলার মুখ আভ পূর্ণ শশধর।
নবীন কুঙ্কুম সম অরুণিত কর॥ ৩৮
করেছে রঞ্জিত বন কোমল কিরণ।
সকল সমৃদ্ধি শোভা পূর্ণ নিকেতন॥ ৩৯
বিহার উচিত কাল করিলা বিচার।
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু বিভু সারাৎসার॥ ৪০
ধরি অপরূপ রূপ মদনমোহন।
করিলা নিভৃত কুঞ্জবনে পদার্পণ ॥ ৪১
প্রফুল্ল কদম্ব-তরু করি বিলোকন।
দাঁড়াইলা তার তলে মুরলীবদন ॥ ৪২
ব্রজবালা-কুল-পূত মনোমুগ্ধকর।
করিলা বংশীর রব মধুর সুস্বর॥ ৪৩
পূরিল সে বেণুরবে সমগ্র ভুবন।
সপ্তস্বর্গ ভেদি গেল ব্রহ্মার ভবন॥ ৪৪
স্থানে স্থানে বন মাঝে ছিল ব্রজাবাস।
যূথে যূথে ব্রজরামা করিত নিবাস॥ ৪৫
সুদূর প্রান্তর স্থিত ব্রজাঙ্গনাগণ।
এককালে বেণুরব করিলা শ্রবণ॥ ৪৬
একবারে সব গোপ ললনার মন।
করিলা অদ্ভুত রব বলে আকর্ষণ॥ ৪৭
শ্রবণ করিবামাত্র বংশীর সুস্বর।
হইলা অস্থিরচিত গোপিকা-নিকর॥ ৪৮

শ্রীকৃষ্ণ গৃহীত চিত ছিলা গোপীগণ।
তদুপরি শুনি রব অনঙ্গ-বর্দ্ধন॥ ৪৯
করিবারে কৃষ্ণ সনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
করিয়া সাপত্নী ভাব সবে পরিহার॥ ৫০
নাহি করি কেহ কারে উদ্যম জ্ঞাপন।
তথা বনমাঝে কান্ত করিলা গমন॥ ৫১
বংশীরব গোপীসব শুনিলা যখন।
আছিলা যে কার্য্যে লিপ্ত করিলা বর্জ্জন॥ ৫২
করিবারে আরম্ভিত কার্য্য সমাপন।
নারিলা করিতে কেহ ধৈরয ধারণ॥ ৫৩
আছিলা করিতে কেহ গোধন দোহন।
কেহবা করিতে ছিলা দুগ্ধ আবর্ত্তন॥ ৫৪
কেহবা করিতেছিলা গোধূম রন্ধন।
কেহবা আছিলা দিতে অন্নাদি বাঞ্জন॥ ৫৫
কেহবা করিতেছিলা আপনি ভোজন।
কেহবা অঙ্গের রাগ অঙ্গে বিলেপন॥ ৫৬
কেহবা পরিতেছিলা লোচনে অঞ্জন।
কেহবা পারিতেছিলা বসনভূষণ॥ ৫৭
যেই অবস্থাতে ছিল কার্য্য আরম্ভিত।
সেই অবস্থাতে তারে রাখিয়া স্থগিত॥ ৫৮
অনুরাগ ভরে গোপী ধাইতে লাগিলা।
পথে কেহ কার প্রতি দৃষ্টি না করিলা॥ ৫৯
কাহার ভূষণ পথে পড়িছে খসিয়া।
কাহার বা উত্তরীয় যাইছে উড়িয়া॥ ৬০
হয়েছে কাহার কেশ পাশ বিগলিত।
কবরী-কুসুম-দাম কাহার স্খলিত॥ ৬১
বিপর্য্যয় কাহার বা বস্ত্র আভরণে।
খসিতেছে কাহার বা নীবির বন্ধনে॥ ৬২
কুলবতী কুল ছাড়ি করিছে গমন।
হেরিয়া তাদের তবে আত্মীয় স্বজন॥ ৬৩
করিতে লাগিলা আসি ভৎর্সন তাড়ন।
করিবারে তাহাদের গতি নিবারণ॥ ৬৪
একান্ত যাদের চিত কৃষ্ণ-পদ-গত।
সঙ্কল্প তাদের কভু না হয় বিহত॥ ৬৫
যদিও স্বজন পতি ভ্রাতৃ-বন্ধুগণ।
করিল বিবিধ বাধা বিঘ্ন উৎপাদন॥ ৬৬

তথাপি যুবতীবৃন্দ অব্যাহত গতি।
নাহি আসে কেহ ফিরি আপন বসতি ॥ ৬৭
অভিসরে দ্রুতবেগে যথা প্রাণ পতি।
জল-নিধি প্রতি যথা নদী বেগবতী॥ ৬৮
করেছিল তাহাদের চিত্ত বিকর্ষণ।
সূত্রধর রসরাজ কমল লোচন ॥ ৬৯
কেমনে ফিরিবে তারা আপন ভবন।
করিছে পুত্তলি ইব কানন গমন ॥ ৭০
আছিলা আবদ্ধা গৃহে যে সব যুবতী।
তাঁহাদের পতি ভ্রাতা না দিল নিষ্কৃতি ॥ ৭১
পূর্ব্বাবধি ছিলা তাঁরা চিন্তাপরায়ণা।
এবে অতি ধ্যান মগ্না মীলিত লোচনা ॥ ৭২
দুঃসহ বিরহ জন্য তীব্র হুতাশন।
করিল তাঁদের সব অশুভে দহন ॥ ৭৩
হইল প্রচ্ছিন্ন মূল সমগ্র বন্ধন।
পুণ্য পাপ দুই ক্ষয় পাইল তখন ॥ ৭৪
হৃদি মাঝে শ্রীগোবিন্দে পাইল দর্শন।
নিবাইলা তাপ করি দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৭৫
ঝটিতি ভৌতিক দেহ করিয়া বর্জ্জন।
লভিলা চিন্ময় দেহে শ্রীনন্দ নন্দন ॥ ৭৬
পরপ্রেমাস্পদ কান্ত নটশিরোমণি।
বলিয়া জানিত কৃষ্ণে সে সব রমণী ॥ ৭৭
পূর্ণ ব্রহ্ম বলি নাহি করিলা ভকতি।
তথাপি পাইলা যোগি-দুর্ল্লভ মুকতি ॥ ৭৮
ইহাতে সংশয় কেহ না কর অন্তরে।
কভু বস্তু বুদ্ধি প্রতি অপেক্ষা না করে ॥ ৭৯
সদ্যোজাত বালকের নাহি ইহা জ্ঞান।
অনলে দাহিকা শক্তি আছে বিদ্যমান ॥ ৮০
স্বশক্তিতে অগ্নি তারে করিবে দহন।
জ্ঞানহীন ব'লে নাহি ক্ষমে কদাচন ॥ ৮১
অঘবক আদি করি অসংখ্য দানব।
প্রভুরে জানিত বলি কেবল মানব ॥ ৮২
অন্তকালে করি তারা সে কৃষ্ণে দর্শন।
পাইল সে গতি যাহা বাঞ্ছে যোগিজন ॥ ৮৩
পরমাত্মা ভগবান ব্রহ্ম সনাতন।
পূর্ণ পূর্ণতম কৃষ্ণ চিদানন্দ ঘন ॥ ৮৪

যে ভাবে তাঁহারে চিন্তা করিবে যেজন।
সে ভাবে তাহার বাঞ্ছা করিবে পূরণ ॥ ৮৫
সতত বিদ্বেষ ভাবে ভাবিয়া শ্রীহরি।
হইলা মুক্তির ভাগী কত সুর অরি ॥ ৮৬
প্রেমভরে করে যারা কৃষ্ণে আত্মদান।
নিয়ত একান্ত ভাবে করে তাঁর ধ্যান ॥ ৮৭
কেননা হইবে তারা মুক্তি অধিকারী।
কিবা অসম্ভব ইথে দেখহ বিচারি ॥ ৮৮
অনাবৃত পরব্রহ্ম কৃষ্ণ হৃষীকেশ।
নাহি কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি বিদ্বেষ ॥ ৮৯
নাহি আত্মবোধাপেক্ষা তাঁহারে পাইতে।
ভাব-বিপর্য্যয় মাত্র ভাবনা আদিতে ॥ ৯০
সম্বন্ধ সনেহ ভক্তি ক্রোধ ভয় কাম।
কোন এক যদি কৃষ্ণে রহে অবিরাম ॥ ৯১
তন্ময়ত্ব তাঁহে প্রাপ্তি হয় সুনিশ্চয়।
কভুনা করিবে কেহ ইহাতে সংশয় ॥ ৯২
কি আশ্চর্য্য ইথে মুক্তি পাইয়াছে চর।
হইল মুক্তির ভাগী অসংখ্য স্থাবর ॥ ৯৩
ইহার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে আছে অগণন।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে ত্যজিনু বর্ণন ॥ ৯৪
দ্রুতগতি ব্রজদেবী নাহি বাহ্যজ্ঞান।
উত্তরিলা বনমাঝে যথা ভগবান ॥ ৯৫
প্রাণেশ-সম্মুখে সারি সারি দাঁড়াইলা।
নাহি বাক্য কান্ত মুখ হেরিতে লাগিলা ॥ ৯৬
তাঁদের সমীপে হেরি বাগ্মীর প্রধান।
বচন বিন্যাস করে অমৃত সমান ॥ ৯৭
শুন শুন ভাগ্যবতী ব্রজরামাগণ।
করেছত বনমাঝে সুখে আগমন ॥ ৯৮
সসম্ভ্রম অভিসার করি দরশন।
অমঙ্গল ভয়ে মম আশঙ্কিত মন ॥ ৯৯
বল বল শীঘ্র বল ব্রজের কুশল।
ঘটিল কি ব্রজবাসিজন অমঙ্গল ॥ ১০০
সেহেতু কি তারা নাহি আসিতে পারিল।
অসময়ে বনমাঝে নারী পাঠাইল ॥ ১০১
কর আগমন হেতু সত্বর কীর্ত্তন।
তথ্য কহি মম ভীতি কর নিবারণ ॥ ১০২

শুনি বাণী ব্রজগোপী লজ্জায় হাসিলা।
তাহা হেরি বনমালী কহিতে লাগিলা ॥ ১০৩
একে ভয়ঙ্করী নিশি তাহাতে কানন।
ঘোররূপ পশুকুল করে বিচরণ ॥ ১০৪
ক্ষীণোদরি ব্রজদেবি করহ শ্রবণ।
ত্বরা করি ব্রজপুরী করহ গমন ॥ ১০৫
অনুচিত রমণীর হেথা অবস্থান।
বিপদ-সঙ্কুল বন ভীতির নিদান ॥ ১০৬
নাহি দেখি গৃহে পতি গুরু বন্ধুজন।
চারি দিকে তোমাদের করে অন্বেষণ ॥ ১০৭
নাহি কর তাহাদের আধি বিবর্দ্ধন।
সুস্থ কর বন্ধু মন যাইয়া ভবন ॥ ১০৮
নাহি কিহে শঙ্কা মনে গুরুজন তরে।
কভু নাহি কুলনারী হেন কার্য্য করে ॥ ১০৯
আইলে কি দেখিবারে বন কুসুমিত।
রমণীয় সুধাকর-কর-বিরঞ্জিত ॥ ১১০
নব নব কিশলয়-দল পল্লবিত।
মন্দ মন্দ সুশীতল পবন কম্পিত ॥ ১১১
থাক আসি ইহা যদি করিতে দর্শন।
হইলত তোমাদের সে বাঞ্ছা পূরণ ॥ ১১২
অতএব এবে ব্রজ করহ গমন।
বিলম্বের হেথা আর নাহি প্রয়োজন ॥ ১১৩
আর এক কথা মম শুন সতীগণ।
গিয়া গৃহে কর সবে স্বপতি সেবন ॥ ১১৪
কুলোচিত কার্য্য সব কর সম্পাদন।
যথাকালে গাভীগণে করিবে দোহন ॥ ১১৫
নিরাশা-ব্যঞ্জক এই নিঠুর বচন।
উচ্চারিলা যবে কৃষ্ণ কমল লোচন ॥ ১১৬
কুপিতা প্রণয়-কোপে গোপিকা হইল।
সে ভাব তাঁদের নেত্রে প্রকাশ পাইল ॥ ১১৭
বচন চাতুর্য্য পটু প্রভু নিরখিয়া।
পুনরপি কহে বাণী ঈষৎ হাসিয়া ॥ ১১৮
আছে যত প্রাণী এই ভুবন ভিতর।
করে অতি প্রীতি সবে আমার উপর ॥ ১১৯
সবার কর্ত্তব্য বটে আমার দর্শন।
করিতে আইলে বুঝি তাহা সাধ্বীগণ ॥ ১২০
নারীর কর্ত্তব্য এবে করিব বর্ণন।
মনোযোগ দিয়া সবে করহ শ্রবণ ॥ ১২১
অকপটে পতিব্রতা পতির সেবন।
স্ববন্ধু পতির আজ্ঞা করিবে পালন ॥ ১২২
সুতসুতাগণ প্রতি করিবে যতন।
কখন না পতিদেবে করিবে হেলন ॥ ১২৩
দুঃশীল দুর্ভগ রুগ্ন অথবা প্রাচীন।
মূর্খ জড় অন্ধ মূক কিংবা ধনহীন ॥ ১২৪
যে কোন দোষেতে পতি হউক দূষিত।
মহাপাপ জন্য যদি না হয় পতিত ॥ ১২৫
নারিবে করিতে তারে রমণী বর্জ্জন।
পতিব্রতা ধর্ম্ম এই শাস্ত্রের লিখন ॥ ১২৬
স্বপতি বরজি যেবা ভজে উপপতি।
অকীর্ত্তি ভাগিনী সেই লভয়ে দুর্গতি ॥ ১২৭
মম লীলা গুণ যেবা করয়ে শ্রবণ।
নয়নে মূরতি মম করে দরশন ॥ ১২৮
করে ধ্যান মমরূপ ভুবন মোহন।
লীলা গুণ নাম মম করয়ে কীর্ত্তন ॥ ১২৯
মনে তার যথা ভাব সহজে উদয়।
থাকিলে নিকটে মম তাহা নাহি হয় ॥ ১৩০
অতএব গৃহে গিয়া হে গোপ-ললনা।
অবিরত কর সবে আমার ভাবনা ॥ ১৩১
হইল সঙ্কল্প ভগ্নে খিন্ন গোপীমন।
শুনি প্রিয়তম মুখে অপ্রিয় বচন ॥ ১৩২
দুর্নিবার চিন্তা আসি হৃদয়ে জুটিল।
বিষাদ জলদ আশা রবি আবরিল ॥ ১৩৩
নিশ্বাস পবনে শুষ্ক হ'ল বিম্বাধর।
উপজিল ক্ষোভে দুঃখ শোক গুরুতর ॥ ১৩৪
অবনত করি সবে মলিন বদন।
করিতে লাগিলা ভূমি চরণে লেখন ॥ ১৩৫
ধৌত করি অশ্রুজল নয়ন অঞ্জন।
বক্ষে বহি হরে কুচ কুঙ্কুম লেপন ॥ ১৩৬
হেন দশা প্রাপ্ত গোপীজন কতক্ষণ।
রহিলা সকলে মৌন করিয়া ধারণ ॥ ১৩৭
একান্ত আকৃষ্ট কৃষ্ণে ছিল গোপীমন।
যাঁর তরে সব আশা করিলা বর্জ্জন ॥ ১৩৮

তাঁরে ছাড়ি ব্রজপুরী যাইতে নারিলা।
বন মাঝে কান্ত-আগে কান্দিতে লাগিলা॥ ১৩৯
কিয়ৎক্ষণ পরে করি নয়ন মার্জ্জন।
অতীব কাতর ভাব করি সম্বরণ॥ ১৪০
ঈষৎ প্রণয় কোপ করিয়া ধারণ।
কহে প্রিয়তমে বাক্য করি সম্বোধন॥ ১৪১
শুন শুন প্রাণকান্ত শ্রীনন্দনন্দন।
তুমিহে গোপিকা-প্রাণ গোপিকা-জীবন॥ ১৪২
তব তরে সব আশা করেছি বর্জ্জন।
করিয়াছি সার তব কোমল চরণ॥ ১৪৩
না শুনিনু পতি পিতা বন্ধু নিবারণ।
তব পাশে বন মাঝে কৈনু আগমন॥ ১৪৪
উচিত কি কহা হেন নিঠুর বচন।
তাহাদের প্রতি যারা অনন্য শরণ॥ ১৪৫
অনাদি পুরুষ যথা দেব নারায়ণ।
মুমুক্ষুর প্রতি করে স্বধাম অর্পণ॥ ১৪৬
তুমি হে স্বতন্ত্র তথা পুরুষ প্রধান।
করহ মোদের পাদপদ্ম সেবাদান॥ ১৪৭
তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম বেত্তা ধর্ম্মের নিদান।
পতিব্রতা ধর্ম্ম প্রভো করিলে বাখান॥ ১৪৮
পতিব্রতা পতিপদ করিবে সেবন।
তথা পতি বন্ধু গুরু আত্মীয় স্বজন॥ ১৪৯
ইহা সত্য নারীধর্ম্ম নাহিক সংশয়।
ইহ পরকাল নাশ ঘটিলে ব্যত্যয়॥ ১৫০
গার্গী পৌর্ণমাসী মুখে ভুবনমোহন।
কিছু কিছু তব তত্ত্ব করেছি শ্রবণ॥ ১৫১
তব উপদেশ মোরা কমল-লোচন।
করিয়াছি বহুক্ষণ হৃদয়ে ধারণ॥ ১৫২
আমাদের পতি পিতা বন্ধু গুরুজন।
তথা চরাচর বিশ্বে যত প্রাণিগণ॥ ১৫৩
তুমি বন্ধু তুমি আত্মা প্রিয় সবাকার।
তব সম প্রিয়তম কেহ নাহি আর॥ ১৫৪
মোদের কর্ত্তব্য অতএব বন্ধু প্রতি।
রহুক চরণে তব করি এ মিনতি॥ ১৫৫
সুশাস্ত্র নিপুণ যত সুজন সংহতি।
নিত্য প্রিয় পরমাত্ম পদে করে রতি॥ ১৫৬
প্রাকৃত বান্ধব পতি আত্মীয় জনক।
তাহারা সংসার ঘোরে, পীড়াপ্রদায়ক॥ ১৫৭
না হয় তাহারা পরমার্থে প্রয়োজন।
এহেতু বরদ কর কৃপা বিতরণ॥ ১৫৭
করেছি যে আশালতা হৃদয়ে পোষণ।
নাহি কর ঈশ তারে সমূলে ছেদন॥ ১৫৮
ছিল গৃহকার্য্য-রত আমাদের মন
সবলে তাহারে তুমি করেছ হরণ॥ ১৫৯
ছিল করদ্বয় গৃহ-করমে ব্যাপৃত।
তাহাও হয়েছে প্রভো এবে অপহৃত॥ ১৬০
তব পাদমূল হতে মোদের এ পদ।
নিতান্ত যাইতে নাহি চাহে একপদ॥ ১৬১
ভবনে কেমনে বল আমরা যাইব।
যাইয়া বা কোন্ কার্য্য সাধন করিব॥ ১৬২
তোমার মধুর গীত হাস্য বিলোকন।
করেছে হৃদয়ে কাম-অগ্নি সন্দীপন॥ ১৬৩
অধরের সুধারস করিয়া সেচন।
কৃপা করি সে অনলে কর নির্ব্বাপণ॥ ১৬৪
যদি তারে শীঘ্র নাহি নির্ব্বাণ করিবে।
প্রবল বিরহ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে॥ ১৬৫
উভয় অনলে হবে শরীর দহন।
করিতে করিতে ধ্যান ত্যজিব জীবন॥ ১৬৬
দেহ অবসানে মোরা যোগীর মতন।
লভিব নিশ্চয় তব রাতুল চরণ॥ ১৬৭
আর কহি শুন পদ্ম-পলাশ-লোচন।
তব অতি প্রিয় বনবাসী তপোধন॥ ১৬৮
এহেতু নির্জ্জন বনে করি আগমন।
যে দিন করিনু পাদপদ্ম পরশন॥ ১৬৯
করিনু অপূর্ব্ব সুখ সে দিন লভন।
বিরাগ সংসার সুখে জন্মিল তখন॥ ১৭০
অধিক কি বলিব হে সখে কলানিধি।
না পারি সহিতে মোরা অঙ্গের সন্নিধি॥ ১৭১
ভজিতে পরম পতি এসেছি কানন।
স্বপতি লইয়া কিবা আছে প্রয়োজন॥ ১৭২
করুণা কটাক্ষ যাঁর পাইবার তরে।
ব্রহ্মা আদি দেব-বৃন্দ তপশ্চর্য্যা করে॥ ১৭৩

লভি তব বক্ষে বাস যে পদ্ম-আননা।
নিত্য ভাবে আপনারে অপূর্ণ-কামনা ॥ ১৭৫
তব পদ-রেণু কণা পাইবার তরে।
সপত্নী তুলসী সনে সদা বাঞ্ছা করে ॥ ১৭৬
যে রেণু ভকতকুল-সেব্য মহাধন।
মোদের কমলা হব সে রেণু শরণ ॥ ১৭৭
সংসার সকল আশা করি বিসর্জ্জন।
আসে তব পাদমূলে যথা যোগিজন ॥ ১৭৮
করিয়াছি হেথা মোরা তথা আগমন।
হও হে প্রসন্ন দেব ক্লেশরি নাশন ॥ ১৭৯
সেবিব চরণ তব এই অভিলাষ।
কৃপা করি দেহ দাস্য দেব শ্রীনিবাস ॥ ১৮০
কেন যে হয়েছি মোরা দাস্য ভিখারিণী।
শুন হে পুরুষ রত্ন কারণ বাখানি ॥ ১৮১
সুনীল কুন্তলে তব আবৃত বদন।
ত্রিভুবন মনোহর নয়ন-রঞ্জন ॥ ১৮২
মণি নিরমিত দিব্য মকর-কুণ্ডল।
করিয়াছে সুশোভিত দুই গণ্ড স্থল ॥ ১৮৩
অধর হইতে সুধা হতেছে ক্ষরিত।
নয়ন কমল হাস্য ছটা বিকসিত ॥ ১৮৪
ভোগি-ভোগ-নিন্দ কর যুগ অভয়দ।
বক্ষদেশ কমলার নিবাস সুখদ ॥ ১৮৫
এ সব সৌন্দর্য্যরাশি করি বিলোকন।
দাস্য ভিন্ন কিছু আর নাহি চাহে মন ॥ ১৮৬
দীরঘ মূর্চ্ছিত কল পদ বেণুস্বর।
প্রবেশ করিলে কর্ণ কুহর ভিতর ॥ ১৮৭
ত্রিভুবনে আছে বল হেন নারী কেবা।
বিমোহিতা বিচলিতা নাহি হয় যেবা ॥ ১৮৮
কি কব রমণী কথা আছে যত নর।
তারাও স্বধর্ম্ম ছাড়ে বিমুগ্ধ-অন্তর ॥ ১৮৯
অথবা নরের কথা কহি কার্য্য নাই।
যে দশা পশুর ঘটে কহিতেছি তাই ॥ ১৯০
গোধন হরিণ আদি পশু সমুদয়।
ময়ূর কোকিল আদি বিহগ নিচয় ॥ ১৯১
তাঁরাও মধুর রব করিয়া শ্রবণ।
পুলকিত-কলেবর সজল-লোচন ॥ ১৯২
করিনু জঙ্গম কথা তোমার গোচর।
এবে শুন প্রাপ্ত হয় যে দশা অচর ॥ ১৯৩
সতৃণ পাদপ যত আছে বৃন্দাবনে।
সবার পুলক হয় তব বেণুস্বনে ॥ ১৯৪
যে বিশ্বাস আমাদের হয়েছে এখন।
অসঙ্কোচে তব পাশে করিব বর্ণন ॥ ১৯৫
অনাদি পুরুষ যথা দেব নারায়ণ।
অবতরে সুরলোক রক্ষার কারণ ॥ ১৯৬
তথা ব্রজবাসী জন অরাতি হরণ।
করিবারে জনমিলে বিপদ ভঞ্জন ॥ ১৯৭
অতএব নিবেদন শুন আর্ত্তিহর।
এ কৃপা মোদের প্রতি বিতর সত্বর ॥ ১৯৮
আমাদের তপ্তশির কুচের উপর।
ধর সুশীতল কর শ্যামল সুন্দর ॥ ১৯৯
আমরা কিঙ্করী কর বাসনা পূরণ।
মোদের অসাধ্য এবে ভবন গমন ॥ ২০০
মার কিংবা রাখ যাহা ইচ্ছা প্রাণপতি।
এক মাত্র তুমি নাথ আমাদের গতি ॥ ২০১
মোদের এ দেহ প্রাণে নাহি অধিকার।
সঁপিয়াছি তব করে সকলি তোমার ॥ ২০২
এত কহি সব গোপী রহে দাঁড়াইয়া।
দয়িত বদনে স্নিগ্ধ দৃষ্টি সঞ্চারিয়া ॥ ২০৩

ত্রিপদী।

গোপিকা বিলাপ-বাণী, শুনি দেব চক্রপাণি,
বিতরিলা কৃপা বিলোকন।
হাসি সুমধুর হাসি, বিপদ তিমির নাশি,
সুধামাখা কহিলা বচন ॥ ২০৪
করি যত্ন প্রাণপণে, কাত্যায়নী আরাধনে,
লভিয়াছ যে দুর্ল্লভ বর।
পূর্ণ করিবারে তারে, আজি আমি এ কান্তারে,
করিয়াছি গীত মনোহর ॥ ২০৫
গীতে করি আকর্ষণ, তোমাদের পূত মন,
এনেছি সবারে বৃন্দাবন।

সব বাঞ্ছা পুরাইব, কোন ক্ষোভ না রাখিব,
শুন শুন মম প্রিয়াগণ ॥ ২০৬
এত কহি আরম্ভিলা, রসময়ী রাসলীলা,
সর্ব্ব যোগেশ্বর মহেশ্বর।
সর্ব্ব অন্তরাত্মারাম, সদা পরিপূর্ণকাম,
ভক্তবাঞ্ছা সুরতরু বর ॥ ২০৭
প্রিয় সমাগম সুখ, নাশিল গোপিকাদুখ,
সুপ্রসন্ন বদন হইল।
হইল প্রফুল্ল মন, মুক্ত শোক-আবরণ
প্রত্যাখ্যান ভয় পলাইল ॥ ২০৮
সাজিয়া মোহন সাজে, সে গোপী সমাজে রাজে,
নন্দ-সুত রসিক শেখর।
বিমল গগনে যেন, বিছরি কিরণ হেন,
উড়ুগণবৃত শশধর ॥ ২০৯
কুন্দ নিন্দি দন্ত পাঁতি, বিকাশে বিমল কাঁতি,
হাসির দীধীতি বিম্বাধরে।
আহা কি অপূর্ব্ব শোভা, মদনের মনোলোভা,
সে কৃতার্থ যেবা চিন্তা করে ॥ ২১০
যূথ যূথ শত শত, বনিতার মধ্যগত,
কভু গান করে যূথপতি।
কভু বা গোপিকা কুল, কৃষ্ণ প্রেম সমাকুল,
গান করে প্রভুর কীরতি ২১১
গিয়া প্রিয়াগণ সঙ্গে, যমুনা পুলিনে রঙ্গে,
কুমুদ সৌরভ আমোদিত।
শীতল সিকতা চিত, মন্দ বায়ু নিষেবিত,
বিবিধ বিহগ নিনাদিত ॥ ২১২
বৈজয়ন্তী মালা ধরি, বিপিন শোভিত করি,
করিতে লাগিলা বিচরণ।
নানা হাস্য পরিহাস, মনোহর ভ্রূবিলাস,
কলা নিধি গোপিকা-রঞ্জন ॥ ২১৩
নানা রস আলাপনে, মদন গোপিকা-মনে,
ক্ষর বেগে করি উদ্দীপিত।
করিলা বিবিধ ক্রীড়া, ঘুচাইল মনঃপীড়া,
আত্মারাম ভক্তকুল হিত ॥ ২১৪
ষড়ৈশ্বর্য্য সমন্বিত, নিত্য অনাসক্ত-চিত,
পূর্ণ পূর্ণতম ভগবান।
যাঁহারে করিতে বাধ্য, কেহ নাহি ধরে সাধ্য,
জ্ঞান-কর্ম্ম বিরতি-বিজ্ঞান ॥ ২১৫
তাঁহারে পাইয়া পতি, গোপ-সতী কুলবতী,
চিন্তা করে নিজ নিজ মনে।
কোন কালে কোন নারী, নহিল কৃষ্ণের প্যারী,
মোদের সমান ত্রিভুবনে ॥ ২১৬
ধন্য মোরা ভাগ্যবতী, লভি নন্দসুত পতি,
কমলার অভীপ্সিত বর।
বিশ্বমাঝে মোরা ধন্যা, সব নারী মান্যা-গণ্যা,
পাইলাম সে পতি সুন্দর ॥ ২১৭
তাঁদের সে অভিমান, অন্তর্য্যামী ভগবান,
অবিলম্বে করিলা দর্শন।
সর্ব্বদর্পহর হরি, বিনাশিতে গর্ব্ব করী,
অদৃশ্য হইলা সেইক্ষণ ॥ ২১৮

গোপী-বিলাপ ও শ্রীভগবদন্বেষণ।

একেত রজনী তাহে গহন কানন।
ঘোর পশুকুল তথা করে বিচরণ ॥ ১
নিকটে নাহিক যার কোন লোকালয়।
পশিতে পুরুষ যথা মনে পায় ভয় ॥ ২
নিরাশ্রয় প্রিয়াগণে তথায় রাখিয়া।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর গেলা কোথায় চলিয়া ॥ ৩
হইলা সহসা কেন প্রভু অদর্শন।
নারিলা গোপিকা তার বুঝিতে কারণ ॥ ৪
নাহেরি যূথপে যথা তাপিতা করিণী।
হইলা তেমতি গোপী কৃষ্ণ-বিলাসিনী ॥ ৫
করিতে লাগিলা প্রাণপতির সন্ধান।
সে ঘোর কাননে যত সুনিভৃত স্থান ॥ ৬
কমলাপতির স্নিগ্ধ হাস্য বিলোকন।
বিলাস বিভ্রম গতি মধুর বচন ॥ ৭
অপূর্ব্ব বিহার মনোরম আচরণ।
হরেছিল যত ব্রজ যুবতীর মন ॥ ৮
সে হেতু ভজিলা তাঁরা প্রভুর চরণ।
করিয়া একান্ত তাঁরে আত্ম সমর্পণ ॥ ৯
তার ফলে প্রভু চেষ্টা করিতে গ্রহণ।
হইলা সমর্থা আজি ব্রজাঙ্গনাগণ ॥ ১০

অপিচ কৃষ্ণের দৃষ্টি সম্ভাষণ গতি।
ইত্যাদি আবিষ্ট ছিল তাঁদের মূরতি ॥ ১১
গোপী দেহ মন আত্মা তন্ময় আছিল।
কৃষ্ণ অভিমান এবে সবার হইল ॥ ১২
গাইতে গাইতে লীলা গীত উচ্চৈঃস্বরে।
খুঁজিতে লাগিলা কৃষ্ণে বন-বনান্তরে ॥ ১৩
জানি তাঁরে নভ ইব সর্ব্বভূতাবাস।
করিলা পাদপ-প্রতি বচন-বিন্যাস ॥ ১৪
অশ্বত্থ ন্যগ্রোধ প্লক্ষ পাদপ-প্রধান।
করহে মোদের প্রশ্ন প্রতি অবধান ॥ ১৫
সবলে মোদের মন-রতন হরণ।
করিয়া তস্কর ইব শ্রীনন্দ-নন্দন ॥ ১৬
করিয়াছে বন মাঝে কোথা পলায়ন।
করেছ কি তোমরা হে তাঁরে দরশন ॥ ১৭
হে অশোক কুরু বক, হে নাগ কেশর।
হে পুন্নাগ হে চম্পক পুষ্প-তরুবর ॥ ১৮
বলরামানুজে কি হে করিলে দর্শন।
যে করে কামিনী দর্প সহাস্যে চূরণ ॥ ১৯
হে তুলসি হে কল্যাণি হরি-প্রিয়ে সতি।
কান্ত পাদ-পদ্মে তব নিয়ত বসতি ॥ ২০
কখন বিচ্ছেদ তব নাহি যাঁর সনে।
বল বল হেরিলে কি তাঁহারে নয়নে ॥ ২১
হে মালতি হে মল্লিকে হে জাতি যুথিকে.
ফুল্ল ফুল অভিনব কুসুম লতিকে ॥ ২২
তোমাদের অতিপ্রিয় মাধবে দর্শন।
করিলে কি সুখ দিয়া করিতে গমন ॥ ২৩
হে অসন হে পনস আকন্দ শ্রীফল।
জম্বু বিল্ব কোবিদার কদম্ব রসাল ॥ ২৪
হে নীপ বকুল আদি যত তরুগণ।
তোমাদের জন্ম পর হিতের কারণ ॥ ২৫
বিশেষত যমুনার তীরে দীর্ঘবাস।
বল বল কোথা গেল কান্ত শ্রীনিবাস ॥ ২৬
দেহ দেহ শীঘ্র দেহ পথ দেখাইয়া।
আছি মোরা হেথা চিত বিহীনা হইয়া ॥ ২৭
না কহিল কোন কথা যবে তরুগণ।
ক্ষিতিরে সম্বোধি গোপী কহিলা বচন ॥ ২৮

কত তপ অবনি গো তুমি করেছিলে।
কেশব চরণ পদ্ম হৃদয়ে ধরিলে ॥ ২৯
অঙ্গরুহ সব তব হইয়া অঙ্কিত।
করেছে তোমার গাত্রে অতি সুশোভিত ॥ ৩০
এ আনন্দ আজি কি গো হইল উত্থিত।
কিংবা পূর্ব্বে ত্রিবিক্রম বিক্রম জনিত ॥ ৩১
কিংবা তার পূর্ব্বাবধি আছে কি জন্মিয়া।
বরাহ মূরতি হরি পরশ লভিয়া ॥ ৩২
হেরিয়া হরিণীকুলে প্রসন্ন লোচন।
কহিলা তাদের প্রতি করি সম্বোধন ॥ ৩৩
ওগো মৃগি সুলোচনি জিজ্ঞাসি এখন।
করেছ কি আমাদের অচ্যুতে দর্শন ॥ ৩৪
তাঁহার যুগল কর সুন্দর বদন।
নিরখি হইল কিহে উৎসব বর্দ্ধন ॥ ৩৫
বোধ হয় কোন কান্তা তাঁর সনে ছিল।
নতুবা সৌরভ হেন কেমনে হইল ॥ ৩৬
কৃষ্ণগলে কুন্দদাম আছে বিলম্বিত।
আছে প্রিয়তমা কুচ কুঙ্কুম রঞ্জিত ॥ ৩৭
পাইতেছি মোরা গন্ধ উভয় মিশ্রিত।
হেরিলে কি প্রিয়তমে প্রিয়ার সহিত ॥ ৩৮
হেরি পরে তরু ফলভর-অবনত।
ভাবি তাহাদেরে কৃষ্ণ চরণে প্রণত ॥ ৩৯
জানিবারে দয়িতের সবিলাস গতি।
কহিলা কাতর বাণী তাহাদের প্রতি ॥ ৪০
এক কর প্রিয়া অংশে করিয়া স্থাপন।
অন্য করে করি লীলা কমল ধারণ ॥ ৪১
মোদের দয়িত কৃষ্ণ কেলি-পরায়ণ।
বিতরিয়া ইতস্তত প্রণয় লোকন ॥ ৪২
করিতে আছিলা কিহে এখানে ভ্রমণ।
করেছ কি তাঁর পদ তোমরা বন্দন ॥ ৪৩
অঙ্গ তুলসিকা গন্ধ মত্ত অলিকুল।
রহিয়াছে অনুগামী হইয়া আকুল ॥ ৪৪
ততঃপর হেরি ফুল্ল কুসুম লতিকা।
তাহারে পুছিলা তবে ব্রজ-কুমারিকা ॥ ৪৫
মোদের দয়িতে লতে হেরেছ নিশ্চয়।
নতুবা তোমার কেন হেন প্রেমোদয় ॥ ৪৬

বল বল কোন্ পথে করিলা গমন।
আমাদের প্রাণকান্ত শ্রীনন্দনন্দন ॥ ৪৭
হেনমতে বনে বনে প্রেম পাগলিনী।
করে তত্ত্ব দয়িতের কৃষ্ণ বিরহিণী ॥ ৪৮
পরে তদাত্মিকা ব্রজ যুবতী-নিচয়।
করিতে লাগিলা প্রভু লীলা অভিনয় ॥ ৪৯
পূতনার ব্যবহার কোন গোপী ধরে
কৃষ্ণ হব কেহ তার স্তন পান করে ॥ ৫০
কেহবা শকটান্বিত করে আপনারে।
কেহবা কৃষ্ণের মত চরণ প্রহারে ॥ ৫১
তৃণাবর্ত্ত হ'য়ে কৃষ্ণে হরে কোন জন।
কৃষ্ণের মতন কেহ করে আচরণ ॥ ৫২
কেহ যায় কৃষ্ণ মত হামাগুড়ি দিয়া।
কেহ দেয় করতাল তাঁরে নাচাইয়া ॥ ৫৩
কেহ কেহ বকবৎস দৈত্যানুকারিণী।
কেহ বা কৃষ্ণের মত বধ বিধায়িনী ॥ ৫৪
এমতে কৃষ্ণের লীলা করে অভিনয়।
কৃষ্ণাত্মিকা কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী সমুদয় ॥ ৫৫
পুনরপি লতা তরু তৃণে জিজ্ঞাসিয়া।
চলিতে লাগিলা পথ প্রভুরে খুঁজিয়া ॥ ৫৬
হেনমতে কিছু দূর যাইতে যাইতে।
কৃষ্ণপদ-চিহ্ন গোপী পাইলা দেখিতে ॥ ৫৭
সহসা কহিলা তেঁহ সহর্ষ বচন।
দেখ সখি পদচিহ্ন ধ্বজাদি লাঞ্ছন ॥ ৫৮
ধ্বজ-বজ্র-যবাঙ্কুশ চিহ্নিত চরণ।
একমাত্র ধরে কান্ত যশোদা-জীবন ॥ ৫৯
সে পদাঙ্ক ধরি তবে গোপিকা নিকর।
হইতে লাগিলা বন-দেশে অগ্রসর ॥ ৬০
কিয়দ্দূরে বনান্তরে হইল লক্ষিত।
সে পদাঙ্ক সনে বধূ পদাঙ্ক মিলিত ॥ ৬১
সে দৃশ্য নিরখি গোপী পীড়িতা হইলা।
মিলি পরস্পর বাক্য কহিতে লাগিলা ॥ ৬২
করী সনে করে যথা করিণী গমন।
কান্ত সনে এ সুভগা করেছে তেমন ॥ ৬৩
প্রিয়া কণ্ঠে নিজকর করিয়া স্থাপন।
করেছে মোদের কান্ত হেথায় ভ্রমণ ॥ ৬৪
নিশ্চয় করেছে সেই হরি আরাধনা।
সবার অধিক ভাগ্যবতী সে ললনা ॥ ৬৫
নতুবা সবারে কান্ত করিয়া বর্জ্জন।
আনিত কি একা তারে এ নিভৃত বন। ৬৬
গোবিন্দ পদারবিন্দ রেণু সমুদয়।
ত্রিভুবন মাঝে সখি পুণ্য অতিশয় ॥ ৬৭
তাহার কারণ বলি কর হে শ্রবণ।
করে ব্রহ্মা ঈশ যাহা মস্তকে ধারণ ॥ ৬৮
আমরাও এস সখি ধরি শির'পরে।
এ রেণু প্রভুর পদ পাইবার তরে ॥ ৬৯
অন্য গোপী কহে তবে শুন সখীগণ।
হইল এ পদ চিহ্ন দুঃখের কারণ ॥ ৭০
কৃষ্ণাধর সুধা গোপী সাধারণ ধন।
একাকিনী এ রমণী করিয়া হরণ ॥ ৭১
করিছে নিভৃত বনে যথা ইচ্ছা পান।
ইহার অধিক সখি কিবা শোক আন ॥ ৭২
করিতে করিতে সবে হেন আলাপন।
চলিতে লাগিলা ভেদ করিয়া কানন ॥ ৭৩
কিছু দূরে বন্ধুপদ চিহ্ন না হেরিয়া।
এক গোপী কহে বাণী কাতরা হইয়া ॥ ৭৪
শিল তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ প্রিয়ার চরণ।
হইবে বুঝিয়া হেথা কমল লোচন ॥ ৭৫
করাইলা তারে নিজ স্কন্ধে আরোপন।
আমার সন্দেহ ইথে নাহি সখীগণ ॥ ৭৬
দেখ দেখ ভারাক্রান্ত কৃষ্ণের চরণ।
হয়েছে অধিক হেথা ধূলি নিমগন ॥ ৭৭
ততঃপর কিছুদূর করিয়া গমন।
কহিলা অপরা গোপী আক্ষেপ-বচন ॥ ৭৮
প্রিয়ারে করিয়া হেথা ভূতলে রক্ষণ।
করিলা মোদের প্রিয় কুসুম চয়ন ॥ ৭৯
দেখ দেখ অগ্রে প্রিয়া কেশ প্রসাধন।
করিলা কুসুম-চূড়া মস্তকে বন্ধন ॥৮০
কামিনীর সনে হেথা করিয়া বিহার।
বিজনে মোদের ত্যজি ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥ ৮১
কৃষ্ণ পরিত্যাগ গোপী বিচিত্র বিলাপ।
করিতেছে হেন মতে হৃদয়ে সন্তাপ ॥ ৮২

সবারে ত্যজিয়া প্রভু যাঁহারে নির্জ্জনে।
আনিলা তাঁহার এবে হেন ভাব মনে ॥ ৮৩
আমি কৃষ্ণ প্রিয়া কান্তা সবার অধিকা।
নাহি মোর সম কেহ কান্তের প্রেমিকা ॥ ৮৪
অতএব করি সব গোপীরে বর্জ্জন।
করেছে নির্জ্জন বনে মোরে আনয়ন ॥ ৮৫
এত ভাবি সেই গোপী কহিলা বচন।
শুন শুন প্রাণ কান্ত মম নিবেদন ॥ ৮৬
করিতে না পারি পদ ভূতলে অর্পণ।
আমারে লইয়া চল যথা তব মন ॥ ৮৭
বুঝিয়া তাঁহার ভাব গোপিকা জীবন।
কহিলা করহে প্রিয়ে স্কন্ধে আরোহণ ॥ ৮৮
এত কহি স্বেচ্ছাময় বিভু ভগবান।
করিলা নির্জ্জন বনে কোথা অন্তর্দ্ধান ॥ ৮৯
চারিদিকে হেরি সতী না পাইয়া পতি।
হইলা দারুণ ভয়ে সকাতরা অতি ॥ ৯০
করিতে লাগিলা বহু বিলাপ রোদন।
বিদীর্ণ করিয়া সেই গহন কানন ॥ ৯১
কোথা গেলে প্রিয়তম হৃদয় রতন।
কোথাহে বিশাল-ভুজ কমল লোচন ॥ ৯২
আমি দীনহীনা তব চরণের দাসী।
ফেলিয়া কান্তারে কোথা গেলা সুখরাশি ॥ ৯৩
অবিলম্বে দেহ নাথ মোরে দরশন।
তোমার বিচ্ছেদে নারি ধরিতে জীবন ॥ ৯৪
কৃষ্ণের সন্ধান রত যত গোপীজন।
করুণ বিলাপ ধ্বনি করিয়া শ্রবণ ॥ ৯৫
দ্রুতগতি সেই দিকে হ'য়ে অগ্রসর।
হেরিলা মোহিতা সখী পড়ি ভূমি'পর ॥ ৯৬
পুছিলা তাঁহারে সখি কহ বিবরণ।
হেন দশা তব কেবা করিল এখন ॥ ৯৭
আদ্যোপান্ত সব তবে কহিলা রাধিকা।
হইলা বিস্মিতা শুনি সকল গোপিকা ॥ ৯৮
রাধারে লইয়া সঙ্গে করিলা প্রবেশ।
খুঁজিতে শ্রীকান্তে পুন ঘোর-বনদেশ ॥ ৯৯
খুঁজিতে খুঁজিতে করি সুদূর গমন।
হেরিলা সম্মুখে বন দুর্গম-গহন ॥ ১০০
ঘোর অন্ধকার ময় মহা-ভয়ঙ্কর।
পশিতে না পারে যথা সুধাকর-কর ॥ ১০১
অগাধা ভাবিয়া আর দয়িত সন্ধান।
করিতে লাগিলা সবে কৃষ্ণগুণগান ॥ ১০২
এককালে সব আশা করিয়া বর্জ্জন।
করেছিলা কৃষ্ণে গোপী মন সমর্পণ ॥ ১০৩
যাঁহার নিমিত্ত গোপী সর্ব্বস্ব-ত্যাগিনী।
তাঁহার বিরহে এবে হ'য়ে অনাথিনী ॥ ১০৪
করিতেছে বনে বনে তাঁহার সন্ধান।
তথাপি না দিলা দেখা কান্ত ভগবান ॥ ১০৫
হেন দুরবস্থা যবে গোপিকা লভিল।
কৃষ্ণে অনুরাগ হ্রাস তবু না হইল ॥ ১০৬
পাইল অধিক বৃদ্ধি সেই অনুরাগ।
হইল স্বজন স্নেহে অধিক বিরাগ ॥ ১০৭
কুল ধন দাসী দাস গৃহ পরিজন।
এ দুর্দ্দশাকালেও না করিলা স্মরণ ॥ ১০৮
ঘোর তমোময় বন হইতে ফিরিয়া।
আইলা পুলিনে পুন একত্র মিলিয়া ॥ ১০৯
একান্ত তন্ময় ভাবে প্রভুগুণগান।
করিতে লাগিলা সবে সুস্বরে কীর্ত্তন ॥ ১১০
রহিলা প্রতীক্ষা করি কান্ত আগমন।
কৃষ্ণপদে সমর্পিত চিত গোপীজন ॥ ১১১
কাম গন্ধহীন এই প্রেম সুপাবন।
অকলঙ্ক সুখ ময় ভাস্বর রতন ॥ ১১২
ইহার তুলনা নাহি ভুবন ভিতরে।
একমাত্র বিরাজিত গোপিকা অন্তরে ॥ ১১৩
করিতে ইহার লাভ বহু সংবৎসর।
করিলা কমলালয়া তপ সুদুশ্চর ॥ ১১৪
তথাপি তাঁহার বাঞ্ছা সিদ্ধ না হইল।
গোপীর নিজস্ব ধন গোপীর রহিল ॥ ১১৫
গোপী-পাদ-পদ্ম রেণু করি হৃদে আশ।
কহে রাসলীলা দ্বিজহরি গোপীদাস ॥ ১১৬

গোপী-গীত ।

যমুনা পুলিনে ফিরি আসি গোপীজন।
গাইতে লাগিলা বসি কৃষ্ণগুণ গান ॥ ১

ওহে শ্রীনিবাস, যেদিন নিবাস,
করিলে গোকুলে আসি ।
সেদিন হইতে, এ ব্রজ ভূমিতে,
পূরিল সুখের রাশি ॥ ২

কমল বাসিনী, রমা বিনোদিনী
করিলা হেথায় বাস ।
স্বভাব ত্যজিয়া, অচলা হইয়া,
নাশিলা ব্রজের ত্রাস ॥ ৩

শুন দয়াময়, ব্রজ কৃতালয়,
এই নিবেদন কাণে ।
তুমি সুবিচার, করহে সবার,
সবে ত্রিভুবনে জানে ॥ ৪

সুখের সাগরে, ব্রজ চরাচরে,
রয়েছে সকলে ভাসি ।
মোরা অভাগিনী, রব কি দুখিনী,
হইয়া তোমার দাসী ॥ ৫

তোমার বিরহে, এ দেহে না রহে,
জীবন জীবনপতি ।
দিয়া দরশন, রাখ হে জীবন,
করিহে চরণে নতি ॥ ৬

নয়নের বাণ, করি সুসন্ধান,
হ'রেছ মোদের প্রাণ ।
আসিয়া এখন, কমল লোচন,
কর পুনরপি দান ॥ ৭

কমল উদর, জিনিয়া সুন্দর,
অরুণ তোমার আঁখি ।
সন্ধান কটাক্ষ, খর শরে লক্ষ,
বধিলে মানস পাখী ॥ ৮

তব কৃত বধ, নহে কিহে বধ,
অবধ বল কি তারে ।
রাখিতে জীবন, করহে যতন,
সুধা বরিষণ দ্বারে ॥ ৯

নাহি দিলে মূল, কিনিলে হে কুল,
বলিলে করিবে দাসী ।
আপন বচন, রাখ হে এখন,
হৃদয় তিমির নাশি ॥ ১০

কালিয় গরলে, বিষময় জলে,
সুঘোর অশনি ঘাতে ।
চপলা অনলে, প্রলয় অনিলে,
উপল বরষ পাতে ॥ ১১

ধরি গিরিবর, ওহে বলধর,
রাখিলে মোদের প্রাণ ।
মনুজ অশন, করিয়া নিধন,
করিলে বিপদে ত্রাণ ॥ ১২

বিবিধ বিপদে, শরণ স্বপদে,
দিয়াছ হে বারবার ।
হইয়া সদয়, এখন নিদয়
বল কি কারণ তার ॥ ১৩

গোপিকা নন্দন, নওহে রমণ,
বুঝিনু বিচার করি ।
এ বিশ্ব হৃদয়, তোমার নিলয়,
অখণ্ড চিন্ময় হরি ॥ ১৪

সর্ব্ব অন্তর্য্যামী, চরাচর স্বামী,
অন্তরের আত্মা তুমি ।
তোমার গোচর, সবার অন্তর,
ব্রহ্মাণ্ড নিকায় ভূমি ॥ ১৫

বিরিঞ্চি বচন, করিতে পালন,
গোকুলে জনম তব ।
দৈত্য দুরাচার, করিয়া সংহার,
নাশিলে ভূভার সব ॥ ১৬

তোমার যে কর, সব সুধাকর,
কমলার কর ধরে ।
তোমার চরণ, যে করে স্মরণ,
তারে বরদান করে ॥ ১৭

সে কর কমল, কোমল শীতল,
কালে নিবারণ করে ।
করহে স্থাপন, গোপিকা জীবন,
আমাদের শির'পরে ॥ ১৮

ব্রজের কলেশ হরিলে অশেষ,
বিবিধ বিপদ নাশি।
ভকত গরব, করয়ে খরব,
তোমার মধুর হাসি ॥ ১৯

আমরা কিঙ্করী, করুণা বিতরি,
কর পদাশ্রয় দান।
দেখাও বদন, ভুবন মোহন,
বাঁচাও এখন প্রাণ ॥ ২০

পালিতে গোধন, সুখময় বন,
যে পদ গমন করে।
যে করে প্রণতি, করিয়া ভকতি.
তাহার কলুষ হরে ॥ ২১

কালিয় দমন, রমার ভবন,
সে পদ সরোজ তব।
ধর কুচপর. মোদের সত্বর,
বিনাশিতে মনোভব ॥ ২২

তোমার বদন. হইতে বচন,
সুপদ বচন ঝরে
মধুর অক্ষর, বুধ মনোহর,
আমাদের চিত হরে ॥ ২৩

অধর আসব, কর হে কেশব,
এ দাসী সকলে দান।
সানন্দ অন্তরে, সুখের সাগরে,
ভাসি হে করিয়া পান ॥ ২৪

তব লীলা যশ, অমৃত সুরস,
কবিকুল গান করে।
ত্রিতাপ তাপিত. অশেষ দুরিত,
নাসিতে বিক্রম ধরে ॥ ২৫

ভব হুতাশন, করে নিবারণ,
কল্যাণ কেতন হয়।
যাদের সঞ্চিত, পুণ্য অগণিত,
তাহাদের সুখালয় ॥ ২৬

সহাস্য বদন, প্রেম দরশন,
তব বিহরণ ধ্যান।
করয়ে যে জন, কল্যাণ ভাজন,
সেই হে সুকৃতিবান ॥ ২৭

সৌন্দর্য্য সমেত, নিভৃত সঙ্কেত,
নানাবিধ উপহাস।
পরশি মরম, সংসার ধরম,
নাশিল সকল আশ ॥ ২৮

শুন হে কপট, রমণী লম্পট,
প্রেমার্দ্র মোদের চিত।
হেন আচরণ, কাপট্য পূরণ,
হয় কি হে তবোচিত ॥ ২৯

শুন প্রাণেশ্বর, খুলিয়া অন্তর,
কহিব মনের কথা
সহ ধেনুগণ, তুমি গেলে বন,
হয় যে মোদের ব্যথা ॥ ৩০

কমল কোমল, তব পদতল,
যাহে যোগিজন রত।
হেন মনে লয়, শিলা তৃণ চয়,
করিল বুঝি বা ক্ষত ॥ ৩১

পাইয়া কলেশ, ভাবিয়া প্রাণেশ,
হৃদয় ফাটিয়া যায়
গুমরি গুমরি, সারাদিন স্মরি,
নারি কহিবারে কায় ॥ ৩২

দিবসের শেষে, রমণীয় বেশে,
ব্রজে ফিরি আস যবে।
চুল শোভিত, ধূলি ধূসরিত,
দেখি হে শ্রীমুখ তবে ॥ ৩৩

কুটিল নয়ন, করি প্রসারণ,
দিয়া দরশন হরি।
বাড়াও অনঙ্গ, নাহি দেহ সঙ্গ,
নিশিতে সে দুখে মরি ॥ ৩৪

কপট আচার, করি পরিহার,
রাখহ এখন কথা।
করহে রমণ, আধি নিবারণ,
হয় আমাদের যথা ॥ ৩৫

পদ সরসিজ হরির নাভিজ,
সেবিছে ভকতি ভরে।
প্রণত কামদ, ভকত সুখদ,
ভূতল শোভিত করে ॥ ৩৬

স্মরিয়া যে পদ, অশেষ বিপদ,
স্মারক ঝটিতি তরে।
ঘোর কলিপাপ, দারুণ ত্রিতাপ,
যে পদ সতত হরে॥ ৩৭
কর হে স্থাপন, হৃদয় রতন,
প্রাণসখে আধি হর।
সে পদ সরোজ, নাশিতে মনোজ,
আমাদের শুন পর॥ ৩৮
সতত ক্ষরিত, মুরলী চুম্বিত,
অধর অমৃত তব।
করি যারে পান, ভুলে মতিমান,
মুক্তি আদি সুখ সব॥ ৩৯
সুরত বর্দ্ধন, শোক বিনাশন,
করহ মোদেরে দান।
যাহার লাগিয়া, সকল ত্যজিয়া,
করি সখে যশোগান॥ ৪০
গোধন চারণ, কারণ গমন,
করিলেহে বৃন্দাবন।
নিমেষের জ্ঞান, যুগের সমান,
করে ব্রজ প্রাণিগণ॥ ৪১
দিনান্তে যখন পুনরাগমন,
করহে সুখ নিধান।
না পারে সহিতে, কেহ নিজ চিতে,
নিমেষের ব্যবধান॥ ৪২
সকলে ধিক্কার, করে বিধাতার,
নিমেষ সৃজন তরে।
যার আবির্ভাব, স্থির সুখাভাব,
ঘটায় নয়ন পরে॥ ৪৩
দরশনে সুখ, অদর্শনে দুখ,
বিশেষ বিচারি মনে।
আত্মীয় স্বজন, করি বরজন,
আইনু বিজন বনে॥ ৪৪
আসিবার হেতু, গোপকুল কেতু,
নহে কি গোচর তব।
করি আকর্ষণ, বনে আনয়ন,
করিল বেণুর রব॥ ৪৫

শুন হে কি তব অতুল বিভব,
মোরা তব প্রেমাধীনা।
না কর বর্জ্জন, করহ গ্রহণ,
একান্ত আশ্রয় হীনা॥ ৪৬
আমরা যে রোগ, করিতেছি ভোগ,
বৈদ্যের অসাধ্য তাহা।
নাশহে সে রোগ, ঔষধি প্রয়োগ,
করি তুমি জান যাহা॥ ৪৭
তব যে চরণ, করিতে ধারণ,
শঙ্কা করিহে স্তনে।
তাহাতে অটল, করিছ কানন,
সে দুখ সহে কি মনে॥ ৪৮
তুমি হে জীবন, তুমি হে রতন
তুমি হে হৃদয় ধন।
তুমি হে বান্ধব, পতি গুরু সব
পরিবার প্রিয়জন॥ ৪৯
তুমি হে ইন্দ্রিয়, তুমি আয়ুঃপ্রিয়,
তুমি হে পঞ্চ প্রাণ।
তুমি কলেবর, তুমি স্থিরচর,
তুমি গোপী ধ্যানজ্ঞান॥ ৫০
যাহা ইচ্ছা হয়, কর ইচ্ছাময়,
অনন্যশরণা গোপী।
ত্যজিয়া চরণ, যাবে না ভবন,
কহিতেছি পণ রোপি॥ ৫১
না জানে ভজন, হরি নারায়ণ,
কলিপাপ ক্ষীণমতি।
কৃষ্ণ প্রিয়াসতি, গোকুল যুবতি,
দাওহে শ্রীপদে রতি॥ ৫২

অথ শ্রীভগবদাবির্ভাব।

বিরহ আতুর যত গোপিকা নিকর।
করিয়া সঙ্গীত হেন সকরুণ স্বরে॥ ১
বিচিত্র বিলাপ সহ করিলা রোদন।
কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ দেহ দরশন॥ ২

তোমার বিরহে এবে কণ্ঠাগত প্রাণ।
কৃপা কর রমানাথ কৃপার নিধান ॥ ৩
শুনিয়া রোদন রব হৃদয়-দারণ।
ভকত-বৎসল হরি ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ৪
সহসা পুলিন মাঝে দিলা দরশন।
করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব সুবেশ ধারণ ॥ ৫
বদন কমল দিব্য হাস্য-বিকসিত।
মনোহর বনমাল্য বক্ষোবিলম্বিত ॥ ৬
ত্রিলোক সুন্দর কাম বিশ্ব বিমোহন।
করিয়া তাহার আজি হৃদয় মন্থন ॥ ৭
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে আসি দাঁড়াইলা।
বিশদ চন্দ্রিকা, রূপ ভাসে আচ্ছাদিলা ॥ ৮
বাঞ্ছিত অপূর্ব্বরূপ মদন-মোহন।
যুগপৎ করে সব গোপী নিরীক্ষণ ॥ ৯
সসম্ভ্রমে একবারে উঠি দাঁড়াইলা।
যেন মৃত দেহে পুন পরাণ পাইলা ॥ ১০
কেহ প্রিয়তম কর আনন্দের ভরে।
গ্রহণ করিলা নিজ সুকোমল করে ॥ ১১
কেহবা স্কন্ধের পর করিলা স্থাপিত।
প্রিয় কর সুখকর চন্দন-চর্চ্চিত ॥ ১২
কেহবা দয়িত-মুখ সমীপে যাইয়া।
চর্ব্বিত তাম্বূল ধরে অঞ্জলি পাতিয়া ॥ ১৩
কেহ বা বিরহ তাপ করিতে বারণ।
কুচপরে প্রিয়পদ করিলা স্থাপন ॥ ১৪
কেহ বা প্রণয় কোপে বিবশা হইয়া।
করিলা কটাক্ষ ভুরু কুঞ্চিত করিয়া ॥ ১৫
যেন প্রিয়তম কৃত দোষের কারণ।
করিতেছে তাঁর প্রতি ঈপ্সিতে তাড়ন ॥ ১৬
কেহ বা জীবিত-নাথ সুন্দর বদন।
পুনঃ পুনঃ অনিমেষে করে নিরীক্ষণ ॥ ১৭
কিন্তু তৃপ্তি লাভ তাহে না করে নয়ন।
যথা যোগিজন করি চরণ সেবন ॥ ১৮
কেহ নেত্রপথ দিয়া হৃদয়ে ধরিয়া।
লভিল পরম শান্তি পতি আলিঙ্গিয়া ॥ ১৯
মুমুক্ষু লভিয়া যথা পরেশ চরণ।
দারুণ সংসার-তাপ করে নির্ব্বাপন ॥ ২০
বিরহ সন্তাপ আজি তথা গোপীজন।
লভি প্রাণ-পতি কৃষ্ণে করে বিসর্জ্জন ॥ ২১
বিমল সত্ত্বাদিগুণে হইয়া বেষ্টিত।
যেমন পরম-আত্মা রহে সুশোভিত ॥ ২২
তথা গতশোক ব্রজবধূ-পরিবৃত।
হইলা অচ্যুত ভগবান অলঙ্কৃত ॥ ২৩
হেনমতে বিশোভিত ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
যমুনা-পুলিন দেশে করিলা গমন ॥ ২৪
কি অপূর্ব্ব শোভা আজি পুলিন ধারণ।
করিয়াছে তাহা নারি করিতে বর্ণন ॥ ২৫
হয়েছে মন্দার কুন্দ আদি বিকসিত।
যাহার সৌরভ-মত্ত অলি বিচলিত ॥ ২৬
করেছে তিমির দূর পূর্ণ শশিকর।
অতএব সুশীতল সর্ব্ব সুখকর ॥ ২৭
কালিন্দী তরঙ্গাচিত কমল সিকত।
তথা গোপীগণে হরি অধিক শোভিত ॥ ২৮
শ্রুতির বিহিত কর্ম্মকাণ্ডরত নর।
হেরিতে না পারে যথা পরম ঈশ্বর ॥ ২৯
জ্ঞানকাণ্ড মতে পুন করিয়া ভজন।
প্রভুর পরম পদ করে দরশন ॥ ৩০
তখন হইয়া ব্রহ্মসুখ-নিমগন।
একবারে ত্যজে সব কামানুবন্ধন ॥ ৩১
তথা লভি প্রাণপতি কৃষ্ণ-দরশন।
হইলা সফলকাম ব্রজঙ্গনাগণ ॥ ৩২
সকল বাসনা করি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ।
করিলা কেবল সার তাঁহার চরণ ॥ ৩৩
প্রেমাধিক্য হেতু কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত।
উত্তরীয় বস্ত্র মণি-কনক-খচিত ॥ ৩৪
শরীর হইতে সবে করি উন্মোচন।
করিলা তাহাতে দিব্য আসন রচন ॥ ৩৫
গোপীসভামধ্যগত শিবারাধ্য ধন।
করিলা সে সুখাসনে আসন গ্রহণ ॥ ৩৬
তপঃ পূত সুবিমল হৃদয় ভিতরে।
যাঁরে বসাইতে মহাযোগী যোগ করে ॥ ৩৭
গোপী-প্রেম-বশীভূত সেই সুরেশ্বর।
বসে গোপীদত্ত বস্ত্রে বালির উপর ॥ ৩৮

ধন্য গোপী ধন্য প্রেমপূত নিরমল।
নাহি বিশ্বমাঝে যার তুলনার স্থল ॥ ৩৯
সে আসনে সুখাসীন বিভু ভগবান।
ত্রিভুবন শোভাধার রূপে রাজমান ॥ ৪০
বসিয়াছে চারিদিকে করিয়া বেষ্টন।
অমল কমল মুখ ব্রজ দেবীগণ ॥ ৪১
তাঁদের ঈক্ষণ হাস্য লীলা সুশোভিত।
রমণীয় শ্রীবিলাস বিভ্রম-ভূষিত ॥ ৪২
প্রাণকান্ত কমনীয় সুকর চরণ।
করি নিজ নিজ করে আনন্দে মর্দ্দন॥ ৪৩
কহিতে লাগিলা বাক্য মধুর অক্ষর।
ঈষৎ কোপের ভরে গোপিকা নিকর॥ ৪৪
শুন শুন গোপীকান্ত শ্যামল সুন্দর।
করি বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন দাওহে উত্তর ॥ ৪৫
ভজনের অনুরূপ করয়ে ভজন।
ভজনকারীরে হেন আছে বহুজন ॥ ৪৬
কেহ কেহ ভজনের অপেক্ষা না করে।
ভক্ত অভক্তের প্রতি প্রীতিভাব ধরে ॥ ৪৭
শ্রদ্ধাসহ ভজিলেও না ভজে ভকতে।
হেন লোক বিদ্যমান আছে এজগতে ॥ ৪৮
বুঝিতে না পারি মোরা এ তিন ব্যাপার।
কৃপা করি কর ব্যাখ্যা যশোদা-কুমার ॥ ৪৯
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি রসিকশেখর।
বুঝি গোপী-মনোভাব করিলা উত্তর ॥ ৫০
শুন শুন মম প্রাণ প্রিয়সখীগণ।
মনযোগ সহকারে আমার বচন ॥ ৫১
করিলে ভজনা করে ভকতে ভজন।
আছে ত্রিভুবনে হেন লোক অগণন ॥ ৫২
নাহি সুবিমল প্রেম তাদের অন্তরে।
কেবল স্বার্থের তরে প্রীতি পরস্পরে ॥ ৫৩
পাইবারে উপকার প্রতি উপকার।
চলিতেছে ত্রিভুবনে এই ব্যবহার ॥ ৫৪
ইহাতে নাহিক সুখ সৌহার্দ্য ধরম।
এক মাত্র স্বার্থ সিদ্ধি ইহার মরম ॥ ৫৫
ভজন অপেক্ষা যাঁরা না করি অন্তরে।
ভক্তাভক্ত প্রতি সদা সম প্রীতি করে॥ ৫৬
জানিবে হে তাঁহাদের সখি মহাভাগ।
করিবে তাঁদেরে দুই শ্রেণীতে বিভাগ ॥ ৫৭
মাতা পিতা সম এক স্নেহ-পরায়ণ।
অপর দয়ার্দ্রচিত কৃপানিকেতন ॥ ৫৮
দয়ালুর হয় লাভ ধরম নিষ্কাম।
সৌহার্দ্য লভয়ে স্নিগ্ধ মন অভিরাম ॥ ৫৯
ইহাতে নাহিক প্রিয়ে কামনার গন্ধ।
কেবল সনেহ আর দয়ার সম্বন্ধ ॥ ৬০
ভজিলেও ভক্তে যারা না করে ভজন।
তাহাদের শ্রেণী ভাগ করহ শ্রবণ ॥ ৬১
বাহ্য দৃষ্টি বিরহিত এক আত্মারাম।
অপর ভোগেচ্ছাশূন্য সদা পূর্ণকাম ॥ ৬২
পূর্ব্বকৃত উপকার না করি স্মরণ।
যে করে হিতের প্রতি দুষ্ট আচরণ ॥ ৬৩
পাপিষ্ঠ কৃতঘ্ন বলি তাহারে জানিবে।
তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে তাহারে ধরিবে ॥ ৬৪
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা আদি ছয় জন।
মানবের গুরু ইহা শাস্ত্রের লিখন ॥ ৬৫
যে করে গুরুর প্রতি দ্রোহ আচরণ।
চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে তাহার গণন ॥ ৬৬
ভজিলেও নাহি করে ভকতে ভজন।
এ বিশ্বের মাঝে এই চারি শ্রেণী জন ॥ ৬৭
এ চারি শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণী গত।
নহি আমি প্রিয়তমে স্বতন্ত্র সতত ॥ ৬৮
মহা কারুণিক আমি সবার বান্ধব।
ভজন নিয়ম মম শুন সখি সব ॥ ৬৯
মম উপাসনা করে যেই ভাগ্যধর।
রাখিতে তাহার ধ্যান দৃঢ় নিরন্তর ॥ ৭০
ঝটিতি না করি আমি ভকতে ভজন।
জানিবে আমার এই ভকতি লক্ষণ ॥ ৭১
যদ্যপি সহসা ধন লভয়ে অধন।
হয় যদি অপহৃত পুন সেই ধন ॥ ৭২
কেমনে লভিবে সেই প্রনষ্ট রতন।
এই চিন্তা তার হৃদে রহে অনুক্ষণ ॥ ৭৩
যখন আমার তরে ভকতের মন।
একান্ত মন্ময় ভাব করিবে ধারণ ॥ ৭৪

অন্য কোন চিন্তা নাহি পাইবেক স্থান।
তখন হইব আমি তারে কৃপাবান ॥ ৭৫
শ্রুতির বিহিত পূত ধর্ম্ম চিরন্তন।
তথা লোক লজ্জা ভয় করিয়া বর্জ্জন ॥ ৭৬
আত্মীয় স্বজন পতি বন্ধু গুরুজন।
সবাকার মুখাপেক্ষা করি বিসর্জ্জন ॥ ৭৭
ভাবি একমাত্র সার আমার চরণ।
করিয়াছ তার তলে শরণ গ্রহণ ॥ ৭৮
গৃহের শৃঙ্খল দৃঢ় দুর্জ্জয়-বন্ধন।
করিয়াছ এককালে তাহার ছেদন ॥ ৭৯
বাঁধিয়াছ প্রেমডোরে মোরে প্রিয়াগণ।
তোমাদেরে ছাড়ি কোথা করিব গমন ॥ ৮০
শুনিবারে সুমধুর সপ্রেম প্রসঙ্গ।
আছিনু অদৃশ্য হ'য়ে না ছাড়িনু সঙ্গ ॥ ৮১
তোমাদের তীব্র ধ্যান বল অতিশয়।
করাইল আনুগত্য করি মোরে জয় ॥ ৮২
অতএব প্রিয়া সব ক্ষম মম দোষ।
তিরোভাব হেতু মনে নাহি রাখ রোষ ॥ ৮৩
অকপটে করিলে হে ভজন আমার।
দুস্ত্যজ বিষয় সুখ করি পরিহার ॥ ৮৪
নানা জন প্রেমাসক্ত আমার অন্তর।
না হইল একনিষ্ঠ তোমাদের পর ॥ ৮৫
তোমাদের প্রেমঋণ শোধিতে নারিনু।
চিরদিন তরে তাহে আবদ্ধ রহিনু ॥ ৮৬
তোমাদের সাধুশীল শুদ্ধ ব্যবহার।
নাহি দেখি কিছু আমি বিনিময় তার ॥ ৮৭
নারিনু হে করিবারে প্রতি উপকার।
ব্রজ গোপী প্রেম-জিত এ নন্দকুমার ॥ ৮৮

গোপীমণ্ডল-মধ্যগত শ্রীভগবানের মহা রাসবিহার।

হাস্য-বিকসিত কান্ত বদন স্ফরিত।
মনোজ্ঞ মধুর মৃদু বচন ললিত ॥ ১
ব্রজদেবীগণ কর্ণে সুধা বরষিল।
বিরহ জনিত তীব্র অগ্নি নিবাইল ॥ ২
পরশিয়া বিভু কর পদ অবয়ব।
হইলা শীতলগাত্রা কৃষ্ণ প্রিয়া সব ॥ ৩
আনন্দ সাগর নীরে করিলা মজ্জন।
করিল সন্তাপ দুখ দূরে পলায়ন ॥ ৪
তাঁহাদের মনসাধ করিতে পূরণ।
চিদানন্দ ঘন পদ্ম পলাশ লোচন ॥ ৫
ঐশ্বর্য্য অদ্ভুতানন্ত করিয়া প্রকাশ।
আরম্ভিলা লীলা সার সুখময় রাস ॥ ৬
এ লীলার তত্ত্ব চতুর্ব্বেদ-অগোচর।
নাহি জানে রমা ব্রহ্মা বিভু মহেশ্বর ॥ ৭
অন্যের কি সাধ্য পারে এ লীলা বুঝিতে।
যে শুনে সে সুখ লভে নিরমল চিতে ॥ ৮
পাষণ্ড অজ্ঞান করে নাসিকা কুঞ্চিত।
বিফল মানব জন্ম বিধি-বিড়ম্বিত ॥ ৯
মণ্ডল আকারে যত গোপিকা যুবতি।
দাঁড়াইলা কৃষ্ণপ্রেম-উজ্জ্বল মূরতি ॥ ১০
প্রতি গোপী যুগ মাঝে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
দাঁড়াইলা বহু মূর্ত্তি করিয়া ধারণ ॥ ১১
দুই দুই গোপী কাঁধে স্থাপিয়া স্বকর।
ধরিলা অপূর্ব্ব শোভা মহা যোগেশ্বর ॥ ১২
প্রতি গোপী করে পাশে কান্তে দরশন।
রয়েছে স্বকরে করি কণ্ঠ আলিঙ্গন ॥ ১৩
অসংখ্য নায়িকা এক ব্রজেশ-কুমার।
একবারে ধরে কণ্ঠ কেমনে সবার ॥ ১৪
কেহ নাহি কর মনে এমন সংশয়।
মহাযোগেশ্বরেশ্বরে সম্ভব কি নয় ॥ ১৫
সুরপুরে দেব দেবী সকলের মন।
হইল উৎসুক রাস করিতে দর্শন ॥ ১৬
সস্ত্রীক অমর করি বিমানারোহণ।
আইলা সত্বর পূর্ণ করিয়া গগন ॥ ১৭
করিতে লাগিলা তারা দুন্দুভি বাদন।
নন্দন কানন জাত কুসুম বর্ষণ ॥ ১৮
রমণী সহিত যত গন্ধর্ব্ব প্রধান।
করিতে লাগিলা প্রভু পূত যশোগান ॥ ১৯
বিহরে পরম সুখে শ্রীরাস-মণ্ডলে।
কমনীয় কান্তসনে গোপিকা সকলে ॥ ২০

বিবিধ ভূষণে ছিল অঙ্গ বিভূষিত।
নূপুর কিঙ্কিনী আদি রত্ন-নিরমিত ॥ ২১
শ্রীরাসমণ্ডল হ'তে সে ভূষণ ধ্বনি।
উঠিল তুমুলনাদে ভেদিয়া অবনী ॥ ২২
যথা হৈম মণি মাঝে বিমল ভাস্বর।
শোভে মহামারকত মণির প্রবর ॥ ২৩
শ্রীরাসমণ্ডলে তথা দেবকীনন্দন।
শোভে গোপী মাঝে গোপী-হৃদয়রঞ্জন ॥ ২৪
ভ্রূযুগ বিলাস হাস্য সুকর চালন।
চরণ বিন্যাস আদি চঞ্চল বসন ॥ ২৫
করিল নায়িকাকুলে অতীব চঞ্চলা।
মেঘ চক্রমাঝে যেন শোভিছে চপলা ॥ ২৬

ত্রিপদী।

কান্তযশ সুপাবন, অঘতাপ বিনাশন,
সহ নৃত্য মনোমুগ্ধকর।
করিতে লাগিলা গান, শুদ্ধ স্বর লয় তান,
প্রমুদিত গোপিকা নিকর ॥ ২৭
অশেষ কল্যাণকর, অসাধ্য সুসাধ্যকর,
কৃষ্ণ অঙ্গ পরশ কারণ।
ব্রজাঙ্গনা কণ্ঠে আসি, বিরিঞ্চি ভবনবাসী,
আশ্রয় করিল রাগগণ ॥ ২৮
বিবিধ মিশ্রিত রাগ, কেহ কেহ অনুরাগ,
কেহ ষড়জাদি অমিশ্রিত।
করে মিষ্ট আলাপন, করি উচ্চে উন্নয়ন,
শ্রুতির আনন্দ-বিবর্দ্ধন ॥ ২৯
সে সুস্বর সমুদ্‌গত, ধ্রুব তালে সমুন্নত,
যে গীত পণ্ডিতা আলাপয়ে।
তারে সাধু সাধু বলি, গোপীপ্রেম-কুতূহলী,
সর্ব্বকলানিধি প্রশংসয়ে ॥ ৩০
করি ধ্রুব তাল গান, লভি হেন সুসম্মান,
প্রিয়কণ্ঠ সে গোপী ধরয়ে।
মলয়জ চরচিত, পদ্মগন্ধ আমোদিত,
কান্তকর কেহবা চুম্বয়ে ॥ ৩১
রাসশ্রমে শ্রমান্বিতা প্রেমরস-রোমাঞ্চিতা,
নিমগনা আনন্দসাগরে।
রসিকশেখর সনে, যমানুজা উপবনে,
তুচ্ছি ব্রহ্মসুখেরে বিহরে ॥ ৩২
নূপুর কিঙ্কিনীরব, করি কৃষ্ণ প্রিয়া সব,
কান্তসনে করিছে নর্ত্তন।
প্রভু কর তাপহর, রক্ষ অংশ শির'পর,
ইচ্ছামত করিয়া ধারণ ॥ ৩৩
শ্রুতিমূলে উৎপল, বিলম্বিত সুকুন্তল,
অলকালঙ্কৃত সুকপোল।
করেছিল মুখশোভা, সমধিক মনোলোভা,
গণ্ডে বিন্দু বিন্দু শ্রমজল ॥ ৩৪
কবরী কুসুমদাম, পড়ে খসি অবিরাম,
অলক্তরঞ্জিত পদ'পরে।
শুনি শুদ্ধ তালমান, হেন মনে হয় জ্ঞান,
তুষ্ট কেশ পুষ্প বৃষ্টি করে ॥ ৩৫
স্নিগ্ধোদ্দাম ভ্রূবিলাস, কটাক্ষ বিভ্রমহাস,
করাভিমর্ষণ আলিঙ্গন।
নানা কলা প্রকাশিয়া, কলানিধি বিনোদিয়া,
করে কেলি গোপিকা-রমণ ॥ ৩৬
যথা প্রতিবিম্ব সনে, ক্রীড়া করে শিশুগণে,
নানা হাব ভাব দেখাইয়া।
সর্ব্ব আত্মা বিশ্বপতি, তথা ব্রজাঙ্গনা গতি,
স্বমাধুর্য্য আদি সঞ্চারিয়া ॥ ৩৭
শিথিল ইন্দ্রিয়গণ, বিগলিত আভরণ,
শ্লথ কেশ দুকূল বন্ধন।
হেন দশা গোপিকার, মধুর রসের সার,
চিদানন্দ অঙ্গ পরশনে ॥ ৩৮
পতিক্রোড়-বিলাসিনী, যত দেবসীমন্তিনী,
নভ'পরে বিমান-আস্থিতা।
সর্ব্বদেব-অগোচর, কৃষ্ণে রাসলীলাচর,
নিরখি হইলা বিমোহিতা ॥ ৩৯
তারাসনে তারাপতি, হইয়া বিস্মিত অতি
আপনার গতি পাসরিলা।
জ্যোতিশ্চক্র সমুদয়, মুগ্ধমন সে সময়
নড়িবার শক্তি হারাইলা ॥ ৪০
যে জ্যোতি পদার্থ যথা, সে সময়ে ছিলা তথা,
স্থিরগতি হইয়া রহিলা।

একান্ত-তদ্গত মন, কৃষ্ণলীলা দরশন,
অনিমেষে করিতে লাগিলা ॥ ৪১
অতএব সে যামিনী, দীর্ঘ ব্রাহ্মী নিশীথিনী,
ইচ্ছাময় ইচ্ছায় হইল।
না হইল কালক্ষয়, নিখিল ভুবনচয়,
সমভাবে সুস্থির রহিল ॥ ৪২
হেন নিশা দীর্ঘতমা, লভি কৃষ্ণ প্রিয়তমা,
করে সুখে শ্রীরাসবিহার।
সর্ব্বকলা সুপণ্ডিত, ষড়ৈশ্বর্য্য সমন্বিত
নায়ক শ্রীযশোদাকুমার ॥ ৪৩
গোপিকা প্রার্থনা আর, নিজকৃত অঙ্গীকার,
মনে মনে করিয়া স্মরণ।
ছিল গোপীসংখ্যা যত, প্রকটে মূরতি তত,
মহাযোগেশ্বর শ্রীরমণ ॥ ৪৪
সত্য প্রভু আত্মারাম, তবু সব গোপীকাম,
করিবারে স্বচ্ছন্দ পূরণ।
অভিন্ন অসংখ্যরূপ, প্রকাশিয়া সুরভূপ,
রতি সহ কাম বিমোহন ॥ ৪৫
এক এক গোপীসনে, আরম্ভিলা বৃন্দাবনে,
এক এক কৃষ্ণ মহারাস।
সাধকার্থ বিধায়িনী, মহাযোগস্বরূপিনী,
নিজমায়া করিয়া প্রকাশ ॥ ৪৬
রাসশ্রান্ত প্রিয়াজন, হইয়াছে দরশন,
করি কান্ত কৃপানিকেতন।
আপন কোমল করে, বদন মার্জ্জন করে,
করিবারে ক্লান্তি নিবারণ ॥ ৪৭
বিভুযশ সুপাবন, কলিমল বিনাশন,
সুস্বরে গোপিকা করে গান।
কলকণ্ঠে লজাইয়া, নিপুণতা প্রকাশিয়া,
কিবা শুদ্ধ লয়তান মান ॥ ৪৮
তীরকেলি সমাপিয়া, যমানুজানীরে গিয়া,
জলকেলি কৈলা আরম্ভন।
এ বিশ্বমাঝারে কেবা, আছে হেন জন যেবা,
করে তার মাধুর্য্য বর্ণন ॥ ৪৯
গোপীকুল প্রেমভরে, সলিল সেচন করে,
প্রিয়তম মনোরম অঙ্গে।
ভগবান আত্মারাম, তাহাদের মনস্কাম,
পুরাইলা ক্রীড়া করি সঙ্গে ॥ ৫০
দেবগণ, করি লীলা দরশন
প্রেমানন্দে প্রমুদিত মন।
জুড়িয়া যুগলকরে, প্রভুযশ গান করে,
তথা দিব্য কুসুম বর্ষণ ॥ ৫১
অনন্তর রসময়, সহিত প্রমদাচয়,
পশিলা যামুন উপবন।
বিকসিত নানাফুল, গন্ধে দিক সমাকুল,
সুখস্পর্শ বহে সমীরণ ॥ ৫২
যেমন প্রমত্ত করী, করেণুরে সঙ্গে করি,
বনমাঝে করয়ে বিহার।
তথা আজি বৃন্দাবনে, প্রেমিকা গোপিকা সনে,
বিহরে শ্রীযশোদাকুমার ॥ ৫৩
ব্যাপিয়া সে ব্রহ্মরাতি, শ্যামল মোহন কাঁতি,
রহিলা সে রাসক্রীড়ারত।
কিছুমাত্র নাহি শ্রান্তি, কিংবা অবসাদক্লান্তি,
রাজে গোপীপরিষদগত ॥ ৫৩
ভগবান্ ভক্তাধীন, আদি অন্ত মধ্যহীন,
গোপীবাঞ্ছা করিলা পূরণে।
কোন ক্ষোভ না রাখিলা, সব আশা মিটাইলা,
করি ধন্য এ বিশ্বভুবনে ॥ ৫৫
অনন্ত শকতি যাঁর, কি অসাধ্য আছে তাঁর,
অখণ্ড চিন্ময় সুখময়।
অসংখ্য যুবতিসনে, অবিরত বিহরণে,
নহিল চরম ধাতুক্ষয় ॥ ৫৬

পয়ার।

জ্যোতিষমণ্ডল মোহ বিগত হইল।
হরির ইচ্ছায় তারা চলিতে লাগিল ॥ ৫৭
হইল সে ব্রাহ্মী নিশা তবে অবসান।
সমাপিলা রাসলীলা বিভু ভগবান ॥ ৫৮
গগন হইতে সব অমর নিকর।
রমণী সহিত গেল অমর নগর ॥ ৫৯

লব্ধকাম কৃষ্ণপ্রিয়া প্রভুর আজ্ঞায়।
নিজ নিজ গৃহে গেলা ফিরি অনিচ্ছায় ৬০
অপ্রাকৃতা গুণাতীতা এই রাসলীলা।
গোপীপ্রেম হেতু হরি ব্রজে প্রকাশিলা ॥ ৬১
এ লীলার তত্ত্ব সব বেদ অগোচর।
নাহি জানে পদ্মাসন ভুবন ঈশ্বর ॥ ৬২
করিবারে এই লীলা রস আস্বাদন।
বহুকাল করে রমা তপ আচরণ ॥ ৬৩
তথাপি নহিল তাঁর বাসনা পূরণ।
যদিও হরির বক্ষ তাঁর নিকেতন ॥ ৬৪
কৃষ্ণকলা অবতার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
ঋষিকুল-চূড়ামণি মহাতপোধন ॥ ৬৫
স্বকৃত শ্রীভাগবতে করিলা বর্ণন।
জিতেন্দ্রিয় ভক্তে সুখ দিবার কারণ ॥ ৬৬
পরিপূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ ভগবান।
শ্রীরাস বিহার তাঁর ঐশ্বর্য্য নিধান ॥ ৬৭
তাঁহার দর্শন হয় সর্ব্বত্র সমান।
নাহি তাহে কাম ক্রোধ মোহ অভিমান ॥ ৬৮
না করে কর্ম্মের ফল তাঁহাতে আশ্রয়।
তেঁহ সর্ব্ব অন্তরাত্মা সর্ব্ব ভূতাশয় ॥ ৬৯
করি যাঁর পাদপদ্ম পরাগ সেবন।
ধর্ম্মতরু মূল করে তাপস ছেদন ॥ ৭০
ব্রহ্ম ভব নিষেবিত যাঁহার চরণ।
থাকিতে কি পারে তাঁর করম বন্ধন ॥ ৭১
গোপ গোপী পতি যেঁহ সর্ব্বজীবপতি।
চরাচরান্তরে যাঁর অব্যাহত গতি ॥ ৭২
আত্মারূপে সর্ব্বজীবে যেঁহ রাজমান ॥
ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র যাঁর সত্তা বিদ্যমান ॥ ৭৩
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁর বিরাট মুরতি।
যাঁহার চৈতন্য কণা সর্ব্বত্র স্ফুরতি ॥ ৭৪
অনিলে সলিলে যেঁহ ভূতল গগনে।
বিজন কাননে যেঁহ দীপ্ত হুতাশনে ॥ ৭৫
দুরন্ত প্রান্তরে যেঁহ দুস্তর সাগরে।
ঘোর মরুভূমে যেঁহ প্রকাণ্ড ভূধরে ॥ ৭৬
অন্তরে বাহিরে যেঁহ সদা রাজমান।
যাঁর অবস্থিতি হয় সর্ব্বত্র সমান ॥ ৭৭
সেই কৃষ্ণময় এই নিখিল সংসার।
নাহি কৃষ্ণ ভিন্ন বস্তু করহ বিচার ॥ ৭৮
একমেব অদ্বিতীয় বিভু ভগবান।
সৃষ্টি স্থিতি হেতু নানা স্বরূপ আখ্যান ॥ ৭৯
যাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহে নিরন্তর।
বিতরিছে রবি শশী খর হিমকর ॥ ৮০
করিতেছে মৃত্যু প্রাণী সকলে নিধন।
অনল দহন করে জলদ বর্ষণ ॥ ৮১
করিতেছে কালচক্র নিয়ত ভ্রমণ।
নিমেষাদি বৎসরান্ত করি নিরূপণ ॥ ৮২
চরাচর আত্মা সেই শ্রীনন্দনন্দন।
শ্যামল সুন্দর রূপ নীরদ-বরণ ॥ ৮৩
আত্মারাম রূপে করে আত্মাতে রমণ।
বিচারিয়া দেখ ভাই ধার্ম্মিক-সুজন ॥ ৮৪
করিলা গোপিকা সনে শ্রীরাস-বিহার।
ভাবি দেখ কিবা ভাব ইথে চমৎকার ॥ ৮৫
যাঁরে পাইবার তরে সাধক সুজন।
করিতেছে নানাবিধ ভজন পূজন ॥ ৮৬
যদ্যপি কখন সিদ্ধি করয়ে লভন।
তবে ত কৃতার্থ সেই মুকতি-ভাজন ॥ ৮৭
বহু বহু জন্ম করি তপ আচরণ।
লভিল শ্রীকৃষ্ণপদে রতি গোপীজন ॥ ৮৮
করিতে প্রকৃতিরূপে কৃষ্ণের সেবন।
করেছিল দৃঢ়বাঞ্ছা তাহাদের মন ॥ ৮৯
করিবারে তাঁহাদের সে বাঞ্ছা পূরণ।
করিলা শ্রীরাসলীলা কমললোচন ॥ ৯০
হৃদয় মাঝারে যেঁহ সতত বিহরে।
এ বাহ্যিক কেলি তাঁর ভক্ত সুখতরে ॥ ৯১
পরম পাবন এই শ্রীরাস-বিহার।
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যময় সর্ব্বলীলা-সার ॥ ৯২
ব্রজগোপী করে এই রস-আস্বাদন।
একমাত্র তাঁহাদের ইহা নিজধন ॥ ৯৩
অপর কাহার নাহি ইথে অধিকার।
অন্যপরে কিবা কথা নাহি কমলার ॥ ৯৪
গোপী অনুগত হয় যাহার ভজন।
গোপী অনুগ্রহে লভে সেই মহাজন ॥ ৯৫

অন্যত্র কোথাও নাহি এ রস বিকাশ।
এক মাত্র বৃন্দাবনে ইহার প্রকাশ ॥ ৯৬
যদি কেহ করে এই লীলানুকরণ।
হইবে অচিরে তাঁর অবশ্য নিধন ॥ ৯৭
উঠিল যে হলাহল সমুদ্র মন্থনে।
দহিতে আছিল তাহা সমগ্র ভুবনে ॥ ৯৮
পরম সমর্থ শিব প্রভু ভগবান।
রাখিলা এ বিশ্বে করি সে গরল পান ॥ ৯৯
লোক বেদ সমতীত পরেশ আচার।
প্রাকৃত প্রপঞ্চে নাহি তুলনা তাহার ॥ ১০০
প্রাকৃত তুলনা করে অপ্রাকৃত সনে।
তত্ত্বজ্ঞান হীন বলি জানিবে সে জনে ॥ ১০১
পরব্যোমাতীত কৃষ্ণ নিত্য নিরঞ্জন।
পরম ঈশ্বর সর্ব্ব কারণ কারণ ॥ ১০২
করিলা যে রসময়ী লীলা আচরণ।
কি সাধ্য ইতর করে সে অনুকরণ ॥ ১০৩
যথা কৃষ্ণ তথা তাঁর চরিত পাবন।
ত্রিগুণ অতীত দিব্য শুদ্ধ সনাতন ॥ ১০৪
শ্রদ্ধাসহ রাসলীলা যে করে শ্রবণ।
করে গোপীপতি তার হৃদ্রোগ হরণ ॥ ১০৫
ঘটিবে অচিরে তার সংসারে বিরতি।
প্রভুপদ-সরসিজে লভি প্রেমরতি ॥ ১০৬
কি সাধ্য আমার প্রভু লীলা বরণিতে।
লিখিলাম কিছু মন ক্ষোভ নিবারিতে ॥ ১০৭
গোপী পাদপদ্মরেণু মস্তকে ধারণ।
তথা করি কৃষ্ণপদ-কমল স্মরণ ॥ ১০৮
লিখিলাম যাহা লিখাইলা ইচ্ছাময়।
অতএব মম দোষ ক্ষমাযোগ্য হয় ॥ ১০৯
হরিজন পাদপদ্মে করিয়া প্রণতি।
করিতেছি করপুটে আমি এ মিনতি ॥ ১১০
নহি আমি কবি কিংবা শাস্ত্র-সুপণ্ডিত।
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মায়া বিমোহিত ॥ ১১১
সত্য দোষপূর্ণ কাব্য আমার লিখিত।
তবু কৃষ্ণ পূত নামে হয়েছে অঙ্কিত ॥ ১১২
ক্ষমা করি সব দোষ করহ শ্রবণ।
প্রভুর চরিত কলি কলুষ নাশন ॥ ১১৩
গোপিকা বল্লভ হরি ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
তব পাদ পদ্মে মম এই নিবেদন ॥ ১১৪
হৃদয় তিমির মম করিয়া হরণ।
তব প্রিয়া গোপীসনে দেহ দরশন ॥ ১১৫
শ্রীরাস মণ্ডলগত মদন মোহন।
হয় যেন হৃদিমাঝে নিয়ত স্ফুরণ ॥ ১১৬
এ আশা দুরাশা মম নাহিক সংশয়।
পতিতপাবন কিন্তু তুমি দয়াময় ॥ ১১৭
করিলে অহেতু কৃপা অনেক উপরে।
হইবে বঞ্চিত কিহে এ অভাগা হরে ॥ ১১৮
গোবিন্দ গোপাল কৃষ্ণ গোপিকাজীবন।
হইবে তারিতে পদে লইনু শরণ ॥ ১১৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতমহাকাব্যে অষ্টমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ

নবমঃ সর্গ

-:*:-

অথ সর্পগ্রাস হইতে শ্রীনন্দ মহারাজের মোচন ও সুদর্শন বিদ্যাধরের শাপ উদ্ধার।

শিবরাত্রি ব্রত করি একদা ধারণ।
কৌতূহল-পরবশ যত ব্রজজন ॥ ১
করিয়া শকট'পরে সবে আরোহণ।
চলিলা সত্বর যথা অম্বিকাকানন ॥ ২
করি সরস্বতী-জলে যথাবিধি স্নান।
নানাবিধ উপহার করিয়া প্রদান ॥ ৩
মহেশ্বরী সনে মহাদেব মহেশ্বরে।
পূজন করিলা ব্রজবাসী ভক্তিভরে ॥৪
মধুর সহিত অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
তথা পয়স্বিনী গাভী কনক-বসন ॥ ৫
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে করিয়া আহ্বান।
দেব প্রীতি কামনায় করিলা প্রদান ॥৬
নন্দ সনন্দক আদি গোপ মহাশয়।
জল মাত্র করি পান উপবাসী রয় ॥ ৭
যথাশাস্ত্র করি ব্রত নিয়ম পালন।
সরস্বতী তীরে করে সে রাত্রি যাপন ॥ ৮
অলক্ষিতে এক সর্প করি আগমন।
নন্দ মহারাজ পদে করিল দংশন ॥ ৯
অহিগ্রস্ত নন্দ তবে করিলা চীৎকার।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ তাত মম করহ উদ্ধার ॥ ১০
দারুণ উরগ মোরে করিতেছে গ্রাস।
আসি শীঘ্র নিবারণ কর মম ত্রাস ॥ ১১
গোপরাজ আর্ত্তনাদ করিয়া শ্রবণ।
সসম্ভ্রমে গোপ সব করিয়া গমন ॥ ১২
প্রজ্জলিত কাষ্ঠ করে লইয়া সত্বর।
আঘাত করিলা সর্প-পৃষ্ঠের উপর ॥ ১৩
পুনঃ পুনঃ ভুজঙ্গম হইয়া তাড়িত।
তবুও না ছাড়িল নন্দে যদিও ব্যথিত ॥১৪
হেন কালে আসি তবে কমল লোচন।
পরশিলা উরগেরে প্রদানি চরণ ॥ ১৫
পরশিয়া কৃষ্ণ পাদপদ্ম শুভালয়।
হইল সর্পের সব পাপ তাপক্ষয় ॥ ১৬
ঘৃণিত উরগদেহ বরজি তখন।
পূজ্য বিদ্যাধররূপ করিল ধারণ ॥ ১৭
হেরি দীপ্যমানরূপ পরম সুন্দর।
হ'ল ব্রজবাসী সব বিস্মিত-অন্তর ॥ ১৮
পুছিলা তাহারে তবে বিভু ভগবান।
কেহে তুমি সমুজ্জল দেহে রাজমান ॥ ১৯
হইল উরগদেহ তব কি কারণ।
প্রকাশিয়া কহ মোরে সব বিবরণ ॥২০
প্রভুর মধুর বাণী করিয়া শ্রবণ।
কহে বিদ্যাধর তবে বিনয় বচন ॥ ২১
শুন শুন দেবদেব করুণা সাগর।
মম বিবরণ তব নহে অগোচর ॥ ২২
তথাপি পালনতরে প্রভুর আদেশ।
পূরব বৃত্তান্ত মম কহি হৃষীকেশ ॥ ২৩
আমি বিদ্যাধর দেব শ্রীনন্দ-নন্দন।
ভুবন প্রখ্যাত নাম মম সুদর্শন ॥ ২৪
স্বরূপে সম্পদে আমি প্রমত্ত হইয়া।
ভ্রমিতেছিলাম দিক বিমানে চড়িয়া ॥ ২৫
করিতে করিতে দিক সকল ভ্রমণ।
আঙ্গিরস ঋষিগণে করিনু দর্শন ॥ ২৬

তাঁদের বিকৃত রূপ হেরিয়া নয়নে।
করিলাম উপহাস তাঁহাদের সনে ॥ ২৭
কুপিত হইয়া তাহে তাপস নিকর।
প্রদানিলা অভিশাপ আমার উপর ॥ ২৮
স্বরূপ দর্পিত মূঢ় অরে বিদ্যাধর।
উপহাস ফল তোরে দিব রে সত্বর ॥ ২৯
অচিরে লভিবি সর্পদেহ বিনিন্দিত।
হইবে দারুণ গর্ব্ব তবে প্রশমিত ॥ ৩০
হেন অভিশাপ যবে দিলা মুনিগণ।
ধরিনু ব্যাকুল হ'য়ে তাঁদের চরণ ॥ ৩১
এই অনুগ্রহ তাঁরা করিলা তখন।
না হবে অন্যথা কভু মোদের বচন ॥ ৩২
দ্বাপরের অবসানে দেব নারায়ণ।
অবতার গোপকুলে করিবে গ্রহণ ॥ ৩৩
চরণ-সরোজ তাঁর করি পরশন।
হইবে তোমার এই শাপ বিমোচন ॥ ৩৪
আছি সর্পদেহ ধরি আমি তদবধি।
হইল হে দেব আজি তাহার অবধি ॥ ৩৫
অহে মহাযোগী মহাপুরুষ ঈশ্বর।
ওহে সাধুজনপতে দুঃখতাপহর ॥ ৩৬
লইলাম তব পদে আমি হে শরণ।
আজ্ঞা দেহ যাই এবে আপন ভবন ॥ ৩৭
যাঁহার পবিত্র নাম শ্রবণ কীর্ত্তনে।
অশেষ দুরিত পাপী করয়ে নাশনে ॥ ৩৮
করিনু পরশ তাঁর চরণ-কমলে।
অহো ধন্য মম ভাগ্য এ বিশ্বমণ্ডলে ॥ ৩৯
এত কহি বিদ্যাধরপতি পাপহীন।
করিয়া প্রভুর পদে নতি প্রদক্ষিণ ॥ ৪০
যোড় করে তাঁর পাশে বিদায় লইয়া।
আরোহি বিমানে গেল স্বস্থানে চলিয়া ॥ ৪১
দারুণসঙ্কটে কৃষ্ণ পিতারে রাখিলা।
ব্রহ্মদণ্ড-হত বিদ্যাধরে উদ্ধারিলা ॥ ৪২
যুগপৎ দুই কার্য্য করিলা সাধন।
ইচ্ছাময় নন্দসুত কৃপা-নিকেতন ॥ ৪৩
কতগুণ ধরে কৃষ্ণ পদরজ-কণ।
বিরিঞ্চি শঙ্কর নারে করিতে বর্ণন ॥ ৪৪
অপূর্ব্ব বৈভব হেন করি দরশন।
ডুবিল বিস্ময়-রসে ব্রজবাসি-মন ॥ ৪৫
করিয়া ত্রিরাত্র বাস অম্বিকাকাননে।
করিলা সকলে তীর্থ নিয়ম পালনে ॥ ৪৬
গাইতে গাইতে কৃষ্ণগুণ অনন্তর।
আইলা সগণ ব্রজে গোপনরবর ॥ ৪৭

অথ শঙ্খচূড়বধ।

একদা সাগ্রজ নব নীরদবরণ।
ভ্রমিতে আছিলা গোপী সহিত কানন ॥ ১
ভুবন-সুন্দর দোঁহে জগ-মনোহর।
মলয়জ চরচিত দোঁহ কলেবর ॥ ২
উভয়ের গলদেশে শোভে বনমালা।
করেছে অঙ্গের জ্যোতি দশদিক আলা ॥ ৩
প্রতি অঙ্গ বিভূষিত মণি আভরণে।
বিশোভিত কটিতট বিচিত্র বসনে ॥ ৪
নিশামুখ নিশাকর-কর-বিভাসিত।
বিমল তারকা-কুল গগনে-উদিত ॥ ৫
বিবিধ কুসুমে বনরাজি কুসুমিত।
মধুর-সৌরভে দশদিক আমোদিত ॥ ৬
গুণ গুণ স্বরে অলিকুল করি গান।
ভ্রমিতেছে নানাফুলে করি মধুপান ॥ ৭
হেন বন-শোভা রামকৃষ্ণ নিরখিয়া।
ভ্রমিতে লাগিলা চিতে আনন্দ পাইয়া ॥ ৮
যুগপৎ করি স্বর মণ্ডল মূর্চ্ছন।
গাইলা অদ্ভুত গান বিশ্ববিমোহন ॥ ৯
সে গীত শ্রবণ করি ব্রজ-গোপীকুল।
হইলা বিশুদ্ধ প্রেমরস-সমাকুল ॥ ১০
হেনকালে শঙ্খচূড় কুবেরানুচর।
আইল যদৃচ্ছাক্রমে বনের ভিতর ॥ ১১
কৃষ্ণ বলরাম ভুজাশ্রিত গোপীগণ।
করিতে আছিলা যাঁরা বনে বিচরণ ॥ ১২
তাঁদেরে নিঃশঙ্কচিত যক্ষ দুরাশয়।
চলে মায়াবলে ল'য়ে উত্তরে স্বালয় ॥ ১৩

তবে হাহাকার করে প্রমদা-নিকর।
কোথা নব-ঘন শ্যাম কোথা হলধর ॥ ১৪
এ বিপদে আমাদেরে করহ উদ্ধার।
ধরি ল'য়ে যায় বলে যক্ষ দুরাচরি ॥ ১৫
শার্দ্দূল-কবলগত যথা গাভীগণ।
করে ব্রজাঙ্গনা তথা করুণ রোদন ॥ ১৬
যে বিলাপধ্বনি শুনি কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
ধাইলা যক্ষের পাছু অনাথ-শরণ ॥ ১৭
সুবিশাল শালতরু করিয়া গ্রহণ।
বদনে অভয়ারাব করি উচ্চারণ ॥ ১৮
অতি দ্রুত-পদ-ক্ষেপে যক্ষসন্নিধান।
উত্তরিলা দুই ভাই বিক্রম-নিধান ॥ ১৯
কালান্তক যম সম তাঁদেরে হেরিয়া।
স্ত্রীগণে ছাড়িয়া যক্ষ যায় পলাইয়া ॥ ২০
তাহা দেখি জগন্নাথ ব্রজেন্দ্রকুমার।
অগ্রজের করে দিয়া গোপীরক্ষাভার ॥
হইলা যক্ষের পাছু প্রভু ধাবমান।
করিবারে সমুচিত দণ্ডের বিধান ॥ ২২
অনন্তর কিছু দূর হ'য়ে অগ্রসর।
ধরিলা পাপিষ্ঠ-যক্ষ-কেশ দণ্ডধর ॥ ২৩
করিলা মস্তকে তার মুষ্টির প্রহার।
হইল বিগত-প্রাণ যক্ষ-পাপাচার ॥ ২৪
ছিল এক চূড়ামণি তার শির'পর ॥
অতুল ভুবন মাঝে বিমল ভাস্বর ॥ ২৫
গতাসু যক্ষের শির হইতে গ্রহণ।
করি সে বিমল মণি বিশ্ব-বিনোদন ॥ ২৬
পুনরপি আসি ফিরি গোপী-সন্নিধান।
করিলা সে মণিবরে অগ্রজে প্রদান ॥ ২৭
করিতে দুষ্টের দণ্ড শিষ্টের পালন।
অবতীর্ণ গোপীকুলে অনাদিনিধন ॥ ২৮
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর অতুল প্রভাব।
কুত্রাপি নাহিক তাঁর সত্তার অভাব ॥ ২৯
কর সবে সমস্বরে সদা উচ্চারণ।
জয় বৃন্দাবনচন্দ্র রাধিকারমণ ॥ ৩০

অথ অরিষ্টবধ।

ব্রজ গোপরাজ-সুত চিদানন্দ ঘন।
পূর্ণ ভগবান নব নীরদবরণ ॥ ১
প্রিয়ব্রজবাসিজন আনন্দ সমৃদ্ধি।
অহরহ নিরন্তর করে অতি বৃদ্ধি ॥ ২
না করিল কভু যাহা কেহ আস্বাদন।
যাহাতে বঞ্চিত ব্রহ্মলোক সনাতন ॥ ৩
সে সুখের অধিকার লভি ব্রজজন।
রহে প্রেম-সিন্ধুনীরে হইয়া মগন ॥ ৪
নাশিতে সে ব্রজসুখ এক নিশাচর।
দরশন দিল গোষ্ঠে বৃষরূপধর ॥ ৫
অরিষ্ট তাহার নাম প্রকাণ্ড শরীর।
বিশাল ককুদ তার মহাবল বীর ॥ ৬
পদভরে ধরাতল বিক্ষত কম্পিত।
করিয়া হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক নিনাদিত ॥ ৭
প্রচণ্ড লাঙ্গুল করি ঊর্দ্ধে উত্তোলন।
তীক্ষ্ণ শৃঙ্গাঘাতে করি তট উৎক্ষেপণ ॥ ৮
অল্প অল্প মল মূত্র করি বিসর্জ্জন।
বিস্ফারিত করি তথা প্রকাণ্ড লোচন ॥ ৯
ধারণ করিয়া হেন রূপ ভয়ঙ্কর।
প্রবেশিলা নিশাচর গোষ্ঠের ভিতর ॥ ১০
তার নিদারুণ রূপ হেরি পশুকুল।
তথা ব্রজবাসী ভয়ে হইল আকুল ॥ ১১
কেহ কেহ ব্রজ ছাড়ি করে পলায়ন।
দারুণ দানব-ভয়ে রাখিতে জীবন ॥ ১২
কেহ কহে কোথা কৃষ্ণ বিপদ-ভঞ্জন।
এ ঘোর সঙ্কটে রক্ষা কর জনার্দ্দন ॥ ১৩
গোকুলে ব্যাকুল হেরি প্রভু ভগবান।
করিলা অভয়রবে আশ্বাস প্রদান ॥ ১৪
কিবা ফল উহাদেরে ভয় দেখাইয়া।
শরণদ আমি হেথা আছি দাঁড়াইয়া ॥ ১৫
যদি বল থাকে সহ মম আক্রমণ।
এত বলি করি হরি বাহু আস্ফোটন ॥ ১৬
তলশব্দে করি তার কোপ-বিবর্দ্ধন।
করিলা সখার কাঁধে কর প্রসারণ ॥ ১৭

অচ্যুত তাঁহার নাম স্বত অন্তশ্চর।
পর-বঞ্চনা-হেতু হরি নাম ধর॥ ১৮
না জানে বিক্রম তাঁর দুরাত্মা দানব।
মনে ভাবি গোপসুত সামান্য মানব॥ ১৯
খুর ক্ষেপে করি তবে ধরণী খনন।
ধাইল প্রভুর প্রতি আরক্ত লোচন॥ ২০
তবে তার উর্দ্ধগত পুচ্ছ আঘাতিত।
হইল গগন মাঝে জলদ ঘূর্ণিত॥ ২১
সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গের অগ্রভাগ প্রসারিয়া।
কোপরক্ত নেত্রযুগ অচল করিয়া॥ ২২
বিষম কটাক্ষে করি কৃষ্ণে নিরীক্ষণ।
ইন্দ্রমুক্ত বজ্র ইব কৈল আগমন॥ ২৩
প্রভুর সম্মুখে দুষ্ট আ:ল যেমন।
ধরিয়া তাহার শৃঙ্গ দৈত্য নিসূদন॥ ২৪
যথা করী প্রতিকূল করী করে ধরি।
ফেলাইয়া দেয় দূরে নাশিতে স্ব অরি॥ ২৫
দিলা অষ্টাদশ পদ দূরে পিছাইয়া।
পড়িল অসুর ভূমে মূর্চ্ছিত হইয়া॥ ২৬
অনন্তর ত্যজি মোহ দুষ্ট যাতুধান।
হইল প্রভুর প্রতি পুন ধাবমান॥ ২৭
বহিতেছে ঘন ঘন নিশ্বাস পবন।
স্বেদ-জল পূর্ণ-অঙ্গ দুরাত্মা তখন॥ ২৮
পুন ধরি শৃঙ্গ তার শ্রীমধুসূদন।
পদদ্বয়ে করি তার পদ আক্রমণ॥ ২৯
ভূমির উপরে তারে করিয়া ক্ষেপণ।
আর্দ্র বস্ত্র ইব দেহ করিলা পীড়ন॥ ৩০
ততঃপর করি তার শৃঙ্গ উৎপাটন।
বধিলা বিষাণাঘাতে দৈত্যের জীবন॥ ৩১
রহিল ভূতলে পড়ি দৈত্য গতপ্রাণ।
পাইল সঙ্কটে ব্রজজন পরিত্রাণ॥ ৩২
করিলা অরিষ্টে হরি এমতে নিধন।
করিয়া বিমানচারী অমর দর্শন॥ ৩৩
করিলা প্রভুর পরে কুসুমবর্ষণ।
কহি জয় জয় দেব দানব দমন॥ ৩৪
শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে তবে আসি গোপগণ।
স্নেহভরে করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন॥ ৩৫
সপ্রেম পিরীতি পুষ্প কটাক্ষ চন্দন।
প্রদানি গোপিকা করে পতির পূজন॥ ৩৬
এইমতে বিহার করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
নিত্য নব সুখ ব্রজে করি বিবর্দ্ধন।

কংসের নিকট নারদের আগমন ও শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেব সম্বন্ধে কথন।

অরিষ্ট নিধনবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
হইলা ভোজেন্দ্র অতি চিন্তা-পরায়ণ॥ ১
হরিপদ-রত দেব ঋষি তপোধন।
কংসের সভাতে আসি দিলা দরশন॥ ২
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর করিয়া পূজন।
বসিবারে দিলা কংস দিব্য সুখাসন॥ ৩
কহিলা তাঁহারে করি চরণ বন্দন।
শুন শুন মুনিবর মম নিবেদন॥ ৪
অঘ বক আদি মম বহু অনুচর।
অমর-বিজয়ী মহাবল নিশাচর॥ ৫
গিয়া ব্রজে নন্দসুতে করিতে নিধন।
করিল তাঁহার করে প্রাণবিসর্জ্জন॥ ৬
দেবের অজেয় যারা মহাবল বীর।
গোপশিশু পাশে গিয়া ত্যজিল শরীর॥ ৭
হয়েছে ইহাতে মম বিস্মিত অন্তর।
নিগূঢ় কারণ মোরে কহ মুনিবর॥ ৮
শুনি ভোজপতি-বাণী ঋষির প্রধান।
কহে মহারাজ এবে কর অবধান॥ ৯
করিয়া অলীক বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন।
অনর্থক বহুকাল করিলা যাপন॥ ১০
এখন প্রকৃত তথ্য কহিব তোমারে।
সাবধান হ'য়ে রক্ষা কর আপনারে॥ ১১
দেবকী সপ্তম গর্ভ অকাল পতন।
যাহা মহারাজ তুমি করেছ শ্রবণ॥ ১২
কিছুমাত্র সত্য তাহে নাহিক নিহিত
করেছে অলীক বাদ তোমার

যোগমায়া যোগবল বিস্তার করিয়া।
রাখিল রোহিণী-গর্ভে সে ভ্রূণ লইয়া ॥ ১৪
রোহিণী কুমার বলি জানিলে যাহারে।
দেবকী-সপ্তমসুত জানিবে তাহারে ॥ ১৫
দেবকী অষ্টম গর্ভে কন্যা না হইল।
পরম সুন্দর এক পুত্র জনমিল ॥ ১৬
বসুদেব নন্দালয়ে রাখিয়া আইল।
যশোদা প্রসূতসুতা আপনি লইল ॥ ১৭
মথুরাতে কারাগারে আনি পুনরায়।
সে কন্যারে রাখি দিল দেবকী-শয্যায় ॥ ১৮
প্রহরীর মুখে তুমি সংবাদ পাইয়া।
দেখিলা কন্যারে কারাগৃহে প্রবেশিয়া ॥ ১৯
তোমার ভগিনীসুতা তাহারে জানিয়া।
আছাড়িলা শিলাপৃষ্ঠে বধের লাগিয়া ॥ ২০
যাহারে জানিলে তুমি যশোদা কুমার।
করেছে প্রসব তারে ভগিনী তোমার ॥
রোহিণী যশোদা সুত যুগল সোদর।
অমিত বিক্রম দোঁহে অপূর্ব্ব শ্রীধর ॥ ২২
দেবতা চক্রান্তে তুমি হ'লে প্রতারিত।
নারিলে দিবারে ফল অরিরে উচিত ॥ ২৩
সকল উদ্যম তব হইল বিফল।
অনর্থক বলক্ষয় করিলে কেবল ॥ ২৪
যে যে অনুচরে তুমি করিলে প্রেরণ।
বধিবারে রাম কৃষ্ণ দোঁহার জীবন ॥ ২৫
তোমার সকাশে তারা ফিরি না আইল।
তোমার অরির করে প্রাণ সমর্পিল ॥ ২৬
মহারাজ কর যাহা কর্ত্তব্য এখন।
তোমারে কহিনু আমি গুপ্ত বিবরণ ॥ ৩
এত শুনি কোপে কংস কম্পিত-শরীর।
ধরিয়া নিশিত খড়্গ করে মহাবীর ॥ ২৮
বসুদেবে বধিবারে উদ্যত হইলা।
হেরিয়া নারদ তারে বারণ করিলা ॥ ২৯
শুন ভোজ-পতে এবে আমার বচন।
সম্প্রতি বসুরে নাহি করহ নিধন ॥ ৩০
যদি আজি বধ তুমি তাহার জীবন।
করিবে শ্রীরামকৃষ্ণ ভয়ে পলায়ন ॥ ৩১
তাহ'লে উদ্দেশ্য তব নহিবে সাধন।
বিধিকৃত অরি তব তারা দুইজন ॥ ৩২
শুনি বসুবধে কংস নিরস্ত হইল।
করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ তাঁহারে রাখিল ॥ ৩৩
করিতে করিতে হরি পূত যশোগান।
করিলা নারদ ঋষি স্বস্থানে প্রয়াণ ॥ ৩৩
অনন্তর ভোজরাজ কেশি নিশাচরে।
আজ্ঞা দিলা রামকৃষ্ণে বধিবার তরে ॥ ৩৫
প্রভুর আদেশ-বাণী করিয়া শ্রবণ।
ব্রজে গেল দুরাচার মনুজ-অশন ॥ ৩৬
মুষ্টিক চানুর দুষ্ট তোষলকশল।
বিক্রান্ত দানব যত মন্ত্রণাকুশল ॥ ৩৭
প্রধান প্রধান যত মাতঙ্গ পালক।
প্রখ্যাত পৌরুষ যত সেনার নায়ক ॥ ৩৮
আনাইলা সভামাঝে সবারে তৎপর।
কহিতে লাগিলা বাক্য মথুরা ঈশ্বর ॥ ৩৯
শুন মহাবীরগণ আমার বচন।
আছে নন্দালয়ে দুই বসুর নন্দন ॥ ৪০
বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট অরি তারা মম হয়।
এ হেতু তাদের বধ কর্ত্তব্য নিশ্চয় ॥ ৪১
অধুনা করহ ধনুর্যজ্ঞ আয়োজন।
হইবে তাহাতে মল্ল ক্রীড়া প্রদর্শন ॥ ৪২
এ ঘোষণা চারিদিকে করহ রটন।
সসমাজ ব্রজরাজে কর নিমন্ত্রণ ॥ ৪৩
হউক বিবিধ মঞ্চ সত্বর রচিত।
দিবারে দর্শকে স্থান সম্ভ্রম উচিত ॥ ৪৪
পৌর জানপদ যত সহ ব্রজজন।
বসি রঙ্গমঞ্চে ক্রীড়া করিবে দর্শন ॥ ৪৫
সাধকের অভয়দ প্রভু ভূতপতি।
ভূত চতুর্দ্দশী তিথি তাঁর প্রিয়া অতি ॥ ৪৬
সে তিথিতে কর যজ্ঞ আরম্ভ বিধান।
হইবে বিবিধ মেধ্য পশু বলিদান ॥ ৪৭
কুবলয়াপীড় সব বারণ-প্রধান।
নাহি বলী ভূমে করী যাহার সমান ॥ ৪৮
মহামাত্র সে মাতঙ্গ করি সুসজ্জিত।
রঙ্গদ্বারে করিবে হে তারে সুরক্ষিত ॥ ৪৯

রামকৃষ্ণ প্রবেশিতে যখন আসিবে।
করিবর পদাঘাতে তাদেরে দলিবে ॥ ৫০
হস্তীর কবল হ'তে যদি পায় ত্রাণ।
মল্লযুদ্ধ তরে তবে করিব আহ্বান ॥ ৫১
মল্লযুদ্ধ-বিশারদ চানুর মুষ্টিক।
করিবে তাদেরে যম-ভবন-পথিক ॥ ৫২
স্বার্থ-তত্ত্ব সুকুশল কংস-মহাবীর।
দুষ্ট মন্ত্রী-সনে করি এ মন্ত্রণা স্থির ॥ ৫৩
সে সব অমাত্যে তবে করিয়া বিদায়।
আজ্ঞা দিলা আনিবারে অক্রূরে সভায় ॥ ৫৪
সুচতুর দূত গিয়া তাঁর নিকেতন।
করিল তাঁহারে রাজ আদেশ জ্ঞাপন ॥ ৫৫
নৃপতি আদেশ শুনি অক্রূর ভাবিলা।
কি হেতু দুরাত্মা আজি আমারে স্মরিলা ॥ ৫৬
না কহে করিতে মোরে কোন কুকরম।
রাখিয়াছি কোন মতে আপন ধরম ॥ ৫৭
অবশ্য কর্ত্তব্য নৃপ সকাশে গমন।
নতুবা করিবে আজি নির্দ্দয় পীড়ন ॥ ৫৮
এত বিচারিয়া দান পতি শ্রীঅক্রূর।
চলিলা সভাতে যথা ভোজেন্দ্র নিঠুর ॥ ৫৯
অক্রূরে হেরিয়া কংস আনন্দ পাইলা।
সুখাসনে বসিবারে আদেশ করিলা ॥ ৬০
স্বকরে তাহার কর করিয়া মর্দ্দন।
কহে স্বার্থপর ভূপ মধুর বচন ॥ ৬১
বৃষ্ণিভোজ কুলজাত শুন বন্ধুবর।
নাহি কেহ তব সম মম হিতকর ॥ ৬২
উপেন্দ্র আশ্রয়ে যথা বৃত্র নিসূদন।
আনায়াসে সিদ্ধি করে নিজ প্রয়োজন ॥ ৬৩
তোমার আশ্রয় তথা করিয়া গ্রহণ।
স্বকার্য্য সাধিব আমি করিয়াছি মন ॥ ৬৪
তুমি সুপণ্ডিত জান মিত্র ব্যবহার।
করিতে হইবে সখে মম উপকার ॥ ৬৫
তোমার নিকটে কিছু না রাখি গোপন।
কহিব তোমারে আজি গুপ্ত বিবরণ ॥ ৬৬
আছে নন্দ ব্রজে দুই বসুর নন্দন।
শুনিলাম তারা মম বধিবে জীবন ॥ ৬৭
বিষ্ণুর আশ্রিত যত অমর নিকর।
সতত আমার বলে সভয় অন্তর ॥ ৬৮
হয়েছি তাদের চক্রে আমি প্রতারিত।
আছিলাম এতদিন মায়া-বিমোহিত ॥ ৬৯
তুমি ত্বরা করি ব্রজে করহ গমন।
করিবারে রামকৃষ্ণে হেথা আনয়ন ॥ ৭০
জানাইবে ব্রজরাজে মম নিমন্ত্রণ।
যেন যজ্ঞ দেখিবারে আসে সহগণ ॥ ৭১
যবে রামকৃষ্ণ রঙ্গদ্বারে প্রবেশিবে।
কালরূপ করী মম তাদেরে নাশিবে ॥ ৭২
যদ্যপি করীর করে পায় হে নিস্তার।
অশনি সমান মল্ল করিবে সংহার ॥ ৭৩
বসুদেব উগ্রসেন দেবক সহিত।
আর যত আছে মম বিদ্বেষী অহিত ॥ ৭৪
একে একে বিনাশিব সবার পরাণ।
না রাখিব আমি সখে কোন ভয়স্থান ॥ ৭৫
মহারাজ জরাসন্ধ আমার শ্বশুর।
দ্বিবিদ বানর পতি রণে মহাশূর ॥ ৭৬
সম্বর নরক বাণ অসুর প্রধান।
আর যত মহাবল আছে যাতুধান ॥ ৭৭
সে সব আমার প্রিয় বন্ধু মহাকায়।
হইবে সংগ্রামকালে আমার সহায় ॥ ৭৮
সত্য সুররাজ মম অরি চিরন্তন।
কিন্তু বীরমধ্যে তারে না করি গণন ॥ ৭৯
দেবাসুর রণে বহুবার পলাইল।
রাজ্য ছাড়ি ছদ্মবেশে নিভৃতে রহিল ॥ ৮০
কাপুরুষ তারে মম নাহি কিছু ভয়।
যদি আসে আজি রণে পাবে পরাজয় ॥ ৮১
করিয়াছি যে মন্ত্রণা করিনু বর্ণন।
কর সখে রাম কৃষ্ণে হেথা আনয়ন ॥ ৮২
হয়েছে গোপের কুলে তাহারা পালিত।
যজ্ঞ দরশন তরে কর প্রলোভিত ॥ ৮৩
নগরের শোভা নাহি করিল দর্শন।
পাইয়া হইবে ধন্য মম নিমন্ত্রণ ॥ ৮৪
তুমি হে চতুর মিত্র মন্ত্রণা-কুশল।
আনিবে তাদেরে হেথা করি নানা ছল ॥ ৮৫

অক্রূর কংসের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কহিলা তাঁহারে কাল-উচিত বচন ॥ ৮৬
উত্তম মন্ত্রণা স্থির করিলে রাজন।
করিতে দারুণ মৃত্যু ভয় নিবারণ ॥ ৮৭
কেবল পুরুষকারে শুন মহাশয়।
কখন কোনও মন্ত্র সিদ্ধি নাহি হয় ॥ ৮৮
বিধির নির্ব্বন্ধ সখে ধরে মহাবল।
দৈবের অপেক্ষা করে সব কর্ম্মফল ॥ ৮৯
এ হেতু সুবোধ করে কার্য্য অনুষ্ঠান।
করিয়া অসিদ্ধি সিদ্ধি দোঁহে সমজ্ঞান ॥ ৯০
আমার কর্ত্তব্য তব আদেশ পালন।
করিব প্রভাতে নন্দ আলয় গমন ॥ ৯১
এত বলি শ্রীঅক্রূর আইল ভবন।
গেলা অন্তঃপুরে কংস চিন্তা-পরায়ণ ॥ ৯২

অথ কেশী ব্যোমাসুরবধ ॥

ভোজেন্দ্র-প্রেরিত কেশী দানব-প্রধান।
যাহার সত্বর গতি মনের সমান ॥ ১
প্রচণ্ড তুরঙ্গরূপ করিয়া ধারণ।
খুরক্ষেপে মহীতল করি বিদারণ ॥ ২
কেশর চালনে করি জলদ কম্পিত।
দারুণ হ্রেষিত রবে ভুবন ত্রাসিত ॥ ৩
আসিয়া নন্দের ব্রজে দিল দরশন।
লাগিল করিতে নন্দসুতে অন্বেষণ ॥ ৪
সর্ব্বভূতাবাস তাহা অন্তরে বুঝিলা।
বাহির হইয়া দৈত্য অগ্রে দেখা দিলা ॥ ৫
তাঁহারে হেরিয়া কেশী হল ধাবমান।
করি সিংহনাদ বজ্রসম্পাত সমান ॥ ৬
ব্যাদান করিয়া মুখ অতি ভয়ঙ্কর।
প্রচণ্ড বিক্রম ক্রোধে কাঁপে কলেবর ॥ ৭
করিল পশ্চাৎপদ প্রভুরে প্রহার।
দানব দুরতিক্রম ঘোর পাপাচার ॥ ৮
কমল লোচন তার আঘাত বিফল।
করিলা প্রকাশ করি সমর কৌশল ॥ ৯
নাগের সহিত যথা খেলে নাগাশন।
করিলা সমর খেলা তথা কিছুক্ষণ ॥ ১০
অনন্তর দানবের ধরি দুচরণ।
চারিশত হস্ত দূরে করিলা ক্ষেপণ ॥ ১১
মূর্চ্ছা ত্যজি কিয়ৎকাল পরে যাতুধান।
হইলা প্রভুর প্রতি পুন ধাবমান ॥ ১২
হাসিতে হাসিতে তবে পরম ঈশ্বর।
চালাইয়া দিলা তার মুখে বাম কর ॥ ১৩
কেশী দন্তপাঁতি সেই কর পরশিয়া।
তপ্ত লৌহ-ঘাতে যেন পড়িল ভাঙ্গিয়া ॥ ১৪
দৈত্যদেহ মাঝে সেই ভোগীভোগ কর।
বাড়ে যেন উপেক্ষিত রোগ জলোদর ॥ ১৫
সে কর নিরুদ্ধ বায়ু দৈত্যকলেবর।
হইয়া গতাসু পড়ে ভূমর উপর ॥ ১৬
পক্ক কর্কটিকা ফাটি ভূতলে যেমন।
পড়িল বিশীর্ণ দৈত্যশরীর তেমন ॥ ১৭
অনন্তর মৃতদেহ হইতে বাহির।
করিলা স্বভুজ মহাভুজ গোপবীর ॥ ১৮
শ্রবণ করিয়া যার প্রচণ্ড হ্রেষিত।
থাকিত অমর কুল সতত শঙ্কিত ॥ ১৯
নিরস্ত করিয়া সেই মহা পাপাচার।
অবিরত অতিবৃদ্ধি করিত ভূভার ॥ ২০
অযতনে বধি তারে কৃষ্ণ ভগবান।
না ধরিলা মনে কোন গর্ব্ব অভিমান ॥ ২১
ঈর্ষাদ্বেষ ক্রোধ মোহ অহঙ্কার হীন।
প্রকৃতি অতীত প্রভু স্বতন্ত্র স্বাধীন ॥ ২২
নিরখি কেশীর বধ দেবতার গণ।
করিলা কৃষ্ণের পর কুসুমবর্ষণ ॥ ২৩
কহে জয় জয় কৃষ্ণ গোপেন্দ্র নন্দন।
দেবারি মর্দ্দন জয় শ্রীমধুসূদন ॥ ২৪
অনন্তর করিবারে প্রভুরে দর্শন।
আইলা নারদ দেবঋষি তপোধন ॥ ২৫
নির্জ্জনে কৃষ্ণের পাশে করিয়া গমন।
ভক্তিভরে নমি পদ করিলা স্তবন ॥ ২৬
দুঃসহ ভূমির ভার করিতে হরণ।
ওহে কৃষ্ণ অবতার করেছ ধারণ ॥ ২৭

করি নরাকারে নানালীলা আচরণ।
করিতেছ তুমি প্রভু বিশ্বের পালন ॥ ২৮
তুমি হে অপরিছিন্ন স্বরূপ ঈশ্বর।
অচিন্ত্য প্রভাব তব প্রকৃতির পর ॥ ২৯
বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি সর্ব্বভূতশয়।
সাত্বত প্রধান সর্ব্ব শক্তি সর্ব্বাশ্রয় ॥ ৩০
যথা সর্ব্বদারু মধ্যে আছে হুতাশন।
অনুস্যূত সর্ব্বভূতে তুমি হে তেমন ৩১
তুমি হে পরম আত্মা গূঢ় অতিশয়।
তুমি হে বুদ্ধির সাক্ষী বুদ্ধির আশ্রয় ॥ ৩২
পরম পুরুষ তুমি বিভু পরাৎপর।
নহ তুমি পরিছিন্ন বুদ্ধির গোচর ॥ ৩৩
নাহি অন্য সাধনের অপেক্ষা তোমার।
তুমি হে স্বতন্ত্র তব মহিমা অপার ॥ ৩৪
করিয়া মায়ার বলে ত্রিগুণে সৃজন।
তদ্দ্বারা করিছ বিশ্ব জন্মাদি সাধন ॥ ৩৫
রাক্ষস প্রমথ দৈত্য আদি নিশাচর।
জনমিল নৃপকুলে ভূমির উপর॥ ৩৬
করি তারা বেদ প্রতিকূল আচরণ।
ধরাতলে পাপ ভার করিছে বর্দ্ধন ॥ ৩৭
অচিরে তাদেরে বধি অসুর মর্দ্দন।
পালিবে শিষ্টেরে করি ধরম স্থাপন ॥ ৩৮
হয়াকৃতি দৈত্য আজি করিয়া বিনাশ।
নাশিলে হে দয়াময় সুর নর ত্রাস ॥ ৩৯
ইহার হ্রেষিত নাদ করি আকর্ণন।
করিত অমর স্বর্গ ছাড়ি পলায়ন ॥ ৪০
করিবে যে সব কার্য্য তুমি সম্পাদন।
করিতেছি সঙ্ক্ষেপত তাদের বর্ণন ॥ ৪১
করিতে তোমারে কংস যজ্ঞে নিমন্ত্রণ।
করিবে অক্রূর আজি ব্রজে আগমন ॥ ৪২
তাহার আনীত রথে করি আরোহণ।
করিবে মথুরাপুরে কালি পদার্পণ ॥ ৪৩
চাণুর মুষ্টিক আদি সুমল্ল নিকর।
তথা কুবলয়াপীড় মাতঙ্গ প্রবর ॥ ৪৪
মহাপাপাচার কংস ভোজ-কুলেশ্বর।
আর তার পরাক্রান্ত অষ্ট সহোদর ॥ ৪৫
এ সবারে করিবে হে পরশু নিধন।
দেবদেব বাসুদেব পর বলার্দ্দন ॥ ৪৬
ততঃপর শঙ্খাসুর নরক যমন।
ইহাদের জগন্নাথ নাশিবে জীবন ॥ ৪৭
তার পর পারিজাত করিবে হরণ।
বল নিসূদন বল করিয়া দলন ॥ ৪৮
বীর কন্যাগণ পাণি করিবে গ্রহণ।
করিবে হে মৃগরাজ শাপ বিমোচন ॥ ৪৯
স্যমন্তক মণিসহ জাম্ববতীকর।
গ্রহণ করিবে তুমি প্রভু ততঃপর ॥ ৫০
মহাকালপুর হ'তে দেব নারায়ণ।
করিবে হে দ্বিজ মৃত সুত আনয়ন ॥ ৫১
পৌণ্ড্রকের বধ কাশীপুরের দহন।
রাজসূয়ে শিশুপালে করিবে নিধন ॥ ৫২
দন্তবক্র বধ তুমি সাধি অনন্তর।
নানা কর্ম্ম দ্বারকাতে করিবে দুষ্কর॥ ৫৩
তুমি কালরূপী ভূমি ভার বিনাশন।
করিবে হে অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ ॥ ৫৪
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার পতন।
হইবে হে কুরুক্ষেত্র সমরে তখন ॥ ৫৫
তোমার কৃপাতে অহে কৃপা-নিকেতন।
করিব এ সব আমি নয়নে দর্শন ॥ ৫৬
তুমি চিদানন্দ রূপ জ্ঞানৈক মূরতি।
সর্ব্বত্র তোমার সত্তা অব্যাহত গতি ॥ ৫৭
না হয় সঙ্কল্প তব কভু প্রতিহত।
অর্থ সমুদয় তব করতল গত ॥ ৫৮
তথাপি সত্বাদিগুণে তুমি লিপ্ত নহ।
আপন ঐশ্বর্য্যপর বিরাজ করহ ॥ ৫৯
এত কহি বীণাপাণি প্রভুর চরণ।
পুনঃ পুনঃ লুঠি শির করিয়া বন্দন ॥ ৬০
করিতে করিতে প্রভু লীলা যশোগান।
সনাতন ব্রহ্মলোক করিলা প্রয়াণ ॥ ৬১
নারদে বিদায় দিয়া শ্রীনন্দনন্দন।
সসখ চলিলা বনে লইয়া গোধন ॥ ৬২
গোবর্দ্ধন সানুদেশে করিয়া গমন।
করিতে লাগিলা সুখে পশুর চারণ ॥ ৬৩

কহিলা বান্ধবগণে করি সম্বোধন।
এস ভাই খেলি আজি খেলা নিপায়ন ॥ ৬৪
সাজ হে তস্কর কেহ কেহ বা পালক।
কেহ কেহ সাজ ভ্রাত মেষের শাবক ॥ ৬৫
আনন্দে গোপাল সব খেলা আরম্ভিল।
হেন কালে ময়সুত তথায় আইল ॥ ৬৬
ব্যোমাসুর নাম তার মায়াবি প্রধান।
ধরিয়া গোপাল-বেশ পশে খেলাস্থান ॥ ৬৭
ক্রীড়ারত গোপসনে আসিয়া মিলিল।
আপনি সাজিয়া চৌর খেলিতে লাগিল ॥ ৬৮
যে সব বালক মেষ সাজিতে আছিল।
তাহাদের ধরি ধরি লইয়া চলিল ॥ ৬৯
গিরিগুহা মাঝে করি তাদেরে স্থাপন।
শিলাখণ্ডে গুহাদ্বার কৈল আচ্ছাদন ॥ ৭০
অল্পমাত্র অবশিষ্ট হেরি সহচর।
জানিলা দানব-কর্ম্ম পরম ঈশ্বর ॥ ৭১
পরে সিংহ করে যথা বৃকে আক্রমণ।
দুরন্ত দানবে তথা করিলা ধারণ ॥ ৭২
গিরীন্দ্র সদৃশ রূপ ধরিয়া তখন।
চাহে আপনারে দুষ্ট করিতে মোচন ॥ ৭৩
বিফল হইল তার সকল যতন ॥
সে কি মুক্তি পায় যারে ধরেছে শমন ॥ ৭৪
নিগৃহীত করি দৈত্যে মহাবাহু-বলে।
অনন্ত বিক্রম প্রভু ফেলে ভূমিতলে ॥ ৭৫
অনন্তর অবরোধ করি তার শ্বাস।
বধিলা পশুর মত রিপুকুল ত্রাস ॥ ৭৬
পরে গিরি গুহামাঝে করিয়া গমন।
বাহিরে গোপালগণে কৈলা আনয়ন ॥ ৭৭
করি মুক্তিলাভ সব কৃষ্ণ সহচর।
হইলা সকলে মিলি মুদিত অন্তর ॥ ৭৮
বিশাল দানব দেহ অতি ভয়ঙ্কর।
হেরিলা পতিত গত-প্রাণ ভূমি'পর ॥ ৭৯
এ হেন রাক্ষসে বধ করেছে যে জন।
মানব-দারক সেই নহে কদাচন ॥ ৮০
এত ভাবি মনে মনে গোপ সুতগণ।
করিলা ঈশ্বর বলি প্রভুর স্তবন ॥ ৮১
আকাশে অমর হেরি অসুর নিধন।
আনন্দে করিল কৃষ্ণ জয় উচ্চারণ ॥ ৮২
শুনিতে শুনিতে নিজ কীরতি কীর্ত্তন।
আইলা ফিরিয়া ব্রজে দৈত্য-নিসূদন ॥ ৮৩
হইল প্রচার ব্রজে বল বিবরণ।
গোপ গোপী সব তাহা করিলা শ্রবণ ॥ ৮৪
করিতে লাগিলা সবে কৃষ্ণ যশোগান।
কহি জয় জয় জয় বিক্রম নিধান ॥ ৮৫
নন্দ যশোদার মনে সুখ অতিশয়।
হেরিয়া পুত্রের মুখ সদা সুখময় ॥ ৮৬
অচিন্ত্য-প্রভাব কৃষ্ণ মহিমা অপার।
ভক্ত সুখতরে করে বিবিধ বিহার ॥ ৮৭
হ'ল ব্যোমাসুর বধ ঋষি আগমন।
কহে যথা মতি দ্বিজ হরি নারায়ণ ॥ ৮৮
আনন্দে শুনহ মম বন্ধু সাধুজন।
আশীর্ব্বাদ কর যেন লভি কৃষ্ণধন ॥ ৮৯

অথ গোকুলে অক্রূরের আগমন।

ভোজেন্দ্র নিকটে ল'য়ে বিদায় অক্রূর।
আইল আপন বাসে পরম চতুর ॥ ১
করিবারে নন্দসুতে গোকুলে দর্শন।
হইল তাঁহার অতি উৎকণ্ঠিত মন ॥ ২
মথুরা নগরে করি যামিনী যাপন।
আজ্ঞা দিলা সুসজ্জিত করিতে স্যন্দন ॥ ৩
কনক রচিত রথে করি আরোহণ।
চালাইয়া দিলা অশ্ব ত্বরিত-গমন ॥ ৪
কৃষ্ণ অনুধ্যানে চিত্ত বিমল হইল।
ভকতি নদীর বেগ উথলি উঠিল ॥ ৫
সে স্রোতে বিষয় চিন্তা দূরে ভাসি গেল।
হরি পাদ-পদ্মে মন লাগিয়া রহিল ॥ ৬
কৃষ্ণ বিষয়িনী কথা মহাভাগবান্।
করিতে লাগিলা ধ্যান গান্দিনী সন্তান ॥ ৭
করিনু কি পুণ্যকর্ম্ম আমি অনুষ্ঠান।
অথবা করিনু কিবা তপস্যা বিধান ॥ ৮

কিবা বস্তু করিয়াছি যোগ্যপাত্রে দান।
হেরিব যাহার ফলে পূর্ণ ভগবান্ ॥ ৯
বিষয়-নিরত মম চিত কলুষিত।
বিষয় সম্বন্ধহীন কৃষ্ণ মায়াতীত ॥ ১০
সুদুর্লভ হয় মম হরি দরশন।
শূদ্রের সম্বন্ধে যথা বেদ উচ্চারণ ॥ ১১
ভাসি যায় নদী-বেগে তৃণাদি অনেক।
কিন্তু তাহাদের মধ্যে কভু কোন এক ॥ ১২
হইলে সুযোগ তার ভূমিতে আশ্রয়।
পায় দেখা যায় ইহা অসম্ভব নয় ॥ ১৩
ভাসিতেছে কালস্রোতে জীব অগণিত।
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ করিছে সঞ্চিত ॥ ১৪
তাহাদের মধ্যে কেহ তৃণাদি যেমন।
যদ্যপি সুযোগ কভু হয় সঙ্ঘটন ॥ ১৫
হইবার যোগ্য হয় ভবনদী পার।
যদিও কলুষ দুষ্ট নীচ দুরাচার ॥ ১৬
সুতরাং এ অধমের কৃষ্ণ দরশন।
হইল সুলভ এবে হেন লয় মন ॥ ১৭
হইল অশুভ নাশ জনম সফল।
নমিব গোপীর ধ্যেয় চরণ কমল ॥ ১৮
নিঠুর নির্ঘৃণ খল সত্য ভোজপতি।
তথাপি করিল অতি দয়া মোর প্রতি ॥ ১৯
উহার প্রেরণাক্রমে যাইয়া গোকুল।
হেরিব শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম শুভমূল ॥ ২০
আহা কি আশ্চর্য্য বল ধরে সে চরণ।
নাহি কার সাধ্য তাহা করিতে বর্ণন ॥ ২১
সেবি যাঁর নাম শশী নিরমলকর।
অম্বরীষ আদি যত রাজর্ষি-প্রবর ॥ ২২
তরিল গোষ্পদ ইব সংসার-সাগর।
রাখি ভূমিতলে পূত যশ অনশ্বর ॥ ২৩
হর মন সুবিমল পূত সরোবরে।
হরিপদ সুমরাল সতত বিহরে ॥ ২৪
সে পদ-পঙ্কজ সেবে কমল আসন।
কমলা কমলকরে করে সমর্চ্চণ ॥ ২৫
নন্দনকানন-জাত পারিজাত দিয়া।
পূজয়ে ত্রিলোকপতি সগণ লইয়া ॥ ২৬

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি পর্ণবাতাশন।
নিরন্তর করে ধ্যান যত তপোধন ॥ ২৭
বিগত-কল্মষ যত ভকতের গণ।
যে পদ-পঙ্কজ করে নিয়ত-পূজন ॥ ২৮
ব্রজগোপী করে কুচ কুঙ্কুম-রঞ্জিত।
অরুণ কমল জিনি মৃদু অরুণিত ॥ ২৯
ব্রজ পশু অনুগত ধ্বজাদি লাঞ্ছিত।
রমণীয় বৃন্দাবন বক্ষ সমঙ্কিত ॥ ৩০
সে চরণ সরসিজ ত্রিতাপ-হরণ।
অহো ভাগ্য আজি মম হইবে দর্শন ॥ ৩১
কুটিল কুন্তলাবৃত যে মুখ মণ্ডল।
শোভন কপোল যাহে গণ্ড সমুজ্জ্বল ॥ ৩২
সহাস্য কটাক্ষ যাহে অরুণ লোচন।
হেরিব নিশ্চয় আজি সে ফুল্ল আনন ॥ ৩৩
প্রদক্ষিণ করি মোরে করে বিচরণ।
মৃগকুল করি মম শুভ আশংসন ॥ ৩৪
দারুণ ভূমির ভার করিতে হরণ।
স্বেচ্ছায় মানব-তনু করিয়া ধারণ ॥ ৩৫
সকল ঐশ্বর্য্যময় লাবণ্যের ধাম।
রাজে গোপমাঝে ভগবান্ পূর্ণকাম ॥ ৩৬
তাঁর অপরূপ রূপ করি নিরীক্ষণ।
সফল হইবে আজি আমার লোচন ॥ ৩৭
যদিও মনুজ দেহে তেঁহ বর্ত্তমান।
তবু নাহি কর্ত্তা ভোক্তা আদি অভিমান ॥ ৩৮
ঈক্ষণ করিয়া কার্য্য কারণের প্রতি।
অহঙ্কার হীন কর্ত্তা বিভু বিশ্বপতি ॥ ৩৯
চৈতন্যরূপিণী অন্তরঙ্গা শক্তিসনে।
রাজে রাজরাজেশ্বর পুণ্য বৃন্দাবনে ॥ ৪০
তাঁর জন্ম তাঁর কর্ম্ম কীরতি তাঁহার।
তাঁর পূত লীলা গুণ আদির বিস্তার ॥ ৪১
রেখেছে নিখিল বিশ্বে করি সুশোভিত।
হরিয়া কলুষকুল পূত সঞ্জীবিত ॥ ৪২
সে কথা করয়ে গান যে যে ভাগ্যবান।
অথবা শ্রবণ করে হ'য়ে সাবধান ॥ ৪৩
তাদের সফল জন্ম সার্থক জীবন।
লভে অনায়াসে তাঁরা কৃষ্ণের চরণ ॥ ৪৪

না আসে তাদের পাশে দুরন্ত শমন।
দেহ ত্যজি যায় চলি বৈকুণ্ঠ ভবন॥ ৪৫
যদি তাহে থাকে কাব্য অলঙ্কার দোষ।
তথাপি জানয়ে সাধু তাহারে নির্দ্দোষ॥ ৪৬
হরির সম্পর্ক হীন যে সব কথন।
যদি সুললিত পদ কাব্য সুশোভন॥ ৪৭
তথাপি তাদেরে সাধু করয়ে বর্জ্জন।
বসন ভূষণ যুত শবের মতন॥ ৪৮
কমনীয় কথা সেই ভুবন-নায়ক।
স্বরচিত বর্ণাশ্রম ধরম-পালক॥ ৪৯
দিবারে অমরে সুখ হরিয়া ভুভার।
হয়েছে সাত্বতকুলে তাঁর অবতার॥ ৫০
অধুনা গোকুলে তেঁহ শ্রীনন্দনন্দন।
গোপ-বেশ বেণু-কর মদনমোহন॥ ৫১
বিস্তারি বিমল যশ ব্রজে-বিদ্যমান।
করে সুরপুরে সুরগণ যাহা গান॥ ৫২
সে পাবন যশ সর্ব্ব বিশ্ব-অঘহর।
সর্ব্বাশুভনাশি সর্ব্ববিধ শুভ-কর॥ ৫৩
মহতের গুরু তেঁহ মহতের গতি।
অদ্বিতীয় কমনীয় মোহন মূরতি॥ ৫৪
পরম উৎসব লভে হেরি চক্ষুষ্মান।
কমলালয়ার তেঁহ অভীপ্সিত স্থান॥ ৫৫
সে মূরতি আমি আজি করিব দর্শন।
হেয়েছি উষাতে নানা মঙ্গল লক্ষণ॥ ৫৬
নয়ন-গোচর মূর্ত্তি হইবে যখন।
নামিব ভূতলে আমি ছাড়িয়া স্যন্দন॥ ৫৭
প্রত্যক্ষ নমিব আমি সে রাঙ্গা চরণ।
আত্ম-প্রাপ্তিহেতু যাহা চিন্তে যোগিজন॥ ৫৮
কৃষ্ণ প্রিয় সহচর গোপাল নিকর।
বন্দিব তাদের পাদপদ্ম ততঃপর॥ ৫৯
কাল ভুজঙ্গম বেগ ভয়-পরায়ণ।
করিলে মানব যাঁর শরণ গ্রহণ॥ ৬০
করিতে শরণাগত ভয় নিবারণ।
প্রভু করে তার শিরে যে কর স্থাপন॥ ৬১
রহিব চরণে আমি যখন পতিত।
করিবে কি মম শিরে সে কর স্থাপিত॥ ৬২
পদত্রয় ভূমি যবে দিল বৈরোচন।
যে করে সলিল বিন্দু করিয়া অর্পণ॥ ৬৩
ত্রৈলোক্য সাম্রাজ্য তারে দিলা প্রতিদান।
ভকত-বৎসল প্রভু কৃপার নিধান॥ ৬৪
সে করে সমর্পি ইন্দ্র সামান্য অর্হণ।
পাইল ত্রিলোক মধ্যে সুর সিংহাসন॥ ৬৫
সৌগন্ধিক গন্ধ ইব গন্ধ আমোদিত।
বিশাল কোমল কর আজানুলম্বিত॥ ৬৬
সে কর পরশ মাত্র ব্রজাঙ্গনা-গণ।
রাস কেলিশ্রম ক্লম কৈল নিবারণ॥ ৬৭
সে কর মুমুক্ষু জন সংসার-নাশক।
সকাম ভক্তের কাম সিদ্ধি-প্রদায়ক॥ ৬৮
অনুরাগ সহ কৃষ্ণে যে করে ভজন।
সে কর তাহার সর্ব্ব-সুখ-বিবর্দ্ধন॥ ৬৯
কৃষ্ণ অরি ভোজপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত।
হইয়া যাইব আমি ব্রজে সুনিশ্চিত॥ ৭০
শত্রুর প্রেরিত দূত বলি মোরে জ্ঞান।
তবু না করিবে মোরে প্রভু ভগবান॥ ৭১
কৃষ্ণ অন্তর্যামী তাঁর বিমল নয়ন।
হৃদয় নিভৃত তলে তাঁর দরশন॥ ৭২
সর্ব্বজ্ঞের কিছুমাত্র নহে অগোচর।
হেরে জ্ঞানযোগে তেঁহ বাহির অন্তর॥ ৭৩
বাহিরে যথার্থ আমি ভোজেন্দ্র শাসিত।
কিন্তু মম চিত কৃষ্ণ-পদে সমর্পিত॥ ৭৪
প্রভুরে নিরখি যবে হইব পতিত।
চরণ উপান্তে করি মস্তক নমিত॥ ৭৫
তখন যদ্যপি হরি কৃপা-নিকেতন।
কৃপা-সুধা-আর্দ্র দৃষ্টি করে বিতরণ॥ ৭৬
অখিল কল্মষ মম হইবে বিনাশ।
পাইব পরম সুখ যাবে যমত্রাস॥ ৭৭
আমি সুহৃত্তম জ্ঞাতি অনন্যশরণ।
ইতি স্মরি দিলে হরি মোরে আলিঙ্গন॥ ৭৮
হইবে পবিত্রীকৃত দেহ অতিশয়।
ঘুচিবে ঝটিতি দৃঢ় পাশ কর্ম্মময়॥ ৭৯
সঙ্গ লভি যবে আমি করিব বন্দন।
কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুযুগল চরণ॥ ৮০

কহিবে কি প্রভু মোরে মধুর বচন।
হে তাত অক্রূর বলি করি সম্বোধন ॥ ৮১
যদি হয় হেন ভাগ্য আমার উদয়।
তবে এ মানব জন্ম সফল নিশ্চয় ॥ ৮২
মুক্তির প্রদাতা মহাযশা মহীয়ান্।
যে জীবের প্রতি নাহি করিবে সম্মান ॥ ৮৩
হইল তাহার বৃথা এ ভবে জনম।
তারে শত ধিক সে যে অভাগা অধম ॥ ৮৪
নাহিক প্রভুর প্রিয় অপ্রিয় সুহৃদ।
অহিত অথবা হিত অরি অসুহৃদ ॥ ৮৫
যে ভাবে যে জন সুর তরুপাশে যায়।
নিজ মনোভাব মত ফল তথা পায় ॥ ৮৬
তথা কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যে ভাবে আশ্রয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যে সুজন লয় ॥ ৮৭
পরম করুণা-নিধি কৃষ্ণ ভগবান।
ভাব অনুরূপ ফল করয়ে প্রদান ॥ ৮৮
প্রণমি করিব যবে অঞ্জলি বন্ধন।
কৃপা করি সে অঞ্জলি করিয়া ধারণ ॥ ৮৯
লইয়া যাইবে মোরে নন্দ নিকেতন।
অগ্রজ সহিত ভক্ত-হৃদয়-চন্দন ॥ ৯০
পরে করি যথাবিধি অতিথি সৎকার।
জিজ্ঞাসিবে বন্ধু প্রতি কংস-অত্যাচার ॥ ৯১
হেন অভিলাষ মম করিতেছে মন।
বাঞ্ছা-কল্পতরু বুঝি করিবে পূরণ ॥ ৯২
নিমগ্ন হইয়া কৃষ্ণ ভাবনা-সাগরে।
উত্তরিলা শ্রীঅক্রূর গোকুল প্রান্তরে ॥ ৯৩
সারাদিন খর কর করি বিতরণ।
গেলা অস্তগিরি পরে তপন তখন ॥ ৯৪
যে পাদপদ্মের রেণু কিরীটে ধারণ।
করিয়া কৃতার্থ হয় লোকপালগণ ॥ ৯৫
যে চরণ অঙ্ক হয় ধরণী মণ্ডল।
আছে যাহে যবাঙ্কুশ আদি বিলক্ষণ ॥ ৯৬
বৃন্দাবনে সে পদাঙ্ক অক্রূর হেরিয়া।
সপদি নামিলা ভূমে স্যন্দন ছাড়িয়া ॥ ৯৭
হইল প্রেমের ভরে দেহ রোমাঞ্চিত।
প্রেমাশ্রু কণায় নেত্র যুগ আকুলিত ॥ ৯৮
কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য করি উচ্চারণ।
করিলা সে রেণু পরে সর্ব্বাঙ্গ লুণ্ঠন ॥ ৯৯
ভয় দম্ভ মোহ শোক যে করে বর্জ্জন।
হরির মূরতি করে নয়নে দর্শন ॥ ১০০
অথবা করয়ে তাঁর গুণানুকীর্ত্তন।
হয় ধরাতলে ধন্য তাহার জীবন ॥ ১০১
কংস-দৌত্যকার্য্যে আসি সকল্ক তনয়।
লভিল জনম-ফল আজি সমুদয় ॥ ১০২
পূত পদরেণু-ধূসরিত কলেবর।
উঠিয়া হইলা কিছু দূর অগ্রসর ॥ ১০৩
গোদোহন স্থানে গিয়া গোঠের ভিতর।
হেরিলা নয়নে শ্বেত নীল কলেবর ॥ ১০৪
সে রূপ মাধুরী নারি করিতে বর্ণন।
জুড়াইল অক্রূরের হেরিয়া নয়ন ॥ ১০৫
রজত পর্ব্বত শ্বেত রাম কলেবর।
মণি মরকত কৃষ্ণ শ্যামল সুন্দর ॥ ১০৬
রামে নীলাম্বর শোভে কৃষ্ণে পীতাম্বর।
যিনি নব ইন্দীবর নেত্র-মনোহর ॥ ১০৭
উভয়ে কিশোর-বয় রমা-নিকেতন।
শারদ-পার্ব্বণ চন্দ্র জিনিয়া বদন ॥ ১০৮
বিপুল উভয় ভুজ আজানুলম্বিত।
অরুণ অধর দিব্য হাস্য বিকসিত ॥ ১০৯
পদ্ম যবাঙ্কুশ আদি চিহ্নিত চরণ।
ভঙ্গীসহ ভূমিতলে করিছে চালন ॥ ১১০
শোভে বক্ষোদেশে নানা মণিময় হার।
দোলে দিব্য বনমালা দুই পাশে তার ॥ ১১১
বিবিধ রতন নিরমিত অলঙ্কার।
করিতেছে প্রতি অঙ্গে সৌন্দর্য্য বিস্তার ॥ ১১২
সুগন্ধ লেপনে দিব্য অঙ্গ বিলেপিত।
হইয়াছে সে সৌরভে দিক আমোদিত ॥ ১১৩
অনুগ্রহ-বিলসিত উভয় লোচন।
উদার রুচির নানা কেলি-পরায়ণ ॥ ১১৪
জগতের আদি এক পরম-কারণ।
প্রকৃতি পুরুষ এক আত্মা নারায়ণ ॥ ১১৫
অধুনা ভূমির ভার করিতে হরণ।
রামকৃষ্ণ দুই রূপ করেছে ধারণ ॥ ১১৬

বিচ্ছুরিয়া স্বাভাবিক কিরণ ভাস্বর।
যথা মরকত আর রজত ভূধর ॥ ১১৭
করিতেছে দশদিক-অন্ধকার নাশ।
সেবক অজ্ঞান তথা সর্ব্ব গুহাবাস ॥ ১১৮
হেরি সেই রূপ সর্ব্বভূত-মনোহর।
অবতরি রথ ছাড়ি অক্রূর সত্বর ॥ ১১৯
রামকৃষ্ণ পদ-প্রান্তে ভূমির উপর।
হইলা পতিত প্রেম-ব্যাকুল অন্তর ॥ ১২০
বহির্নেত্র পড়ে প্রেম অশ্রু বিগলিত।
নাহি ধরে হৃদে প্রেম দেহ রোমাঞ্চিত ॥ ১২১
হইল অক্রূর-চিত অতি বিহ্বলিত।
নহিল বদনে কোন বচন স্ফুরিত ॥ ১২২
'অক্রূর আমার নাম' করি নমস্কার।
এ কথা বলিতে শক্তি নহিল তাঁহার ॥ ১২৩
প্রণত-বৎসল হরি বুঝিয়া তখন।
করেছে ভোজেন্দ্র ব্রজে অক্রূরে প্রেরণ ॥ ১২৪
চক্রাঙ্কিত করে করি তাঁরে আকর্ষণ।
সাগ্রজ হৃদয়ে ধরি দিলা আলিঙ্গন ॥ ১২৫
ততঃপর করি তাঁর অঞ্জলি ধারণ।
সাদরে অক্রূরে গৃহে কৈলা আনয়ন ॥ ১২৬
বসিবারে দিয়া তাঁরে দিব্য সুখাসন।
পুছিলা কুশল ব্রজ-আনন্দ-বৰ্দ্ধন ॥ ১২৭
অনন্তর করি তাঁর পাদ প্রক্ষালন।
মধুপর্ক অর্ঘ্য আদি করিলা অর্পণ ॥ ১২৮
পরে পয়স্বিনী গাভী করি নিবেদন।
কোমল চামর করে করিলা গ্রহণ ॥ ১২৯
করিবারে অতিথির শ্রমাপনোদন।
করিতে লাগিলা তাঁরে আদরে ব্যজন ॥ ১৩০
পরে বহুগুণ অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
আনি দিলা করিবারে তাঁহারে ভোজন ॥ ১৩১
ভোজনান্তে কংস-দূত কৈলা আচমন।
প্রদানিলা মুখবাস দেব সঙ্কর্ষণ ॥ ১৩২
অনন্তর গন্ধমাল্য করিয়া অর্পণ।
অতি প্রীতি অতিথির করিলা বৰ্দ্ধন ॥ ১৩৩
নন্দ মহারাজ তাঁরে করি সম্বোধন।
কহে প্রীতি-সহকারে মধুর বচন ॥ ১৩৪

কিবা ভ্রাত তোমাদের পুছিব কুশল।
জীবিত থাকিতে দুষ্ট ভোজপতি খল ॥ ১৩৫
মেষঘাতী করে যথা মেষের জীবন।
কংস করে তোমাদের অবস্থা তেমন ॥ ১৩৬
হৃদয় বান্ধব মম ধর্ম্ম ধুরন্ধর
শুদ্ধচিত বসুদেব জ্ঞানীর প্রবর ॥ ১৩৭
যে দুখ তাঁহারে দিল কুলের পাংশন।
কহিতে আমার হিয়া হয় বিদারণ ॥ ১৩৮
রুদ্যমানা ভগিনীর শুনিয়া বিলাপ।
রহিল অচল চিত সেই মহাপাপ ॥ ১৩৯
সদ্যোজাত শিশু তার করিল সংহার।
না হইল কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার ॥ ১৪০
অতিপ্রিয় জ্ঞানে যেই আপনার প্রাণ
নাহি রাখে যার তরে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ॥ ১৪১
অতীব নিঠুর খল সেই দুরাশয়।
কিবা আছে কহ ভ্রাত ইহাতে সংশয় ॥ ১৪২
তোমরা তাহার প্রজা মানিছ শাসন।
অতএব কুশলের প্রশ্ন অকারণ ॥ ১৪৩
দুর্লভ তাহার পাশে প্রজার জীবন।
যারে ইচ্ছা হবে তারে করিবে নিধন ॥ ১৪৪
নন্দ মহারাজ রাজনীতির নাগর।
সদা পরদুখে যার অন্তর কাতর ॥ ১৪৫
হেন মতে করি নানা মিষ্ট আলাপন।
অক্রূরের পথশ্রম কৈলা নিবারণ ॥ ১৪৬
সমাপি ভোজন তবে প্রভু সায়ন্তন।
পুন কংসদূতে আসি দিলা দরশন ॥ ১৪৭
গৃহপতি গেলা তবে করম অন্তরে।
সঁপি প্রিয় অভ্যাগতে রামকৃষ্ণ-করে ॥ ১৪৮
শুভ অবসর বুঝি কৃপাপারাবার।
জিজ্ঞাসিলা জ্ঞাতি-প্রতি কংস-ব্যবহার ॥ ১৪৯
বল বল তুমি তাত আছত কুশলে।
মথুরা নগরে তথা বান্ধব সকলে ॥ ১৫০
মম জননীর ভ্রাতা কংস পাপাচার।
কেবল নামত সেই মাতুল আমার ॥ ১৫১
কুলের কণ্টক খল দুষ্ট যাতুধান।
যত দিন থাকিবে সে পুরে বৰ্দ্ধমান ॥ ১৫২

তত দিন জ্ঞাতিজন বান্ধব কুশল।
লৌকিক জিজ্ঞাসা মাত্র বস্তুত বিফল ॥ ১৫৩
বিমলা জননী মম পিতা সদাশয়।
কোন দোষ তাঁহাদের দৃষ্টি নাহি হয় ॥ ১৫৪
সহিতে হইল বহু ক্লেশ অগণন।
একমাত্র আমি তার হইনু কারণ ॥ ১৫৫
ঘটিল আমার লাগি পুত্রের মরণ।
কারাগৃহে বাস আর শৃঙ্খলবন্ধন ॥ ১৫৬
সুখী হইলাম লভি তব দরশন।
তুমি তাত জ্ঞাতি মম বন্ধু গুরুজন ॥ ১৫৭
জানিতে উৎসুক মম হইয়াছে মন।
কহ তাত হেথা কেন তব আগমন ॥ ১৫৮
শুনিয়া অমৃত-সম কৃষ্ণের বচন।
আরম্ভিলা কহিবারে উত্তর তখন ॥ ১৫৯
কি কহিব তাত কংস কত অত্যাচার।
বড় দুখে আছে পিতা মাতা যে তোমার ॥ ১৬০
তুমি আর বলদেব দুই সহোদর।
নাহি ছিল আগে ইহা কংসের গোচর ॥ ১৬১
সম্প্রতি নারদ পুরে করিয়া গমন।
কহিয়াছে সে দুষ্টেরে গুপ্ত বিবরণ ॥ ১৬২
ছলক্রমে তোমাদের করিতে নিধন।
করিয়াছে কংস ধনু যজ্ঞ আরম্ভন ॥ ১৬৩
আসিয়াছি নৃপ আজ্ঞা করিতে পালন।
নিমন্ত্রিতে ব্রজরাজে সসুত সগণ ॥ ১৬৪
কৃপা করি মধুপুরী করহ গমন।
না সহে বিলম্ব দুঃখ করহ মোচন ॥ ১৬৫
তোমা হেন সুত যার সংসারের সার।
কি আশ্চর্য্য সহে তেঁহ হেন দুঃখ ভার ॥ ১৬৬
এত কহি দান-পতি সজল-লোচন।
কংসের মন্ত্রণা সব করিলা বর্ণন ॥ ১৬৭
বর্ণিত বৃত্তান্ত সব করিয়া শ্রবণ।
কহিলা গম্ভীর বাণী দানব-দলন ॥ ১৬৮
শুন তাত আজি মম নিশ্চয় বচন।
করিব মথুরা কল্য প্রভাতে গমন ॥ ১৬৯
হেরিতে না পারি আর কংস অত্যাচার।
বধ-যোগ্য বটে সেই ভোজ-কুলাঙ্গার ॥ ১৭০
পাপ অনুচর সহ তাহার জীবন।
পরখ করিব আমি অবশ্য নিধন ॥ ১৭১
হইয়া বিগত-শোক করহ গমন।
নিশ্চিন্ত হইয়া কর রজনী-যাপন ॥ ১৭২

অথ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমন।

আছিল অক্রূর মনে যে যে অভিলাষ।
করিলা সকল পূর্ণ প্রভু পীতবাস ॥ ১
কেবা আছে কৃপাবান কৃষ্ণের সমান।
প্রণত-বৎসল হরি পূর্ণ ভগবান ॥ ২
হেন দয়াময়ে যে বা না করে ভজন।
গেল এ মানব-জন্ম তার অকারণ ॥ ৩
অতএব ভজ কৃষ্ণ নিষ্ঠা করি মন।
জনম মরণ তব হইবে খণ্ডন ॥ ৪
লভিবে তখন ভ্রাত অব্যাহত সুখ।
ঘুচিবে ত্রিতাপ-জ্বালা সংসারের-দুখ ॥ ৫
অক্রূর নিকট ইতে কমল লোচন।
করিলা পিতার পাশে তবে আগমন ॥ ৬
জানাইলা তাঁরে কংসদূত নিমন্ত্রণ।
তথা নিজ ইচ্ছা যজ্ঞ করিতে দর্শন ॥ ৭
অমোঘসঙ্কল্প কৃষ্ণ বিভু স্বেচ্ছাময়।
যাঁহার ইচ্ছাতে নাচে ব্রহ্মাণ্ড নিচয় ॥ ৮
প্রভু ইচ্ছাশক্তিবলে নন্দের অন্তরে।
হইল যাইতে বাঞ্ছা মথুরা নগরে ॥ ৯
গমনের ফলাফল না করি বিচার।
কহিলা যাইব কল্য রাজ দরবার ॥ ১০
অনন্তর গোপগণে করিয়া আহ্বান।
গোপ-রাজ এ আদেশ করিলা প্রদান ॥ ১১
ক্ষীরাদি গোরস সবে করহ গ্রহণ।
তথা ব্রজভূমি জাত নানা উপায়ন ॥ ১২
শকট সকল কর সত্বর যোজন।
প্রভাতে যাইতে হবে নৃপতি-ভবন ॥ ১৩
হইবে রাজারে দিতে সব উপহার।
ভূপতি সম্মান হয় কর্ত্তব্য আমার ॥ ১৪

হইবে নৃপতি-গৃহে মহান্ উৎসব।
আসিয়াছে নিমন্ত্রিতে অক্রূর মাধব ॥ ১৫
পুনরপি ব্রজপুর-পালে ডাক দিলা।
সর্ব্বত্র ঘোষিতে আজ্ঞা তাহারে কহিলা ॥ ১৬
হইতে লাগিল সব যাত্রা আয়োজন।
নহিল নন্দের মনে সন্দেহ কারণ ॥ ১৭
কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়া যত গোপের ললনা।
শুনে ব্রজপাল সনে যবে এ ঘোষণা ॥ ১৮
পাইল বিষম ব্যথা হৃদয়-ভিতরে।
যেন অতর্কিত বজ্র পড়ে শির'পরে ॥ ১৯
হইল হৃদয় তাপ অতি বিবর্দ্ধিত।
হইতে লাগিল ঘন নিশ্বাস পতিত ॥ ২০
হ'ল মুখসুধাকর সবাকার ম্লান।
অকালে গ্রাসিল যেন সিংহিকা-সন্তান ॥ ২১
কার কার বিগলিত বসন-ভূষণ।
খসিল বা কার কার কবরী-বন্ধন ॥ ২২
করিতে করিতে কার কৃষ্ণ অনুধ্যান।
না রহিল কিছুমাত্র বাহ্য-বস্তু জ্ঞান ॥ ২৩
হইল ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল নিরোধ।
না রহিল তাঁহাদের দেহাদির বোধ ॥ ২৪
দয়িতের সুধাসম বিচিত্র বচন।
সহাস্য কটাক্ষ দৃষ্টি ললিত গমন ॥ ২৫
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ নয়ন-রঞ্জন।
স্নিগ্ধ পরিহাস দুখ তাপ বিমোচন ॥ ২৬
কল পদায়ত দিব্য মুরলী বাদন।
বিশ্ব বিমোহন নানা লীলা আচরণ ॥ ২৭
কেহ কেহ এসকল করিয়া স্মরণ।
হইল দুঃসহ শোকে অভিভূত মন ॥ ২৮
আছিল কান্তের পদে একান্ত অর্পিত।
কৃষ্ণ-বিলাসিনী যত গোপীকুল-চিত ॥ ২৯
কৃষ্ণ আত্মা কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ সে জীবন।
কৃষ্ণ পতি কৃষ্ণ গতি কৃষ্ণ গুরুজন ॥ ৩০
কৃষ্ণ জ্ঞাতি কৃষ্ণ বন্ধু কৃষ্ণ রত্নধন।
গোপীর সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ কমললোচন ॥ ৩১
সে কৃষ্ণ করিবে কালি মথুরা গমন।
তাহাদের প্রেম-পাশ করিয়া ছেদন ॥ ৩২

এ বিচ্ছেদভার তাঁরা সহিবে কেমনে।
ক্ষণ যুগশতসম যাঁর অদর্শনে ॥ ৩৩
নিতান্ত বিয়োগ-ভীতা গোপিকা তখন।
একান্তে করিয়া সবে একত্রে মিলন ॥ ৩৪
আরম্ভিলা কহিবারে সখেদ বচন।
প্রেমবারি-পরিপূর্ণ আয়ত নয়ন ॥ ৩৫

লঘু ত্রিপদী।

ওহে অকরুণ, বিধি নিদারুণ,
না জানি তোমার লীলা।
দিয়া কৃষ্ণ ধন, হৃদয়-রতন,
পুন কেন হরি নিলা ॥ ৩৬
প্রেমের বন্ধনে, বাঁধি দেহিগণে,
বাড়াও পিরীতি অতি।
না হইতে ভোগ, করহ বিয়োগ,
এই কি হে রীতি সতী ॥ ৩৭
প্রেমের মরম, তুমি নিরমম,
না জান ভুবনপতি।
তুমি হে অজ্ঞান, বালক সমান,
আমাদের হেন মতি ॥ ৩৮
শ্যামের বদন, নীরদ বরণ,
আবৃত কুন্তলদামে।
কপোল সুন্দর, গণ্ড মনোহর,
করয়ে মোহিত কামে ॥ ৩৯
সুমধুর হাস, করে শোক নাশ,
দশন মুকুতা পাঁতি।
অতি সুখকর, জিনি সুধাকর,
কিবা নিরমল কাঁতি ॥ ৪০
করায়ে দর্শন, সেই সুবদন,
লইতেছ পুন হরি।
তব এ করম, এ হেতু অধম,
বুঝিনু বিচার করি ॥ ৪১
নামেতে অক্রূর, কামে অতি ক্রূর,
ধর তুমি বৃথা নাম।
মূরখ মতন, করিবে হরণ,
মোদের নয়ন শ্যাম ॥ ৪২

রাতুল শ্রীপদ, মাধুর্য্য আস্পদ,
এ ব্রজ গোপিকা প্রাণ।
কোন এক দেশে, বরজি নিমিষে,
মোরা করি আঁখি দান ॥ ৪৩
ভাবি তায় মনে, শ্রীকৃষ্ণ গঠনে,
অপূর্ব্ব কীরতি তব।
করিলে গঠন, করিয়া মিলন,
সৃষ্টি নিপুণতা সব ॥৪৪
শ্যাম বিনোদিয়া, কাম মোহনীয়া,
মোদের নয়নতারা।
বুঝিনু এখন, করিয়া হরণ,
করিবে হে অন্ধপারা ॥ ৪৫
গোপীকুল সুখ, হেরি তব দুখ,
হইল বুঝি বা মনে।
হ'য়ে রোষ বশ, গোপীসরবস,
ল'য়ে যাও সেকারণে ॥ ৪৬

দীর্ঘ ত্রিপদী

বিধাতার কথাপরে, ত্যাগ করি পরস্পরে,
কহিতে লাগিলা অন্য কথা।
কৃষ্ণের বিয়োগ ভয়ে, কৃষ্ণ-প্রিয়া গোপীচয়ে,
অনাথিনী পাগলিনী যথা ॥ ৪৭
এক গোপী কহে তবে, শুন প্রাণসখি সবে,
কৃষ্ণের সৌহৃদ্য স্থির নহে।
বিচারিয়া দেখ মনে, দিতে আজি দরশনে,
নাহি আসে গৃহে কান্ত রহে ॥ ৪৮
পতি গৃহ বন্ধুজন, করি সব বিসর্জ্জন,
করিয়াছি দাস্য অঙ্গীকার।
চরণ সেবন বিনা, ভাগ্যহীনা মোরা দীনা,
নাহি চাহি কোন ধন আর ॥ ৪৯
তাহাতেও কৃপণতা, না দেখায় সরলতা,
এ নহে কি কপটতা তাঁর।
গেলে মথুরায় কান্ত, হবে গোপী জীবনান্ত,
ইহা নাহি-করিল বিচার ৫০
যেমন ত্রিভঙ্গ ঠাম, অন্তর তেমনি বাম,
আজি নাহি দিলা দরশন।
কেমনে সহিব তাঁর, বিরহ দুর্ব্বহ ভার,
দিবানিশি করিব যাপন ॥ ৫১
নির্দ্দ'য় নব নব প্রিয়, আমাদের প্রাণ প্রিয়,
যাবে কল্য মথুরা ভবন।
এ কথা কহিতে হায়, হিয়া শত ফাটি যায়,
উপায় কি হইবে এখন ॥ ৫২
মম মনে ইহা লয়, ত্যজি লোক লাজ ভয়,
প্রভাতে করিব নিবারণ।
তাহাতেও প্রাণকান্ত, যদি নাহি হয় ক্ষান্ত,
যমুনায় ত্যজিব জীবন ॥ ৫৩
হ'লে নিশি অবসান, ক'রে সবে গাত্রোত্থান,
"সুপ্রভাত" করি উচ্চারণ।
কা'ল ব্রজে এই বাণী, হইবেক মিথ্যা জানি,
কৃষ্ণ শূন্য হবে বৃন্দাবন ॥ ৫৪
সত্য হবে মথুরায়, যাবে যথা শ্যামরায়,
ধন্য হবে পুরনারীগণ।
তাঁহার প্রফুল্লানন, করি সবে দরশন,
করিবে হে সফল-নয়ন ॥ ৫৫
ব্রজ হ'তে সুখ রবি, লইয়া আপন ছবি,
একেবারে হবে অস্তমিত।
না হবে উদয় আর, ঘন মেঘ অন্ধকার,
চিরতরে করিবে আবৃত ॥ ৫৬
সেই সুখ দিবাকর, প্রকাশি বিমল কর,
উদিবে হে মথুরানগরে।
বিপদ তিমির দূর, আ'লোকিত হবে পুর,
নিরমল ভাস্বর কিরণে ॥ ৫৭
হেন নাহি ভাব মনে, পুনরপি বৃন্দাবনে,
নবঘন শ্যামলসুন্দর।
দিয়া শুভ দরশন, করিবে হে বিতরণ,
সখি দুখ বারিদ নিকর ॥ ৫৮
তাহার কারণ শুন, আমাদের হেন গুণ,
নাহি যাহে করি আকর্ষণ।
পুরনারী মৃদুহাস্য, যুত মনোহর আস্য,
সলজ্জ বিভ্রম সুবচন ॥ ৫৯
সে সবে মোদের কান্ত, রহিবে হইয়া ভ্রান্ত,
সুখে কাল করিবে যাপন।

অবিদগ্ধা নারীগণে, না ধরিবে আর মনে,
করিবে না স্মরণ কথন ॥ ৬০
জনক জননী স্নেহ, পাসরিবে সখি সে
ছিন্ন করি সে দৃঢ় বন্ধন।
কোথা বাছা কৃষ্ণধন, করি সদা উচ্চারণ,
পিতা মাতা করিবে রোদন ॥ ৬১
কৃষ্ণগত প্রাণ মন, কৃষ্ণ জ্ঞাতি বন্ধুজন
ব্রজগোপ সুত সমুদয়।
নিত্য বন সহচর, প্রিয় যথা সহোদর,
অকৃত্রিম যাদের প্রণয় ॥ ৬২
নিয়ত যাদের সনে, নানা কেলি করি বনে,
রহিত হে মুদিত হৃদয়।
তাদেরেও ভুলি রবে, তারা দুখ দীন হবে,
হেন কৃষ্ণ কপট আশয় ॥ ৬৩
কি কহিব হায় হায়, বাক্য নাহি বাহিরায়,
গোপী ভোগ্য আরাধ্যরতন।
মধুপুর নিবাসিনী, ভাগ্যবতী সীমন্তিনী,
করিবে হে আনন্দে ভুঞ্জন ॥ ৬৪
মথুরার পৌরবর্গ, লভিবেক অপবর্গ,
করিবে হে সফল নয়ন।
গোকুল কমল রবি, বিমল মোহন ছবি,
অনায়াসে করি নিরীক্ষণ ॥ ৬৫

(অক্রূরের প্রতি সক্রোধ উক্তি)

নাহি হয় সে অক্রূর, হৃদয় যাহার ক্রূর,
নাহি লেশ মাত্র করুণার।
হেন যার ব্যবহার, হরি লয় অবলার,
প্রাণপ্রিয় শ্রীনন্দকুমার ॥ ৬৬
কঠিন মোদের চিত, না হইল বিগলিত,
শুনি প্রাণপতির প্রয়াণ।
রাখি সখি এ জীবন, কিবা আর প্রয়োজন,
এখন না বাহিরিল প্রাণ ॥ ৬৭

পয়ার।

যাঁহার বিরহ এক মুহূর্ত্তের তরে।
সহ নাহি হয় দুখে মরিগো অন্তরে ॥ ১
এ চির বিরহ তাঁর কেমনে সহিব।
যমুনা-সলিলে সবে পরাণ ত্যজিব ॥ ২
হইয়াছে অন্ধ সখি কুল বৃদ্ধগণ।
তারা নাহি করে কৃষ্ণে যাইতে বারণ ॥ ৩
কি আর কহিব সখি আমাদের প্রতি।
হইয়াছে প্রতিকূল দৈবত সম্প্রতি ॥ ৪
থাকিত গো দৈব যদি আজি অনুকূল।
অবশ্য হইত কা'ল বিঘ্ন সমাকুল ॥ ৫
হইত গো তবে ঘন ঘন বজ্রাঘাত।
প্রলয়ের সমীরণ সহ বারিপাত ॥ ৬
অথবা হইত অন্য অনিষ্ট ঘটন।
হইত স্থগিত যাহে কৃষ্ণের গমন ॥ ৭
বিমল তারকাকুল-সঙ্কুল গগন।
করিয়াছে শান্ত ভাব প্রকৃতি ধারণ ॥ ৮
বিঘ্নের লক্ষণ কিছু না করি দর্শন।
আমরা অবলা বল কি করি এখন ॥ ৯
সাহসের পর তবে করিয়া নির্ভর।
কোন গোপী কহে সখি এবে ইহা কর ॥ ১০
চল সবে প্রিয়তমে করি নিবেদন।
কি করিবে আমাদের কুল বৃদ্ধগণ ॥ ১১
ক্ষণতরে দয়িতের বিরহ না সয়।
আমাদের মরণের আর নাহি ভয় ॥ ১২
কৃষ্ণগত চিত যত গোপিকা নিকর।
ভাবি বিরহের ডরে হইয়া কাতর ॥ ১৩
কুল লাজ ভয় সব করি বিসর্জ্জন।
করিতে লাগিলা উচ্চৈঃস্বরেতে রোদন ॥ ১৪
হে গোপাল হে গোবিন্দ হে বংশীবদন।
হে মাধব দামোদর করি উচ্চারণ ॥ ১৫
কহে কাঁদি ওগো নিশি বিরাম দায়িনি।
আজি ব্রজগোপী তব কৃপা ভিখারিণী ॥ ১৬
যথা করে উপকার সুতার জননী।
আমাদের প্রতি আজি করগো তেমনি ॥ ১৭
কৃপা করি ছাড়ি আজি চিরন্তন রীতি।
কর তুমি চির তরে হেথা অবস্থিতি ॥ ১৮
যোড় করে কহে তবে রবি দয়াময়।
কালি যেন ব্রজে তব উদয় না হয় ॥ ১৯

উদয় অচলে যদি কর আরোহণ।
হবে তুমি গোপীকুল মরণ কারণ ॥ ২০
মর্ম্ম ভেদী এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া।
দ্রবিবার যোগ্য হয় পাষাণের হিয়া ॥ ২১
কিন্তু তাহা রবি নিশি কাণে না পশিল ॥
যথা কালে নিশা গতে রবি দেখা দিল ॥ ২২
গোপী সব আর্ত্তনাদ করিতে থাকিল।
গমনের আয়োজন প্রভুর হইল ॥ ২৩
উষাকালে শয্যা ত্যজি গান্দিনী-নন্দন।
সমাপিলা প্রাতঃস্নান সন্ধ্যাদি-বন্দন ॥ ২৪
নিভৃতে ডাকিয়া কৃষ্ণে কহিলা বচন।
ত্বরা করি চল পুর কমললোচন ॥ ২৫
বিলম্বে হইবে বহু বিঘ্ন-সংঘটন।
তুমি অন্তর্য্যামী জান সব বিবরণ ॥ ২৬
দানপতি বাণী তবে করিয়া শ্রবণ।
সাগ্রজ জননী-পাশে করিলা গমন ॥ ২৭
বন্দিয়া চরণ কহে দুই সহোদর।
আজ্ঞা দেহ যাব মোরা মথুরা নগর ॥ ২৮
সে কথা শুনিয়া মাতা কাতরা হইলা।
মোরে ছাড়ি যাবে বাছা কেমনে কহিলা ॥ ২৯
তুইরে আমার বাছা অন্ধের লোচন।
পেয়েছি সৌভাগ্য-যোগে সুপুত্র-রতন ॥ ৩০
গোধন লইয়া তাত তুমি গেলে বন।
তোমার সহিত যায় আমার এ মন ॥ ৩১
গৃহের করমে চিত নাহি হয় স্থির।
ভ্রমি অবিরত গৃহ ভিতর বাহির ॥ ৩২
ব্রজে ফিরি আস যবে লইয়া গোধন।
সুস্থ হয় চিত্ত তবে হেরিয়া বদন ॥ ৩৩
যত দিন রবে মম দেহ সচেতন।
যাইতে না দিব তোরে অন্যত্রে কখন ॥ ৩৪
মথুরা নগরে তুমি করিলে গমন।
নাহি রবে মম দেহে কভু এ জীবন ॥ ৩৫
শুনিয়াছি খল অতি কংস দুরাচার।
সদা করে অন্বেষণ সে ছিদ্র তোমার ॥ ৩৬
নাহি জানি বিধাতা কি করিবে ঘটন।
পাঠাইতে তার পাশে নাহি সরে মন ॥ ৩৭
অতএব তাত আমি না দিব যাইতে।
অরি দূত সহ অরি যজ্ঞ নেহারিতে ॥ ৩৮
সত্য বটে হইয়াছে রাজ-নিমন্ত্রণ।
অবশ্য কর্ত্তব্য হয় তাহার পালন॥ ৩৯
লইয়া বিবিধ দ্রব্য ব্রজের ঈশ্বর।
যাউন সমাজ সাজি ভূপতি গোচর ॥ ৪০
যাইতে না দিব তোরে আমি প্রাণধন।
তুই গেলে কেমনেরে ধরিব জীবন ॥ ৪১
ধৈর্য্য হারাইয়া রাণী একথা কহিতে।
দর দর অশ্রুধার লাগিল পড়িতে ॥ ৪২
মূর্চ্ছার লক্ষণ দেখা লাগিল যাইতে।
বাতাহত রম্ভা হেন লাগিলা কাঁপিতে॥ ৪৩
ইচ্ছাময় হরি তাহা হেরিয়া নয়নে।
ভুলাইতে জননীরে করিলা চিন্তনে ॥ ৪৪
ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া তখন।
বিস্তারিলা যোগমায়া দেব জনার্দ্দন ॥ ৪৫
হইল রাণীর মায়াবলে ভাবান্তর।
কহিলা বচন তবে মহাযোগেশ্বর ॥ ৪৬
বিচারিয়া দেখ মাত তুমি বুদ্ধিমতী।
মহা পাপাচার কংস ভোজকুলপতি ॥ ৪৭
তার যজ্ঞে যদি মোরে না কর প্রেরণ।
অধিক কুপিত হবে তবে তার মন ॥ ৪৮
ঘটাইবারে পারে তাহে সমধিক ক্ষতি।
অতএব দেহ মাত যাইতে সম্মতি ॥ ৪৯
পিতার সহিত গিয়া রাখি নিমন্ত্রণ।
পুনরপি আসি ফিরি বন্দিব চরণ ॥ ৫০
কোন ক্লেশ নাহি পাব আমি গো সেখানে।
রহিব অগ্রজ সনে পিতৃ-সন্নিধানে ॥ ৫১
অনুমতি দেহ মাত প্রসন্ন অন্তরে।
কোন চিন্তা নাহি কর তুমি মোর তরে ॥ ৫২
তব আশীর্ব্বাদে বিঘ্ন কিছু না হইবে।
আমাদের অরি সব বিনাশ পাইবে ॥ ৫৩
এত শুনি যশোমতী করিলা বিচার।
কহিলা উত্তম বাক্য গোপাল আমার ॥ ৫৪
যদ্যপি সম্মতি আমি না দিব যাইতে।
অধিক অনিষ্ট কংস পারে ঘটাইতে ॥ ৫৫

হবে যাহে কৃষ্ণ-হিত তাহে মম হিত।
আমার কর্ত্তব্য তাহার বিধান উচিত ॥ ৫৬
এত ভাবি ব্রজেশ্বরী কহিলা তখন।
এস ফিরি শীঘ্র করি যজ্ঞ দরশন ॥ ৫৭
তারপর কহে রামে করি সম্বোধন।
তব করে করিনুরে গোপালে অর্পণ ॥ ৫৮
তুই ত জানিস সব বাছারে বলাই।
আমার সর্ব্বস্ব তব অনুজ কানাই ॥ ৫৯
না করি বিলম্ব তাত আসিবে সত্বর।
হ'ল প্রাণ পাখী শূন্য এদেহ পিঞ্জর ॥ ৬০
এত বলি করি রাণী হৃদয়ে ধারণ।
পুনঃপুনঃ পুত্রমুখ করিয়া চুম্বন ॥ ৬১
খাইবারে দিলা নবনীত ক্ষীরসর।
পরাইলা কটিতটে দিব্য পীতাম্বর ॥ ৬২
প্রতি অঙ্গে দিলা নানা রত্ন আভরণ।
দিব্য বিলেপন দিলা কুঙ্কুম চন্দন ॥ ৬৩
মস্তকে মোহনচূড়া করিয়া বন্ধন।
অনিমেষে রাণী হেরে পুত্রের বদন ॥ ৬৪
স্বযত্নে রোহিণী দেবী করিলা ভূষিত।
শ্বেত শ্যামরূপে দিক হল আলোকিত ॥ ৬৫
দুই সহোদরে তবে জননী চরণ।
প্রণমিয়া করি শুভ আশীষ গ্রহণ ॥ ৬৬
আইলা বাহিরে দ্রুত ছাড়ি অন্তঃপুর।
উত্তরিলা আসি যথা আছিল অক্রূর ॥ ৬৭
ধরি দানপতি তবে রামকৃষ্ণ কর।
আরোহিলা সুসজ্জিত দিব্য রথ পর ॥ ৬৮
রবিবাজী জিনি বাজী পরম সুন্দর।
হেরি রামশ্যাম রূপ বিশ্ব মনোহর ॥ ৬৯
হইল তুরগ জন্ম সফল ভাবিয়া।
চলিতে লাগিলা সুখে নাচিয়া নাচিয়া ॥ ৭০
নন্দ মহারাজ সহ অনুচরগণ।
লইয়া শকটপূর্ণ নানা উপায়ন ॥ ৭১
করিতে লাগিলা রথ পশ্চাতে গমন।
কৃষ্ণমায়া-বিমোহিত দ্বিধাশূন্য মন ॥ ৭২
হেনকালে কৃষ্ণপ্রিয়া সকলে মিলিয়া।
উত্তরিলা দ্রুতগতি তথায় আসিয়া॥ ৭৩

সবাকার দীনভাব ব্যথিত অন্তর।
গত সুখ ম্লানমুখ বিরহ কাতর ॥ ৭৪
অবস্থিত কান্ত রথ উপরে তখন।
হেরি হ'ল তাঁহাদের হিয়া বিদারণ ॥ ৭৫
করিতেছে প্রেমজল নয়ন বর্ষণ।
হেরিতে লাগিলা সবে দয়িতবদন ॥ ৭৬
নিরখি তাদের দশা কমললোচন।
করিলা অমৃতময়ী দৃষ্টি বিতরণ ॥ ৭৭
কহি পাঠাইলা দূতমুখে এবচন।
পুন তোমাদের সনে হইবে মিলন ॥ ৭৮
মোহ শোক ভ্রমশূন্য সম দরশন।
হেনমতে আশ্বাসিয়া করিলা গমন ॥ ৭৯
যতক্ষণ রথধ্বজ দেখিতে পাইলা।
পুত্তলিকাইব গোপী তথায় রহিলা ॥ ৮০
রথধ্বজ রেণু যবে হ'ল অদর্শন।
আইলা ফিরিয়া নিজ নিজ নিকেতন ॥ ৮১
অহর্নিশ করি গান প্রিয়গুণগণ।
করিতে লাগিলা দুখে সময় যাপন ॥ ৮২
প্রভুর অচিন্ত্যমায়া অমিতপ্রভাব।
আছে কেবা হেন যেবা বুঝে তাঁর ভাব ॥ ৮৩
যাইতেছে গোপ সব সানন্দ অন্তরে।
না জানিল কি হইবে দুইদিন পরে ॥ ৮৪
কি কুক্ষণে আজি রবি উদয় হইল।
দেবতা দুর্ল্লভ সুখ ব্রজে ফুরাইল। ৮৫
কৃষ্ণের বিরহ অমানিশা দেখা দিল।
সে ঘোর তিমির সব ব্রজ আচ্ছাদিল ॥ ৮৬
সে নিশার অবসান আর না হইবে।
চিরদিন তরে তাহা ব্যাপিয়া রহিবে ॥ ৮৭
রহিত যে ব্রজ সদা সুখ মুখরিত।
কোকিল কাকলী ভৃঙ্গ চকোর-নাদিত ॥ ৮৮
বিবিধ কুসুমে বনরাজি বিকসিত।
প্রফুল্ল কমল সর হ্রদ প্রফুল্লিত ॥ ৮৯
দ্বন্দ্বপ্রিয় পশুকুল দ্বন্দ্ববির্জ্জিত।
হৃষ্ট গৃহপশুকুল রব নিনাদিত ॥ ৯০
ক্ষয়বৃদ্ধি হীন সদা সভাস্ব-ভাস্বর।
অকলঙ্ক ব্রজরাজ সুত সুধাকর॥ ৯১

ত্রিতাপজনিত শোক দুখ তাপহর।
কমলাসু সদন সর্ব্বভূত শুভঙ্কর ॥ ৯২
রেখেছিলা যেই ব্রজে নিয়ত ভাসিত।
হইলা সে ব্রজ হ'তে আজি অস্তমিত ॥ ৯৩
আর না হইবে ব্রজে সে চন্দ্র উদয়।
ঘুচিবে না অন্ধকার হেন মনে লয় ॥ ৯
হইল সকল সুখ সমূলে নির্ম্মূল।
শোকসিন্ধু-নীরে আজি ডুবিল গোকুল ॥
গোপী পাদপদ্ম রেণু করি মনে আশ।
কহে ব্রজলীলা দ্বিজ হরি গোপীদাস ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে মহাকাব্যে পূর্ব্বভাগে
নবমঃ সর্গঃ।

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে মহাকাব্যে পূর্ব্বভাগঃ
সমাপ্তঃ।